ব্রহ্মসঙ্গীত

ত্রয়োদশ সংস্করণ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মসঙ্গীতের একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যনির্বাহক সভা-কর্তৃক নিযুক্ত সঙ্গীত-প্রকাশ কমিটি বিশেষ বিবেচনা-পূর্বক এই সংস্করণে প্রায় ৩৮০টি নূতন সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং স্থানাভাবে ও অন্যান্য কারণে প্রায় ১৩০টি পুরাতন সঙ্গীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সংস্করণের শেষ গানটির সংখ্যা ২০১৩। কিন্তু কীর্তনের গানের পৃথক পৃথক অংশগুলি গণনা করিলে মোট গানের সংখ্যা ২১৫০ এর কিঞ্চিদধিক হয়।

যে যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

গানগুলি সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মূল গ্রন্থের সহিত এবং প্রামাণ্য সংগ্রহ-গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পাঠ সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনো কোনো গানে মূলগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে, অথবা বিভিন্ন সংগ্রহ-গ্রন্থে, পাঠভেদ লক্ষিত হইয়াছিল; এরূপ স্থলে যে পাঠ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করা গিয়াছে।— পরিশিষ্টভুক্ত অল্প-সংখ্যক গান ব্যতীত আর সমুদয় পুরাতন ও নূতন গান, ভাব ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী দেখিলেই তাহার ক্রম বুঝিতে পারা যাইবে।— গান গাহিতে ও বাজাইতে শিখিবার সাহায্য হইবে বলিয়া, গানের নীচে যথাসম্ভব স্বরলিপি-গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা সমান সুরের কোনো প্রসিদ্ধতর গান নির্দেশ করা হইয়াছে।— যথাসম্ভব গানের রচনার তারিখ ও প্রায় সমুদয় নগর-সঙ্কীর্তনের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। রচয়িতার নাম-সম্পর্কে অনেক ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। "বিবিধ তথ্য" শীর্ষক একটি প্রস্তাব যোজিত হইয়াছে।— যাহাতে গান গাহিবার সময় পাতা উল্টাইতে না হয়, সেই জন্য (দীর্ঘ কীর্তন ব্যতীত আর সমুদয় স্থলে) বাম

ও দক্ষিণ দুই পত্রের মধ্যেই কয়েকটি গান সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রয়াসের অধিকাংশই অতিশয় শ্রমসাধ্য ও বহুসময়সাপেক্ষ; এবার যে তাহাতে সম্পূর্ণ সফল হওয়া গেল, তাহা নহে। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্যতালাভ করিতে পারা যাইবে।

কোনো কোনো গানের আরম্ভে 'ঐ', 'সে', আজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ আছে কি নাই, এ বিষয়ে প্রায়ই সংশয় উপস্থিত হয়। গানের আদির সূচীতে এইরূপ গান উভয়প্রকারেই দেওয়া হইল। দুই প্রকার আরম্ভের যেটি পুস্তকে আছে, সূচীপত্রে কেবল তাহাতেই রচয়িতার নাম দেওয়া হইল।

গ্রন্থমধ্যে কোনো কোনো গানের নীচে তারকাচিহ্ন আছে। সেগুলিতে মূল হইতে কিছু পরিবর্তন আছে বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দ্দু গানে কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "ৱ" (অন্তস্থ ব) প্রধান। অপরগুলিতে অক্ষরের পার্শ্বে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণের সময়ে সর্বত্র এই চিহ্নগুলি উঠে নাই।

কীর্তন ও নগরসঙ্কীর্তনগুলি নানা অমৃতময় ভাবের আধার; উহা কত মানুষের চিত্তকে প্রবল ব্যাকুলতার স্রোতে ভাসাইয়া ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উৎসাহের সহিত ঐ সকল গান গাহিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। এজন্য এবার দেখা গেল যে কীর্তনের গানের মধ্যে অনেকগুলির সুর, এবং বিভিন্ন কলির বিভাগ, অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই জানা আছে। গাহিতে শিখিবার একটু সুবিধা হইবে বলিয়া এই সংস্করণে ঐ গানগুলিকে সমান তাল ও সুর অনুসারে সজ্জিত করিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র সূচী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। এই প্রয়াসে নিশ্চয়ই অনেক ভ্রম ও ত্রুটি রহিয়া গেল; আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যোগ্যতর লোকের দ্বারা এই কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

"বিষয়সূচীর" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন যে ব্রহ্মসঙ্গীতের গানের মধ্যে সংসারের সম্বন্ধে অভিযোগের ও বিরাগের ভাব ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। অপর দিকে, ঈশ্বরের করুণা প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি, তৎপ্রসূত আনন্দ, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, প্রফুল্ল চিত্তে দুঃখ ও সংগ্রাম বরণ, প্রভৃতি ভাবের গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে এখনও সঙ্কল্প-দ্যোতক গানের সংখ্যা বড়ই কম। পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর সেবা করিয়া ধন্য হইব, সংসারকে একটু অধিক বিমল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়া যাইব, জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনে আপনাকে অতন্দ্রিত ভাবে নিয়োগ করিব, পাপ ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব,—এই সকল ভাবের গান এখনও অধিক রচিত হয় নাই। অনুতাপের ভাবটি অধিকাংশ গানে বেদনা ও বিলাপের আকারেই প্রকাশিত হইতেছে; অতি অল্প সংখ্যক সঙ্গীতে তাহা আশা উদ্যম ও সঙ্কল্পের আকার গ্রহণ করিয়াছে। তৎপরে ইহাও বিবেচ্য যে ধর্মজীবনে সত্যতার সাধন বিষয়ে সহায়তা করিতে হইলে সঙ্গীতের ভাষা অনাড়ম্বর স্পষ্ট ও সরল হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মসঙ্গীত সাধু ভক্ত ও দুঃখী পাপী সকলেরই হৃদয়ের ধন। ইহা বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ; ইহার দ্বারা বিগত যুগে বাঙালীর চরিত্র, আশা, উদ্যম বহু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ব্রহ্মসঙ্গীত উত্তরোত্তর সর্ব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে অনেকেই এখন জীবিত নাই। তাঁহাদের যে-যে পুস্তক এবং অন্যকৃত যে সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে গান সঙ্কলন করা হয়, ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রত্যেক সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সে সকল উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এবারও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আদি ব্রাহ্মসমাজের "ব্রহ্মসঙ্গীত" হইতে, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীতহার" হইতে, রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের "বাণী" ও "কল্যাণী" হইতে, কালীনাথ ঘোষ মহাশয়ের "ব্রহ্মসঙ্গীতা-

বলী," "অনুষ্ঠানসঙ্গীত" ও "নামসুধা" হইতে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "কীর্ত্তন বন্দনা" এবং "সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন" হইতে এবং অন্যান্য অনেক ভক্ত সাধকগণের গীতাবলী হইতে এই পুস্তকে সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" হইতে রচয়িতার নাম, এবং প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের "বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত" হইতে রচয়িতার নাম ও কোনো কোনো তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংস্করণের জন্য যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ ভাবে পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ রবীন্দ্রনাথের গান গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীতাবলীর বর্তমান স্বত্বাধিকারী "শ্রী দরবার" তাঁহার সঙ্গীত গ্রহণের, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ অন্যান্য কয়েকজন ভক্তের সঙ্গীত গ্রহণের অনুমতি, এবং যে যে সঙ্গীত বহুবৎসর পরিবর্তিত আকারে মুদ্রিত হইয়া সেই আকারেই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মূল পাঠ ফুটনোটে দিয়া পরিবর্তিত পাঠটি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত করিবার অনুমতি, প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় তাঁহার গান গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং কোনো কোনো গানে প্রয়োজনানুরূপ পাঠ-পরিবর্তন নিজেই করিয়া দিয়াছেন।

গানের আদির সূচীতে রচয়িতাদিগের নাম দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কত বিভিন্ন যুগের ও কত বিভিন্ন শ্রেণীর ভগবৎপিপাসু নরনারীর রচনার দ্বারা এই সঙ্গীতপুস্তক পরিপুষ্ট। বৈদিক যুগের মন্ত্ররচয়িতা ঋষিগণ; মধ্যযুগের কবীর, নানক, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তগণ; ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ; তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার বন্ধুগণ ও পুত্র পৌত্রগণ; আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের যুগের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুঞ্জবিহারী দেব, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি; তৎপরবর্তী যুগের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি; কবি ও গায়ক দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং

ভোলানাথ চক্রবর্তী; সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র রায়, ও রজনীকান্ত সেন; সাধক হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফিকির চাঁদ) প্রভৃতি; জীবিত সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নির্মলচন্দ্র বড়াল, মনোমোহন চক্রবর্তী, সুন্দরী মোহন দাস প্রভৃতি; নারী কবি ও সঙ্গীত লেখিকাদিগের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী কামিনী রায় প্রভৃতি;— এইরূপ কত নরনারীর রচিত সঙ্গীত এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভূমিকায় সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
ডিসেম্বর, ১৯৩১

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
সঙ্গীত-প্রকাশ কমিটির
সম্পাদক

ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক বচন

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সত্যমেবজয়তে।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ

তদুপাসনমেব।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং, সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি, প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য

১। ঈশ্বর এক, ও চিন্ময়। তিনি নিরবয়ব, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্তা, বিধাতা। তিনি জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়।

২। মানবাত্মা অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী; সে তাহার কর্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। পরমেশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের অবশ্যকর্তব্য। তাহা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। উপাসনা মনের দ্বারা করিতে হয়, বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনই তাঁহার উপাসনা।

৪। কোনো পরিমিত ব্যক্তি বা বস্তু ঈশ্বর রূপে বা তাঁহার অবতার রূপে অথবা মধ্যবর্তীরূপে উপাস্য নহে।

৫। জাতি ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল শাস্ত্রের ও সকল সাধুর উপদেশ হইতেই শ্রদ্ধার সহিত সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, বা ধর্মসাধনের একমাত্র উপায় নহে।

৬। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বই ধর্মের সারকথা।

৭। ঈশ্বর ও পুণ্যের পুরস্কর্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। এই পুরস্কার ও দণ্ড তাঁহার করুণা-প্রণোদিত; উভয়ই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য।

৮। পাপের জন্য অকৃত্রিম ও ব্যাকুল অনুতাপ, এবং পাপ হইতে নিবৃত্তিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুক্তির অবস্থা।

ব্রহ্মোপাসনা

ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্বাগ্রে চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয়; ব্রহ্মসহবাসে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করিয়া তুলিতে হয়। এই প্রয়াসের নাম উদ্বোধন।

ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করার নাম আরাধনা। আরাধনাই উপাসনার প্রাণ। ইহার দ্বারা আত্মা ক্রমশঃ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত, ও তাঁহার প্রেমানুভূতিতে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষা করে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যের এবং তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে নীরবে মনকে মগ্ন করার নাম ধ্যান।

আরাধনা ও ধ্যানের পর স্বভাবতই হৃদয় হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে প্রার্থনা উত্থিত হয়।

উপাসনা দুই প্রকারের,—একাকী ও মিলিত। একান্ত মনে একাকী পরমেশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক; এবং সমবিশ্বাসিগণের এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়াও ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক।

অনুকূল স্থানে এবং অনুকূল সময়ে উপাসনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু যখন যেখানে মন ব্যাকুল হইবে, সে সময়ে ও সে স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত।

নিম্নে একটি উপাসনার আদর্শ প্রদত্ত হইল। সামাজিক উপাসনায় সাধারণতঃ (১) প্রথমে, অর্থাৎ উদ্বোধনের পূর্বে, (২) আরাধনার পূর্বে, (৩) সাধারণ প্রার্থনার পরে, এবং (৪) উপদেশ ও প্রার্থনার পরে, চারি বারে চারিটি সঙ্গীত হয়। একাকী উপাসনায়, যখন মন ব্যাকুল হয় তখনই মনের ভাবের অনুকূল সঙ্গীত করা যাইতে পারে।

উদ্বোধন

যিনি সুখে দুঃখে আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়, সেই সর্বশক্তিমান্ অনন্তমঙ্গলের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের উপাসনাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। তাঁহার উপাসনাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য। শান্ত, সরল ও ব্যাকুল চিত্তে আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই; তাঁহাকে মনের কথা নিবেদন করি। তিনি দয়া করিয়া আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিন, যেন তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পারি, যেন তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি।

আরাধনা

সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

হে পরমেশ্বর, তুমি সত্য। সকল সত্তার মূলে তুমি পরম সত্তা। তুমি আছ বলিয়াই যাহা কিছু সব আছে; তুমি আছ বলিয়াই আমরা আছি। এই বিশ্বজগতের সকলই তোমাকে প্রকাশ করে। প্রভাতে পূর্বাকাশ যে সুন্দর আলোকে রঞ্জিত হয়, তাহা তোমারই প্রেম-মুখের আভা। রাত্রির যে অন্ধকার আমাদিগকে বেষ্টন করে, তাহা তোমারই স্নেহ-কোলের বেষ্টন। গিরি সাগর নদী, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, এই সকল তোমারি সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। আমাদের গৃহ পরিবারে যত স্নেহ প্রেম ভক্তি, মানবজীবনে যত সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ তাহার মধ্যে তোমারই লীলা, তোমারি বিধি। আমরা তোমাতেই জন্ম লাভ করি, তোমাতেই জীবিত থাকি; তোমারি ক্রোড়ে থাকিয়া এই জীবনের সুখ দুঃখ সকল অনুভব করি; তোমারি ন্যস্ত দায়িত্বসকল এই জীবনে বহন করি; এবং এই জীবনের অবসানে তোমাতেই নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হই।

হে জ্ঞানময়, জগৎ তোমার অপার জ্ঞান-কৌশলে রচিত। আমরা

যখন তোমার সেই কৌশলের একটু পরিচয় পাই, তখন আমাদের অন্তর বিস্ময়ে ও আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। মানবের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান তোমার অপার জ্ঞানের এক এক কণিকা মাত্র। আমাদের চেতনা তোমা হইতে ; আমাদের মন বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক, সকলি তোমা হইতে। আমরা আমাদের অন্তরে তোমার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে মার্জিত করিব, হৃদয়কে বিকশিত করিব, বিবেককে চির-উজ্জ্বল রাখিব, এবং অন্তরে যখন তুমি তোমার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।

হে বিধাতা, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা তোমার সকল বিধির মর্ম অনুভব করিতে পারি না ; জন্ম মরণ সুখ দুঃখ কখন্ কেন আসে, তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু শিশু যেমন পিতামাতার সব অভিপ্রায় না বুঝিয়াও অনুভব করে যে পিতামাতা তাহাকে ভালবাসেন, এবং সেই অনুভবের বলে একান্ত হৃদয়ে পিতামাতার মঙ্গল ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, আমরাও তেমনি, তোমার সব অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলেও, তোমার ভালবাসা অনুভব করিতে পারি, এবং একান্ত হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করি।

হে অনন্ত, তোমার জ্ঞান, তোমার শক্তি তোমার মহিমা অসীম। নক্ষত্র-খচিত রাত্রির আকাশ তোমার অসীমতার পরিচয় দেয়। চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সাগরের গাম্ভীর্য, পর্বতের উচ্চতা, তোমার মহিমা প্রকাশ করে। ভূকম্পে ঝটিকায় বজ্রে তোমার শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যাহাতে আমরা কেবল ক্ষুদ্র ভাবনা লইয়া না থাকি, যাহাতে আমাদের মন বড় হয়, হৃদয় বিস্ফারিত হয়, তাহার জন্য তুমি আমাদের চারিদিকে তোমার এই বিশাল সৃষ্টিকে প্রসারিত রাখিয়াছ। আবার, আমাদের আত্মাতে তুমি জ্ঞানের জন্য অনন্ত পিপাসা দিয়াছ ; যতই জানি, ততই মনে হয় কিছুই জানা হইল না। আমাদের হৃদয়ে তুমি ভালবাসিবার জন্য অসীম তৃষ্ণা দিয়াছ ; প্রেমে যতই আত্মবিসর্জন করি, ভালবাসিয়া

যতই খাটি, ততই মনে হয় কিছুই করা হইল না। আমাদের অন্তরে তুমি অপরিসীম পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিয়াছ; চরিত্রে যতই উন্নত হই, ততই বুঝিতে পারি যে আরও কত প'বত্র হইতে হইবে। তুমি মানুষের মনের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির আদর্শটি ধরিয়া রাখিয়াছ। তবে যুগে যুগে মানুষের মন উন্নততর ও মানবসমাজ বিমলতর হইতেছে; তাহাতে কত সাধু ভক্ত আত্মার অভ্যুদয় হইতেছে; তাঁহাদের চরিত্র-জ্যোতিতে তোমার মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।

তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি কত আনন্দের দ্বারা জগৎকে ও জীবের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ; মানুষকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা আরও কত উন্নততর আনন্দের অধিকারী করিয়াছ। যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা সুখ আস্বাদন করি, তখন সে সুখের দ্বারা আমাদের অন্তর কত কোমল, কত পবিত্র হয়। যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা দুঃখ গ্রহণ করি, তখন সে দুঃখের দ্বারা আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তপস্যা দৃঢ় হয়, প্রেম উজ্জ্বল হয়। মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা তীব্র দুঃখ যে পাপের জন্য অনুতাপ, তাহাও মানবচরিত্রকে কেমন নির্মল করে, উজ্জ্বল করে! জীবনে একদিন যাহা দুঃখ বলিয়া অনুভব করি, ক্রমে ক্রমে তোমার কৃপায় তাহারই মধ্যে কত কল্যাণ দর্শন করি; এমন দিন আসে যখন তাহার মধ্যে আনন্দও অনুভব করি। তুমি স্বয়ং আনন্দময়, তোমার জগৎ আনন্দময়, তোমার সকল বিধি আনন্দময়।

হে অমৃতস্বরূপ, তুমি তোমার প্রেমময় সান্নিধ্যে নিত্যকাল থাকিবার জন্যই আমাদিগকে জন্ম দিয়াছ। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই তোমার সঙ্গে ও কত প্রিয় আত্মীয়গণের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয়ের আরম্ভ হয়, এবং প্রেমের সম্বন্ধের প্রথম উন্মেষ হয়। সেই পরিচয়কে ও সেই প্রেমের সম্বন্ধকে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত কালে নিত্য বিকশিত কর। দেহের জন্য জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মাকেও প্রেমের সম্বন্ধ-সকলকে তুমি অমরত্ব দান করিয়াছ।

তুমি দয়াময়, তুমি প্রেমময়। পৃথিবীতে পিতামাতার স্নেহের তুলনা

নাই ; সে স্নেহ তোমার স্নেহের ক্ষীণ ছায়ামাত্র। তুমি তোমার প্রেম হইতে এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছ। শুধু আমাদিগকে অন্নপান দিয়া, আমাদের অভাব পূরণ করিয়া, তুমি তৃপ্ত নও। যাহাতে আমরা পরস্পরের ভালবাসা বুঝিতে ও পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখি, যাহাতে আমরা তোমার ভালবাসা বুঝিতে ও তোমাকে ভালবাসিতে শিখি, তাহার জন্য এ সংসারকে তোমার প্রেমের লীলাভূমি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার সকল নিয়মের মূলে তোমার প্রেম ; তোমার সকল বিধানের মূলে তোমার প্রেম। তোমার ঐ প্রেমমুখ না দেখিলে আমরা আমাদের সুখে স্বাদ পাই না, আমাদের দুঃখ বহন করিতে পারি না, আমাদের মানবীয় প্রেম উজ্জ্বল হয় না।

তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি বিনা আমাদের অন্য উপাস্য নাই ; তোমার সমান কেহ নাই। তুমি এক স্নেহে জগদ্‌বাসী সকলকে পালন কর ; জগদ্‌বাসী সকলে এক ভক্তিতে, একরূপ ব্যাকুলতায় তোমাকে চাহে। তোমার কাছে আমরা সব ভেদ ভুলিয়া যাই, জগদ্‌বাসী সকলে পরস্পরের ভাই বোন হইয়া যাই।

তুমি শুদ্ধ, তুমি পরম সুন্দর। বাক্যে কার্যে চিন্তায় আমরা পবিত্র হই ও সুন্দর হই, ইহাই তুমি ইচ্ছা কর। তোমার নিকটে বসিলে, তোমার কাছে হৃদয় সমর্পণ করিলে, অন্তরে যাহা কিছু অশুদ্ধ ও কলুষিত, তাহাকে আর অন্তরে পুষিয়া রাখিতে পারি না। তখন এমন ঘোর বেগে অন্তর আলোড়িত হয় যে পাপ-বাসনা অন্তর হইতে বিদূরিত না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তুমি পাপহরণ, তুমি পাপদমন, তুমি পাপদলন। তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কত পাপী পবিত্রাত্মা হইয়া গিয়াছে, কত দুরাচার মানব সাধুজীবন লাভ করিয়াছে। আবার, মানব অন্তরে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব, যত সুকোমল বৃত্তি, তাহার উপরে তোমার কী স্নেহদৃষ্টি! তুমি সে সকলকে সযত্নে বিকশিত করিয়া, জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে মানবাত্মাকে বিভূষিত করিয়া, তাহাকে তোমার নিত্য সান্নিধ্যের অমৃতময় জীবন দান কর। ধন্য তুমি! এ জীবনে তোমার যত

দয়া, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করি; তোমার প্রকাশিত যত আদর্শ, আদরে তাহা বরণ করি ; তোমার যত আদেশ, একান্ত হৃদয়ে তাহা শিরোধার্য করি। আনন্দে ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তোমায় প্রণাম করি।

[আরাধনার পরে উপাসক নিস্তব্ধ হইয়া কিছুকাল ধ্যান করিবেন। মিলিত উপাসনায় ধ্যানের শেষে সকলে সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, ইহাকে সাধারণ প্রার্থনা বলা হয়।]

সাধারণ প্রার্থনা

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর।

[সামাজিক উপাসনায় ইহার পর সঙ্গীত হয়। তৎপরে আচার্য সদ্‌গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন, অথবা মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন, এবং মণ্ডলীর অবস্থানুরূপ মণ্ডলীর জন্য ও জগদ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করেন।

সমস্বরে পাঠের উপযোগী সংস্কৃত স্তোত্র ব্রহ্মসঙ্গীতের ৫৭৫-৫৭৮ পৃষ্ঠায় আছে।]

গানের আদির সূচী

[জন সঙ্গীত-রচয়িতার নাম "অমৃতলাল গুপ্ত"। তাঁহাদের নামে (১) ও (২) সংখ্যা দেওয়া হইল। (১)=কুমিল্লার স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর। (২)=ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক অমৃতলাল গুপ্ত। এখন উভয়ে পরলোকগত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত

ব্রহ্মসঙ্গীত

প্রথম অধ্যায়

উদ্বোধন

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান

উষায় ও প্রভাতে

১

জাগো সকল অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়ে দেখো করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখো রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্ত-হারী,
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৪

২

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দাও প্রভুর চরণে॥

[টোড়ি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৭

৩

ভজ প্রাণারামে ভুবনমোহনে,
ভবভয়হরণ পতিতপাবনে, পাবে পরিত্রাণ।
শান্তিসুধা আর কোথায় পাইবে, তিনি এক শান্তিনিধান।
মগন হও রে তাঁর প্রেমনীরে, জুড়াইবে তাপিত হৃদয়;
প্রাণসখা আসি হৃদে প্রকাশিলে, শীতল হবে মন প্রাণ।
মুক্তিভিখারী আছে যত নরনারী, ডাকো রে করুণানিধানে;
দীনহীনসখা তিনি, পরম কৃপাময়, দাসে দিবেন দরশন ॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল

৪

প্রাতঃসময় জাগো রে হৃদয় স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখো নিশি যায় যায় যায়, সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসিছে সব নীল নীরদ, দেখো রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব, নিদ্রাগত প্রাণী, বিহঙ্গ, মানব,
জীবকোলাহল, আহা, ঐ শোনো, উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন, যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্তি তাঁর হায় রে এখন হের' না কেন নয়নে?
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ, পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে, সঁপ রে তাঁর চরণে ॥

[ভৈরব, একতাল

৫

মন, জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতিবিভাসিত চোখে।
হের' গগন ভরি জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবনসাগর,
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে ॥

৬

বিমল প্রভাতে, মিলি একসাথে, বিশ্বনাথে করো প্রণাম।
উদিল কনকরবি রক্তিম রাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর করো রে গান ॥

[ভৈরব, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১

৭

গা তোলো পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম করো গান।
করো হে ভজন, করো হে সাধন, করো হে চিত্ত-সমাধান।
অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময়-নামরস করো পান।
ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়, দয়াময় রূপ সদা করো ধ্যান।
শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বলো অবিরাম।
অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখো হে দয়াময় বিরাজমান।
নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখো হে দয়াময় বিরাজমান।
ভূতলে গগনে, অরুণ-কিরণে, দেখো হে দয়াময় বিরাজমান।
তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম ॥

[ভৈরব, ঠুংরি

৮

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা ;
আজ করো রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাও রে ছাও।
নব নব রাগ-রচিত-বন্দনা-মালা, গাঁথি গাঁথি দেও উপহার ;
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার' সকল সংসার ॥

[ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১

৯

সবে মিলে গাও রে এখন ,
গাও তাঁরে, গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নামসুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোনো সে আনন্দধ্বনি মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি করো দরশন।
হৃদয়মন্দির-মাঝে, দে'খে সে হৃদয়রাজে,
মত্ত হয়ে করো তাঁর গুণানুকীর্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দরসে হও রে মগন ॥

[বাঁরোয়া, ঠুংরি

১০

আজি   মধুর প্রভাতকালে, মিলিয়ে সকলে,
প্রীতি-অঞ্জলি দিব মায়ের চরণকমলে।
আজি   শুনিয়ে মায়ের মধুর আহ্বান, তাঁহার চরণে সঁপ রে মনপ্রাণ,
ভক্তিরসে গ'লে, মা মা মা মা ব'লে, চলো যাই মায়ের কোলে।
আমাদের জননী দিবস রজনী ডাকিছেন অমৃতের স্বরে;
শুনি সে মধুর ধ্বনি চলো ভাই ভগিনী, যাই সবে তাঁহার দ্বারে;
যদি কৃপা করি দিয়াছেন এ জীবন, তাঁর চরণে তবে করি সমর্পণ,
ঘুচিবে বাসনা, পাপের যাতনা, মোক্ষধামে যাইব চলে॥

[ভৈরবী, কাওয়ালি

১১

রাজেশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর, বিরাজিত হেরো মহাসিংহাসনে।
ধায় শত শত আকুল চিত তাঁহারি অমৃত পানে।
গাহিছে বিহঙ্গ প্রেমে মাতোয়ারা, বন্দিছে নীরবে রবি চন্দ্র তারা,
বীণাবাদিনী গাহে কল্লোলিনী, কী আনন্দধ্বনি উঠিছে ভুবনে!
এস গো ভগিনী, এস রে ভাই, পিতার সিংহাসন ঘিরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমে গলিয়ে, প্রাণ খুলি পিতার যশোগীতি গাই;
যাঁর আবাহনে প্রাণ জাগিল, যাঁহার পরশে পাষাণ গলিল,
দেখি অনিমেষে, সে সত্যপুরুষে, হৃদয়-নিভৃত-কাননে॥

[ভৈরবী, চৌতাল

১২

বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে বিমল হৃদয়ে জাগো।
প্রীতি-কুসুম-অঞ্জলি ঢালি চরণে আশীষ মাগো।
বিমল প্রাতে বিহগ গাহে, নিখিল ফুল্লনয়ানে চাহে,
আজি লুটায়ে হৃদয় তাঁহারি পায়ে, তাঁহারি শরণ মাগো॥

[গান্ধারী, তেতালা। ভোরের পাখী ৪

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান

সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে

১৩

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,
কভু ভুলো না, ভুলো না রে করুণা তাঁর।
খুলে দাও হৃদয়-দ্বার, তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশ' মনের আঁধার॥

[পূরবী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৬

১৪

দিবা অবসান হল, কী করো বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভব-নদী করেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখো না তায়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ॥

[পূরবী, আড়াঠেকা

১৫

অন্তরে ভজ রে তাঁরে,
সৃজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর, তারক,
যাঁর বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে।
হৃদি-দরপনে মাজি যতনে, দেখো রে সেই প্রেমচন্দ্র,
সুধা বরষন হইবে এখনি মধুর মধুর।
সেই অমৃত-হ্রদে সবে মিলি করহ স্নান, পাইবে প্রাণ,
তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর হইবে পাপ।
সঙ্কটহর নিত্য নিকট ; কেন হে ভ্রম' দূরে,
তাঁর শরণ লও, যাইবে ভবের পারে॥

[ইমন-ভূপালী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৩

১৬

জগতবন্দনে ভজ, পবিত্র হবে জীবন।
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন. তাঁরে যে কভু দেখে না।
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ-তাপে মগন।
পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন,
তাঁর পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ ;
সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর
শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ॥

[সোহিনী-বাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি :।১১৮

১৭

তাঁরে ভজ, ভজ রে মন, সেই আদিদেব ভুবননাথ,
পরমপুরুষ, পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত, মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে,
পবিত্র হৃদয়ে, শোভন স্বরে, গাও সতত
সেই জন্ম-মরণ-রহিতে সনাতনে॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭১

১৮

ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

[ইমনকল্যাণ, তেওট। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৯

১৯

জাগে নাথ জোছনা-রাতে; জাগো রে অন্তর, জাগো।
তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধপ্রাণে, নিমেষহারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা, নীরব গীতরসে হল হারা;
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগে রে, জাগে রে সুন্দর সাথে॥

[বেহাগ, ধামার। গীতলিপি ১।২১

২০

আনন্দে আনন্দময় ব্রহ্মনাম গাও রে,
ছেদিয়ে পাপ-বন্ধন, তাঁর পানে ধাও রে।
মিলে ভাইভগ্নীগণে, প্রীতি-কুসুম চন্দনে
প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রেমাঞ্জলি দাও রে॥

[পূরবী, চৌতাল

২১

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগো আজি জাগো জাগো রে, তাঁরে ল'য়ে প্রেমঘন হৃদয়মন্দিরে॥

[আড়ানা, ঢিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩৪

২২

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে—
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায়, বুঝি না রে, হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার॥

৪ বৈশাখ ১৩১৭ (১৯১০) [বেহাগ, একতাল। গীতলিপি ৩।৪০

২৩

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে প্রীতিযোগে,
তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে, হেরো দিব্যনয়নে,
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে,
নিখিল কালে, জড়ে জীবে জগতে, দেহে প্রাণে হৃদয়ে ॥

[হাম্বীর, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৩

২৪

নিশীথ-নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখিতারা,
সুপ্ত লোক-লোকান্তরে যে আঁখি নিমেষহারা।
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনাধারা।
ছাড়ো যোগী নিদ্রাবেশ, হেরো আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙো এ কুহককারা ॥

[মিশ্র মেঘ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯১

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান

সাধারণ

২৫

নিশিদিন চাহো রে তাঁর পানে, বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণগানে।
হেরো রে অন্তরে সে মুখ সুন্দর, ভোলো দুঃখ তাঁর প্রেমমধুপানে ॥

[যোগিয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৯

২৬

ভজ সে পরমানন্দে নিত্য নির্বিকার।
আর মজ তাঁর পদারবিন্দে, ত্যজিয়ে অসার।
যেথা নাহি দুঃখ, নাহি পাপ, বিচ্ছেদ বিয়োগ তাপ,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি মৃত্যুর আঁধার।
যাঁতে অনন্ত জীবন-স্রোত, নিত্যানন্দে প্রবাহিত,
করে অক্ষয় অমৃতরসে নিত্য জীবনসঞ্চার ॥

[কীর্তন, একতাল

২৭

ভাব তাঁরে, অন্তরে যে বিরাজে ; অন্য কথা ছাড় না।
সংসার-সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোনো মতে, বিনা তাঁর সাধনা ॥

[বেহাগ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৭

২৮

ভজ রে প্রভু দেবদেব, সরব-হিতকারী রে।
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর-দুখহারী রে।
যাঁহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত স্রোত বহিছে যার,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ কী ভয় তোমারি রে?
তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে, তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়, উথলে প্রেমবারি রে।
অমৃত জলেরই সেই তো সাগর, কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান করো রে সে জল, চরম-শান্তিকারী রে ॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

২৯

প্রথম নাম ওঙ্কার, ভুবনরাজ দেব-দেব.
জ্ঞানযোগে ভাব হে, তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত-হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ-সঙ্গীত-মানে, মিলিবে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে গায় ত্রিভুবনে ;
ভয় কী ? অভয় দানে তোষেন জগত-জনে,
ডাকো হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮৭

৩০

নিভৃত অন্তরে আছে দেবালয়,
সেথা ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।
সেথা যে দেবতা জাগেন একা, তাঁরি পায় নমি আয়, নমি আয়।
সুখের লাগিয়ে মরিস রে ঘুরে, সুখ-আশে বৃথা যাস দূরে দূরে,
ব্যথা পেয়ে শেষে আঁখি দুটি ঝুরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।
অন্তর-ডালি সাজা' প্রীতি-ফুলে, হৃদয়-দুয়ার দে রে তুই খুলে,
মরমেরি মূলে চা' রে আঁখি তুলে, তুচ্ছ সুখ দুখ সকলি ভুলে ;
গভীর শান্তি নামিবে প্রাণে, ভরিবে হৃদয় কুসুমে গানে,
বাজিবে বীণা মধুর তানে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় ॥

[সিন্ধু-খাম্বাজ, তেওরা। পথের বাণী ৫৪

৩১

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে ;
প্রাণ মনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দবন্ধনে ।
আলো জ্বালো হৃদয়দীপে অতিনিভৃত অন্তরমাঝে
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধচন্দনে ॥

[শ্যাম, কাওয়ালি । গীতলিপি ২।১৮

৩২

দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে !
কী ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অযতন ? এখন করহ সাধন ।
এই সে পতিতপাবন, এই সে জগততারণ,
এই সে পরম কারণ, করহ তাঁরে মনন ।
হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য নিত্য বিভু নিরঞ্জন ;
হৃদয়ের প্রেমহার, দেও হে তাঁহারে উপহার,
পেয়েছ কৃপায় যাহার দেহ হৃদয় জীবন ॥

[দেশ, সুরফাঁক্তা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪২

৩৩

ডাকে বার বার ডাকে, শোনো রে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে
কত সুখ দুঃখ শোকে, কত মরণে জীবনলোকে,
ডাকে বজ্রভয়ঙ্কর রবে ; সুধাসঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে ॥

[কেদারা, কাওয়ালি । গীতলিপি ৫।১৩

৩৪

সে ডাকে আমারে।

বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে।

প্রভাতে যারে দেখিবে বলি দ্বার খোলে কুসুম-কলি,

কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে।

নির্ঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,

শৈলবন পুষ্পকুল নন্দে যাহারে;

যার প্রেমে চন্দ্র-তারা সারা নিশি তন্দ্রাহারা,

যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। কাকলি ১।৫২

তাঁহাকে ভুলিও না

৩৫

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তাঁয়;

থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।

হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে?

সেই সখা বিনে সুখ-শান্তি দিবে কে তোমায়?

ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা

তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;

এত যাঁর করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে?

তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়?

[আলাইয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯১

৩৬

কেন ভোলো ভোলো চিরসুহৃদে ? ভুলো না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভোলো ?
থেকো না, থেকো না, তাঁ হতে অন্তর ;
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ?
চিরজীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে কেন ভোলো ?

[কুকুভ, আড়াঠেকা

৩৭

কেন ভোলো, মনে কর তাঁরে, যে সৃজন পালন করে সংসারে।
সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বলিতে তাঁরে ?

[খাম্বাজ, ঢিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৩

শান্তিলাভের জন্য তাঁহার কাছে চল

৩৮

কার মিলন চাও, বিরহী— তাঁহারে কোথা খুঁজিছ
ভব-অরণ্যে, কুটিল জটিল গহনে, শান্তিসুখহীন ওরে মন।
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায় !
অমৃতজ্যোতি কিবা সুন্দর, ওরে মন ॥

[শ্রীরাগ, তেওরা

৩৯

শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা— মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ-পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাল তারে বিসর্জন,
আজ প্রিয়-প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল ;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তিসুখ চাহ যদি সেই আনন্দধামে চল ॥

[ললিত, আড়াঠেকা

৪০

প্রাণ খুলে সবে মিলে ডাকো রে তাঁরে ;
আসিবেন প্রাণেশ প্রাণের মাঝারে।
বৃথা চিন্তা পরিহ'রে ভাব রে ভাব তাঁহারে,
অনুপম শান্তিসুখ পাইবে অচিরে ;
দুঃখপূর্ণ এ জীবন, সফল কর এখন,
বসায়ে হৃদয়-নাথে হৃদয়-মন্দিরে।
যাহার প্রেমের বারি একবার পান করি,
বহু দিনের পাপের জ্বালা যাই পাসরে,
কেমনে তাঁরে পাসরি বলো এ জীবন ধরি ?
এসো আজ প্রাণ ভরি ডাকি সেই প্রাণেশ্বরে ॥

[ভৈরবী, যৎ

শান্ত হও

৪১

শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন!
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্বচরাচর লীন।
শুনে রে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত, শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হেরো বিশ্ব চির প্রাণতরঙ্গিত, নন্দিত নিত্যনবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরা জর পাপ!
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন, প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন—
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫৭

মগ্ন হও

৪২

অপরূপ সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ওরে মন, হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস-অচল-শিরে কর ধীরে আরোহণ।
নিভৃত-হৃদিকন্দরে, প্রেম-প্রস্রবণতীরে,
নির্বিকার অন্তরে পাবে তাঁর দরশন;
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তিমান,
যোগিজন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান॥

মাঘ ১৭৯৬ শক (১৮৭৫) [জয়জয়ন্তী, চৌতাল

৪৩

বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিবসুন্দর,
অরূপ সে রূপ হেরি, আনন্দে হও মগন।
ঢালো তাঁর পূত-পদে প্রেম-কুসুম-অঞ্জলি,
মিশাও তাহার সাথে, ভকতির চন্দন ॥

[সুরট-জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৪

৪৪

শিবসুন্দর চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াও রে,
বিভু-পাদপদ্ম-সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ সত্য হিরণ্ময় মানসপটে তাঁরে
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে ॥

[সিন্ধু-ভৈরবী, একতাল

৪৫

মজ রে মন আমার বিভু-পদে।
কে মিটাবে এ পিয়াসা না ডুবলে সেই সুধাহ্রদে ?
জলে মিটে জল-পিয়াসা, ধনে পূরে ধনের আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা মিটে কি রে এ সম্পদে ?
পথ চিনে মন পথ ধর, অসার অনিত্যে ছাড়,
মরুভূমে জলের আশে যেয়ো না, পড়বে বিপদে ॥

[ভৈরবী, ঠুংরি

৪৬

মজ মন বিভু-চরণারবিন্দে ;

গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে ।

সেই চিত্তবিনোদন মুরতি মোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে ;

ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে ।

সেই যোগীজন-চিত সদা প্রলোভিত যাঁর প্রেম-মকরন্দে ;

জীবন-সঞ্চার, পাতকী-উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে ।

করিয়ে সাধন, ইন্দ্রিয়দমন, লহো স্থান ব্রহ্মপদে ;

গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ-সম্পদ-দুঃখ-বিপদে ॥

[ভৈরবী, যৎ

৪৭

হরি-পদকমল-পীযূষরসে,

মজ রে পিপাসু মন-মধুকর ।

বিষয়সুখ-আশে কেন রে মায়াবশে ভব-কণ্টকবনে বৃথা ভ্রমণ কর ?

মধু-লোভে কত প্রেমিক ভকত বিহরিছে ও পদপঙ্কজ ভিতর,

বিমোহিত হয়ে আছে লুকাইয়ে, সুধাপানে আনন্দিত অন্তর ।

ও চরণ-সরোজে, বিমল দল-মাঝে,

সাধুসঙ্গে সদা সুখে বাস কর ;

নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয় রে মকরন্দ নিরন্তর ॥

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, ঠুংরি

তাঁহার নাম গান কর

৪৮

চলো গাই সেই ব্রহ্মনাম!
যে নাম-স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচে রে।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে, মধুর রাগিণী তুলিয়ে,
গাও এক প্রাণে এক তানে, একেরই কীর্তনে ;
ব্রহ্মনাম মহাধ্বনি, আহা কী মধুর পশিলে শ্রবণে !
শুনি শুনি গাই, গাইয়ে শুনাই, সরল ব্যাকুল অন্তরে,
কী আছে চিন্তা রে।

সে রাগে গাহিব ওঙ্কারে, ভ্রমর যেমন ঝঙ্কারে,
শুনিয়ে জগত হইবে মোহিত, পিয়াস পূরিবে ;
সঙ্গে ব্রহ্মনাম নিবে, হাসিবে কাঁদিবে, মাতিবে মাতাবে।
শত শত প্রাণ হয়ে একপ্রাণ ধর রে ধর রে ধর রে
স্বরগ স্ব-করে !

নামের ধ্বনির পুলকে সকল হৃদয় আলোকে,
এ লোক সে লোক উদয় এ লোকে লোকেশ-কীর্তনে ;
বাঞ্ছা পূর্ণ প্রাণে প্রাণে, যে জানে সে জানে কী করে এ গানে।
মরাকে বাঁচায়, খোঁড়াকে নাচায়, বোবাকে গাওয়ায় সুস্বরে,
দেখায় অন্ধেরে।

জান তো জান তো সকলে, নামেতে হৃদয়ে কী ফলে,
সাগর উথলে, নাচায় পুতুলে, হাসায় প্রাণ খুলে ;

ব্রহ্মনাম-গান তোলে, সে গান সে তান যে শুনে সে ভোলে।
ভুলে ভুলে গায়, গাইয়ে ভুলায়, তুলায় তুলিবে কে তারে—
ভুলায় কী করে!

ব্রহ্মনাম-বলে হৃদয়ে উথলে পরমব্রহ্মজ্ঞান,
কিবা মান অপমান, ভেদ-জ্ঞান অবসান!
ক্রোধ মোহ লোভ রহে না এ সব, অতুল বৈভব বিস্মরে
নামের সুস্বরে

[সুর— সবে মিলে মোরা বিভুপদে

৪৯

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভক্ত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্তচকোরে॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৫

৫০

আজ সবে গাও আনন্দে,
তাঁর পবিত্র নাম ল'য়ে জীবন কর সফল।
সরল হৃদয় লয়ে, চলো সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে!
দুর্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেমশশী যবে মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে॥

[হাম্বীর, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৪

৫১

গাও বীণা— বীণা, গাও রে।
অমৃতমধুর তাঁর প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে।
ব্যথা দিয়ো না কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে।
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয় নব নব তানে ছাও রে।
পড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাও রে॥

[মিশ্র টোড়ি, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭

৫২

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপি-হৃদয়তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত-হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন, নির্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে॥

[খাম্বাজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৯০

ঈশ্বরের স্বরূপ মহিমা করুণা

৫৩

কর তাঁর নাম গান যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
"অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন পরশ-রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১৮

৫৪

ভজ রে ভজ রে ভবখণ্ডনে, ভজ রে বিশ্বজন-বন্দনে,
জগতরঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে পালনে তারণে,
প্রণতজন-সৌভাগ্য-জননে।
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে,
অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে;
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে,
সর্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে॥

[নারায়ণী, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২০

৫৫

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে;
জীবন্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যেজন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে,
পদাশ্রিত জনে দেখা দেন নিজগুণে, দীনহীন ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে;
পরম ন্যায়বান, করেন ফলদান পাপ পুণ্য কর্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে;
তাঁর মুখ দেখি সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে;
ভজন সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর, চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে॥

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, ঠুংরি

৫৬

মহানন্দে হেরো গো সবে, গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা।
তাঁহা হতে নামে জড়জীবন-মনপ্রবাহ,
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজনধারা॥

[তিলককামোদ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৫

৫৭

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন,
নিরাময় অবিনাশী, অনাদিকারণ, পূর্ণজ্ঞান।
দীননাথ দয়াল, দারিদ্র্যভঞ্জন, শান্তিসদন,
অন্তর্যামী, ভবতারণ, হৃদয়স্বামী প্রাণের প্রাণ।
কে বা করিত হেথা বিচরণ, কে বা করিত জীবন ধারণ,
যদি আকাশে না হইত তাঁহার অধিষ্ঠান।
তিনি লোক-ভঙ্গ, নিবারণ সেতু, তিনি আত্মার চির উন্নতি-নিদান
তিনি অমৃতের সোপান॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪৬

৫৮

জীবন্ত ঈশ্বর এই তো বর্তমান!
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত হয় কি মন ক'রে অনুমান?
এই তো সর্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই তো পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্মা* পুরুষপ্রধান।
এই তো চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই তো দয়াল হরি হৃদয়রতন,
এই তো প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান?
এই তো নিত্য সত্য ব্রহ্মসনাতন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন!
স্থানেতে 'এখানে', কালেতে 'এক্ষণ', প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারালে হৃদয় হয় যে শ্মশান।

[মিশ্র, একতাল

---

* মূলের পাঠ—'পূর্ণ কর্ম্মঠ'

৫৯

চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই ,
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরানের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।
দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই,
তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে কে ডাকে, শুনিতে পাই।
আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই ;
আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোনো জ্ঞান নাই।
কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে— কারে সুধাই ?
না জানি সন্ধান যোগ ধ্যান জ্ঞান, ঘ্রাণে মত্ত হয়ে ধাই।
ডুবিব অতলে মহাসিন্ধুজলে, যা থাকে কপালে ভাই॥

[ভৈরবী, একতাল

৬০

ভজ রে, ভজ তাঁরে ;
নিখিল বিশ্ব অবিরত দেশে কালে যাঁর মহিমা প্রচারে রে।
অপার যাঁর শক্তিসাধ্য, যিনি সুর-নর-পরমারাধ্য,
শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, বন্দ্য বেদ বন্দে যাঁরে রে।
যাঁ হতে পাইলে জনকজননী, যাঁ হতে দেখিলে বিশাল ধরণী,
যাঁ হতে লভিলে জ্ঞান-দিনমণি এ মোহ-অন্ধকারে।
যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে,
যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, "লয়ে যাব ভবসিন্ধু-পারে" রে॥

[বেহাগ, একতাল

৬১

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে
যে আঁখি জগতপানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশী গ্রহ তারা, হয় নাকো দিশেহারা,
সেই আঁখি'পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ-পানে কেন না তাকাই?
ধ্রুবজ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥

[দেশ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৯

৬২

জান না রে কত তাঁর করুণা।
যে জন দেখে না, চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেম দান।
রসনা, যাও তাঁর নাম প্রচারো,
তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন, দেখো রে নয়ন, সদা দেখো রে॥

[ছায়ানট, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪২

৬৩

অমৃতধনে কে জানে রে, কে জানে রে!
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে; তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে চাহো রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে॥

[বেহাগ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৭

৬৪

কার কোলে ধরা লোভে পরিণতি ?— সেই অপার কারণ-সিন্ধু !
কার জ্যোতিকণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?— সেই চিরনির্মল ইন্দু !
কার পানে ছোটে রবি শশী তারা ?
নাহি পথভ্রান্তি, স্থির আঁখিতারা ?
ভ্রমে মেঘ বায়ু হয়ে আত্মহারা ? — সে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু !
কার নাম স্মরি দুঃখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখকান্তি হরে ভব-শ্রান্তি ?— সেই নিখিল-পরমবন্ধু ॥

[গৌরী, একতাল

৬৫

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গলছায়া ,
কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃতনিকেতনে ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৬

৬৬

সে যে পরম-প্রেমসুন্দর, জ্ঞাননয়ন-নন্দন ;
পুণ্য-মধুর নিরমল জ্যোতি জগতবন্দন।
নিত্য-পুলকচেতন, শান্তি-চিরনিকেতন,
ঢালো চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুমচন্দন ॥

[সুরটমল্লার, সুরফাঁক্তা

৬৭

প্রেমমুখ দেখো রে তাঁহার।

শুভ্র, সত্যস্বরূপ, সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার;

সর্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান;

সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,

ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান॥

[বেহাগ, রূপক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৩

৬৮

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে।

আর কোন্ মা আছে এমন ক'রে পালিতে জানে?

কী স্বদেশে, কী বিদেশে, মা আমার সর্বদা পাশে,

প্রাণে বসে কহেন কথা মধুর বচনে!

আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,

মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।

এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,

কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।

হায়, আমি কী করিলাম— এমন মায়ে না চিনিলাম,

না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে!

[আলাইয়া, যৎ। কীর্তনভাঙা সুর

৬৯

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে।
তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন—
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান, তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত ॥

[কেদারা, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৭

৭০

মা আছে আর আমি আছি, ভাবনা কী আর আমার?
আমি মায়ের হাতে খাই পরি, মা লয়েছে সকল ভার।
প'ড়ে সংসার-পাকে ঘোর বিপাকে দেখিয়াছি অন্ধকার;
সেই ঘোর আঁধারে মা আমারে (মাভৈঃ) বাণী শুনায় বারে বার।
এসে ছয় জনাতে একই সাথে পথ ভুলায় যে কত বার;
সেই বিপদ হতে ধরে হাতে মা যে করিছে উদ্ধার।
আমি ভুলে থাকি, তবু দেখি ভোলে না মা একটিবার;
এমন স্নেহের আধার কে আছে আর— মা যে আমার, আমি মা'র ॥

[আলাইয়া, কাওয়ালি। সুর— কী ধন লইয়ে বল

৭১

চল চল ভাই, মায়ের কাছে যাই, ভাই ভাই মিলে।
মোদের কে আছে সংসারে দয়াময়ী বিনে?
দেখি কি না হয় দয়ার উদয়, ভাই রে, সেই দয়াময়ী মায়ের প্রাণে।

দুঃখী পাপী মোরা অসহায় দুর্বল, নাহি ভজন সাধন, জ্ঞান বুদ্ধি বল,
মায়ের চরণ ভরসা কেবল, মা বিনে মোদের কী আছে সম্বল ?
পাপে তাপে ভগ্ন যাদের হৃদয়, কোথা বা যাইবে, কে দিবে আশ্রয় ?
দুঃখ দুর্দিনে পাপ প্রলোভনে, ভাই রে,
বল কে আর নিস্তারে গতিহীন জনে ?

[বিভাস, একতাল

৭২

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ—
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হেরো তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত-আলয়ে॥

[বড়হংসসারঙ্গ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৬

৭৩

প্রাণ-মন-ডুবানো এমন কেহ নাই রে, কিছু নাই রে।
জুড়াতে এমন বেদন-দহন কেহ নাই রে, কিছু নাই রে।
আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো, নিমেষে ঘুচাতে সব কালো,
সব দিকে এত ভালো, কেহ নাই রে, কিছু নাই রে।
ঢালিতে সুধা বিষ জ্বালায়, ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়,
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায়, কেহ নাই রে, কিছু নাই রে।
তাঁরে এসো সবে নমি, 'তিনি'ধনে হই ধনী,
এ হেন পরশমণি কেহ নাই রে, কিছু নাই রে॥

[সিন্ধু-বারোঁয়া, তেতালা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৫০ শক

অভয় আশ্বাস আনন্দ

৭৪

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি—
ওরে ভয়চঞ্চল প্রাণ, জীবনে মরণে সবে রয়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি দিবানিশি সুখে শোকে লোক-লোকান্তরে॥

[ইমনকল্যাণ, আড়া-চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৮

৭৫

পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে—
আনন্দে চলেছি ভবপারাবারপারে।
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়
করুণাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

[খট, ঝাঁপতাল

৭৬

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভোল তাঁরে, এ তো ভাল নয়॥

[সাহানা, ধামার

৭৭

বিপদরাশি দুঃখ দারিদ্র্য কী করে ?
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে, কী ভয় লোকভয়ে।
বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদবারি-গুণে,
বিপদসাগর অনায়াসে তরে।
নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নবজীবন,
নিমেষে সকল পাপতাপ হরে।
হৃদয় আকাশে জ্যোছনা প্রকাশে,
যখন দেখি সেই করুণাকরে॥

[মেঘমল্লার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩।৬০

৭৮

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা—
একেলা ঘন-ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও!
বিপদ দুখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,
অন্ধকার হতেছ পার— কাহার সাড়া পাও।
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিবে না সে বায়ুবলে—
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও।
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয়রব—
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও।

[মেঘ, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।২৬

৭৯

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা।
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ, বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোলো প্রাণ, টুটিয়া মোহকারা।
রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির-আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা;
সংসারের সুখে দুখে, চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধাধারা॥

[সাহানা, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৬

৮০

তাঁহারি চরণতল-ছায়ে চিরদিন থাক ওরে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তাঁরে।
হবে নিরাপদ, পাবে চিরসম্পদ, মধুর বিমল হবে ধরাতল,
প্রীতি-সুধাধারা উথলিবে শতধারে।
রিপু দুর্দান্ত হবে প্রশান্ত, নিশিদিন তাঁরে হৃদয়ে রাখ রে।
প্রাণপতি প্রভু, ছেড়ো না তাঁরে কভু, ধ্রুবতারা তিনি যে এই আঁধারে॥

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৪৯

৮১

পরম সুখে রয়েছি, পিতার কাছে আছি,
আমার এখন কিসের ভয়?
যখন পিতায় ছেড়ে থাকি, তখনি সে দেখি চারি দিক আপদ-বিপদময়।

এখন অনলের সাধ্য নাহি পোড়াইতে, সাগরের সাধ্য নাহি ডুবাইতে
কাছে থাকিতে,
নাহি পর্বতের সাধ্য আঘাত করিতে, প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে বয়।
আমার অন্তরে বাহিরে আনন্দেতে ভরা, সুখময়ী হয়ে সুধাইছে ধরা
করিয়ে ত্বরা,
আমায় হাসাইতে হাসে রবি-চন্দ্র-তারা, চারি পাশে তারা ব'সে সমুদয়।
দেখি সর্বব্যাপী পিতা সর্বমূলাধার, স্বর্গ মর্ত পাতাল পিতার অধিকার,
কিসের চিন্তা আর?
আমার পিতার হাতে আছে এ জীবন-ভার,
ব্রহ্মনামে যাঁর শমন দমন হয়॥

[ভৈরবী, একতাল

৮২

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর!
সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমারে কেবা দিতে পারে ভয়?
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে,
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালোবাসায় সবে ভালোবাসে, বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু ব'হে গায়, জলদ যোগায় জল রে;
তাই তো রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার॥

[ললিত-বিভাস, একতাল

৮৩

কর সদা দয়াময় নামগান, আনন্দেতে অবিরাম।
শীতল হবে রসনা, জুড়াইবে প্রাণ।
ঘুচিবে হৃদয়-ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল-নাম, অমৃতসমান।
বিষম সঙ্কটকালে, দয়াল ব'লে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চলে, দুঃখ হয় অবসান॥

[বারোঁয়া, ঠুংরি

৮৪

কেন ম্লান নিরানন্দ? ডাক না প্রভু প্রেমময়ে!
সব দুঃখ হবে মোচন, জুড়াবে হৃদয় মন প্রাণ।
যাঁর কৃপায় এই দেহ, পাইলে জননীস্নেহ,
কেন কর সন্দেহ, তিনি যে মঙ্গলনিদান।
তিনি যে বিশ্ববন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
প্রেমসুধা-ইন্দু, কত সুখ করেন বর্ষণ;
শোভা বরণ গন্ধ, অযাচিত কত আনন্দ,
দেখেও কি তবু অন্ধ? কর তাঁরি যশোগান॥

[ইমনকল্যাণ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৮

৮৫

ধর ধৈর্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর, নিরাশ হোয়ো না হোয়ো না।
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।

লয়ে প্রেমক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসাবেন সবে আনন্দের নীরে ;
মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে, ক্ষান্ত হও, খেদ কোরো না কোরো না।
মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ করবেন শীতল,
সাধিবেন মঙ্গল, স্থান দিয়ে শান্তিনিকেতনে।
শিশুর ক্রন্দনধ্বনি মায়ে কি কখন নির্দয় হয়ে পারে করিতে শ্রবণ ?
লইবেন কোলে পাপী পুত্র ব'লে, স্থির হও, আর কেঁদো না কেঁদো না।
তাঁর স্নেহের নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাতে, অধীর হইয়ো না।
দেখ রে দৃষ্টান্ত, তোমার মতো কত শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
তাঁর পদাশ্রয়ে পাইয়ে আশ্রয়, করিছে আনন্দে প্রেমের জয় ঘোষণা॥

[বিভাস, একতাল

৮৬

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি ; নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে, স্বার্থনিমগন কী কারণে ?
চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে॥

[মালকোষ, কাওয়ালি

৮৭

দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে আনন্দসভাভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময়, গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি মগন হল সুখে কবিচিত্ত,
ভুলি গেল সব কাজ ॥

[ভীমপলশ্রী, সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ১।১২

৮৮

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে, আনন্দ ভরে!
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে;
বিশ্বনাথ অমরসেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে ॥

[খাম্বাজ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরাধনা ধ্যান বন্দনা

প্রভাত

৮৯

তিমিরদুয়ার খোলো— এসো, এসো নীরবচরণে,
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে।
পুণ্যপরশপুলকে সব আলস যাক দূরে,
গগনে বাজুক বীণা জগত-জাগানো সুরে।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদসুধাসমীরণে,
জননী আমার, দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে॥

[মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি। গীতলিপি ২।৪ ; বৈতালিক ৪

৯০

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ওই গো বাজে হৃদয়মাঝে।
তোমার ঘরে নিশি-ভোরে আগল যদি গেল সরে
আমার ঘরে রইব তবে কিসের লাজে?
অনেক বলা বলেছি, সে মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে—
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে আপন কাজে॥

৯১

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে,
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি।
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্‌দিগন্তে
আবরিয়া রবি শশী তারা, পুণ্যমহিমা উঠে বিভাসি॥

[দেওগান্ধার, চৌতাল

৯২

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে—
হৃদয়নাথ, তিমিররজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়গগনে বিমল তব মুখভাতি॥

[ভৈরব, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩

৯৩

হেরি তব বিমলমুখভাতি, দূর হল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণলালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি।
তব নয়নজ্যোতিকণা লাগি, তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি;
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল, তব দরশপরশসুখ মাগি।
গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে, উঠিল ফুটি কত কুসুমপাঁতি।
ধ্বনিত বন বিহগকলতানে, গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি, গান করি কাননে উঠিল মন প্রাণ মম মাতি॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯; বৈতালিক ৫৮

৯৪

মনোমোহন গহন যামিনীশেষে,
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি, শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে।
শান্তিসরসী-মাঝে চিত্তকমল ফুটিল আনন্দবায়ে॥

[আশাবরি, ঝাঁপতাল। বৈতালিক ৫৩ ; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬

৯৫

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে, মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয়দুয়ার খুলিয়া,
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে, সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী, হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে॥

[খট্‌, একতাল

৯৬

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণ-দরশ-আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির-ভার দূর হইল ত্রাসে ;
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে।
বিমলকিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে ;
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে ;
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেমকুসুমবাসে।
উজ্জ্বল যত ভকতহৃদয় মোহতিমির নাশে ;
দাও নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে।

[মিশ্র ললিত, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১

৯৭

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে, কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে কেউ তো টানে না।
বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে উঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

৯৮

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন।
এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ'পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ।
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে,
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে!
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ॥

১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং [মিশ্র বিভাস, ঠুংরি। গীতলিপি ৩।৪ ; বৈতালিক ২৮

৯৯

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো!
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক-পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।
তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত বুলালো বুলালো॥

২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ বাং [ভৈরব, তেওরা। গীতলিপি ২।৭, বৈতালিক ২৭

১০০

ভোরের বেলা কখন এসে, পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে, কে সেই খবর দিল মেলে ;
জেগে দেখি, আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে।
মনে হল, আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে।
মনে হল, সকল দেহ পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত, ফুটল পূজার ফুলের মতো ;
জীবননদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে ॥

৯ই ভাদ্র ১৩২০ বাং (১৯১৩) [গীতলেখা ১।১৯

১০১

জয় ভবকারণ, জগতজীবন, জগদীশ জগতারণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ মোহিয়ে ভুবন কাননে তব যশ গায় হে।
সবারই ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে ॥

[ভৈরব, ঠুংরি

১০২

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুম গন্ধে
বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরনে—
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।

চারি দিকে করে খেলা, বরন-কিরণ-জীবন-মেলা ;
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়—
অন্ত তোমার নাহি নাহি ॥

[গুর্জরী টোড়ি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১

১০৩

ওহে দীন-দয়াময়, মানস-বিহঙ্গ সদা চায়,
প্রাণ খুলে মনের সাধে ডাকি হে তোমায় ॥
ওহে তরুগণ শাখা'পরে, পাখিগণ গান করে, কেমন মোহন গুণ গায় হে,
কিবা প্রভাতসমীরণ, বহে মৃদুমন্দঘন, ভগবত-প্রেম বিলায় হে।
ওহে মনের হরষে আজি নব সাজে সবে সাজি প্রেমগুণ-গানে মাতায় হে,
তব গুণ গাওত, প্রাণ মন নাচত, পাগল করল সবায় হে।
ওহে চিত্তবিনোদন, ভকতজীবন, সদা বাঁধা রব তব পায় হে ;
যাচত প্রেমদাস, পূরাও হে মন-আশ, তুঁহি মম জীবনসহায় হে ॥

[প্রভাতী, ঠুংরি

১০৪

নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে টুটল বাঁধন টুটল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে,
হৃদয়শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে।
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে, দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুটল রে।
আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠল রে ॥

১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং। [মিশ্র টোড়ি, দাদ্‌রা। গীতলিপি ২।১২ ; বৈতালিক ৪৮

পূজার আয়োজন

১০৫

তুমি কি গো পিতা আমাদের।
ওই-যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই-যে নয়নে তব অরুণকিরণ নব,
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে।
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদসলিল দিয়া॥

[ভৈরব, কাওয়ালি

১০৬

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী,
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে॥

১৩১৫ বাং (১৯০৮) [গুণকেলি, নবপঞ্চতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১

১০৭

ও হৃদয়নাথ, এসো হে হৃদয়াসনে।
আকুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দাও হে।
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে, কী দিব আর তোমায় হে॥

[ধোরিয়া, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৭

১০৮

প্রভু পূজিব তোমারে আজি, বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয়-কপাট খুলি পেতেছি মন-আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন-ছিটা, এই মাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময়, ভক্তে দিবে দরশন।
এসো তবে দীনবন্ধু, এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদবিন্দু সফল কর জীবন॥

[রামকেলি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৫

১০৯

পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণ-মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো, এসো মনোরঞ্জন!
আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ,
করো গভীরদারিদ্র্যভঞ্জন।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি—
জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্বগঞ্জন॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৬

১১০

প্রাণসখা হে, আমার হৃদয়-মাঝে দাও হে দরশন।
সফল করি হে নাথ, হেরি তোমারে জীবন।
মোহ-কোলাহলে, থাকি যে তোমায় ভুলে,
জানিতে পারি না প্রভো, তুমি কি পরম ধন।
যদি আজ কৃপা ক'রে তৃষিত করিলে মোরে,
দেখিবারে অনুপম রূপ ভুবনমোহন।
দাও তবে জ্ঞান-আঁখি, দেখি হে তোমায় দেখি,
মোহাঁধার হই হে পার, পাই হে নবজীবন॥

[বিভাস, একতাল

১১১

হে সুখকারী, ভয়দুখহারী,
পূজিতে তোমারে, আজি তব দ্বারে, এসেছি কৃপার ভিখারী।
বরষিছ কত দয়া, পলকে পলকে প্রভু, জীবনে ভুলিতে কি পারি।
স্মরিয়ে দয়া তব, আজি প্রেম-বারি ফেলিব চরণে তোমারি।
পাসরি সব দুখ, স্নেহের মুরতি তব যবে হৃদি-মাঝে নেহারি;
ভাসিব আনন্দে, হেরি অনিমেষে, সেই মুরতি তোমারি।
পাপী জনে প্রভু, কোলে লইতে তব, আছ যে বাহু প্রসারি;
আশা করি তাই আসিলাম তব ঠাঁই, লও সন্তানে তোমারি॥

[আশা, ঠুংরি। সুর— বিষয় সুখে মন

ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপের সমাবেশ

১১২

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং,
শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।
নিত্য সত্য পরম কারণ, জগদাশ্রয়, জগতজীবন,
পরমজ্ঞান চৈতন্য-ঘন, অগম্য, অসীম, অপার ।
প্রাণারাম প্রাণরমণ, প্রাণেশ্বর হৃদিভূষণ,
পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম, পরিপূর্ণং পরিপূর্ণং !
শুদ্ধ শান্ত চিরগম্ভীর, রাজেশ্বর দয়াসাগর,
পতিতপাবন ভকত-প্রাণ, পুণ্যজ্যোতি পুণ্যাধার ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল

১১৩

তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, তুমি অনন্ত, তুমি মহান,
অতুল আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ ।
তুমি মঙ্গল-আলয়, অনন্ত করুণাময়,
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন ।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারি প্রসাদে নাথ, পেয়েছি এ দেহ মন ।
পিতা মাতা বন্ধু সব পেয়েছি প্রসাদে তব,
হে বিভু করুণাসিন্ধু, তব দয়া অতুলন ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

১১৪

নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম, তুমি হে পরমজ্যোতি ;
অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, তুমি হে জগতপতি।
তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত,
তুমি হে শিব, তুমি হে শান্ত, হৃদয়ে পরমাপ্রীতি।
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, সর্বভূতে তুমি বিরাজ ;
তুমি হে মুক্ত, তুমি হে শুদ্ধ, জীবের পরমাগতি ॥

[মিশ্র ইমন, চৌতাল

১১৫

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ, তুমি গুরু পিতা মাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার,
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার ॥

কল্যাণ, চৌতাল

১১৬

আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ,
দাও হে তব প্রসাদ, শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ-নিধান।
অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে,
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজন।

অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার,
সুন্দর, অতি অপূর্ব-ভাতি, নিরঞ্জন ;
সকল-রূপ-কারণ, সকল-দুঃখ-নিবারণ,
তারণ, ভয়ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি-বন্দন ॥

[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭২

১১৭

সকল মঙ্গলনিদান, ভবমোচন, অরূপ, চেতনরূপে বিরাজো।
তুমি অকৃত, অমৃতপুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব।
জীবজীবন, দীনশরণ, দুঃখসিন্ধুতারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার ভব-অন্ধকারে।
অনুপম, শাশ্বত আনন্দ, তুমি জগজীবন,
আকুল-অন্তরে তোমারে চাহে।
পরমব্রহ্ম পরমধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
পরমশরণ, চরমশান্তি, তুমি সার ॥

[ইমকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১০

১১৮

পরব্রহ্ম, সত্যসনাতন, অনাদি, জগতগুরু, পূরণ হরে হরে!
প্রাণাধার অখিল-পিতা হে, দীনদয়াল প্রভু, পূরণ হরে হরে!
পরমশরণ প্রভু দীনসখা হে, তু' বিনা কে ভবে ত্রাণ করে?
সুখদায়ক দুখভঞ্জন স্বামী, কে এমন পরমধন ত্রিভুবন চরাচরে ॥

[বেহাগ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৮৬

তুমি সত্য তুমি স্রষ্টা

১১৯

এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তদুপরি তব নামটি লিখেছ।
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার 'দয়াল' নামটি লেখা ;
'সুন্দর' নামে নামাঙ্কিত পাখির পাখা,
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপতুল্য গগনমণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ।
জীবনে লিখেছ 'জগতজীবন',
পবনহিল্লোলে হয় দরশন ;
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ময়' নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ-চরাচরে,
'সর্বব্যাপী' নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমার দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ ?

[বিভাস, একতাল

১২০

জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জ্বলন্ত পাবন।
তুমি দেবদেব হে মহাদেব সত্য সনাতন।
জড়জীব একতানে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
তোমার মঙ্গল-নাম করিছে কীর্তন।
গম্ভীর বিরাট মূর্তি, সর্বগত গূঢ় শক্তি,
মহাতেজ আদিজ্যোতি, কারণ-কারণ;
আমার জীবনস্বামী, এই তো সম্মুখে তুমি,
দেহি, নাথ, দীনজনে অভয়চরণ॥

[পরজ, যৎ

১২১

সত্যং শিব সুন্দর দেব, চরাচরে তব রূপ অতুলন।
জ্যোতির্ময়, হৃদয়ে চিন্ময়, বিশ্বভুবনে বিশ্বজীবন।
যুগ যুগান্তর, অনন্ত অম্বর, বিপুল আধারে মগ্ন নিরন্তর,
নিখিল-উদ্ভব-বিলয়-বিপ্লব সত্তা-সিন্ধুনীরে বিম্ব-সমান।
মহাসিংহাসনে রাজ-অধিরাজ, মহিমা-মাঝারে করিছ বিরাজ,
বর্ণিতে প্রভাব, অতুল বৈভব, রবি চন্দ্র হারে, গ্রহ তারাগণ।
অসীম গগন, পরমাণু ক্ষুদ্র, অকুল অতল রহস্যসমুদ্র,
মন আত্মহারা, বচন দরিদ্র, সেই জ্ঞানসিন্ধু করিতে ধারণ॥

১৯০১ [ভৈরবী, চৌতাল

১২২

প্রথম আদি তব শক্তি, আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে। তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে।
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরযচন্দ্রতারা, প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে, মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে॥

[মোহিনী, সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ৪।৩৫

১২৩

প্রথম-কারণ, আদিকবি, শোভন তব বিশ্বছবি ;
তটিনী নির্ঝর ভূধর সাগর সব কী সুন্দর নেহারি !
রবি চন্দ্র দীপ জ্বলে, তারকা মুকুতা ফলে, সুরভিকুসুম কুঞ্জকানন
আহা কেমন মনোহারী !
বর্ণিবার কী শকতি, দিশি নিশি সৌন্দর্যভাতি ;
যুগে যুগে জীব অগণন, মহিমা তব করে কীর্তন, ভাবে মগন নরনারী॥

[শুক্ল বেলাওল, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৯

১২৪

সত্য তুমি, শক্তি তুমি, ভক্তি তুমি আমার প্রাণে।
আর চাহি না যুক্তি প্রমাণ, জ্ঞান বিজ্ঞান আর বেদ পুরাণে।
আমার হয়ে আছ তুমি, তোমার হয়ে আছি আমি,
তাই তো দেখি দিনযামিনী প্রাণ টানে ঐ তোমার পানে॥

চিরবন্ধু সাথের সাথী, জীবনরথের তুমি রথী,
জীবন চলে নিরবধি তোমারি শাসন-বিধানে।
নান্যঃ পন্থা তোমা বিনা, গতি মুক্তি আর জানি না,
আমারে আমি চিনি না, তোমার সাধন ভজন বিনে ॥

[মিশ্র বিভাস, একতাল

১২৫

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ-সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র 'পরে জ্যোতি তোমার হে, আদিজ্যোতি কল্যাণ ;
জগতপিতা জগতপালক তুমি, সকল মঙ্গলের নিদান ॥

[আশা, ঠুংরি

১২৬

মূলে তুমি, ফুলে তুমি রসে গন্ধে আনন্দে।
শোভা সৌন্দর্য ঐশ্বর্য, তুমি মহিমা ছন্দে।
অচিন্ত্য অপূর্ব নব বিচিত্র বিকাশ তব,
দেখি আর ডুবি আমি তোমার স্বরূপ অনন্তে।
আমার প্রাণে তোমার প্রীতি, জাগায় নিত্য নূতন গীতি ;
তাতে নাহি শব্দ, হৃদয় মুগ্ধ আঁখি ঝরে একান্তে।

[মিশ্র বিভাস, একতাল

১২৭

সারাৎসার নিত্য সত্য ধ্রুবজ্যোতি তুমি।
অগম্য অপার ব্রহ্ম, অন্তশ্চক্ষু অন্তর্যামী।
মহান্ অনন্ত তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,
তুমি মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ বদ্ধ জীব আমি,
তুমি প্রাণ আমি প্রাণী, হৃদয়ের স্বামী ;
পরম চৈতন্যরূপে জাগিছ দিবসযামী।

[মিশ্র কালাংড়া, মধ্যমান

তোমার বিচিত্র প্রকাশ

১২৮

তুমি আমার প্রভাত-কুসুম-গন্ধ।
বিহগ মধুর কণ্ঠ তুমি, বিশ্বগীত-ছন্দ।
তরুণ অরুণ জ্যোতি তুমি, স্নিগ্ধ মলয় মন্দ,
শিশিরধৌত কান্তি তুমি, হৃদয়ে চিদানন্দ।
স্নেহরঞ্জিত বদন তুমি, প্রণয়হসিত নয়ন,
তুমি বিশ্ব প্রেমমধু-পূরিত ভক্ত-হৃদ্-অরবিন্দ ॥

রামকেলি, একতাল

১২৯

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব না হে, চাহিব না হে দূর-দূরান্তর গগনে।

দেখিব তোমারে গৃহ-মাঝারে, জননীস্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।
হেরিব উৎসব-মাঝে, মঙ্গলকাজে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব, শোকে দুঃখে মরণে;
হেরিব সজনে, নরনারীমুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর-আসনে ॥

[রামকেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৫

তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি বিধাতা

১৩০

আমার সকল তুমি, সকল তুমি, সকলি তো তুমি।
যেমন কায়া ছেড়ে ছায়া নয় হে, তেমনি তুমি আমি।
আমার বল তুমি, আমার বুদ্ধি তুমি,
ওহে তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী, তুমি হৃদয়স্বামী।
আমায় চালাও তুমি, তাই চলি আমি,
চালায় যন্ত্র যেমন যন্ত্রী, তেমন তোমার হাতে আমি।
সকল জানাও তুমি, তাই জানি আমি,
ওহে তুমি জ্ঞান আমি জ্ঞানী, তুমি অন্তর্যামী।
সুখ শান্তি তুমি, ভূমানন্দ তুমি,
আমার অক্ষয় অভয় পদ অমৃতের খনি ॥

বাউলের সুর, একতাল

১৩১

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন, জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা ;
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে : সজন নগর, বিজন গহন, যথা আমি তুমি তথা ॥

[পরজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০২

১৩২

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার,
কালপারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানি নে।

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে ॥

[মিশ্র যোগিয়া, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬ ; বৈতালিক ৪৬

১৩৩

অতুল জ্যোতি আঁধারে ;
বুঝিতে তোমারে জ্ঞান-বুদ্ধি হারে।
অতুল প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে, শশী তপন তব প্রহরী দুয়ারে।
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মঙ্গলনিধান,
তুমি রাজা, সবে প্রজা, অসীম সংসারে।
এ জীবন প্রাণ মন, তব করুণার দান,
তোমা বিনা এ জীবন দিব আর কারে ॥

[বেহাগ, কাওয়ালি

১৩৪

কে গো অন্তরতর সে !
আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে।
সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে, সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে—
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে, নানা নাম ল'য়ে, নিতি নিতি রস বরষে ॥

৬ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২) [ইমনকল্যাণ, একতাল। গীতলেখা ২।৪৬

১৩৫

তোমার প্রীতি দিয়ে তুমি তোমার পূজা করাও আমায়।
তোমারি চৈতন্য এসে আমারি চেতনা জাগায়।
মুগ্ধ আমি মুক্ত তুমি, অণু আমি পূর্ণ তুমি,
তাই তোমার পানে দিনযামিনী আমার চিত্ত যেতে চায়,
(নদী যেমন সাগর পানে ধায়— শিশু যেমন মায়ের পানে ধায়) ॥

[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতাল

১৩৬

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরই অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্বলোক, মধ্যে সেই বিশ্বলোক, অন্ত কেহ নাহি পায়
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥

[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৯

১৩৭

ব্রহ্ম, তুমি আমার জীবন-সঞ্চার!
তুমি আমার বাঁচা-মরা, তুমি বিনে আমি অসার।
প্রভু তুমি যখন চাহিলে আমায়,
'কিছু-না' হইতে আমার হল সমুদয়;
এলেম তোমার আশে ধরা-বাসে, যাতে বসে রসের সুতার।

প্রভু তোমার সঞ্চারে হই সঞ্চার,
দেহ যেমন দেহী বিনা অসারের অসার ;
এইরূপ আমাতে সঞ্চরি তুমি সাধিছ সাধনা তোমার।
প্রভু আমি তোমার মায়ার পুতলি,
তোমার টানে নড়ি চড়ি, চলি কি বলি ;
প্রভু তুমি-প্রাণে আমি প্রাণী, তুমি বিনা প্রাণ কী আমার ?
প্রভু তুমি বুদ্ধি, আমি বুদ্ধিমান,
তুমি ধর্ম, ধার্মিক আমি, এই তো আমি-জ্ঞান।
তুমি জীবন আমি জীবী, এই তো পরমায়ু আমার।
প্রভু তুমি যোগী যোগেরই আকর,
আত্মা-রূপে যোগসাধনা কর নিরন্তর ;
তুমি অনন্ত জীবনে আছ, যোগ ভাঙে হেন সাধ্য কার ?
প্রভু এই যে আমি বলি 'কিছু নই',
কিন্তু তুমি হলে আমি সকল-কিছু হই ;
তখন ষড় রিপু বলি যারে, সে করে বান্ধবের আচার ॥

[তাল ঠুংরি। সুর— মন যাবি রে সাধুর বাজারে

১৩৮

সাধনের ধন হৃদয়রতন, তুমি ভক্তহৃদে পরশমণি।
যেই পরশ লাগি যোগে যোগী জাগিছে দিবসরজনী।
ও পরশ যদি ক্ষণ প্রাণে পায়, লৌহময় দেহ সোনা হয়ে যায়,
তখন জগতের রাজত্ব পায়েতে লুটায়, তোমা ধনে হয়ে ধনী ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, একতাল

১৩৯

তুমি প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সকলি তো তুমি হে।
আমার অস্তিত্ব চৈতন্য, সকলি তো তুমি, তুমি তো প্রাণের স্বামী হে।
তুমি আঁধারে আলোক, শকতি দুর্বলে,
আমি ভজনসাধনহীন, তাই মোক্ষপথ দাও ব'লে ;
নাথ পরিশ্রান্ত হলে ওহে দয়াময়, লয়ে প্রেম-কোলে,
শ্রান্তি হর অন্তর্যামী হে।
তাইতে আর ভয় নাই, সুখী সর্বদাই, হয়ে আছি ব্রহ্মকামী হে ;
এখন কুবাসনা ত্যজে, তব প্রেমে মজে, আত্মহারা হই আমি হে ॥

[মূলতান, একতাল

১৪০

তুমি হে আমার প্রাণের ঠাকুর, প্রাণারাম অন্তর্যামী।
আমার প্রাণ যাহা চায়, তোমাতেই পায়, তাই হে তোমার আমি।
আমার তুমি যেমন, আর কে আছে তেমন ?
নইলে এত অধিকার, কোথা পাব আর, বল হে জীবনস্বামী !
প্রাণের প্রাণ হয়ে, আছ লুকাইয়ে,
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, মধুর পরশে, জাগিছ দিবসযামী।
অনিমেষ আঁখি এমন কার আছে ?
আমার সুখে কিবা দুঃখে, সম্পদে বিপদে, প্রহরী দিবারজনী।
এত প্রেমের ভার বইতে পারি নে আর,
তোমার প্রেমের তুলনা জগতে মিলে না, অতুলন এক তুমি ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, একতাল

১৪১

তুমি জাগিছ কে!

তব আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমিররাতি।

চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।

কোথা লুকাব তোমা হতে, স্বামী—

এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ— প্রভু, ক্ষমা করো হে।

তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়;

আর কোথা যাই ॥

[গৌড়, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৫

১৪২

জীবনবল্লভ তুমি, দীনশরণ,

প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণরমণ।

সদানন্দ শিব তুমি, শঙ্কর শোভন,

সুন্দর যোগিজন-চিত-বিমোহন।

ভবার্ণবপার-হেতু তুমি হে কাণ্ডারী,

দুর্দম-পাপ-তাপ-শোক-ভয়হারী।

তুমি নাথ প্রাণ মোর, তুমি আমার প্রাণ,

তুমি হে দয়ার ঠাকুর, করুণানিধান।

তোমার প্রসাদে প্রভো, এ জীবন ধরি,

জয় জয় কৃপাময়, মহিমা তোমারি ॥

[পিলু-বারোঁয়া, খং

১৪৩

তুমি আমার প্রাণের প্রাণ।
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি, তুমি প্রাণারাম।
ইহপরলোকে তুমি, অনন্ত জীবনস্বামী,
তুমি মম সুখালয়, তুমি শান্তিধাম।
হৃদয়নিভৃত-মাঝে তব মুখ সদা রাজে,
জীবনে আনন্দধারা বহে অবিরাম॥

১৮ এপ্রিল, ১৮৯৬ [বারোয়াঁ, ঠুংরি

তুমি ধ্রুবতারা

১৪৪

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কুল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা॥

[আলাইয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৬

১৪৫

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী, আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
কখন আসিবে কালবিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি, হরি! হরি! হরি বিনে কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল—
সেই আশা মনে করেছি সম্বল, বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা—
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ধ্রুবতারা, আর কার পানে চাই হে॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

১৪৬

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখজ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখজ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৯

তুমি অনন্ত

১৪৭

অগম্য অপার তুমি হে, কে জানে কে জানে তোমায়।
অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে ভ্রাম্যমাণ দিবসরজনী,
দেব-দেব পরম জ্ঞান হে।
অতুল স্নেহে রেখেছ ক্রোড়ে, পাপী তাপী সুখী দুখী,
স্বর্গ মর্ত ভাসমান তোমার প্রেমসাগরে হে ॥

[বেহাগ, একতাল

১৪৮

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?
হায়, সকলি অন্ধকার— চন্দ্র, সূর্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ—
মধুর প্রেম-আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥

[মারু কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৯

১৪৯

তব রাজসিংহাসন বিরাজিত বিশ্বমাঝে,
তব মুকুটে কোটি কোটি সূর্য শোভিছে।
গগন নীল চন্দ্রাতপ, খচিত তাহে তারক,
যেন কত মাণিক জ্বল জ্বল জ্বল জ্বল জ্বলিছে।

মধুর সুমন্দ মলয়পবন, আনন্দ করি বিতরণ,
কুসুমবাস করি আহরণ চামর ঢুলাইছে ;
যত দেব মহাদেব করযোড়ে ভক্তিভরে
তব অভয়চরণ জয় জয় জয় রবে বন্দিছে ॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৬

১৫০

ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিলপালন,
নিখিলতারণ, নিখিল-জন-মঙ্গল-কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তব সীমা, বিশ্বম্ভর, বিশ্বেশ্বর, পূরণ ?
চন্দ্র তপন গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল সৃজিলে গগনে,
জলস্থল চরাচর সুরনর সবার রাজা।
সকলি তোমা হতে, ধনজন সুখসম্পদ— তুমি দীনশরণ ॥

[বিহঙ্গড়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৭

১৫১

হে মহাপ্রবল বলী, কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু, নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য, গাহে সর্ব দেশ—
স্বর্গে মর্তে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ, গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন, হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥

[কানাড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮৮

১৫২

কে জানে মহিমা, বিভু তোমায়।
বলিব কিবা, বচন নাহি, সবে অবাক না পেয়ে অন্ত তোমার।
তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।
যথা যাই, যথা চাই, দশ দিকে তব নামপ্রচার,
সব জগত পূরিত তব মঙ্গলগীতে ;
কোথায় দিব, হে দেব, উপমা তোমার !
মহারাজ-রাজ দেবদেব বিশ্বভুবনশোভা ॥

[গৌড়মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৫

১৫৩

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ—
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত, চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত করো অভয় দান ॥

[কানাড়া, চৌতাল

১৫৪

কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়।
সীমা অন্ত রেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।

অনন্তের টানে অনন্তের পানে ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে ;
বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণে চায়।
সম্মুখে অনন্ত জীবনবিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার,
তার মাঝে জোতির্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায়।
কেহ নাহি হেথা, তুমি কার আমি, অনন্ত বিজনে, হে অনন্তস্বামী!
কোথায় রাখিব, বল কী করিব, লইয়া আমি তোমায়।
কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম, 'আমি আছি' রব উঠে অবিরাম,
'তুমি আছ, তুমি আছ, প্রাণারাম'— আত্মারাম দেয় সায়॥

[আলাইয়া-জয়জয়ন্তী, একতাল

১৫৫

অনন্ত অপার, তোমায় কে জানে!
তুমি দেখা না দিলে প্রাণে— ধ্যানে জ্ঞানে।
বাক্য-মনাতীত তুমি অনাদি, সম্ভব-প্রলয়-পালন বিধি,
প্রাণরূপী ব্রহ্ম আছ প্রাণে।
অজয় অমর চিন্ময় সুন্দর, নিত্য নিরঞ্জন পাবন হে ;
অরূপ অব্যয় এক অদ্বিতীয়, দিব্যজ্যোতিধর অমৃত-আকর,
তোমার তুলনা তুমি, প্রভু হে॥

[ইমন-ভূপালী. কাওয়ালি

১৫৬

দেবাধিদেব মহাদেব! অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে, কোটি কণ্ঠ গাহে 'জয় জয় জয়' হে॥

[দেওগিরি, সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০

১৫৭

অসীম রহস্যমাঝে কে তুমি মহিমাময়!
জগত শিশুর মতো চরণে ঘুমায়ে রয়।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোকতাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণধারা তোমাতে পাইছে লয়॥

[সারঙ্গ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৯

১৫৮

তোমারে জানি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য তব, কে করেছে অনুভব হে, সে মাধুরী চিরনব—
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে।
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে।
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন, কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায়॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল

১৫৯

অনন্ত হয়েছ ভালোই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর॥
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?

যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো দূরে রবে তুমি,
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত।
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার ॥
[ভৈরবী, চৌতাল

১৬০

কী স্বদেশে কী বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥
[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪৮

১৬১

অসীম অগম্য তুমি হে ব্রহ্ম, কী বুঝিব তব আমি।
জানি না তোমারে, জানিছ আমারে, এই শুধু জানি।
কোথা তব আদি, কোথা তব অন্ত, খুঁজিয়া না পাই, তুমি হে অনন্ত,
নিরাধার প্রাণ এক মহান নিখিলব্রহ্মাণ্ডস্বামী।
মহাভাব তুমি, ভাব পরাভূত মহাজ্ঞান তুমি, বিজ্ঞানাতীত,
অনাদি কাল তোমাতে বাহিত, তোমাতে রয়েছ তুমি ॥
[কাফি-মিশ্র, একতাল

১৬২

হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বলদাতা মহাকালরথসারথি।
তব নামজপমালা গাঁথে রবি শশী তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি॥
[গৌড়, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ৫।৩৭

তুমি আনন্দ অমৃত শান্তি

১৬৩

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ', সত্যসুন্দর
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে,
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।
ধরণী'পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা,
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরনে।
বহে জীবন রজনীদিন, চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপহরণে।

জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

[মহীশূর ভজন, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪৩

১৬৪

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পূর্ণানন্দময়।
অনন্ত তোমার দয়া, কী দিব তার পরিচয়।
এই যে সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে,
পবনহিল্লোলে নাচে কুসুমনিচয়।
বাহিরে চপলা রেখা ইন্দ্রধনু শিখীপাখা,
ঊষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা—
তব প্রেমানন্দমাখা হেরি সমুদয়।
এই যে শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞানগরিমা, তব দয়ার অভিনয়।
অপূর্ব অপত্যস্নেহ, মর্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম, যাতে বিগলিত মন দেহ,
তোমার করুণা বিনা এ সব কি হয়?
আমার হৃদয়কাননভূমি, কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে তাতে হতেছ উদয়।
যখন পাপবিকারে, প'ড়ে মোহ-অন্ধকারে,
সংসারসাগরমাঝে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
তখন আশার আলোক হ'য়ে দাও হে অভয় ॥

[বভাস, ঝাঁপতাল

১৬৫

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি, অভয় অশোক তব প্রেমমুখ,
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী, অমৃত তোমার বাণী ॥

[ইমনকল্যাণ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩১

১৬৬

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু।
তুমি মধুর সায়র, মধুর নিঝর, তুমি আমারি পরান-বঁধু।
আমার সকলি তুমি হে।
আমার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলি তুমি হে,
আমার সাধন তুমি, ভজন তুমি হে।
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি, যন্ত্র তুমি হে।

কিবা মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়।
সে গান শুনিতে শুনিতে বলিতে বলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায়।
বিশ্ব হয় মধুময় (তোমার রূপে নয়ন দিয়ে)।
তখন সকলই মধু— তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু।
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।

তখন অনল অনিল জলে মধু-প্রবাহিণী চলে, মেদিনী হয় মধুময়।
মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ের মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে মধুরং মধুরং
বাজে সত্যং শিবং সুন্দরং।
যেরূপ ভাতে, যেখানে যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর—
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে সুধা ঢালে ;
তখন বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি,
মধুরসে সকলি ভরপুর ॥

[কীর্তন

১৬৭

জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে তুমি গম্ভীর,
স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার, পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমা-পানে ধায় প্রাণ, সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥

[বিভাস, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০

১৬৮

চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু।
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, তোমার জগতে, চিরসঙ্গী চিরজীবনে।
চিরপ্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ—
তব জয়সঙ্গীত ধ্বনিছে, তোমার জগতে, চিরদিবা চিররজনী ॥

[মহীশূরী খাম্বাজ, ঠুংরি। বৈতালিক ৩৬

১৬৯

তুমি আনন্দ আরাম আশা বিশ্রামের ঘর।
তোমাতে হলে বসতি প্রাণ জুড়ায় আমার।
তোমারে হারালে সব হারাই,
তোমাতে থাকিলে আবার এক ঘরে সব পাই;
তখন জীবনমূলে ফলে ফুলে, খেলে আনন্দলহর।
তুমি নিত্য শান্ত শাশ্বত নিলয়,
স্থির-ভূমি আমার তুমি, অমৃত অক্ষয়।
আমি তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তোমাতে হব অমর॥

[কীর্তন-ভাঙা সুর, একতাল

১৭০

চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে—
নব কুসুমপল্লব, নব গীত, নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত, নব প্রীতিপ্রবাহহিল্লোলে।
চারি দিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য, তব প্রেমনয়নছটা।
হৃদয়স্বামী, তুমি চিরপ্রবীণ, তুমি চিরনবীন, চিরমঙ্গল, চিরসুন্দর॥

[নটমল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৮

১৭১

তুমি হে পরমানন্দ।
বহে ভুবনে তোমার প্রেমপবন সুমন্দ।
বিহগকূজনে সুধা, ফুলে মকরন্দ,
চাঁদে হাসি সুধারাশি, কী সুখপ্রসঙ্গ!

কলতানে, নদীগানে, তোমারি সুছন্দ।
জীবনে জীবনে কিবা লীলার তরঙ্গ,
স্নেহ প্রীতি দয়া ভক্তি কতই-বা রঙ্গ,
ধনধান্যে প্রেমপুণ্যে তোমারি সুগন্ধ।
যোগিজনরঞ্জন তুমি হে আনন্দ,
তোমাতে মোহিত যত ভকতবৃন্দ ;
তৃষিত হৃদয় যাচে তব সুখসঙ্গ॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালি

১৭২

প্রাণের প্রাণ তুমি অমৃতসোপান হে।
অমর হয় সেই জন, যে করে গ্রহণ তোমার শরণ হে।
অতুল পুণ্যের রাশি তুমি পুণ্যময় হে,
দরশনে পাপ যায়, তাপনাশন হে।
হৃদয়তিমির নাশে তোমার প্রকাশে হে,
মোহে অন্ধ সবে মোরা, দেও পরিত্রাণ হে॥

[কাফি, ঝাঁপতাল

১৭৩

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার।
তুমিই তো আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ, অসীমশরণ দীনজনার॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮০

১৭৪

তাই ডাকি হে তোমায়, ব'লে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে সরল অন্তরে শীতল হয় হৃদয়।
নামগানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপচিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃতরসে, পবিত্র জ্যোতি-পরশে,
হৃদয়-উদ্যানে প্রেমফুল বিকশিত হয়॥

[ভৈরবী, মধ্যমান

তুমি করুণাময় তুমি প্রেমময়

১৭৫

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে ;
নিশিদিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয়-মায়াজালে রহিব না ভুলে আর, হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
ধনপ্রাণ দেহমন সব দিব তোমারে॥

[জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৮

১৭৬

বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরমজ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ!
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেমসমীরে,
দুখতাপ সকলি হয় অবসান।

সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান।
অনাথশরণ এমন আর কেবা তোমা-হেন,
ডাকি তোমারে, দেখা দাও প্রভু হে কৃপানিধান ॥

[মেঘমল্লার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৫

১৭৭

বহিছে কৃপাপবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়,
সুখসাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেমকুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণাবাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে;
কেবলি তারি গুণে জীবন ধরে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে ॥

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৪

১৭৮

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান।
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোনো বিচার,
তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার ॥

[কাফি, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৮৪

১৭৯

অপার করুণা তোমার, জগতের জনকজননী, অখিলবিধাতা।
নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব।
কী দিব তোমায়, কী আছে আমার।
সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন।
তোমা বিনা চাহি না, চাহি না কিছু আর—
সম্পদ বিষসম, তোমায় ছাড়িয়ে।
না জানি কি রস পায় বিষয়রসে, তোমারে ভুলিয়ে॥

[টোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯১

১৮০

প্রভু, অপরূপ তোমার করুণা, ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব' প্রিয়-ভাব বই;
নাথ, আমি তোমায় ভুলে থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভোল না।
নাথ, আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চক্ষের আড় তিলেক কর না।
তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সেই ভাবনা॥

[বাউলের সুর, একতাল

১৮১

সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে—
তুমি পাপী ব'লে ত্যজিয়াছ কারে কোন্ কালে?

যখন আমি যে দিকে চাই, সর্বদা তো দেখিতে পাই,
আমায় কুপথ হতে দয়া করে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা, নিমেষেতে তরে তারা,
তোমার ওই শ্রীচরণে শরণ নিলে॥

আলাইয়া, যৎ

১৮২

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, তাপহরণ স্নেহকোলে।
নয়নসলিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপহরণ স্নেহকোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা— দুখী জনে তুমি নেবে তুলে
তাপহরণ স্নেহকোলে।

[খাম্বাজ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৯

১৮৩

দয়াঘন, তোমা হেন কে হিতকারী ?
দুঃখসুখে সম বন্ধু এমন কে, শোকতাপভয়হারী ?
সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী ?
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী ?
পাপদহন পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি ?
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে কে লয় ক্রোড় প্রসারি ?

[আশা, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৭

১৮৪

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন-বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না ক'রে নির্ভর, সর্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গলনিদান, করিছ মঙ্গলবিধান,
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে ?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা—
নির্বিশেষে সমভাবে সবে আলিঙ্গন করে ॥

[ভৈরবী, আড়া

১৮৫

কে গো ব'সে অন্তরালে, ঠিক যেন মায়ের মতো,
যখন যাহা প্রয়োজন, যোগাইছ যথাকালে।
সৃষ্টির আবরণে লুকায়ে আছ কী জন্যে,
কী সম্বন্ধ তোমার সনে কানে কানে দাও বলে।
বুঝেছি, বলতে হবে না, ব্যভারে গিয়েছে জানা,
আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হয়ে পড়িলে।
মা হয়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে ?
স্নেহের অনুরোধে, প্রাণের টানে, আপনি ধরা দিলে।
এত ভালোবাস, তবে থাক কেন গুপ্তভাবে ?
আমার প্রাণ যে কেমন করে, তোমার মুখ না দেখিলে ॥

১লা আশ্বিন ১৭৯৭ শক (১৮৭৫) [খাম্বাজ, আড়া

১৮৬

তুমি বিপদভঞ্জন দয়াল হরি।
অপার স্নেহগুণে জগদ্বাসী জনে কতই ভালোবাস, আহা মরি মরি!
অপরূপ তব রচনাকৌশল, নানা রসপূর্ণ অবনীমণ্ডল,
আমাদেরই জন্য করেছ কেবল, নিজে সর্বত্যাগী, পর-উপকারী।
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি ব্যস্ত নাহিকো বিশ্রাম,
ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেমভক্তি পাষাণ ভেদ করি।
বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে,
গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী॥

[খট্-ভৈরবী, একতাল

১৮৭

বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাকুলহৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেমহাসি তব উষা নব নব, প্রেমে-নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম-তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগনতলে তব সুধাবাণী সতত উথলে—
শুনিয়া পরান শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায় অনন্তেরই পানে;
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয়॥

[কাফি-কানাড়া, ঢিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৮

১৮৮

এত ভালোবাস থেকে আড়ালে !
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি তোমায় দুটি হাত বাড়ালে !
ছিলাম যখন মা'র উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে ।
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, হায় রে
মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর করে যে দিলে ।
বন্ধুবান্ধব দারা সুত, ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি তো, হায় রে
ও নাথ, ধনধান্য সহায়-সম্পদ, পেলাম তোমার দয়াবলে ।
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে আমি কাঁদলে কর কোলে ।
আমি কাঁদলে বসে হতাশ হয়ে,
তুমি চক্ষের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও বলে ।

[বাউলের সুর, একতাল

তুমি মা

১৮৯

কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন ।
সঙ্গে থাক দিবানিশি, চক্ষের আড়াল হও না কখন ।

মা গো, তোমার স্নেহদৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছে সৃষ্টি, মা
তবু আমার কাছে যেমন মিষ্টি, আর কি কারো লাগে তেমন।
কানে কানে মনে মনে কথা কও সঙ্গোপনে, মা
বশে রাখ দুষ্ট জনে করি মিষ্টি আলাপন।
পরীক্ষার অনল জ্বেলে, তুমি আপনি তাহে দাও মা ফেলে,
আবার আপনি দাও তার উপায় বলে, যেরূপে বাঁচে জীবন।
তুমি ভালোবাস যেমন, আমি তো পারি নে তেমন, মা
তেমনি ভালোবাসাও আমায়, আমার প্রতি তুমি যেমন।

[খাম্বাজ, খং

১৯০

তোর কাছে আসব মা গো শিশুর মতো।
সব আবরণ ফেলব দূরে, হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে।
সব আভরণ করব খালি, দেখবি মা গো মনের কালি,
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি, তাই চরণে করব নত।
মারবি মা গো যতই মোরে, ডাকব আমি ততই তোরে,
ধরব যখন জড়িয়ে হাত, দেখব কেমন করবি আঘাত ;
তখন মা তুই পাবি ব্যথা, ব্যথা দিতে অবিরত।
মনের হরষ মনের আশে বলব সরল শিশুর ভাষে,
সুখের খেলনা হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা যাব ধেয়ে ;
তোর স্নেহাশীষ মাথায় লয়ে, ভবের খেলা খেলব কত॥

[কালাংড়া, দাদ্রা। কাকলি ২।৩০

১৯১

আহা কী করুণা তোমার, মা ব'লে যে চিনেছি গো!
'মা আমার' বলিবার অধিকার চমৎকার।
বিপদ দুঃখ মাঝারে, প্রলোভন আঁধারে,
কোলে মুখ ঢাকিবার অধিকার চমৎকার।
পরাজয় পতনে, অনুতাপ-যাতনে,
চরণে কাঁদিবার অধিকার চমৎকার।
তোমারি এ আলয়ে, তোমার কাছে কাছে রয়ে,
বাঁচিবার খাটিবার অধিকার চমৎকার।
তোমারি হইবার অধিকার চমৎকার।

মার্চ, ১৮৯৬ [ঝিঁঝিট-মিশ্র, একতাল

১৯২

আর কারে ডাকব মা গো, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাকব মা গো যাকে তাকে।
শিশু যে মা বই বলে না, মা বই তো শিশু জানে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাকব দেখে কাকে।
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা ক'রে,
ঠেলে দিলে গলা ধ'রে, কাঁদে মা যত বকে।
জগত-জননী হও, পুত্র-ভার মা গো লও,
মা গো আব্দার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে॥

[ঝিঁঝিট পোস্ত

১৯৩

তুমি যে আমারি মা, তাই মা তোমায় ডাকি।
সাথের সাথি, ব্যথার ব্যথী, সাড়া দাও মা যখন ডাকি।
কত ভালোবাস তুমি, জেনেও কি জানি আমি?
এমন মা যে আমার তুমি, তোমায় কোন্ প্রাণে ভুলে থাকি?
যারই কেন হও না তুমি, আমি জানি আমার তুমি—
সুখে দুঃখে আমার তুমি, সদা তোমার সঙ্গে থাকি॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

১৯৪

ধন্য ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায়।
তব অভয়-পায়, যারা স্থান পায়,
তাদের তুমি গো জননী জীবন-উপায়।
ভক্তগণ তব নামে জয়ী হয়ে পরিণামে
হরি ব'লে স্বর্গধামে চলে যায়;
তোমার কৃপায়, বিষ সুধা হয়,
দুঃখ-শরশয্যা পরিণত হয় কুসুমশয্যায়।
এবার তোমার বলে মিশিয়া অমরদলে কৃতার্থ হইব তাঁদের সেবায়।
অপার করুণা-ঋণে, লইলে যদি গো কিনে,
রেখো না অধীনে আর মৃতপ্রায়।
আর নাহি ভয়, হল মায়ের জয়, জয় জয় জগতজননী, নমি তব পায়॥

[বাহার, আড়কাওয়ালি

১৯৫

মা মা বলে, মা তোমার কোলে, স্নেহে গলে মিশে থাকি।
পাপভারাক্রান্ত শ্রান্ত হৃদয়ে, হৃদয়ে রাখো ঢাকি।
এ ভব-কাননে পারি নে পারি নে থাকিতে আর একাকী;
মা তোমা বিনে বাঁচি নে বাঁচি নে, তাই গো তোমায় ডাকি।
অব্যবধানে তব ধ্যানে জ্ঞানে, নামগানে প্রেমসুধারসপানে,
মিলে প্রাণে প্রাণে নিত্য বিদ্যমানে, মুখপানে চেয়ে থাকি।
তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে রব, সুখ দুঃখ যত তোমারে জানাব;
হাসিব কাঁদিব, তোমার কাছে শোব, চরণে মাথা রাখি॥

[ভৈরবী, একতাল

১৯৬

জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী।
পাপতাপহারিণী সুখমোক্ষদায়িনী।
স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য শান্তি শুভদাত্রী
গৃহ-সংসারের কর্ত্রী দুঃখনাশিনী।
মধুর কোমল কান্তি, বিমল রজত ভাতি,
মহাশক্তি চিন্ময়ী অনন্তরূপিণী;
বসিয়ে হৃদয়াসনে, ঘন আনন্দ বরণে,
মোহিত করিছ মা ভুবনমোহিনী।
তোমার প্রেমে রঞ্জিত, আনন্দে পরিপূরিত,
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর ধরণী;

ভক্ত-পরিবার লয়ে বিহরিছ নিজালয়ে,
ওগো প্রেমময়ী জন-মনোরঞ্জিনী ॥

[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল

তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্বস্ব

১৯৭

তুমি একজন হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপনার ব'লে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে বলে সুখী তোমাকে ;
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞ্জন।
মঙ্গলস্বরূপ তুমি, তোমা-ধন সকলে চায়,
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, তোমার গুণ সকলে গায় ;
কারু মাতা, কারু পিতা, কারু সুহৃদ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও,
কেউ বা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার ওই চরণ।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, চাও না চতুর্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী, ভাবের ভাবুক, ভাবের বশ ;
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন,
ভাব ক'রে ডাকলে এস, ভাব' নাকো জ্ঞানহীন,
সেই ভরসায় ভবের কূলে বসে আছি নিরঞ্জন ॥

বিভাস, কাওয়ালি

১৯৮

কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্বদা আমার।
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি, কী নাম বল তোমার।
প্রতিদিন এত করে কেন ভালোবাস মোরে?
দয়াতে পূর্ণ হয়ে কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে প্রাণ টানে, তোমার প্রাণে বারে বার।
নাই আলাপ নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, এ কী দেখি চমৎকার!
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও, কিন্তু তুমি আমার, আমি তোমার।

১৬ই আশ্বিন ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)* [ঝিঁঝিট, পোস্ত

১৯৯

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হতে কে সংসারে।
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে।
করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে।
সুখ-সাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন, নাথ, তব।
গ্রহতারকামণ্ডিত নীল নভ, ধনধান্যভরা রমণীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি, হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
সকলে পুলকে সমতান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্তন হে॥

[খাম্বাজ-জংলা, ঠুংরি

২০০

ভেবে মরি কী সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ-পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয়বন্ধু কিম্বা পুত্রকন্যা,
তোমায় এ নহে সম্ভব (হে) এ কি অসম্ভব !
সম্পর্ক নাই, তবু পর ভাবি নে। (কিসের জন্যে)
ওহে শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার (হে) আপনার হতেও আপনার,
আপনার না হলে মন কি টানে ? (তোমার পানে)

[বাউলের সুর, একতাল

২০১

নাথ তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥

[আলাইয়া, একতাল

২০২

তোমায় ভালো না বেসে কে থাকতে পারে।
এমন নরাধম (দয়াময় হে), কে আছে সংসারে।
তুমি পরম উপকারী, পাপভয়হারী,
দয়াল কাণ্ডারী ভবপারে ;
হও প্রাণ হতে প্রিয়, পরম আত্মীয়,
কোন্ প্রাণে ভুলিব তোমারে ! (বল হে নাথ)
ওহে গুণধাম, করুণানিধান,
আছ রূপে জগত আলো করে ;
কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মুরতি,
চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে। (জীবের প্রতি)
হয়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা,
কর প্রেমভিক্ষা পাপীর দ্বারে ;
কত রূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে
ডাকিতেছে সুখ দিবার তরে। (ভালোবেসে)

[বাউলের সুর, একতাল

২০৩

তোমায় ভালো লাগে এত কী কারণে।
না দেখি না শুনি শ্রবণে।
তোমার প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস,
ম'লেও পাব, আশা আছে মনে।

নহ অনিশ্চিত ধন ব'লে বুঝি মন
করে না যতন উপার্জনে। (তোমা ধনে)
আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন, তুলনা না হও কারো সনে ;
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিনে কর্‌লে বশ।
ভুলতে নারি, আপনি পড়ে মনে ॥

[বাউলের সুর, একতাল

তুমি এক

২০৪

এক প্রথম-জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরমব্রহ্ম,
প্রভু সর্বলোক-সেতু পরমেশ্বর।
রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বম্ভর !
মহাব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশী,
ধায় সসাগর মহী, সুমহত যশ ঘোষে।
ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য ;
তুমি মহান্, তুমি পুরাণ, দীনশরণ মঙ্গলময় ॥

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭২

২০৫

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভ-মাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা।
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে, পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

[লচ্ছাসার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫২

২০৬

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।
অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি— আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫২

তুমি পুণ্যময়, পরিত্রাতা

২০৭

ওহে ধর্মরাজ বিচারপতি, তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে ?
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম পাপ-আচারে ?
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড-দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্মতি মানবগণে, কুকর্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে।

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান

২০৮

তুমি দয়াময় পতিতপাবন, ভক্তের জীবন ধন।
ওহে হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র্যভঞ্জন!
হয়ে নিরুপায় যে জন তোমারে ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে,
দাও পদাশ্রয় অভয় তাহারে, (দয়াময় হে)
তারে লও কোলে ক'রে জননী যেমন।
যুগে যুগে বিধি করিলে প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার,
তরাইলে কত পাপী দুরাচার, (দয়াময় হে)
তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই কখন॥

[বিভাস. একতাল

২০৯

জয় জ্যোতির্ময় জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন!
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম, আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন,
(কোথা আছ হে, ও কাঙালের সখা),
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দাও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষ-নাশন,
(একবার দেখা দাও হৃদয়-মাঝে),
তুমি দীনশরণ, ভকতজীবন, লজ্জাভয়নিবারণ॥

[মুলতান-মিশ্র, একতাল

২১০

হরি, তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি !

সংসার-জলধি-মাঝে তুমি হে তরী ;

তব-মুখ পানে চাই, আঁধারে আলোক পাই,

নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাসরি ।

[দেশমল্লার, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪০

২১১

হে গুরু, কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে ।

নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে ।

যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই,

অনন্ত সুখ-সম্পদ তব চরণে ।

যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়,

সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে ।

[দেশ-মল্লার, ঝাঁপতাল

২১২

হে করুণাকর, দীনসখা তুমি,

আগত প্রভু তব দ্বারে ।

তুমি বিনা দীনেকে কভু তারে দুস্তর ভব-সংসারে ।

সম্পদ বিষসম তোমা-বিহনে জীবন মৃত্যুসমান ;

বিপদ সম্পদ তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান !

[রামকেলি, কাওয়ালি

তুমি সুন্দর

২১৩

জগতে যা কিছু সুন্দর দেখি, তার মাঝে তুমি সুন্দর।
সুন্দর, তুমি ভরে আছ ধরা, ভরে থাকো মম অন্তর।
সুন্দর তব এই নীলাকাশ, সুন্দর ফুল, দখিনা বাতাস,
ধূলি তৃণ জল গিরি বনতল সব জুড়ে তুমি সুন্দর।
সুন্দর এই ধরাতলে আসি তোমারেই যদি না চিনি,
ব্যর্থ এ তব সব আয়োজন, ব্যর্থ এ মম জীবনই।
সুন্দর তুমি অন্তরে জাগো, অন্তর প্রেমে রঞ্জিত রাখো,
সুন্দর জ্ঞানে, সুন্দর ধ্যানে, হয়ে থাকি চিরসুন্দর॥

[বাহার, তেওরা। স্বরলিপি "স্বপন খেয়া" পুস্তকে

২১৪

তুমি সুন্দর সুন্দর, মধুর মধুর, চিরনূতন তুমি হে।
তুমি বিশ্ববিনোদন, ভকতজীবন, সুরনরবন্দন হে।
তব প্রেমমুরতি আনন্দ-আলোকে রাজিছে অতুলন হে;
সে যে অপরূপ শোভা, মুনি-মনোলোভা, জয় জয় সুন্দর হে।
তুমি সত্য সারাৎসার, নিত্য নিরাকার, নিরাধার নিরঞ্জন হে,
তুমি চিন্ময়স্বরূপ, শান্তিসুধাকর, মঙ্গলনিলয় হে।
যোগী ডুবিয়া তব রূপধ্যানে, কী যে অমৃত পাইল প্রাণে,
যে জন পাইল সেই শুধু জানে, জয় জয় সুন্দর হে॥

[মূলতান, কাওয়ালি। সুর— জয় দীন দয়াময়

২১৫

কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ অনন্ত অম্বর।

আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার,
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর।
সে সঙ্গীতে হলে লীন, মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর।
রূপ তাঁর সর্বস্থানে, রস তাঁর ঝরে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে বিশ্বচরাচর॥

[জৌনপুরী-টোড়ি, একতাল

২১৬

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।
তুমি অমৃতবারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, সুধার লহরী বয় :
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি সর্ব-শকতি-মূল হে, তাহে শৃঙ্খলা কী বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে,
তাই মধু-মমতায় বিটপী লতায় মিলি প্রেমকথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয়॥

[মনোহরসাই, জলদ-একতাল

২১৭

হে হরি সুন্দর, (তুমি সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর)।
করুণার সাগর, ভক্তিসুধারস সঞ্চার';
তাপিত তৃষিত মন প্রাণ শীতল কর'।
তব প্রেমমুখচন্দ্র হেরিলে আঁখি ভাসে প্রেমজলে
সব শোকসন্তাপ হয় দূর।
প্রেমমুরতি মধুর জ্যোতি প্রকাশি নাশ' মোহ আঁধার দুস্তর
হৃদয়-মাঝে প্রেমসরোজে, বিহর আনন্দে নিরন্তর ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

ধ্যান

২১৮

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরীলীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়-মাঝে, শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিতলোচনে চাই ॥

পরজ-বসন্ত, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, ১।৫৪

২১৯

এই কি তুমি মম প্রাণাধার ?
পূজি তোমারে আজি দিয়ে প্রীতিফুলহার।

তুমি কি হৃদিকন্দরে, এই শ্রীমন্দিরে ?
কেন প্রাণ উথলে আনন্দে অপার ?
তুমি কি রসনামূলে ? নইলে কেন হরি বলে ?
কেন ভাসে নয়নজলে উদাস প্রাণ আমার ?
কেন হৃদয়ে শোণিত ছুটে, মুখে নাহি কথা ফুটে,
ভববন্ধন টুটে পরশে তোমার ?
আঁখি নিমীলিত করি, বসি যোগাসন'পরি,
তোমারে নাথ ধ্যান করি একান্তে এবার।
আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি,
আমি তুমি, তুমি আমি, হয়ে একাকার॥

[মুলতান, ত্রিতাল

উপাসনা-শেষ, বন্দনা, প্রণাম

২২০

জগতপিতা তুমি বিশ্ববিধাতা।
আমরা তোমারি কুমার-কুমারী, তুমি হরি সব সুখদাতা।
রাজরাজেশ্বর, সর্বভুবনপতি, পতিতপাবন দীনবন্ধু ;
অনাথ-গতি তুমি, অনাদি ঈশ্বর, করুণা কর কৃপাসিন্ধু !

সঙ্কটমোচন অভয়চরণ তব বন্দিছে সুরনরবৃন্দে ;
জনম দিয়েছ যদি, শরণ দিতে হবে শীতল চরণারবিন্দে ॥
[আশা, ঠুংরি

২২১

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে, এই বর-দান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে ;
দীনবৎসল তুমি, তার' নিজ সেবকে, তব অভয়মুরতি ভয় নিবারে।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে, দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো ;
তব কৃপা যে লভে, কী ভয় ভবসঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥
[ভজন, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৩

২২২

পতিতপাবন তুমি, ভব-ভয়হারী।
দেখ তব দ্বারে আজি করযোড়ে মুক্তিভিখারী নরনারী।
এক অভয় পদ বিঘ্নবিপদ হর তুমি প্রভু ভবসংসারে ;
লইনু শরণ আজি শ্রীচরণ-আশ্রয়ে, দেও হে তব পদতরী।
কে আর করিবে প্রভু কলুষবিমোচন, যাইব আর কার দ্বারে ?
মলিন পাতকী সবে ডাকি তোমারে প্রভু, তার' হে পতিত-উদ্ধারী।
মোহ-তিমির ঘোর ভীষণ দুস্তর কে আর করিবে বিনাশ ?
কে পারে তরিবারে, তোমার প্রসাদ বিনা— লইনু শরণ হে, তোমারি ॥
[আশা, ঠুংরি

২২৩

পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে।
সর্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহকলুষহরণ।
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেবমনুজবন্দিতপদ বিশ্বভূপ হে।
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু।
প্রেমনেত্রে চাহ' সেবকে, বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে।
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধমুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন।
এস' এস' শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব পিয়াস, অমৃতপ্লাবনে।
দেহ' জ্ঞান, প্রেম দেহ', শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ॥

[ঝিঁঝিট, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৩

২২৪

জয় দেব, জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা;
সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা, জয় দেব, জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব, জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরমশরণ তুমি হে জীবনমরণে, জয় দেব, জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ, সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতামাতা, জয় দেব, জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার ;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার, জয় দেব, জয় দেব।
শত অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে, জয় দেব, জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ, মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান ;
কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান, জয় দেব, জয় দেব।
কী আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি ;
এ লোকে সুমতি দাও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব, জয় দেব ॥

[মিশ্র, একতাল

২২৫

নাথ, তুমি ব্রহ্ম তুমি নিত্য তুমি ঈশ তুমি মহেশ
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি অনাদি তুমি অশেষ।
জলস্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার, হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ সোপান,
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম।
পূর্ণ হল মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি প্রণাম, করি প্রণাম ॥

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬

২২৬

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ।
শ্রবণ করো করুণা করি প্রভু এ স্তুতিগীত ত্বরিত।
শান্তিসুধা সর্বভুবন বিস্তারো, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
অনীতি দুর্মতি করি অপহৃত, পুণ্য-সলিল বরিষ, বরিষ অমৃত।
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী, বিকশিত কর আসি হৃদয়কমল হে
প্রেমসুধা দেও চিত্ত-চকোরে, প্রসাদবিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্বজ্ঞ সর্বসাক্ষী পুরাণ, কী আর জানাব, জানিছ সকলি হে,
ভক্তবৎসল তুমি, ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীনহীন সবে মলিন দুর্বল হে ;
বিঘ্নবিনাশন পতিতপাবন, দেখাও দেখাও হে তব পুণ্যপথ।
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
দিব্যপিতা প্রভু পরমকৃপাময়, বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৪

২২৭

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার ;
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানারসযুত ভব গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায় ;
মহাকবি, আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর রুচি, গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কী জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগযুগান্তে অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রতারা ;
তোমারি এ রচনারি ভাব ল'য়ে নরনারী হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর নর ঋভু প্রণমি তোমায় বিভু তুমি সর্বমঙ্গল-আলয় ;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়।

[বিভাস, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪৪

২২৮

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিতবারি হো!
ভগবজ্জন-হৃদরঞ্জন, পাবন-জগজ্জীবন,
প্রভু পরমশরণ, পাপী-গতি, আশ্রিত-ভয়হারী হো!
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবক-কাণ্ডারী ;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো!
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমর বিশ্বভুবনধারী ;
জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমায়ন সত্যপুরুষ,
সদানন্দ জগদ্‌গুরু, জগজন-হিতকারী হো!

[খট, একতাল। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৫০ শক

২২৯

পরমদেব ব্রহ্ম, জগজন-পিতামাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও, হে সর্বসিদ্ধিদাতা।
থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ॥

[খাম্বাজ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৮

২৩০

ধন্য তুমি ধন্য! ভবজলধিতারণ, তুমি ব্রহ্ম।
ত্রিভুবনবরেণ্য, অখিলশরণ্য,
তুমি সবাকার প্রাণ, আত্মার আনন্দধাম।
হৃদিরঞ্জন, দুখভঞ্জন, ভবখণ্ডন, পুরুষোত্তম,
তুমি অন্তরতম জীবের জীবন, তাপিতচিত-বিশ্রাম।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভদাতা;
ভাষা আকুল বর্ণিবারে, নাহি পায় কথা।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে কত গুণী, কত মুনি, কত ঋষি,
তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত গান;
তবু তো নারিল বর্ণিতে স্বরূপ তোমার, তুমি বাক্যমনের অগম্য॥

[দেওনট, ফেরতা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৮

২৩১

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।
অচ্যুত আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তিধামে,
"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌" কী ভয় কী ভয়।
হে প্রভু দীনশরণ, পাপসন্তাপহরণ,
অধম সন্তানে নাথ, দেহ পদাশ্রয় ॥

[খাম্বাজ মিশ্র, একতাল

২৩২

জয় পরম শুভসদন ব্রহ্মসনাতন,
করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ।
বিশ্বপাতা অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন ॥

[মট-বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৯ ; গীতপরিচয় ১।১৭

২৩৩

বন্দি দেব দয়াময়, তব চরণে ;
তুমি হে ভরসা মম জীবন-মরণে।
পিতা মাতা সখা তুমি ত্রিভুবননাথ,
গতি মুক্তি ভক্তিদাতা, করি প্রণিপাত।
অমৃতনিলয় তুমি, প্রেমের আধার,
তব পদে প্রাণসখা নমি শতবার ॥

[ইমন-বেহাগ, দাদরা

২৩৪

নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক,
অনাদি ধাতা আনন্দরূপ সর্বব্যাপী।
মহাব্যোমে অগণন গ্রহতারা ধায় তোমার ভয়ে,
তুমি পিতা নিখিল-কারণ, তব অন্ত কোথা!
সন্তাপনিবারণ, ভবসমুদ্রতারণ,
মনপাবন বিভু, ত্রিলোকশুভদাতা।
ত্রিভুবন-চরাচর-প্রাণ তুমি হে প্রভো, ভক্তবৎসল,
দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর তোমার প্রসাদ॥

[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৩

২৩৫

প্রণমামি অনাদি অনন্ত সনাতনপুরুষ,
নিখিল জগতপতি পরমগতি মহান্ ভকতজীবনধন।
ভূমা প্রভু পরমব্রহ্ম পরমায়ণ, কারণ শরণাগতবৎসল,
পূর্ণ সত্য, সকল দুখবারণ।
ভবজলধিতরণ শরণ অতি পবিত্র শুভনিধান,
অজর অভয় অবিনাশী;
সুরনরবন্দন জগচিতরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন, বিতর কৃপা;
দীননাথ করুণাময় সুন্দর প্রেমসিন্ধু মধুময়, নাহি উপমা;
নামরূপগুণ-অতীত চিন্ময়, অন্তরে তোমার আসন॥

[মাদ্রাজী ভজন, ফেরতা

২৩৬

জয় দীন-দয়াময়, নিখিল-ভুবনপতি,
প্রেমভরে করি তব নাম।
আজি ভাই-ভগিনী মিলি পরান ভরিয়া সবে
তব গুণ গাই অবিরাম।
ভকতি করিয়া নাথ পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ;
হাত যুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশীষ' আশীষ' প্রাণারাম!
হায়, অন্ধ সবে মোরা চক্ষু থাকিতে নাথ, ধূলিতে পড়িয়া অসহায়;
আর কে বা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়ে সদা
ডাকে "পাপী, আয় আয় আয়"!
রেখো না রেখো না নাথ ফেলিয়ে আঁধারে, কোথায় এলেম পথ নাহি হেরি;
হাত ধরিয়ে সদা সাথ সাথ রেখো, যাব ত'রে তোমারি কৃপায়।
প্রভু এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণগান।
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহে;
ডাকিয়া লইয়ো পিতা তোমার সুখের দেশে, চিরশান্তিময় যেই স্থান॥

[মুলতান, কাওয়ালি

২৩৭

বলো বলো বলো আনন্দে সবে—
জয় অকিঞ্চন-নাথ, অমৃত, অক্ষয়,
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।
জয় অগতির গতি অখিল কারণ ;
অরূপ, অনাথ-বন্ধু, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙালশরণ ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।
জয় গতি-নাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময় ;
চিরসখা, চিন্তামণি, চিদানন্দময়।
জয় জগত-আধার, জীবের জীবন ;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ময়, জগতপালন।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন ;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু দুর্লভ রতন ,
জয় দরিদ্রপালক, দেব দয়াময় ;
জয় ধর্মরাজ, নিত্য, নিখিল-আশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন ;
নিষ্কলঙ্ক, নির্বিকার, নয়ন-অঞ্জন।
জয় পিতা, মাতা, প্রভু, পতিতপাবন ;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ড-দলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয়,
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র, প্রেমময়।

জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্নবদন,
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতি-প্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ ;
বিজয়-বিধাতা, প্রভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকতবৎসল, ভুবনমোহন ;
ভবকাণ্ডারী, ভূমা ভবভয়হরণ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয়, মহান্ ;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ শান্তির আকর ;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্‌গুরু, সারাৎসার ;
সর্বব্যাপী, সর্বসাক্ষী, সর্বমূলাধার।
জয় সর্বোত্তম, সর্বারাধ্য, সুখময় ;
সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্বশক্তিমান্, সত্য, সনাতন ;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন ॥

১৬ ভাদ্র ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

২৩৮

জয় জগজীবন জগতপাতা হে, জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।
জয় বিঘ্ননাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগতপিতামাতা হে।
হৃদয়াধার হৃদ্‌জ্ঞাতা হে, ভয়তাপহরণ ভবত্রাতা হে ;
দীনজন দ্বারে ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে ॥

[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০২

২৩৯

তুমি ব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপতি,
তুমি আদি অনাদি অশেষগতি।
তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে, তুমি বিশ্বচরাচর-আশ্রয় হে।
তুমি পূর্ণ পরাৎপর কারণ হে, তুমি দীনজনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে মনোমোহন শোভন লোভন হে।
তুমি পাবন বিঘ্নবিনাশন হে, তুমি পাতকরাশি-হুতাশন হে।
করুণাকর হে, গুণসাগর হে, কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু, পাপ শতে মৃত যে জন হে, পরশে লভয়ে নব জীবন হে।
ভবসিন্ধুজলে অকূলে ডরি হে, প্রভু দেহ সবে করুণাতরী হে॥

[খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

(প্রভাতে নমস্কার)

২৪০

নমি নমি চরণে, নমি কলুষহরণে।
সুধারসনির্ঝর হে, নমি নমি চরণে।
নমি চিরনির্ভর হে, মোহগহনতরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে, নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন, গেল রাত্রি, জাগিল অমৃতপথযাত্রী—
নমি চিরপথসঙ্গী, নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে, নমি জয়পরাজয়ে,
অসীম বিশ্বতলে, নমি চিতকমলদলে,
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে, নমি জীবনে মরণে॥

(গীতিবীথিকা ৫২

সন্ধ্যায় নমস্কার

২৪১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্রভাষণে তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধগহন-সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে তোমায় করি গো নমস্কার।

৩ আষাঢ় ১৩২১ বাং (১৯১৪) [ইমনকল্যাণ, একতাল

[ওঁ পিতা নোঽসি]

২৪২

তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা, তোমা হতে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো, সকল-ভালোর-সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার॥

[মিশ্র, একতাল। গীতলিপি ১।৪৫

[ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ]

২৪৩

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে,
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে,
যিনি তৃণ-তরু-ফুলে-ফলেতে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এই নীল-ঘন আকাশে, এই সুরভিত বাতাসে,
রবি-শশী-তারা-প্রকাশে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে, যিনি বাহিরে, যিনি যখনি যেখানে চাহি রে,
ব্যাপ্ত সকল ঠাঁই রে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ দেহে ও মনে শক্তি, যিনি অন্তরে চির-ভক্তি,
যিনি পরম গতি ও মুক্তি, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ হৃদয়ে পরা শান্তি, বাহির ভুবনে কান্তি,
যিনি ভোলান সকল ভ্রান্তি, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি জন্ম-মরণ-ভয় করি দেন সব ক্ষয়,
বিতরেন বরাভয়, তাঁহারে নমস্কার।
এসো সবে তাঁরে জানি, তাঁরে জীবনেশ মানি,
ঘুচে যাক যত গ্লানি, তাঁহারে নমস্কার।
পুণ্য-হৃদয়ে তাঁর করি পূজা বার বার,
কেটে যাক মোহভার, তাঁহারে নমস্কার।

[ভৈরবী, একতাল। পথের বাণী ৫৯

[অসতে মা সদাময়]

২৪৪

সহে না যাতনা আর, মা, আমায় বাঁচাও বাঁচাও।
অসত্য এ দেহ-দুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে,
ত্রাণ নাহি কোনোরূপে (তোমার দয়া বিনে) ;
দয়া করে সৎস্বরূপে লইয়ে যাও, (অসৎ হতে)।
অসৎ-দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি আপনি দেখি নে আপনায়,
মা, দেখব কি আর তোমায় !
ও মা, আমায় জ্যোতিতে আজ লইয়ে যাও (আঁধার হতে)।
স্বাধীনতা না আছে যার, ও গো সেই তো মৃত সন্তান তোমার ;
রিপুর অনুগত, আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়ে যাও (মৃত্যু হতে)।
জন্মাবধি অপরাধী, রুদ্র মুখ তাই নিরবধি, মা, কাঙাল সদা দেখে ;
মা, আমাকে প্রসন্নমুখ দেখাও দেখাও (হাসিভরা) ॥

[বাউলের সুর

২৪৫

অসতেতে মন সদা নিমগন, সত্যেতে নিয়ে যাও।
মোহকালিমায় মাখা অনুখন, জ্যোতিতে ডুবাও।
মরণের মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর, অমৃত তোমারে করিয়াছি পর,
এ মরণ হতে বাঁচাও আমায়, অমৃত পিয়াও।
প্রকাশো আমার অন্তরে, নাথ,
রুদ্র, তোমার দখিন মুখে সব ভীতি ঘুচাও ॥

[ভৈরবী, একতাল। স্বরলিপি "স্বপনখেয়া" পুস্তকে

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বজগতের স্পর্শ। সসীম ও অসীম

প্রকৃতিতে প্রকৃতিনাথ

২৪৬

খোল রে প্রকৃতি, আজি খোল রে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখো না আর প্রাণসখারে আমার।
তৃষিত চাতক-সম, পিপাসিত চিত মম,
হেরিতে সেই প্রিয়তম, করিতেছে হাহাকার।
রবি শশী তারাদল, নদী গিরি জল স্থল,
ওষধি তরুসকল, ঢাকিয়ে রেখো না আর,
যাঁহারে মানস-পুরে নিরখি হৃদয় ভ'রে,
দেখাও বিশ্বমন্দিরে (সে) বিশ্বাধারে একবার॥

[ইমকল্যাণ, একতাল

২৪৭

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা, আপন আলোকছায়ে।
হে বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায়।
আত্মবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায়॥

[সিন্ধুড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯১

২৪৮

ভিতরে লুকায়ে কেন ডাকিছ মা মধুর স্বরে ?
প্রকাশিত হও না কেন, দেখিতে যা ইচ্ছা করে !
শুনেছি ওই মধুর বাণী, জানি মা গো, তোমায় জানি,
বড়ো ভালোবাস তুমি, প্রাণ টানে তাই তোমা তরে।
ব'লে দে মা প্রকৃতিরে, পথ ছেড়ে দিতে মোরে,
রূপরসগন্ধে আমায় রেখেছে সে অন্ধ করে।
কাছে এসে হাতে ধ'রে, লয়ে যাও গো কোলে করে,
স্নেহে গ'লে মা মা ব'লে, ঘরের ছেলে যাই ঘরে ॥[১]

[সিন্ধু-ভৈরব, ৰং

বিশ্বের আরতি

২৪৯

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকমণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥[২]

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৭৫

১। মূলের পাঠ— ১ম পংক্তি : "আঁধারে লুকায়ে··· সুস্বরে। বাহিরে এস না কেন, আসিতে কি লজ্জা করে ?" ৩য় পংক্তি : "শুনেছি ঐ মিষ্ট বাণী···।" শেষ পংক্তি : "কোলে চ'ড়ে মা মা ব'লে···।"

২। "গগনময় থাল" এই হিন্দী সঙ্গীতের অনুবাদ।

২৫০

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত,
তোমারি রচিত ছন্দ, মহান বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

ভৈরবী, ঝাঁপতাল

২৫১

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে।
অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন—
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরন, কতই গন্ধ, কত গীত, কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়— জলদ গায়, জলধি গায়—
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ, হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান—
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে।

[বড়হংস সারঙ্গ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৫ ; বৈতালিক ৩৯

২৫২

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি ;
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাও রে ;
বিহঙ্গ-কুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব-জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি॥

[বাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০০

২৫৩

কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা লোক-লোকান্তরে,
জয় জয় নাদে করিছে বন্দনা, জড় জীব সুর নর সমস্বরে।
অযুত অগণ্য রবি শশী তারা, না পেয়ে সন্ধান ঘুরে হল সারা,
ধূমকেতু যত হয়ে পথহারা, ভ্রমে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অন্তরে।
অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী, করে অন্বেষণ জ্বালিয়া বিজলী,
ভীম বজ্ররবে ডেকে ডেকে সবে, বেড়ায় কাঁদিয়া আকাশ-উপরে।
ছুটিয়া ছুটিয়া ধায় নদনদী, স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোদধি,
হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি, তোমা তরে গিরি কন্দরে কন্দরে।
বনে বনে ফিরে বিহগদম্পতী তোমার বিরহে, ওহে বিশ্বপতি,
ফুলফল ডালি লয়ে বসুমতী দেয় ঢালি ও চরণে সমাদরে॥

[পূরবী, একতাল

২৫৪

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু,
যবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ;
জন-হৃদয়-প্রফুল্ল-কর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন-মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষ' বারিদ— সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী. প্রফুল্ল কুসুমবনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেকো না নীরব:
যত বিহঙ্গ চিত্রবিচিত্র, সবে আনন্দরবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥

[গৌড়-মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০০

বিশ্ব— সুন্দর ও আনন্দময়

২৫৫

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্বসংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য, নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়; হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
হে মহেশ, অগণন লোক গায়
"ধন্য তুমি ধন্য" এই গীতি অনিবার ॥

[কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।

২৫৬

মধুর, তোমার শেষ যে নাই, প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন-যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ॥

২৫৭

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।
তোমা-পানে চাহি সকলে সুন্দর, রূপ হেরি আকুল অন্তর।
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিলজন॥

[ঝিঁঝিট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৭

২৫৮

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি,
নিরমল অতি শীতল কিরণ সুখদায়ী।
চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন-অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ
অমৃতপূর্ণ মঙ্গলভাব তব প্রচারি;
বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ,
বিহগগণ করে গান তব গুণ, বলিহারি!

[ভূপালী, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২

২৫৯

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা ক'য়ে।
সে পুণ্য-নির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখো সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে— শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিতে তৃষিত হয়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।

সে আনন্দরসপানে, চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে ॥

[বাহার, আড়াঠেকা

২৬০

তোমারি এ রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়।
তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।
সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি,
সবে পরমাশ্চর্য মঙ্গলসাজে সজ্জিত কেমন।
প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক, সকলি তোমারি।
ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগতপতি,
বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুল ॥

[ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৪

২৬১

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি!
রতনমণিখচিত অম্বর কী শোভে!
তরুণ বিভাকর, তারা, বিশদ চন্দ্রমা, জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে।
সুরভি পুষ্পাভরণ বিপিন, গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে।
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে ॥

[পরজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৫

২৬২

গগনের এই নীল পাথারে কী করুণা-নয়ানে চাও !

নিমেষে সকল হৃদয় পরান কেমনে হে তুমি ভুলাও !
তব অপরূপ কান্তি হৃদে ঢালে এ কী শান্তি !
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি— কী মোহন বাঁশরী বাজাও !
একি ফুলে ফুলে তব হাসি, এ কি ইন্দু পৌর্ণমাসী,
একি শ্যাম ঘন তৃণরাশি, চরণের তলে বিছাও !
একি আলোছায়া তব ভুবনে, একি সুখদুঃখ মম জীবনে,
একি নৃত্য জনমে-মরণে, কী অপরূপ খেলা খেলাও !

[কানাড়া মিশ্র, একতাল। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৪৪ শক

২৬৩

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগতরচনা।
একি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পূরিলে প্রাণহিল্লোলে।
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কী মধুগীতি তুলিলে নদীকল্লোলে ;
একি ঢালিছ সুধা মানবহৃদয়ে, তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে।

[কেদারা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৫

প্রভাতের স্পর্শ ও প্রেরণা

২৬৪

আমারে দিই তোমার হাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিন দিনেই ফুল যে ফোটে, তেমনি করেই ফুটে ওঠে,

জীবন তোমার আঙিনাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
বিচ্ছেদেরই ছন্দে লয়ে মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে, হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

৭ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [ভৈরবী, তেওরা। গীতলেখা ২।৩

২৬৫

আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার পরান কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমায় হৃদয়রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তাঁ সনে সে নীরব সভা-মাঝারে—
দেখেছি চিরজনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে, জুড়ালো জীবন জুড়ালো,
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো।

[আসোয়ারি, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৮

২৬৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে,
উদার উষার উদয়-অরুণকান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭) [টোড়ি, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।৩

২৬৭

আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

প্রভাতের স্পর্শ ও প্রেরণা

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান—
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

[ভৈরবী, একতাল। গীতপঞ্চাশিকা ১২০

২৬৮

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়, তোমারি হউক জয়।

৩০ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪) [ভৈরবী, দাদরা

২৬৯

এই আলোয় ভরা অসীম আকাশ, সূর্যকিরণ-ঢালা,
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশি, বসায় মধুর মেলা।
প্রভাত পাখির এই কলতান চিত্তে জাগায় সুপ্ত সে গান,
ফুলের রাশি জাগায় হাসি, ভরায় কুসুমডালা।
এ আনন্দসভা-মাঝে, চিত্ত আমার গানে বাজে,
হৃদয়-বাহির জুড়ে কেবল সেই অরূপই রূপে রাজে।
সেই একে আজ প্রণাম করি, গগন ভুবন গানে ভরি,
মধুর ক'রে কাটাই জীবন, ভুলি বেদনা-জ্বালা ॥

[আশা ভৈরবী, তেওরা। ভোরের পাখী ৩২

২৭০

জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি, অপহতশঙ্কা, অপগতসংশয়।
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্বনাশা, ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়!

[নবগীতিকা ২।২৩

২৭১

ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো
এই তো আলো— এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ, এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর, এই তো ভালো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জ্বালো,
এই তো আলো— এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা, এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো ভালো॥

৭ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪) [বৈতালিক ৩২

২৭২

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশীষ আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে।
কর্ম করি যে-হাত লয়ে, কর্মবাঁধন তারে বাঁধে,
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি— সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম তখন বীণার মতো বাজবে মধুর মূর্ছনাতে॥

২৭৩

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে, সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?
সোনার ঘটে সূর্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
যেথায় তুমি বস দানের আসনে, চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে?
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে?

৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [বাউলের সুর, দাদরা। গীতলিপি ৪।৪২

রাত্রির স্পর্শ ও প্রেরণা

২৭৪

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে তোমারি অমৃতে।
জ্বালো তব দীপ এ অন্তর-তিমিরে, বার বার ডাকো মম অচেতচিতে॥

[পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৯

২৭৫

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো;
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি আজ এই অরণ্য-গভীরে।
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসন-গন্ধ বরণ করেছি আজ এই বসন্তসমীরে॥

[জংলা শ্রী

২৭৬

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যাই হে হারায়ে॥

[বেহাগ, রূপকড়া। গীতিবীথিকা ৪৯

২৭৭

সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো— সব যে কোথায় হারিয়েছে গো—
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো!
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা,
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে, মা তোমার ক'রে সকল হরো॥

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ২।১৪

২৭৮

দিন অবসান হোলো।
আমার আঁখি হতে অস্ত-রবির
আলোর আড়াল তোলো।
অন্ধকারের বুকের কাছে
নিত্য-আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো।
সব কথা সব কথার শেষে
এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধ বাণীর হৃদয়-মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

২৭৯

দিন যদি হল অবসান,
নিখিলের অন্তর-মন্দির-প্রাঙ্গণে ওই তব এল আহ্বান।
চেয়ে দেখো মঙ্গলরাতি, জ্বালি দিল উৎসববাতি,
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে ধরো তব বন্দনগান।
কর্মের কলরব-ক্লান্ত, করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে নাই যদি দর্শন পেলে,
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ— হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ॥

[মুলতান, ঠুংরি

২৮০

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে— আপন আমার আপনি মরে লাজে।
মন মিলে যায় আজ ওই নীরব রাতে, তারায় ভরা ওই গগনের সাথে।
অমনি ক'রে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়,
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে॥

[বেহাগ, কাহারবা। গীতিবীথিকা ২৭

২৮১

আজি পুণ্য সন্ধ্যা-লগন, উৎসব বাঁশী বাজে,
চিত্ত হও রে মগন চির-সুন্দর-মাঝে।

জাগো রে সুপ্ত প্রাণ, আনো আনো তব গান,
আনো আনো নব প্রেম, প্রশান্তি সব কাজে।
ওই হেরো নীলাকাশে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা,
অযুত তারকা মালা সাজালো পূজার থালা।
জাগো রে চিত্ত, জাগো, প্রেমে আনন্দে জাগো
নেহারো ভুবনে মনে সেই সুন্দর রাজ-রাজে ॥

[ইমন, একতাল। স্বরলিপি "স্বপন খেয়া" পুস্তকে

২৮২

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে ?
ঘন সৌরভ-মন্থন পবনে জাগে, কে জাগে ?
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে, কে জাগে ?
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে ?
এই অপার অম্বর-পাথারে স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে, কে জাগে ?
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে ?

[বেহাগ, কাওয়ালি

২৮৩

মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি মম প্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচিরুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥

[তিলক-কামোদ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৬

২৮৪

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা।
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ-মুখপানে চাহি চিরদিন ॥

[হাম্বীর, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৩

২৮৫

এই জ্যোৎস্না-রাতে জাগে আমার প্রাণ।
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান?
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ, রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান?
সাহস করে তোমার পদমূলে আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে, ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান।
আপনি যদি আমার হাতে ধ'রে কাছে এসে উঠতে বলো মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা এই নিমেষেই হবে অবসান ॥

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

২৮৬

আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা।

স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে কিরণসঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা।
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ-রসে আসে ভরি,
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা ॥

[পূরবী, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০

২৮৭

সুধাসাগরতীরে হে, এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।
গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা, মধুর বহে তব কৃপাসমীরণ;
আনন্দতরঙ্গ উঠে দশ দিকে, মগ্ন প্রাণ মন অমৃত উচ্ছ্বাসে ॥

[নায়কী কানাড়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২৮

২৮৮

হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গলনয়নে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে একি এ মহামধুরিমা।
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধাপূরণিমা।
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপদীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে কী গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে, প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

[ইমনকল্যাণ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০৫

নদী ফুল ও বিবিধ ঋতুর স্পর্শ ও প্রেরণা

২৮৯

আজি শ্রাবনঘনগহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম—
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে ॥

আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [গৌড়মল্লার, ঝম্পক। গীতিলিপি ৩।২৩

২৯০

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত।
নিবিড় বনশাখার 'পরে আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল-ভরা আলস-ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দুই হাত ॥

৩ আষাঢ় ১৩১৭ বাং [নটমল্লার, ঝম্পক। গীতলিপি ৫।২২ ; কেতকী ১৫

২৯১

স্ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ রে মায়ের হাসি ;
কিবা মৃদুমন্দ সুধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি।
অপরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ-ঘটা,
ঘোরালো রসালো, করে দিক আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী।
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভালোবাসি।
তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে নিরখিয়ে নিরঞ্জনে
ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবনবাসী ॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

২৯২

শরতের আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দ গান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা, শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে, যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে ॥

১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [ভৈরবী, তেওরা। গীতলিপি ৩।১, শেফালি ১৫

২৯৩

আমায় নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে, ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে, অরুণরাঙা চরণ ফেলে,
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে।

১৩১৪ বাং (১৯০৭) [কীর্তনের সুর. একতাল। শেফালি ২৯

২৯৪

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে।
অম্বরপ্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে,
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল। কাব্যগীতি ২৯

২৯৫

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তারে।

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,

এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।

এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

একি নিবিড় বেদনা বন-মাঝে আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।

মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে, কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—

এই সৌরভবিহ্বল রজনী কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।

ওহে সুন্দর, বল্লভ, কান্ত, তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥

২৭ চৈত্র ১৩১৩ বাং (১৯০৭ [বাহার, ত্রিতাল। গীতলেখা ২।৫০

২৯৬

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—

হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর?

আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে

কেমন করে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর?

কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে!

পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে।

আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে

বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর॥

২৫ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [সিন্ধুখাম্বাজ, ঢিমেতেতালা। গীতলিপি ১।২৮

২৯৭

সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল, সমুদিত প্রেমচন্দ্র,

অন্তর পুলকাকুল।

কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,

শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি ;

অচল বিরাজ করে শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।

পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, জয় জয় গীত গাহে সুরনর ॥

[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৯

২৯৮

বনে বনে ফুটিয়ে কুসুম এল কে !

সবুজ পাতায় সাজিয়ে শাখী এল কে !

স্নিগ্ধ সুনীল আকাশে, গন্ধ মদির বাতাসে,

ধরণীর বিচিত্র হাসে এল কে, এল কে !

পাখির প্রাণে লাগিয়ে পুলক এল কে !

জাগিয়ে গীতি কণ্ঠে আমার এল কে !

উৎসব কার ধরণীতে ? হৃদয় তাঁরে চায় জানিতে,

সুন্দর, দেখা দাও হে চিতে অপরূপ রূপের আলোকে ॥

[ভৈরবী, একতাল। পথের বাঁশী ১

২৯৯

ওহে সুন্দর, মরি মরি, তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।

তব ফাল্গুন যেন আসে আজি মোর পরানের পাশে,

দেয় সুধারসধারে-ধারে মম অঞ্চল ভরি ভরি।

মধু সমীর দিগঞ্চলে আনে পুলকপূজাঞ্জলি—
মম হৃদয়ের পথতলে যেন চঞ্চল আসে চলি।
মম মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরীদীপশিখা নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥
[বাহার, কাহারবা। গীতপঞ্চাশিকা ২৯

৩০০

আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জনছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল— মন ভুলিল রে, মন ভুলিল ॥
[মিশ্র-বাহার, ত্রিতাল। গীতলিপি ৫।২৮

নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা

৩০১

জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো, সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥
আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র ইমন, তেওরা। গীতলিপি ১।২

৩০২

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে,
আমার পরান পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে।
এই-যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে।
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে

[বেহাগ, তেওরা ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১

[বিস্ময়বিহীন মন]

৩০৩

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে!
কেমনে জীবন কাটে চির-অন্ধকারে।
মহান জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্বমাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক?
তাঁহার আহ্বানরবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন ব'সে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে?

[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭

৩০৪

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে,
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিঃশ্বাস দাও পূরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে,
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি॥

৩০৫

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদবারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাতবায়ু ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ।
তৃণ যে এই ধুলার 'পরে পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী,
ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা-রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে পুরায় কত সাধ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥

২০ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

[বিস্ময়ে অনুপ্রাণিত মন]

৩০৬

আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

[গীতমালিকা ১।৯৯

৩০৭

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু 'আলয় কোথায়' ব'লে ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত, তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজাশতদল আপনি সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে—
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে,
তোমার অমৃতপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

[বেহাগ, লঘু একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫০

৩০৮

আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত।
আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত।
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে, শান্তি না মানে।
চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি—
এ-সব দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক-না নিমেষহত—
ওই আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত ॥

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। গীতপঞ্চাশিকা ৭৮

৩০৯

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে, সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে,
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে,
জননীর-মুখ তাকানো হাসিতে— সেই সুরে মোরে বাজাও।
সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে, সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে,
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে— সেই সাজে মোরে সাজাও॥

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ [রামকেলি, তেওরা। গীতলেখা ২।৩৪

৩১০

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?
বিশ্বকমল ফোটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না?

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?
পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ,
তেমনি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

২৯ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩) [বাউলের সুর, একতাল। গীতলেখা ৩।৫৭

৩১১

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি।
আধেক ধরা পড়েছি-যে আধেক আছে বাকি।
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা পড়েছি-যে আধেক আছে বাকি॥

৩১২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে?
কেন তারার মালা গাঁথা, কেন ফুলের শয়ন পাতা?
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে?
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন আমার হৃদয় পাগল-হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে?॥

২৮ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩) [সিন্ধু-কাফি, একতাল। গীতলেখা ২।৩৮

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে

৩১৩

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে!
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে?
কত কালের সকাল সাঁঝে, তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে।
ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে!
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে॥

১৩ ভাদ্র ১৩১৬ বাং [বাহার-বাগেশ্রী, তেওরা। গীতলিপি ১।১৪

৩১৪

তোরা শুনিস নি কি, শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত, আপন মনে খ্যাপার মতো,
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী— সে যে আসে, আসে, আসে।
কত কালের ফাগুনদিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি। সে যে আসে, আসে, আসে॥

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [সিন্ধু-বারোঁয়া, খৎ। গীতলিপি ৩।৩৭

৩১৫

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্লশ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদি স্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

১৫ই পৌষ ১৩২০ বাং [কীর্তনের সুর, একতাল। গীতলেখা ৩।২৪

৩১৬

তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু, নিত্য আছ জাগি ;
তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

২৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [মিশ্র জয়জয়ন্তী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৪।৩৯

৩১৭

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

১৩ই আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ইমনকল্যাণ, একতাল। গীতলিপি ৪।২৯

৩১৮

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ-ধারায় তোমারি বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়, তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া, কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া,
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥

১২ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র কানাড়া, চৌতাল। গীতলিপি ২।২৪

৩১৯

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে,
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে।
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে॥

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ইমন, তেওরা। গীতলিপি ৪।১৩

৩২০

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী—
এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে।
আমায় তুমি করবে দাতা আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা-পথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে॥

৩২১

জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে—
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে অমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে, ললাটে সঁপিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে,
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে অরূপের কত রূপদরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে,
কত দুখে সুখে, কত প্রেমে গানে, অমৃতের কত রসবরষন॥

১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র কেদারা, কাওয়ালি। গীতলিপি ১।৫

৩২২

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।
কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব।
তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী॥
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি, দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী—
হল না সারা, কত-না যুগ ধরি কেবলি আমি লব॥

৭ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২) [গীতলেখা ১।১৫

তুমি এসেছ

৩২৩

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর হে সুন্দর!
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর হে সুন্দর!!

৩১ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪) [দেশ, ঝম্পক। গীতলেখা ২।১৬

৩২৪

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে, রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে, গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে।
দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা, আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে॥

১৬ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৩) [বসন্তবাহার, দাদরা

৩২৫

মন্দিরে মম কে আসিলে হে! সকল গগন অমৃত-মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে॥

[আড়ানা, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪০

৩২৬

আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক-না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা।
হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা॥

১০ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪) [ভূপনারায়ণ, কাওয়ালি। গীতলেখা ২।২৬

৩২৭

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার-আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী, আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
ভুবনবীণার সকল সুরে, আমার হৃদয়-পরান দাও-না পূরে।
দুঃখসুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি, আমার হৃদয়-মাঝে দিক্‌-না আনি॥

[বেহাগ, তেওরা। গীতপঞ্চাশিকা ১৭

৩২৮

আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিঃশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরির সুরে বিলাসে॥

[লুম-খাম্বাজ, ঠুংরি (দ্রুততাল)। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১৮

৩২৯

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে!
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে।
গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে।
একি পুলক-বেদনা বহিছে মধুবায়ে!
কাননে যত পুষ্প ছিল, মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে—
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

[বেহাগ, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ২।২৪

৩৩০

রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে—
রহি রহি প্রভু, তব পরশ-মাধুরী হৃদয়মাঝে আসি লাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে মম পথের আগে আগে।
রহি রহি মম মনোগগন ভাতিল তব প্রসাদ-রবি-রাগে॥

[বৈতালিক ৫৭

তোমার সুর

৩৩১

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর!

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

২৭ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ছায়ানট, একতাল। গীতলিপি ৪।৩২

৩৩২

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্তপ্রাণে—
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব— অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির॥

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৩

৩৩৩

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা।
সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্তহৃদয়ে শান্তিধারা॥

আড়ানা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৩৩

৩৩৪

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি॥

১২ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [খাম্বাজ, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩১

৩৩৫

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে—
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে॥

[পূরবী, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৭

৩৩৬

বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম,
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে।
বিসরিব সব সুখ-দুখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা—
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে অনুখন আনন্দবায়ে॥

[বাহার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪১

৩৩৭

এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়।
আপন রাগিণী আপনমনে গায়।
নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে, গ্রহ গ্রহেরে ঘিরি নাচে আনন্দে ;
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায়।
যাঁর মন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র, যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কী শোভায় !
কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী, কোথা সে শতদল ফোটে না জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায়॥

[মিশ্র খাম্বাজ, কাহারবা। কাকলি ২।২৫

৩৩৮

ওই কে গায় সুদূর সঙ্গীত, জগৎ ভুলায় মধুর স্বরে !
যত শুনি তত মধুময় গান, তৃষাকুল করে অন্তরে রে।
উদার প্রেমে সবায় ভালোবাসে, জগতে হাসায় আপনি হেসে,
গান গেয়ে কেড়ে লয় প্রাণ, সহজ মানুষে পাগল করে।
তাঁরে চাহে না কেউ, ডাকে না কেউ,
কাছে গেলে ফিরে দেখে না কেউ,
আপনার নাম আপনি বিলায়, দুঃখী পাপীদের ঘরে ঘরে।
শোনো শোনো জগৎ-জন, বধিরে থেকো না, আঁধারে নয়ন,
ভুবন-মোহনে করিয়া বরণ, বসাও হৃদয়-মন্দিরে॥

[আলাইয়া, চৌতাল

৩৩৯

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল— হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

[কানাড়া, ঝম্পক

৩৪০

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে বাজে তেমনি ধারা।
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কী গৌরবে হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি উঠবে ভাসি চিত্তগগনপারে।
তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি, ওগো কবি, আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা, ওই মহিমা আর যাবে না ঢাকা।
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি পড়বে আসি নবজীবন-'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব ধন্য হব চিরদিনের তরে॥

[কানাড়া, তেওরা। গীতলেখা ২।৫৩।

৩৪১

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে, বীনরণন শুনি যে, প্রেমে প্রেমে বাজে।
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকতহৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে, প্রেমে প্রেমে নাচে।
সাজে সাজে রম্যবেশে সাজে।
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে, বিশ্বশোভায় লুটায়ে, প্রেমে প্রেমে সাজে॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১২

৩৪২

কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি—
তাকাই কেন পথের পানে, আমিই জানি, মনই জানে।
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে, আমিই জানি, মনই জানে॥

[পিলু-বারোঁয়া, ঠুংরি। গীতলিপি ৬।১৯

৩৪৩

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।
যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে॥

২৫ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪) [বেহাগ, খেমটা। কেতকী ৪৯

৩৪৪

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে নদীনদে গিরি-গুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা, নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।
নব বসন্তে নব আনন্দ— উৎসব নব—
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে;
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে;
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে।

তব স্নিগ্ধসুশোভন লোচনলোভন শ্যাম-সভাতল-মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
তোমার নিঃশ্বাস-সুখ-পরশে উচ্ছ্বাসহরষে
পল্লবিত, মঞ্জরিত, গুঞ্জরিত, উল্লসিত সুন্দর ধরা ;
দিকে দিকে তব বাণী, নব নব তব গাথা, অবিরল রস-ধারা !

[শঙ্করাভরণ, ফেরতা। কেতকী ১ ; শেফালি ১

৩৪৫

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে।
দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্তরবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে আমার রাতের স্বপনে।
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরি।
আমি শুনি তোমার আকাশপারের তারার রাগিণী,
আমার সকল পাসরি।
কানে আসে আশার বাণী— খোলা পাব দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশির-ধোওয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে ॥

[মিশ্র বেহাগ, একতাল। গীতপঞ্চাশিকা ৮৪

৩৪৬

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।
মনে করি অমনি সুরে গাই, কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে—
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥

১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [বেহাগ, কাওয়ালি

৩৪৭

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে।
আঁধারের তারা যত অবাক্ হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে ॥

২৪ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [কীর্তনের সুর, খেমটা। গীতলেখা ২।৪০

৩৪৮

এই তো তুমি সূর্য-আলোকে, এই তো তুমি অরুণ-আকাশে,
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে, এই তো তুমি পুষ্প বিকাশে।
এই তো তুমি পাখির কণ্ঠে, গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে,
ঝরনা-ধারার গভীর ছন্দে বেজে ওঠ দখিন বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে,
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে,
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে লিখে গেছ হৃদয়-আকাশে॥

[মিশ্র ভৈরোঁ, দাদ্‌রা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৪৩ শক

৩৪৯

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন-সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥

[গীতিবীথিকা

আমার গান

৩৫০

তুমি যখন গান গাহিতে বল’, গর্ব আমার ভ’রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল, নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে, গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।
তৃপ্ত তুমি আমার গীত রাগে, ভালো লাগে, তোমার ভালো লাগে।
জানি আমি এই গানেরি বলে বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে, বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে ॥

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩৫১

তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
একলা ব’সে আপন-মনে গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে।
তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী,
গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে।
লাগল সকল তানের মাঝে একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে ॥

[illegible] বাং ([illegible]) [[illegible] দাদরা। গীতলিপি [illegible]

৩৫২

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমাব জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে, লাগি নি, নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ।
নিশায় নীবব দেবালয়ে তোমার আবাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে, হে রাজন।
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে, এই দিয়ো মোর মান॥

১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [পরজ-বসন্ত, তেওরা। গীতলিপি ২।২৭

৩৫৩

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে, সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি-
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি? সভায় গিয়ে তোমায় দেখি,
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব, এ মোর নিবেদন।

৩৫৪

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া ক'রে প্রভু রাখ মোর অভিমান।
তারপরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরাব ধুলায় মেশে,
তবে- ক্ষতি কিছু নাই ; তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে, কত টুটে !
তারা আমার জীবনে ক্ষণকাল তরে ফুটে,
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ ॥

৯ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩৫৫

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি।
দিবা নিশি আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি।
আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি,
আমার গানে তোমায় ধরব ব'লে উদাস হয়ে যাই যে চলে ;
তোমার গানে ধরা দিতে ভালোবাসি ॥

[নবগীতিকা ১।৪৫

৩৫৬

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়মাঝারে।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥

২৮ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)। [ইমনকল্যাণ, দাদ্‌রা। গীতলেখা ২।৫৭

৩৫৭

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে,
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমলকরে পরশ কর পরান-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শূন্য পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

[খাম্বাজ, একতাল

৩৫৮

লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহো তায় আনি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
'পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।'
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে আমার চিত্তমাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥

[কীর্তনের সুর, তেওরা

৩৫৯

জাগ' জাগ' রে, জাগ' সঙ্গীত, চিত্ত-অম্বর কর' তরঙ্গিত,
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব করুক বিশ্ববিহার,
সূর্যশশিনক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার,
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ' নন্দনহার,
পূর্ণ কর' রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে॥

৩৬০

দিবস-যামী রইতে দাও গানে গানে গানে।
সকল বোঝা বইতে দাও গানে গানে গানে।
দুঃখ যেদিন দারুণ হবে, ঝঞ্ঝা মেঘের বার্তা ক'বে,
সে দুঃখ-রাতে রইতে দাও গানে গানে গানে।
সকাল-সাঁঝে রইতে দাও গানে গানে গানে।
সকল কাজে রইতে দাও গানে গানে গানে।
বাজুক রে গান বিশ্ব জুড়ে, স্থলে জলে, হৃদয়-পুরে,
সকল কথা কইতে দাও গানে গানে গানে॥

[বিহারী, তেওরা। স্বরলিপি "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে

৩৬১

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে, বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহশশীরে।
যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন-মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি—
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে॥

চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০) [কানাড়া, ত্রিতাল। গীতলিপি [illegible]

৩৬২

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে।
এ তার বাঁধা কাছের সুরে, ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে,
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে?।

[মিশ্র খাম্বাজ, দাদরা। কাব্যগীতি ৩৬

৩৬৩

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে,
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে।
খনে খনে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে,
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

[কীর্তনের সুর, দাদরা

চতুর্থ অধ্যায়

কৃতজ্ঞতা দর্শন ও আনন্দ প্রেমভক্তি

সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন

জীবনে তোমার এত দয়া

[দ্বিতীয় অধ্যায়, "তুমি করুণাময়, তুমি প্রেমময়" দ্রষ্টব্য]

৩৬৪

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে।
তবু পুত্র ব'লে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।
প'ড়ে অকূলসাগরে, যখন ডাকি কাতরে
ব্যাকুল হইয়ে 'কোথা দয়াময়' ব'লে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে ভালোবাসিতে পাপীরে তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে।
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্বল ব লে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে।
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥

অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক (১৮৭১) [ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ, ঠুংরি

৩৬৫

দয়াময়ী মা গো আমার !

রোগে শোকে দয়া, সুখে দুখে দয়া, জীবনে মরণে করুণা তোমার।
নিরাশায় যবে হই গো ম্লান, তোমার দয়া আসি করে আশা দান,
মোহের পাথারে, রিপুর সমরে, তোমার দয়া করে শকতি সঞ্চার।
করুণারূপিণী জগতের মাতা, চিরবন্ধু সখা স্নেহময় পিতা,
দীনহীন-গতি মঙ্গল-বিধাতা, বরষিছ প্রাণে অমৃতধার ;
তোমার করুণা গৃহ-পরিবারে, তোমার করুণা অন্তরে বাহিরে,
তোমার করুণা লোকলোকান্তরে, ওই করুণাসাগরে দিতেছি সাঁতার॥

[ভৈরবী, একতাল

৩৬৬

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে সখা চির-অবহেলা পেয়েছ ;
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ।
ও পথে যেয়ো না, 'ফিরে এসো' ব'লে কানে কানে কত ক'য়েছ ;
আমি তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
এই চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ ;
আমার নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে করে নিয়ে রয়েছ।

[মিশ্র কানাড়া, একতাল

৩৬৭

আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি।
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি।
তব আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধাপান করে মরি গো পিয়াসে ;
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাও নি।
আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ ; ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাও নি।

[বেহাগ, একতাল

৩৬৮

তোমার মতন কে আছে এমন বিশ্ব-ভুবনে !
কাছে থাক, সঙ্গে রাখ, পালিতেছ নিশিদিনে।
যবে ছুটে যাই পাপ-গহনে, 'যেও না বাছা' বল কানে কানে,
শোকের অনলে যবে প্রাণ জ্বলে, সান্ত্বনা দাও মধুর বচনে।
যখন একাকী বসিয়ে বিরলে, শূন্য হৃদয়ে চাহি সর্বস্থলে,
দেখি তখনি আছি তোমার কোলে, চাহি অনিমেষে ওই মুখপানে ;
যতন করিয়া গড়েছ আমায়, কতই যতনে পালিছ সদায়।
মা আমার তুমি, তোমারি আমি, এই আশা লয়ে বসেছি চরণে ॥

[ভৈরবী, একতাল

৩৬৯

আঁখিজল মুছাইলে, জননী, অসীম স্নেহ তব !
ধন্য তুমি গো, ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে, তারে বসাইলে পাশে ;
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে, যে আসে অমৃত-পিয়াসে !
দেখেছি আজি তব প্রেম-মুখ-হাসি, পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু, পূরেছে কামনা, ঘুচেছে হৃদয়-বেদনা !

[রামকেলি, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪

৩৭০

কে গো এত ভালোবেসে আছ পাপীর এত কাছে !
এত ভালো না বাসিলে ও-প্রেম কি নাহি বাঁচে ?
অবস্থার স্রোতে যারে ফেলে গেছে এক ধারে,
ঐ স্নেহদৃষ্টি প্রেমবৃষ্টি কবে তারে ছাড়িয়াছে ?
যত প্রেম ছিল তোমার, সব কি ঢেলে দিলে এবার ?
বল' তোমার ভালোবাসিবার আর কি কেহ নাহি আছে ?
ভালোকে বাসিতে ভালো চায় সবে চিরকাল,
কিন্তু মন্দকেও তোমার মতো কে বা ভালোবাসিয়াছে !
অযোগ্য অপাত্রে হেন এত ভালোবাস কেন,
বল' ও প্রেম কি ভালো মন্দ সাধু পাপী নাহি বাছে ?
তোমার মতো বল' কবে, ভালোবাসিব গো সবে,
কবে আঁচল-ধরা ছেলের মতো, ফিরব তোমার পাছে পাছে ?।

[খাম্বাজ, যৎ। সুর— "কার মা এমন দয়াময়ী"

৩৭১

তোমার করুণা অমিয়মাখা, হৃদয় উথলে স্মরণে,
কত যে ভালোবাসিছ পিতা, বলিব তাহা কেমনে।
তব কৃপা-তরী লাগাইয়া তীরে, 'আয় পাপী' ব'লে ডাকিতেছ ধীরে,
কেহ যে বোঝে না, সে ডাক শোনে না, সবে মাতোয়ারা গরলপানে।
(আমি যে বুঝি না, সে ডাক শুনি না, সদা মাতোয়ারা গরলপানে।)
সুখে দুখে রাখি, কাছে কাছে থাকি, পোড়ায়ে পরীক্ষার আগুনে,
নবপ্রাণ দানে জগতজনে লইছ আপন সদনে॥

৪ নভেম্বর, ১৮৯৪ [পূরবী, খয়রা। সুর "বল রে বল রে বল রে বল"

৩৭২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরই যোগ্য ক'রে,
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে।
আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি, তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে;
তুমি নিষ্ঠুর, সম্মুখ হতে যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে॥

১৩১০ বাং (১৯০৩) [মিশ্র কামোদ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৪৩

৩৭৩

কত ভালোবাস গো মা, মানব-সন্তানে, (পাপী)
মনে হলে প্রেমধারা ঝরে দু'নয়নে গো মা।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখ-পানে প্রেম-নয়নে ডাকিছ মধুর বচনে ;
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা।
(প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হয়ে, আয় আয় আয় ব'লে,
অপরাধ ক্ষমা ক'রে, হাসিমুখে প্রেমভরে, ও মা আনন্দময়ী,
জীবের দশা মলিন দেখে— ডাকিছ গো মা)
আমাদেরই জন্যে স্বর্গ-নিকেতনে গো মা,
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে গো মা।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে ;
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে গো মা।

খাম্বাজ, একতাল

৩৭৪

এ কী করুণা তোমার, ওহে করুণানিধান !
অধম পতিত জনে এত তোমার করুণা কেন ?
আমি যতই তোমারে ছেড়ে থাকিতে চাই দূরে দূরে,
তত তুমি প্রেম-ভরে কর মোরে আলিঙ্গন।

যে জন সতত গরলপানে,
থাকিতে চায় অচেতনে,
তুমি কেন মায়ের মতো, জোর করে সুধা করাও পান।
তুমি পবিত্র সুন্দর হরি, ভক্তহৃদয়বিহারী,
আমার মলিন হৃদয়-দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন অনুক্ষণ।
(কাঙালের বেশে হে)
যদি ছাড়িবে না এ অধমে,
দিবে স্থান অভয়-ধামে,
তবে দয়া করে ও চরণে বেঁধে রাখ চিরদিন ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, ঝাঁপতাল

৩৭৫

তব আশা-বাণী শুনি, আহা, হৃদয়-মাঝে,
বাজিল মধুর বাঁশরি বিমল তানে,
বহিল বসন্ত-সমীরণ, প্রাণ জুড়াইল।
তুমি মঙ্গল-বিধাতা, করুণাময় পিতা,
তব প্রেম-বিমলভাতি পূর্ব গগনে উষা ফুটাইল।
তুমি গো বিশ্বজননী, কত না স্নেহ যতনে,
কুসুমদল চিত্রিলে বিচিত্র বরণে ;
এ চারু ধরণী সাজাইলে কত না মণিকাঞ্চনরতনভূষণে।
হেরি সে শোভা অখিল মন মোহিল ॥

[দেশ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৫৮

দয়ার গুণ

৩৭৬

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কী ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।
অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব, তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়! তোমার প্রেম গাইয়ে
যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে॥

[বাহার, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩১

৩৭৭

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত।
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে,
মর্ম-মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষপরশে, পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না,
ওগো পরম পরানবল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব সকরুণ করপল্লব।

নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্,
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত ॥
[মিশ্র কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩২

৩৭৮

তোমার অভয় পদ সর্বরত্নসার, আমি চাহি গো এবার।
কোনো অভাব রবে না আমার, পূর্ণ হবে হৃদয়-ভাণ্ডার।
গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে, বলিব আদর করে,
মা আমারে দয়া করে দিয়েছেন এই অলঙ্কার।
মা, তোমার পদপ্রসাদে থাকিব সদা নিরাপদে,
পড়ব না আর কোনো আপদে, এবার বিপদে হব উদ্ধার।
সকলে দেখাব ডেকে, পাপের দাগ গিয়েছে ঢেকে,
অভয়-পদ বুকে রেখে কিবা শোভা চমৎকার!
জননি, কি বলব গো আর, তোমার কৃপার ব্যাপার অপার;
তব পদে চির-ভক্তি যেন থাকে গো আমার ॥
[খাম্বাজ, আড়খেমটা

৩৭৯

নয়ন বাহিয়ে ঝরে ঝরনা শত,
পেয়ে তব করুণামৃত, তপত এ হৃদিকমলে।
দীনজনের প্রাণবন্ধু, তোমারে পাইলে,
কী ধন না পাই, আনন্দসিন্ধু হৃদে উথলে ॥
[তিলককামোদ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৮

৩৮০

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায়, মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভো-নীলিমায়, উজ্জ্বলতর শশধর-ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায় কুঞ্জ-ভবনে পাখি।
দেহ-হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় সব ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্বপ্রেম সরল প্রাণে দিয়ে যায় মাখি।
যেন গো তোমার পুণ্য-পরশ, ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি॥

[ভৈরবী, একতাল

দীনতা

৩৮১

ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে,
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ॥

১০ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [কীর্তনের সুর, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩৭

৩৮২

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।
মোহ-বশে পাছে ঘিরে আমায় তব নাম-গান-অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখো মোহ হতে রাখো তম হতে, রাখো রাখো বার বার হে ॥

[ভৈরোঁ, একতাল

৩৮৩

গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ।
তোমারে আমি পেয়েছি বলি, মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ।
জানি নে নাথ, আমার ঘরে ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে—
নিজেরে তব চরণ 'পরে সঁপি নি, রাজরাজ।
তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখি নে স্বামী ; তব মহিমামাঝ,
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥

[দেশ-মল্লার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯৭

৩৮৪

নামাও নামাও আমায় তোমায় চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন নয়নজলে।
একা আমি অহঙ্কারের উচ্চ অচলে ;
পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও, ভাঙো সবলে।
কি ল'য়ে বা গর্ব করি ব্যর্থ জীবনে !
ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা-বিহনে।
দিনের কর্ম ডুবেছে মোর আপন অতলে,
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন যায় না বিফলে ॥

মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৩৮৫

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে ;
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়— রক্ষা করো হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যাজালে—
ছলনাডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে—
আপনা হ'তে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে ॥

[আসোয়ারি, চৌতাল

৩৮৬

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে ;
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরানে তোমার পরম কান্তি—
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে ॥

১৩১৩ বাং (১৯০৬) [ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২২

দেখা দাও, কাছে থাকো

[ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

৩৮৭

ভিখারী ডাকে দ্বারে হে, শোনো দয়ার ঠাকুর।
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে, থেকো না থেকো না দূর ;
পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চহ অমিয় সুমধুর।
আঁখির আলো, প্রাণ তুমি, কৃপানিধান হে,
নিরাশ কোরো না, আঁধারে রেখো না, মাগি এ কাতরে।
কোথা যাব আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে।
আশার কথা কে আর কহিবে, তুমি ডেকে লও ঘরে ॥

[ধুন, একতাল

৩৮৮

দরশন দাও হে হৃদয়-সখা, পূর্ণ করো হে আশ
নয়নেরই আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণমন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এসো এসো ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন,
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে, করো শান্তির বারি বরিষন

[কেদার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৩

৩৮৯

দরশন দাও হে কাতরে।
দীন হীন আমি রোগের আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে ॥

[মিশ্র বেলাওল, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫১

৩৯০

তব দর্শন লাগি আঁখি জাগে, এসো এসো চিরবন্ধু হে।
কত দিবা কত রজনী তব তরে আঁখি ঝরে।
আমার কত যে বিরহ বেদনা, কত যে মরম-যাতনা,
আছি সব স'য়ে তোমারি লাগিয়ে, জান তো হৃদয়স্বামী হে।
কত যে প্রেমধারা ঢেলেছ, কত যে অশ্রুবারি মুছেছ,
তাই আশা লয়ে ব্যথিত হৃদয়ে পথপানে চেয়ে আছি হে ॥

[আলাইয়া-ধুন, কাওয়ালি

৩৯১

তোমারি, নাথ, তোমারি চিরদিন আমি হে।
সুখে দুঃখে পাপে, আমি তোমারি, নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব, দেখো দেখো, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ ॥

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান

৩৯২

কে জুড়াবে এ প্রাণ আমার, তোমা-বিনে পতিতপাবন।
নিরাশের আশা তুমি দুর্বলের বল তুমি,
তাইতে ডাকি তোমায় প্রভু, কৃপা কর দীনশরণ।
নাহি ধন মানে তৃষা, নাহি অসার সুখের আশা,
কেবল তোমায় পাবার আশা, পুরাও আশা দিয়ে চরণ ॥

[বাগেশ্রী, আড়া

৩৯৩

হে প্রভু পরমেশ্বর, তব করুণা
মন্দমতি আমি গাহিব বাসনা— কী গাব হে কী জানাব।
তুমি ভূমা অগম্য, দীন আমি যে অধম মলিন।
জনক জননী তুমি সবাকার, সাহস ধরি তাই এসেছি দুয়ার,
তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন।
মম সুকৃতি দুষ্কৃতি সব জান, ভ্রমি দূরে দূরে তব গৃহে আন ;
লয়ে যাও, জননী, মৃত্যু হতে অমৃতে।
বল হে তোমারে আমি কেমনে পাব ? কার দ্বারে যাব ?
তুমি না লহ যদি, নাহি অন্য গতি, ডাকি দীনদয়াল।
তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন ॥

[টোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭

৩৯৪

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীন কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব—
ওই-যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী ॥

[কর্ণাটী ঝিঁঝিট, কাওয়ালি

৩৯৫

থেকো না থেকো না দূরে, নাথ।

সম্পদ-কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে, চিরদিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার,

নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥

[দেশ, তেওট। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯২

৩৯৬

তুমি নাহি দিলে দেখা, কেহ কি দেখিতে পায়?

তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত ধায়?

তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,

ওহে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায়?

মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য-মনাতীত,

তবু সদা ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।

দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্তি স্থাপন,

ওহে লজ্জা-নিবারণ, শীতল কর হৃদয় ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৩৯৭

নিকটে নিকটে থাক, হে নাথ তারণ,

পতিতপাবন, অধম-উদ্ধারণ।

তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান, তুমিই মম সাধন ॥

[জয়জয়ন্তী-কোকব, ঝাঁপতাল

৩৯৮

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে—
প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে নাথ, তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা, সাজিব সুন্দর—
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর—
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥

[দেশ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬

৩৯৯

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে।
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার', দীনে শরণ দেও হে।
যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ময় শোভাময়;
পাইলে তোমারে মৃত শরীর প্রাণ পায়,
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুঃখ তাপ না রহে ॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৩

৪০০

তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি-যে সখা!
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে—
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।

দেহো গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করো তিমির—
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে—
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥

[গৌড়মল্লার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৮

৪০১

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কত কাল এমনে কাটিবে স্বামী।
রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী।
মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে ॥

৮ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪০২

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর।
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব দুখ,
বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহরো।
শুভদিন শুভরজনী আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নরজনম সফল করো প্রিয়তম।
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধানির্ঝর॥

[ললিতা-গৌরী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫১

৪০৩

দীন হীন ভকতে, নাথ, করো দয়া,
অনাথনাথ তুমি, হৃদয়রাজ, বিরাজো নিশিদিন হৃদিমাঝে।
তব সহবাস-আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,
তোমা-বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে॥

[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৭

৪০৪

কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে!
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর করো, ওরে জাগো সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালো রে, জ্বালো রে—
ডাকো আকুল স্বরে 'এসো হে প্রিয়তম'॥

[সুরট, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৫

৪০৫

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না, কেউ বলবে না॥

বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি,

এবার বলো, আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না॥

জানি আমার কঠিন হৃদয় চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,

সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না?

না হয় আমার নাই সাধনা— ঝরলে তোমার কৃপার কণা,

তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না?॥

১১ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [গীতলিপি ৩।৮

৪০৬

তুমি এসো হে,

মম বিজন চির-গোপন দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে।

তুমি এসো হে, তুমি এসো হে॥

জাগে চেতনা, শত বেদনা, মৃত জীবনে তব পরশে।

লভি শকতি, প্রেম ভকতি, তব আরতি করি জীবনে॥

আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত, যাচি অমৃত তব সকাশে।

যত সাধনা, ব্রত কামনা, সব সফল তব সাধনে॥

[ঝিঁঝিট-মিশ্র। একতাল

৪০৭

ব্যাকুল হয়ে তব আশে, প্রভু এসেছি তব দ্বারে।

দেখা দাও মোরে, নাথ, হৃদি-মাঝে, সকল দুখ তাপ যাবে দূরে॥

[খাম্বাজ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৩৫

৪০৮

নীরবে আছ কেন বাহিরদুয়ারে ?
আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে ॥
সময় হলে জানি নিকটে লবে টানি,
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে ॥
সফল হোক প্রাণ এ শুভলগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে,
করো গো সচকিত আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত হৃদয়-গুহারে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

দর্শনে আনন্দ ও তৃপ্তি

দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়, 'বিশ্ব, সুন্দর ও আনন্দময়', 'তুমি এসেছ'

৪০৯

আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে নেহারো হৃদি-গগন-মাঝে,
করো জীবন সফল।
করো পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া,
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল ॥
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী,
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল ॥
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয় রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল ॥

[মিশ্র বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮২

৪১০

একি এ সুন্দর শোভা, কী মুখ হেরি এ !
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ, প্রেম-উৎস উথলিল আজি ॥
বলো হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কী ধন তোমারে দিব উপহার ?।
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব—
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ ॥

[ইমন-ভূপালী, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২০

৪১১

হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল, আজি মম পূর্ণ হল,
শুন সবে জগতজনে ॥
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভুবন-নাথ চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে ॥

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান

৪১২

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি।
এ কী অপার করুণা তব ! প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায় ॥
সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই,
চন্দ্র সূর্য তারক জ্যোতি হারায় ॥
প্রাণসখা, তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেম-সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায় ॥
থাকো সঙ্গে অহরহ, জীবন করো সনাথ,
রাখো প্রভু জীবনে মরণে পদছায় ॥

[ভৈরব, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৭

৪১৩

কেমনে কহিব, কী সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে ॥
অপরূপ অরূপ নাহি যে তুলনা, কী বলিব !
কী সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে !!
দুর্লভ দরশন লাভ হল জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে !
কী সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে ॥

[সাহানা, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৯

৪১৪

একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে, আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে ॥
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে, পুলকিত চিত-কাননে ॥
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে, কিরণমগন গগনে ॥

[পূর্ণ ষড়্‌জ, একতাল

৪১৫

ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম,
পূরিল আনন্দে বিশ্ব, হৃদয় জুড়াইল।
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল ॥
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান,
জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ'।
নয়নে নয়নে রহিয়ো নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়নাথ হৃদয় করো শীতল ॥

[পরজ-বসন্ত, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৭

৪১৬

তব প্রেম-সুধা-রসে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে ॥
কোথা কে আছে নাহি জানি, তোমার মাধুরী-পানে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে ॥

[পরজ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৯

৪১৭

তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়।
জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয় ॥
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে ;
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয় ॥
আমি তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে, কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
সময় সংবরি যে যাতনা স'য়ে, জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয় ॥
তুমি অনাথের নাথ, দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন ;
মোহান্ধকারের তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয় ॥
করি এই ভিক্ষা নাথ, যেন সর্বক্ষণ থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা-ধনে ল'য়ে জুড়াব হৃদয় ॥

[বিভাস, একতাল

৪১৮

দশ দিশি কিবা আজি মধুময়, হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া ॥
সুবিমল পরশে হরষে মাতি, প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠে রে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া, প্রেম-উৎস ছুটিল উচ্ছ্বাসিয়া ॥

[সাহানা, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৭

৪১৯

একি করুণা, করুণাময়!

হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি বিমল কিরণে তব পদতলে ॥

অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে

লোকে লোকে লোকান্তরে, আঁধারে আলোকে ;

সুখে দুখে, হেরিনু হে স্নেহ-প্রেমে জগতময় চিত্তময় ॥

[বাহার, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৬

৪২০

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।

মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন, মধুর বিহগ-কলধ্বনি ॥

কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেম-হিল্লোল, আহা

হৃদয়-কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে ॥

অতি আশ্চর্য দেখো সবে, দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে

অসীম জগত-স্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন!

ধন্য এই মানব-জীবন, ধন্য বিশ্বজগত,

ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য ॥

[বেলাবলী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১

৪২১

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে, সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে ॥

খুলে দাও দুয়ার সব, সবারে ডাকো ডাকো,

নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা,

অহো, আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে ॥

[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৪

৪২২

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত,
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব, জীবননাথ ॥
যে দিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরান উঠেছে পুলকি,
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে তোমারি নয়নপাত।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তরমাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ ॥

[নায়কী কানাড়া, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮৫

৪২৩

হরি হে, এই কি তুমি সেই আমার হৃদয়-বিহারী!
যারে পাবার তরে ঘুরে ঘুরে ধরি ধরি আর ধরতে নারি ॥
কে জানে এই আকুল প্রাণে, কে জানে এই দু নয়নে,
কে জানে এই আঁখি-নীরে আছ, হে হরি!
তোমায় হৃদে ধ'রে, পরশ ক'রে, কৈ কৈ ব'লে কেঁদে মরি ॥
জানি কি এই মলিন পথে, জানি কি মোর সাথে সাথে,
জানি কি এই হাটে মাঠে আছ, হে হরি!
জানি কি রূপ-সাগরে অরূপরতন আছ নানা রূপ ধরি ॥
'আমি' 'আমি' করে বেড়াই, তাই তোমারে দেখতে না পাই,
দিলে আমায় 'আমি'র মোহ আজ সাঙ্গ করি!
আজ আমি তোমায় হলেম হারা, আর কি তোমায় হারাতে পারি ॥

[কীর্তন-ভাঙা সুর

৪২৪

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে,
এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী!
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো॥
পথে সেচন কোরো গন্ধ-বারি, মলিন না হয় চরণ তাঁরি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে, এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো;
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো, রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো।
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধোরো, ঐ আলোতে জেলো গো॥

৪২৫

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহা ভাব রসলীলা কী মাধুরী মরি মরি!
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি হরি ব'লে)
মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি॥
[কীর্তন (ঝিঁঝিট), খয়রা। সুর— সাধ মনে হরি ধনে

৪২৬

মধুর ধারা বহিছে অনন্ত ভুবনে।
হৃদয় পিপাসু সদা প্রেম-সুধা-রস পানে ॥
জীবন-বিন্দু মিলি ধায় প্রেম-সুধা-রস পানে,
উচ্ছ্বসিত বিমোহিত প্রেম-মুরতি ধ্যানে।
সে প্রেম-অনন্ত-যোগে বাঁধা রবি চন্দ্র তারা,
সে প্রেম-পরশে প্রাণ মোহিত আত্মহারা ;
হৃদয়ে ধরে না সে প্রেম, উছলি উঠে গগনে,
প্রীতি-কুসুম রূপে শোভে ব্রহ্ম-সদনে ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

৪২৭

কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি !
কী চক্ষে দেখেছি তোমায়, ভুলিতে কি পারি ?।
গভীর বেদনা পাই, তবু মুখ-পানে চাই,
হাতে যেন স্বর্গ পাই, দুখ পাসরি ॥
সজনে নির্জনে থাকি তোমারে লইয়া সুখী,
দুখের দুখী, সুখের সুখী, হৃদয়বিহারী ॥
কত ভালোবাস তুমি, ভুলিতে কি পারি ?
ওই ভাবনা ভেবে ভেবে গুমরে মরি ;
প্রকাশ করিতে নারি, চক্ষে বয় বারি ॥
তুমি নাথ প্রেমদাতা, প্রাণের সঙ্গে কও হে কথা ;
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা, চরণে ধরি ॥

[খাম্বাজ, পোস্ত

৪২৮

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে।
পূরিল হৃদয় প্রীতি-বিমল-কুসুম-সুবাসে ;
তব প্রসাদ সব দুঃখ তাপ নিবারে॥
সকল-কলুষ-ভঞ্জন জগ-জন-চিত-রঞ্জন,
তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে॥

[বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮১

৪২৯

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদপবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে॥
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।
জাগো রে আনন্দে চিতচাতক জাগো—
মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে॥

[শ্যাম, একতাল। গীতলিপি ১।৮ ; কেতকী

নীরব সান্নিধ্য

৪৩০

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে আমায় শুধু ক্ষণেক-তরে।
আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে, আমি সাঙ্গ করব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখপানে, হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে ;
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত, ফিরি কুলহারা সাগরে॥
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে এল আমার বাতায়নে,
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে, ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।

আজকে শুধু একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান গাব নীরব অবসরে ॥

২৯ চৈত্র ১৩১৮ বাং [ভৈরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৬।৩৮ ; গীতলেখা ১।১২

৪৩১

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ॥
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারাদিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা—
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়, সেই কথা বলিয়ো ॥
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয় ॥

১৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

প্রেমভক্তি ভিক্ষা

৪৩২

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না— থেকো না থেকো না দূরে ॥
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব ॥

[সুহাকানাড়া, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৮

৪৩৩

প্রেমসুধা ঢেলে দাও প্রাণে। (প্রেমময়)
সঞ্জীবিত মৃত প্রাণ যেই সুধাপানে ॥
তাপিত তৃষিত প্রাণ, নিরাশায় ম্রিয়মাণ,
তুমি মৃতসঞ্জীবন, বাঁচাও সুধাদানে ॥
গভীর পাপ-বিকারে, নিরাশার আঁধারে,
কত জীবনের ভাতি হতেছিল নির্বাণ ;
তুমি সে প্রাণ পরশিয়ে, প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে,
কুসুম-কানন-শোভা রচিলে শ্মশানে ॥

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল

৪৩৪

কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
কবে হব পূর্ণকাম, বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমনিকেতন,
সংসারবন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার ॥
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ॥
কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥

[সুরাট-মল্লার, একতাল

৪৩৫

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমার দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥
সুখসম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখসঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত ॥
জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ-অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহো লহো মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি—
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

[সিন্ধু, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৮

৪৩৬

ভক্তিবিহীন চিত্ত আমার, প্রেমের ফুল ফুটাও, দেব।
অভিমানে মত্ত হিয়া, চরণতলে লুটাও, দেব ॥
তোমায় ভুলে দূরে দূরে কোন্ গহনে বেড়াই ঘুরে,
ধুলো কাদার লাগল যে দাগ, নয়ন জলে উঠাও, দেব ॥
বাকি ক'দিন ফিরব না আর দিশেহারা ভুবনতলে,
জীবনখানা অর্ঘ্য-ক'রে সঁপে দিব চরণতলে।
দয়া তোমার তাই প্রভু চাই, ফুলে ফুলে দাও হৃদি-ছাই,
ব্যথার আশীষ দিয়ে তোমার সকল কাঁটা টুটাও, দেব ॥

[স্বরলিপি 'স্বপন খেয়া' পুস্তকে

৪৩৭

ভুলায়ে রাখো হে প্রভু তব প্রেম-প্রলোভনে ;
দেখায়ে স্বর্গের শোভা এ পাপী দীন সন্তানে ॥
মোহিত হয়ে রহিব চাহিয়ে তোমার পানে,
আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত-রস পানে ॥
নব নব ভাব বিকশিত করো হে হৃদি-কাননে,
গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও চরণে ;
চিরসেবক হইয়ে থাকিব তোমার সনে,
কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে ॥
অমৃত-সাগর তুমি সৌন্দর্যের সার নাথ,
প্রকাশ' প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে ;
খুলে দাও প্রেমের স্রোত, মাতায়ে তোমার প্রেমে,
জেলে দাও উৎসাহানল দুর্বল মৃত জীবনে ॥

১১ মাঘ ১৭৯৪ শক (২৩ জানুয়ারি ১৮৭৩) [কাফি, ঝাঁপতাল

৪৩৮

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয় ।
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়,
যে জন না চায় সেও তোমায় পায় ।
ঘোর পাপের পাপী মানবতনয়,
প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন পড়ে যায়, তখনই সে তৃণ-সম হয় ।

অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্তপ্রায়, ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তবে প্রেম-আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায়। (তৃণ-সম)
তোমার কথায় তোমারি সেবায়,
যার প্রাণ যায় সেই প্রাণ পায়,
মম মন প্রাণ সততই যেন তব প্রেমসুধা পাতে মত্ত হয় ॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

তুমি আমার আপন

[দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায় 'তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্বস্ব']

৪৩৯

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ॥
আমায় দাও সুধাময় সুর, আমার বাণী করো সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ॥
এই নিখিল আকাশ ধরা, এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হতে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ॥
দুখী জেনেই কাছে আস, ছোটো বলেই ভালোবাস,
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ॥

মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৪৪০

হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে।
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে॥
তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনে ভায়;
মিনতি করি তোমায়, মোহপাশ কাটিয়ে,
আমায় রাখো হে নাথ তব সাথ সাথ॥

[বাহার, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৯

৪৪১

কে রে হৃদয় জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয়া বয়?।
ললিতমধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয়॥
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালোবাসা সে নয়নকোণে রয়॥
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম নাশে পাপ তাপ ভয়॥
বিষয়-বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত,
পুলকে হইয়া নত আদরে বরিয়া লয়॥
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে 'হোক তব জয়॥'

[মিশ্র খাম্বাজ, আড় কাওয়ালি

৪৪২

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

[কেদারা, একতাল। গীতলিপি ৪।২১

৪৪৩

তুমি মম জীবনস্বামী ; চিরশান্তি চির আনন্দনিলয় তুমি ॥
তব সঙ্গ-বাস-সুখ করি পরিহার হে,
ধায় সংসারসুখে প্রাণ অনিবার হে,
ত্যজি তব পুণ্য-পথ সতত বিপথে ভ্রমি ॥
সদা কাছে কাছে থাকো, কতই যতনে রাখো,
বরষিছ প্রেমধারা দিবসযামী।
শত ভাগে ছিন্ন করি সে প্রেমবন্ধন হে,
পশি ভব-গহনে ত্যজিয়ে ভবন হে,
আমার মরম-কথা জান অন্তরযামী ॥

[সুরটমল্লার, ত্রিতাল

৪৪৪

প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম !

কী যেন লুকানো নামে, তাই মিষ্ট এত তব নাম ॥
নামরসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেমনদী, সুধার ধারা অবিরাম ॥
(তুমি) নামে ভুলায়েছ যারে, সে কি যেতে পারে দূরে,
নামরসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কী আরাম ।
আমারে ভুলায়ে রাখো, হৃদি আলো করে থাকো,
জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখধাম ॥

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল

৪৪৫

এ গো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
যেন ডাক নাহি, হাঁক গো নাহি, আপ্‌নে আপ্‌নে চলে যায় ।
ওগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে,
সদা কেঁদে উঠে মন শিহরি, নয়ন ঝরে ;
যেন নীরবে স্বরবে সদা ডাকিতেছে "আয় গো আয় ।"
যেমন ভাঁটি সোতে ভাঁটারি গড়ান,
সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরান,
সে টান এতই সরল, মনের গো গরল অমৃত হইয়ে যায় ।
সে যে কেমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,
উড়ায়ে দেয় মনের গো পাখি, মানা মানে না ;
পাখি উড়ে যায় বিমানের গো পথে, শীতল বাতাস লাগে গায় ॥

এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়,

যে উদাসে সংসার ছেড়ে বাইরে লয়ে যায়,

এ যে সংসার ধর্ম্ম, ধর্ম আর সংসার, দুইয়ে এক ক'রে ফেলায় ॥

[ভাটিয়াল, ঠুংরি (গৈরান)

৪৪৬

আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে,

সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী, নিশিদিন সুখে শোকে—

সেই চির-আনন্দ, বিমল চিরসুধা,

যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়তশরণ ॥

পরাশান্তি, পরমপ্রেম, পরামুক্তি, পরমক্ষেম,

সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু, চিত্তসখা,

ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ, রাজা হৃদয়হরণ ॥

[বাহার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৩

৪৪৭

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,

ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।

ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,

ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।

ও অরূপের রূপ, ও মনোহর কথা,

ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।

ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—

ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল ॥

৪৪৮

আমার প্রাণরমণ আমায় ডাকে ওই।
ডাক শুনে প্রাণ আকুল হল, কেমনে তাঁরে ছেড়ে রই ?
মনে যত সাধ ছিল, সকলি ভাঙিয়া গেল— সে সব কই ?
এখন আর কোনো সাধ নাইকো মনে, আমার প্রাণারাম বই।
যাঁর ডাকে প্রাণ শিহরে, একবার যদি পাই তাঁরে, মনের সাধ কই ;
তবে দেহমন সমর্পিয়ে সে চরণে পড়ে রই।
সে যে আমার হৃদয়স্বামী, তাঁহারি যে প্রিয় আমি— আমি যে-সে নই ;
সে যে আমায় ছেড়ে থাকতে নারে, আমি থাকতে পারি কই ?।

। মিশ্র, ঝাঁপতাল

৪৪৯

কত গান তো হল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে তুমি রবে ততই দূরে,
তবে কেন বাঁশি-সুরে তব তরে এত ধাওয়াও ?
যদি সন্ধ্যা হলে বেলা নাহি মিলে তব বেলা,
পথভোলা মোর ভেলা এ অকূলে কেন বাওয়াও ?
যদি আমার দিবারাতি কাটি যাবে বিনা সাথি,
তবে কেন বঁধু-লাগি পথ-পানে শুধু চাওয়াও ?
বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া, আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া !
যদি ব্যথা না আসিবে এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?।

[গজল, কাহারবা। কাকলি ১।৪৫

তুমি চিরসাথি

৪৫০

ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণতিলক-মাথে ॥
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।
আমি সেই পথে যাব সাথে ॥
যে পথে সাথিরা পথক্লেশ ভুলে, যায় গান গেয়ে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর-দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
আমি সেই পথে যাব সাথে ॥
যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হইবে প্রয়াণ শেষ তিমিররাতে ॥

[কীর্তন, একতাল। কাকলি ১।১৬

৪৫১

ওগো, পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার ॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার ॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার ॥

৪৫২

ভুবন ভরিয়া জীবন জুড়িয়া কে তুমি, কে তুমি ?
ভুলোক দ্যুলোক পূর্ণ করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
এ দেহ-বীণায় তুলি নানা সুর, কে তুমি বাজাও অতি সুমধুর ?
রূপে রসে রঙে ভরি হৃদি-পুর, কে তুমি, কে তুমি ?
ব্যথা বেদনায় আকুল করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
জনমে জনমে পথ আলোকিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি শয়নে স্বপনে থাকি অহরহ গোপনে,
মরম-কমল ফুটাও কিরণে ? কে তুমি, কে তুমি ?।

[বেহাগ, একতাল। পথের বাঁশী ৫০

৪৫৩

ওগো দুঃখ সুখের সাথি, সঙ্গী দিনরাতি সঙ্গীত মোর।
তুমি ভব-মরুর প্রান্তর-মাঝে শীতল শান্তির লোর ॥
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু, তাপিতজনের সুধাসিন্ধু,
বিরহ আঁধারে তুমি ইন্দু. নির্জন-জন-চিত-চোর ॥
দীনহীন পথচারী, সম্বল হে তুমি তারি,
সম্পদে উৎসবে জনমনোহরী, সর্বতরে তব ক্রোড় ॥
তব ও-পরশ যবে লাগে, সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে,
বিস্মৃত কত অনুরাগে রাঙে এ হৃদয়-মন মোর ॥
যাহা বাক্য কহিতে না জানে, অন্তরে কহি তাই তানে,
মুক্ত করো তুমি ; ছিন্ন করো গানে বন্ধন কঠিন কঠোর ॥

গীত-মুখর তরু-ডালে তব প্রেম অমৃত ঢালে,
পুষ্প দোলে তব তালে, অম্বরে নাচে চকোর।
ভক্তকণ্ঠে তুমি ভক্তি, বীর-করে নব শক্তি,
সুর-নর-কিন্নর বিশ্ব-চরাচর তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর॥

[মিশ্র আসাবরি, ত্রিতাল। কাকলি ১।৩০

৪৫৪

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া॥
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে,
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া॥
পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে,
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া, সে যে তোমার পানে যাওয়া॥

২৫ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ২।১৮

৪৫৫

যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে, ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে॥
যাত্রী আমি ওরে, চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার, চলতে রব লোকে লোকান্তরে।
যাত্রী আমি ওরে, যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে আমার পরান টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।
যাত্রী আমি ওরে, বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায় নি কোন পাখি, কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগে ছিল অন্ধকারের 'পরে।
যাত্রী আমি ওরে, কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে, অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [কাব্যগীতি, ১৬

তোমায় কেমনে ছাড়িব হে ?

৪৫৬

কী ধন লইয়ে বলো থাকিব হে আমি ?
সবে ধন অমূল্য রতন, হৃদয়ের ধন তুমি।

ওহে তোমারে হারায়ে ব্যাকুল হইয়ে বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বলো অন্তর্যামী ;
দাও দরশন, কাঙাল-শরণ, দীন হীন আমি।
ওহে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন্‌ জনা
ধন মান লয়ে কী করিব, সে সব সঙ্গে তো যাবে না ;
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।
ওহে তোমারে লইয়ে, সর্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণকুটীর ভালো,
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় করো হে আলো ;
আমি সব দুখ যাই পাসরিয়ে বলি, "আর যেয়ো না তুমি,
প্রভু, যাইতে দিব না আমি ॥"

[আলাইয়া, একতাল

৪৫৭

তোমায় কেমনে ছাড়িব হে! ছেড়ে কোথায় বা যাই হে!
ছেড়ে কোথায় দাঁড়াই হে! (আমার ঊর্ধ্ব-অধোতে তুমি—
আমার অন্তরে বাহিরে তুমি— আমার জীবনে মরণে তুমি)
তুমি আদি অনাদি, অনন্ত ভূমা, কারণ-কারণ হে।
তুমি সত্য সনাতন, চিদ্‌ঘন রঞ্জন, অগম্য অপার হে।
তুমি বিঘ্নবিনাশন, পাতকীতারণ, দুর্মতিহরণ হে ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, চিত্তবিনোদন, পাবন শোভন হে।
তুমি প্রাণ-প্রাণ, প্রাণারাম, প্রাণাবলম্বন হে ;
তুমি সত্যং শিবং, সুন্দর মধুরং, প্রাণ-মনোমোহন হে ॥

[ঝি ঝিট মিশ্র, ঠুংরি

৪৫৮

তোমারে ছেড়ে তো চলে না।
কত বার তোমারে ছাড়ি, ছাড়িলে তুমি ছাড় না।
তুমি না বলিলে বোঝ কথা, না জানালে জান ব্যথা,
তুমি প্রাণরূপী দেবতা, ওহে তোমার মতো আর মিলে না।
আছে বন্ধু বান্ধব, দারা সুত, আমার সহায় স্বজন কত,
তারা কেউ তোমার মতো ভালোবাসতে পারে না।
ভালো না বাসিলে না ভালোবাস, না ডাকিলে কাছে এস,
এমন নিঃস্বার্থ প্রেম, হায় হে, কেউ জগতে করতে জানে না।
আমার চারি দিকে মোহ-আঁধার, ও নাথ, কূল কিনারা নাই যে তার,
ঢাকিলে তাতে আবার, তোমার মুখ আর দেখব না ;
তুমি এমনি করে তোমার আলো সদা আমার জীবন-পথে জ্বালো,
তোমার প্রেম হইবে উজ্জ্বল, আমার মোহ-আঁধার আর রবে না ॥

[বাউলের সুর, একতাল

৪৫৯

আর চলে না, চলে না, চলে না জননী,
তোমা-বিনা দিন চলে না।
তোমা-বিনা যত আপনার জন, হিতকথা কেহ বলে না।
এ জীবন-তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা-বিনে ফল ফলে না।
আমার পাষাণ-সমান কঠিন হৃদয়, তব স্পর্শ বিনা গলে না।
তব কৃপা বিনে হৃদয়-অরণ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে না।
তোমার অসুর-সমান রিপু বলবান্, আমার কথা সে যে শোনে না।

তুমি না হলে প্রসন্ন একমুষ্টি অন্ন এ সংসার-মাঝে মিলে না।
আমার জীবন-সম্বল তব কৃপা-বল বিনা গতি মুক্তি হবে না॥

[মুলতান, একতাল

সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন

[দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়, "নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা"]

৪৬০

আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-খনে তোমারি নাম বঁধু॥

২ কার্তিক ১৩২০ বা (১৯১৩) [গীতলেখা ২।৩৬ ; বৈতালিক ২৫

৪৬১

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য ॥
নেব সকল বিশ্ব দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব দাও সে প্রেমের দান ॥
যাব তোমার সাথে দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অস্ত্র ॥
জাগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য দাও দাও কল্যাণ ॥

৭ পৌষ ১৩২০ বাং (১৯১৩) [গীতলেখা ১।১৯ , বৈতালিক ৩৪

৪৬২

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে— তুমি আমার কাছে এসেছ ॥
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি— তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ ॥

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে— তুমি আমায় ভালোবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাপারে এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

১ কার্তিক ১৩২০ বাং (১৯১৩) [গীতলেখা ৩।৪৯

৪৬৩

আমার সে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী॥
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা— সব দিতে হবে॥
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা;
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা— সব দিতে হবে॥
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব, তখন তারা আমার হবে— সব দিতে হবে॥

৭ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ২।৭

৪৬৪

মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয় ॥
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল আজি ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ, সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয় ॥
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ, সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্বত,
মোর বীর্য তোমার জয়রথ, তোমারি পতাকা শিরে বয় ॥

২২ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ৩।৪২

৪৬৫

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে ॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে, এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু'নয়ানে ॥
এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত, এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে, এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকল কর্ম-অবসানে ॥

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭) [মিশ্র রামকেলি, ত্রিতাল। ব্র-স্ব ৬।৫ ; বৈ ৪২

৪৬৬

ভক্ত হৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে, হৃদীশ্বর ॥

কভু মোহবিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজ ভয়হর শান্তিসুধাকর ॥
চঞ্চল হর্ষশোকসংকুল কল্লোল 'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ।
প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ করো নাথ হে,
ধ্যাননয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

[ছায়ানট, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৮

৪৬৭

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, প্রভু,
তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা, প্রভু,
তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ॥
চিত্ত মম যখন যেথা থাকে, সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে গো যেন, প্রভু,
তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে ॥
বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি, এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে, প্রভু,
তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর,
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে, প্রভু,
তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

[মিশ্র ঝিঁঝিট, ঝম্পক। গীতলিপি ৬।৭

৪৬৮

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আশে কখন কে জানে ॥
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে, কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে, তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥
সহসা দারুণ দুখ-তাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে— তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে ॥

মাঘ ১৩২৪ বাং (১৯১৮)

৪৬৯

হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে;
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে ॥
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
চিরদিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন
তোমার হাতের দানে ॥
এ শুভ লগনে জাগুক গগনে অমৃতবায়ু,
আসুক জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু, যাহা-কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
নব-আলোকের স্নানে ॥

৪৭০

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে, জীবন বহে যেত অশান্ত ॥
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে সে দিন কত-না বন-বনান্ত ॥
ওগো, সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ, সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি, স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি নত ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [মিশ্র মল্লার, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।৩০

৪৭১

জানি জানি, তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে।
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে ॥
সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যায় খসে তার সকল বাঁধন—
আমার হৃদয়-পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে ॥
ওগো জানি, আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তিমাঝে ক্লান্তিহারা।
আমার দেহে ধরার পরশ তোমার সুধায় হল সরস—
আমার ধূলারই ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

৪৭২

জাগাও, জাগাও!
মম অন্তর-আলোকে তব আলোক মিলাও।
মম অজানা বেদন, মম অস্ফুট চেতন,
তব আলোক-কিরণে এবে ফুটাও ফুটাও।
মম হৃদয়-মন্থন, মম নিবিড় ক্রন্দন,
তব পরশে নিমিষে এবে ঘুচাও ঘুচাও।
মম গোপন মরম, মম গভীর সরম,
তব মোহনমিলনে এবে ডুবাও ডুবাও॥

[মিশ্র সুরট, ঝাঁপতাল

৪৭৩

জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা॥
জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী।
জয় প্রেমমধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা॥

[বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তেওরা। গীতলিপি ২।১৫; বৈতালিক ২৬

৪৭৪

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥

আরো আলো, আরো আলো এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে তুমি আরো আরো আরো দাও তান ॥
আরো বেদনা, আরো বেদনা প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে মোর 'আমি' ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে তুমি আরো আরো আরো করো দান ॥

৩ জুন ১৯১২ [গীতলেখা ৩।৪৬

৪৭৫

আমার জীবন করো হে প্রভু, নব সঙ্গীতময়।
দিবারজনী রাগরাগিণী ঝঙ্কারিবে সুর তান লয়।
না রবে বিষাদ, না রবে বিকার, দুখ পাপ তাপ নিরাশ আঁধার;
বহিবে অনন্ত অমৃতের ধার, মরুভূমে উৎস হইবে উদয়।
তোমার সুরে বাঁধো মোর সুর, জাগাও তোমার ধ্বনি সুমধুর;
তব বিরচিত আনন্দ-গীত শুনিবার তরে আকুল হৃদয়।

[ঝিঁঝিট, একতাল

৪৭৬

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥
সংসারসুখ করেছি বরণ, তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা, তব শুভ আশীষ আসিছে নামি ॥

[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৭

৪৭৭

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি জানি তোর বন্ধনডোর
ছিঁড়ে যাবে বারে-বার॥
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা—
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে—
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব নদীনির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর—
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার॥

৪৭৮

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো॥

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীতছন্দে।
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০২

৪৭৯

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া॥
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ-তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে,
চরণ হইতে তব পদধুলি তুলিয়া॥
যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া॥

[ইমনকল্যাণ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৮

৪৮০

আমার মন তুমি নাথ, লবে হ'রে আমি আছি বসে সেই আশা ধরে ॥
নীল আকাশে ওই তারা ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে,
দু নয়নে বারি আসে ভরে— আছি আশা ধরে ॥
স্থলে জলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে,
নানা দিকে দিকে নানা কালে, নানা সুরে সুরে নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে— আছি আশা ধরে ॥

[ছায়ানট, ঝাপতাল

৪৮১

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে ॥
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়।
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে ॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে ॥

৮ ভাদ্র ১৩২০ বাংলা (১৯১৩)

৪৮২

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে-দুখে-শোকে আঁধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব।

কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব ॥
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব।
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব—
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব॥

[ভজন, ছেপ্‌কা

৪৮৩

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর ॥
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি ;
তুমি যদি দুখ'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর ॥

[ঝিলফ বারোঁয়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৪

৪৮৪

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়মাঝারে ॥
সকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে ॥
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব, তোমার ভকতেরই এ অভিমান।
ফিরিব বাহিরে সর্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে ॥

[বেহাগ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৫

৪৮৫

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন পাব তব পদরেণুকণা॥
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে কথা কেমনে করিব গোপন!
সকল বাক্যে সকল কর্মে প্রকাশিবে তব আরাধনা॥
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে সে দিন সকলি যাবে দূরে,
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসারবাতায়নতলে ব'সে রব যবে আনমনা॥

[আড়ানা, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০৩

৪৮৬

জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে॥
চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে—
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে॥
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে॥

৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৫৩

৪৮৭

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধুলায় ব'সে খেলেছি এই তোমার দ্বারে॥
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে যেমন খুশি এলেম চ'লে,
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে॥
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে,
'পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যা রে।'
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে॥

১ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৫০

৪৮৮

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই, হৃদয়ে তোমায় যেন পাই॥
তব দয়া জাগিবে স্মরণে নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে তোমারি দয়া-পানে চাই—
তোমারি দয়া যেন পাই॥
তব দয়া শান্তির নীরে, অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল-আলো, জীবন-আঁধারে জ্বালো—
প্রেম ভক্তি মম সকল শক্তি মম
তোমারি দয়ারূপে পাই, আমার ব'লে কিছু নাই॥

[মিশ্র পরজ, ত্রিতাল। গীতলিপি ২।৩০

৪৮৯

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে॥
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে বলে'
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে॥
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

[গীতিবীথিকা ৫৩

৪৯০

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি॥
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি॥
তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।

গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥

২৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ৩।১

৪৯১

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে— হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো ॥
যে দিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহি না, যাক সে ধুলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ ॥
কী আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায় পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে, তোমার আপন বাণী কহো ॥
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না— তারে আগুন দিয়ে দহো ॥

২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০) [বাউলের সুর, দাদ্রা। গীতিলিপি ৩।৪৩

৪৯২

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয় ॥
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।
আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই ব'লে!
এই খেলাতে আমার সনে হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে—
হারের মাঝে আছে তোমার জয় ॥

২৯ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৫১

৪৯৩

তোমার দয়া যদি চাহিতে না-ও জানি,
তবুও দয়া করে চরণে নিয়ো টানি ॥
আমি যা গড়ে তুলে আরামে থাকি ভুলে,
সুখের উপাসনা করি গো ফলে ফুলে,
সে ধুলাখেলা-ঘরে রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া করে বহ্নিশেল হানি ॥
সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া ফুটাতে কেবা জানে।
মৃত্যু ভেদ করি অমৃত পড়ে ঝরি,
অতল দীনতায় শূন্য উঠে ভরি ;
পতন-ব্যথা-মাঝে চেতনা আসি বাজে,
বিরোধ কোলাহলে গভীর তব বাণী ॥

২২ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৯৪

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো মন তোমারে চায় ॥
অন্তরে আছ অন্তর্যামী, আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী—
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায় জানো মম মন তোমারে চায় ॥
ছাড়িতে পারি নি অহঙ্কারে, ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়, তুমি জানো মন তোমারে চায়

যা আছে আমার সকলই কবে নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে—
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়। মনে মনে মন তোমারে চায়॥

১৫ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [সিন্ধুড়া খাম্বাজ, একতাল। গীতলিপি, ৬।১৩

৪৯৫

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই পথ চাই, সেও মনে ভালো লাগে, প্রভু॥
ধুলাতে বসিয়া দ্বারে, ভিখারি হৃদয় হা রে, তোমারি করুণা মাগে;
কৃপা নাই পাই শুধু চাই, সেও মনে ভালো লাগে, প্রভু॥
আজি এ জগত-মাঝে কত সুখে কত কাজে, চলে গেল সবে আগে;
সাথি নাই পাই তোমায় চাই, সেও মনে ভালো লাগে, প্রভু।
চারি দিকে সুধা-ভরা ব্যাকুল শ্যামল ধরা কাঁদায় রে অনুরাগে;
দেখা নাই পাই ব্যথা পাই, সেও মনে ভালো লাগে, প্রভু॥

১৪ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র বেহাগ, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৩৩

৪৯৬

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনোদিন তোমার আসনে আর-কাহারেও বসাই যতনে
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥

[সিন্ধু ভৈরবী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪ ; বৈতালিক ৫৫

৪৯৭

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি ব'সে তব গান ॥
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার—
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান ॥
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ॥

[ভৈরবী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১ ; বৈতালিক ৫৯

৪৯৮

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জন-সজনে সঙ্গে রহো ॥
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধাসাগর ॥

[বেহাগ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৮

৪৯৯

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না, তুমি এস।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না, তুমি এস।
জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটি তরু,
যখন অন্ধ কারা ঠেকবে ধরা, তুমি এস।

কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে, তুমি এস।
বিফল যখন লাগবে জীবন, মাগবে মরণ, তুমি এস।
নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে, সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে,
আমার কান্নাজলে পান্না-দোলায় তুমি এস।
তুমি আমার জীবনে কী, কইতে আমি পারি সে কী?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়, সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কী, আমি বিনে জানবে কে কী?
তোমার চরণতলে সব বিকানু, তুমি এস॥

[মিশ্র বেহাগ, দাদ্‌রা। ভোরের পাখী ৪৮

৫০০

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে, সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও॥
যেই সুধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও॥

[রামকেলি, ত্রিতাল

৫০১

প্রভু, দাঁড়াও, তোমায় দেখি।
নিয়ে সকল দাবি দাওয়া, চির-জীবন হয় নি চাওয়া,
আজকে যখন চোখ তুলেছি, তুমিই পালাবে কি?
দুই চোখে যে কুলায় না মোর তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হত সে মোর ভালো।
নোঙরছেঁড়া মত্ত হিয়া চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক সে মোর যাত্রা আজি চরণতলে ঠেকি॥

৫০২

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে, বন্ধু ব'লে দু হাত ধরি নে॥
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে আমার হয়ে যেথায় এলে নেমে,
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে॥
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু, তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে॥

৫ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [সিন্ধু-খাম্বাজ, একতাল। গীতলিপি ৫।৩০

৫০৩

অনেক দিয়েছ নাথ আমায়, আমার বাসনা তবু পূরিল না—
দীন-দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবে হে—
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না॥

[আসাবরি, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৮

৫০৪

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো হয়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।

তাই তোমার মাধুর্য-সুধা ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা কত আকার ল'য়ে।
বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে,
আপনি তুমি ছোটো হয়ে এসো হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে করব ছোটো বিশ্বনাথে?
জানাব আর জানব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে?।

২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৫০৫

চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবনতীরে,
কত নীরব নির্জনে, কত মধুসমীরে॥
গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনাস্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে॥
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখিসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্তগভীরে—
কোন শুভপ্রাতে দাঁড়াবে হৃদিমাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ, ডুবিয়া আনন্দনীরে॥

[সিন্ধু-কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩০

৫০৬

তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও॥
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দরসুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও॥

[আসাবরি, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮; বৈতালিক ৩৮

৫০৭

আমায় তুমি হাজার রূপে দেখছ বারে বারে,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে গভীর অশ্রুধারে।
এখনো কি দেখার বাকি, এখনো সাধ মিটল না কি ?
নূতন করে দেখবে কি নাথ আমার বেদনারে ?
এই আমারি দেহের মাঝে এই আমারি মন,
তোমার চোখে দেখায় সে কি শোভায় অতুলন ?
তোমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে, আমার মনের সুধা পিয়ে
এই আমারি জীবনখানি ভরবে সুধা-ভারে ?।

৫০৮

আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও ॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
নয়ন আমার যাক না ধুয়ে অশ্রুধারে—
আমায় দেখতে দাও ॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা—
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও ॥

৫০৯

এ বিশ্বভুবন হেরিব সুন্দর, হেরিব সুন্দর সবারে ;
সুন্দর রূপে পশিব হে নাথ, তোমার রূপের মাঝারে।
দুঃখ বিষাদ পাপ আঁধার দেখিব না, দেখিব না আর,
লভিব নবীন দিব্য দরশন স্নাত হয়ে পুণ্য-সাগরে।
নিরাশা-মরু হইব হে পার, ছুটিব তোমার উদ্দেশে,
কবে হরষিত হইবে এ চিত তোমার প্রেম-পরশে ;
তোমারে লইয়া করিব বসতি শান্তি-তটিনী-তীরে,
হৃদয়-বাঁশি বাজিবে মধুর তোমার করুণাসমীরে ॥
[সুরটমল্লার মিশ্র, তেওরা

৫১০

আমায় কত ভালোবেসে, রেখেছ তোমার পাশে।
অনন্ত ভুবনে তোমার সদনে ফুটিব হে আমি নিমেষে নিমেষে।
শত বাধা মাঝে লতিকার প্রায় থাকিব তোমারে ঘিরিয়া,
মোহ-পাঁক হতে পদ্মের মতো উঠিব হে আমি ফুটিয়া ;
রহিব অচল সম হিমাচল অকম্পিত দুঃখ-পরশে।
তটিনীর প্রায় শান্তিসাগরে যাইব হে আমি ছুটিয়া,
বিষয়বাসনা পাষাণের বাঁধ চলিব সবলে ভাঙিয়া,
মুকত হৃদয়ে তব নাম গেয়ে উড়িব অনন্ত আকাশে।
হইবে ধন্য জীবন আমার তোমার পুণ্য-পরশে,
অসীম গৌরবে রাখিবে আমায় তোমার অমৃত-নিবাসে,
চির করুণার আমি হে তোমার, উজলিব তব প্রকাশে ॥
[ঝিঁঝিট, একতাল

৫১১

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।
(দয়া ক'রে— দুখ দিলে আমায়, দয়া ক'রে।)
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে।
(কুড়ায়ে এনে— শত খান হতে কুড়ায়ে এনে—
ধূলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে।)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার, এবার সে কথা বোঝালে।
(বুঝায়ে দিলে— হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে—
তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে।)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে— এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(আমি না জানিতে—
কোথা দিয়ে আমায় এনেছ, আমি না জানিতে।)

নিবেদন সঙ্কল্প ও প্রার্থনা (৩)

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্কল্প আকাঙ্ক্ষা আত্মোৎসর্গ জাগরণ,
আলোক ও বল -ভিক্ষা, নির্ভর, নির্ভয় ভাব।

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কার্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

৫১২

তোমারে চাহিয়া চলিব পথ, তোমারে চাহিয়া গাহিব গান ;
তোমারি নাম-অমিয়ধারা তৃষিত রসনা করিবে পান ॥
এ ক্ষুদ্র হৃদয় করিব আমি, তোমারি, দেব, বিহারভূমি ;
তোমারই কাজে, তোমারই সেবায়, করিব হে এই জীবন দান ॥

[জয়জয়ন্তী, একতাল

৫১৩

লও আমারে তোমার ক'রে,
আমি থাকব না আর মোহের ঘোরে।
তোমার খাব, তোমার পরব, বাস করিব তোমার ঘরে ;
সদা তোমার কথা শুনে চলব রাখব না আর আপনারে।
তোমার সেবায়, তোমার পূজায়, থাকব চিরদিনের তরে ;
হৃদয়মাঝে দেখে তোমায়, ভাসিব আনন্দনীরে ॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল

৫১৪

সাধ মনে, হরিধনে নয়নে নয়নে রাখি।
করি নামগান, প্রেমসুধাপান, চরণামৃত অঙ্গে মাখি, হরি।
ভজি তাঁর পদ দিয়ে প্রাণ মন, যোগানন্দরসে হইয়ে মগন,
তাঁহারি সেবায়, তাঁহারি কথায় দিবানিশি ভুলে থাকি।
(হরিদরশনে, হরিসংকীর্তনে, মননে চিন্তনে)
লীলারসরঙ্গে মাতি হৃদয়নিকুঞ্জবনে,
নাচি গাই হাসি খেলি মিলে প্রাণসখা-সনে ;
দেখি অবিরাম মর্ত্যে স্বর্গধাম কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
সব রিপুগণে দিয়ে ফাঁকি ॥

[কীর্তন, ঝিঁঝিট, একতাল

৫১৫

মোরা এই জীবনে তোমায় ভালোবাসব, ভগবান !
দিবস-রাতে সকাল-সাঁঝে গাইব তোমার গান।
তোমায় মোরা করব বরণ, তোমার মোরা ধরব চরণ,
বাক্যে মনে আচরণে ফুটবে জয়গান,
নামটি তোমার সফল হবে সকল দিনযাম।
তোমায় ভালোবাসলে ভালোবাসব সকল জন,
চরাচরে নিখিল প্রাণী সব হব আপন।
সবায় ভালোবাসার সাথে, তোমার আশীষ ঝরবে মাথে,
সেই আশীষেই সকল দুঃখ হবেই অবসান,
এমন সুদিন আসবে যে দিন হব সফলকাম ॥

[ইমন-ভূপালি, তেওরা। পথের বাঁশী ৪৮

৫১৬

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?
আমার   মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হ'য়ে রবে, কবে ?।
আমার   সকল সুখে সকল দুখে তোমার চরণ ধরব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথায় তোমার কথাই কবে ॥

কিনব যাহা ভবের হাটে, আনব তোমার চরণ-বাটে,
তোমার কাছে, হে মহাজন, সবই বাঁধা রবে, কবে ?
স্বার্থ-প্রাচীর ক'রে খাড়া, গড়ব যখন আপন কারা,
বজ্র হয়ে তুমি তারে ভাঙবে ভীষণ রবে ॥

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই,
জগতের সকল আপন হতে আপন হবে, কবে ?
শেষে   ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে তখন কোল বাড়ায়ে লবে ॥

[মিশ্র সাহানা, দাদ্রা । কাকলি ১।৯

৫১৭

কী আর বলিব আমি ।
জনম হইতে তোমারি প্রেমেতে আমায় বেঁধেছ তুমি ।
আমি পাপী দুখী অধম সন্তান জেনেও শিখালে তব নামগান ;
গাহিব দিবসযামী ।
ছোটো খাটো তব প্রিয় কার্য যত, দাও-না আমায় করিতে নিয়ত ।
জীবন যা হলে না কাটে বিফলে, করো তা জীবনস্বামী ॥

[মিশ্র মূলতান, একতাল

৫১৮

ধন্য সেই জন, তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান ;
তুমি চিরদিন তরে, প্রভু হে তাহারে করেছ অভয় দান।
পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,
ওহে প্রাণাধার, পরশে তোমার পায় সে নবজীবন।
লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, সোনার প্রাণ কর দান ;
আমি সব জেনে শুনে, তোমার চরণে সঁপি না এ ছার প্রাণ।
ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,
আমার এ সংসারের সুখ, তাও তো হল না, দু কূল হারালেম হায় !
ঘুচাও ও দুর্মতি, দাও শুভমতি, দাও জলন্ত বিশ্বাস ;
আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় করে দান, হইব হে তব দাস ॥

৫১৯

আমি হে তোমার কৃপার ভিখারি
থাকিতে চাই হরি চিরদিন।
না জানি ভজন, না জানি সাধন, ভক্তিহীন, পাপেতে মলিন।
তোমার করুণা কারেও ছাড়ে না, পাপীর প্রতি নহে উদাসীন ;
তাই চিদাকাশে আশা আর বিশ্বাসে উদয় করে দেও হে শুভদিন।
তোমার কৃপায় লভিয়ে নয়ন, দেখিব হে প্রভো তব প্রেমানন,
মধুর বচন করিয়ে শ্রবণ, সুখে দুঃখে রব আজ্ঞাধীন।
তোমা বিনে বল' কে আছে সম্বল, কে ঘুচাতে পারে নয়নজল,
আছি সব সয়ে তোমার লাগিয়ে, হয়ে অকিঞ্চন দীন হীন ॥

[বেহাগ, একতাল

৫২০

ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।
চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধুকূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।
তীরে করি ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়।
কী ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কী ছাই করে তা দিয়ে,
দুদিনের মোহ ভেঙে চুরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙিতে গড়িতে, হয়ে পড়ে অসময়।
আহা ওরা জানে না তো, করুণানির্ঝর, নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝরঝর বয়;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিয়ো দীনে, যাতে পিয়াসা না রয়॥

[বারোঁয়া, ঠুংরি

৫২১

আমি তোমার ধরব না হাত, তুমি আমায় ধরো।
যারা আমায় টানে পিছে, তারা আমা হতেও বড়ো।
শক্ত ক'রে ধরো হে নাথ, শক্ত ক'রে আমায় ধরো।
যদি কভু পালিয়ে আসি, তারা কেমন করে বাজায় বাঁশি;
বাজাও তোমার মোহনবীণা আরও মনোহর,
তাদের চেয়েও মধুর সুরে বাজাও মনোহর॥

[বেহাগ, আড় কাওয়ালি

৫২২

দিয়েছিলে যাহা, গিয়েছে ফুরায়ে, ভিখারির বেশ তাই।
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন তোমার চরণে চাই।
সুখ আমারে দেয় না অভয়, দুঃখ আমারে করে পরাজয় ;
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়, যাহা পাই তা হারাই।
ভবের মেলায় কতই খেলনা কিনিলাম, তবু সাধ তো গেল না ;
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি— কে দিবে তরীতে ঠাঁই।
দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি, বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি ;
সম্পদে বিপদে তব শিবপদে স্থান যেন সদা পাই॥

[পূরবী

জীবন্ত বিশ্বাস, সত্যে প্রতিষ্ঠা

৫২৩

জীবন্ত বিশ্বাস দাও হে মম অন্তরে।
যেন অন্তর-বাহিরে সদা দেখি তোমারে।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, যেন ভুলি না নাথ তোমারে,
পাপ-প্রলোভন হতে রাখো হে দূরে।
অনন্ত কালের তরে, প্রভু, জীবন সঁপে তোমারে,
মোহিত হয়ে রহিব তোমাকে হেরে॥

[আলাইয়া, যৎ

৫২৪

প্রভু, দয়া করে দাও আমারে বিশ্বাস-আঁখি।
যেন বিশ্বাস-নেত্রে জগৎ-ক্ষেত্রে প্রেমের চিত্রে নিরখি।
যখনই যে দিকে চাব, কেবলই প্রেম দেখিব ;
ধন্য হব প্রেমলীলা সদা জীবনে দেখি।
সদা প্রেমে ডুবে রব, অবিশ্বাস ভুলে যাব,
জীবন সফল করিব, তোমায় হৃদয়ে রাখি ॥

[বেহাগ, যৎ

৫২৫

কবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে এই মন প্রাণ ?
কবে সত্য ভ'জে, সত্যে ম'জে হব আমি সত্যবান ?
অসারে ভাবিয়ে সার, ছুটেছি পশ্চাতে তার,
আমি সোনা ফেলে, ধুলায় ভুলে গেয়েছি মৃত্যুর গান।
বৃথা ধর্মের আড়ম্বরে, ভুলায়েছি আত্ম-পরে ;
আমি অন্তরে নরক পুষে করেছি সাধুর ভাণ।
কবে জীবনের স্তরে স্তরে সত্যে দরশন ক'রে
হবে সত্যসাধন, সত্যসিদ্ধি, সত্য-আত্মার অন্ন-পান।
কবে ভক্তপদচিহ্ন ধ'রে সত্যের সেবার তরে
আমি সত্যের মহামন্দিরে দিব আত্ম-বলিদান ?

[কীর্তন, ঝাঁপতাল। সুর— তব শুভ সম্মিলনে

ইচ্ছাযোগ, বাসনা-সংযম, নির্মল জীবন

৫২৬

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমায় ছড়ায়ে ॥
চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে ॥

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ২।১০

৫২৭

হরি হে, এ দেহে আছ সদা বর্তমান।
নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নামগান।
তুমি মম বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল,
আশা ভরসা কেবল, আমি তো তৃণ-সমান।
জীবন্ত আদেশবাণী, শুনাও দিনযামিনী,
পবিত্র নিঃশ্বাসে করো মহাবীর বলবান।
লয়ে ভক্ত-পরিবার, হৃদয়ে করো বিহার,
দেখাও প্রাণ-মন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম ॥

[খাম্বাজ-বাহার, ত্রিতাল

৫২৮

তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে;
প্রভু বিশ্ব-বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায় জলদের গায় শশীতারকায় তপনে;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

[ভৈরবী, জলদ একতাল

৫২৯

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে —
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭) [ভৈরবী, একতাল। ব্র-স্ব ৫।১১, বৈ ১৯

৫৩০

হৃদয়-কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম,
বিরাজ' আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হয়ে থাকো হে তাহার ;
মঙ্গল-শাসনে সদা কর হে শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে করিব পূজা অর্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণবন্দনা ;
নিত্য নব নব জাত প্রেমহারে,
সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে ;
গলবস্ত্র হয়ে তোমায় করিব অভিবাদন।
আমার রিপুপরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম॥

[বিভাস, ঝাঁপতাল

৫৩১

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি— শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয়॥
ধৈর্য দেহ, বীর্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ-আশ্রয়॥

[আলাইয়া, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৪

৫৩২

আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে, বেরিয়ে পড়ব অবহেলে,
কোনো খবর রাখব না ওর, কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
বাসনা মোর, যারেই পরশ করে সে—
আলোটি তার নিভিয়ে ফেলে নিমেষে;
ওরে, সেই অশুচি দুই হাতে তার, যা এনেছে চাই নে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজবে না যা, সে আর আমি সইব না,
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না॥

১৫ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

আলোক ইঙ্গিত ও আদেশ -ভিক্ষা

৫৩৩

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় পরিপূর্ণ জ্ঞানময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘনিশি চাহিয়া উদয়দিশি
ঊর্ধ্বমুখে করপুটে— নবসুখ নবপ্রাণ নবদিবা-আশে।
কী দেখিব, কী জানিব, না জানি সে কী আনন্দ—
নূতন আলোক আপন মনোমাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে চলে যাব গান গাহি—
কে রহিবে আর দূর পরবাসে॥

[খাম্বাজ ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪১

৫৩৪

তোমারি আলোক সদা পাই যেন প্রাণে।
আমার আনন্দে দিন কেটে যাবে নাম-গুণগানে।
থাকিয়ে তোমার হাতে, চলিব তোমার পথে,
দুঃখেতে সুখ উদয় হবে সম্পদ-বিপদে,
তোমার নামের নিশান নিয়ে হাতে, যাব আনন্দধামে ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, একতাল

৫৩৫

দাও মা আমায় শিষ্য-ব্রত।
করি চিরজীবন ব্রতপালন, হয়ে তব পদানত।
খুলিয়া হৃদয়দ্বার পাঠ করি বারবার
ওগো অভিপ্রায় কী তোমার, আভাসে ইঙ্গিতে যত।
কখন তুমি কোন্ বেশে কী বলে যাবে এসে
আমি ব্যাকুল হয়ে শুনব বসে তোমার বাণী অবিরত।
যে-অবস্থায় যে-শিক্ষা যে-পরীক্ষায় যে-দীক্ষা,
তুমি দিয়ে যাবে ভালোবেসে, তাহা লব শিরে অবনত।
যে-চরিত্রে ভালো যাহা, ভালোবেসে লব তাহা ;
আমি ভালোকে বাসিয়া ভালো হব ভালোয় পরিণত।
আমায় যেমন রাখো তেমনি রব, যা সহাবে তাই স'ব,
হবে তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, হবে তোমার মনের মতো ॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল

৫৩৬

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে ॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শত বুলি হে ॥
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি, পাই নে চরণধূলি হে ॥
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়—
কারে সামালিব, একি হল দায়— একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে—
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লহো তুলি হে ॥
[ভীমপলশ্রী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২১

৫৩৭

আমি সাক্ষাৎভাবে ধরব কবে তোমায় প্রেমময়!
তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে থাকলে কি হে প্রাণের ক্ষুধা দূরে যায়?।
তুমি কথার কথা নও, 'আছি' ব'লে কথা কও;
কথা যে শুনিল, সেই মজিল, ধরিল তোমায়।
কবে শুনব আমি তোমার বাণী, দিন যে আমার চলে যায় ॥
মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০) [বাউলের সুর, একতাল

৫৩৮

বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে নাথ, করো হে আমারে করুণা-ইঙ্গিত।
কোথায় কী করিব, কারে কী বলিব, দিয়ো ব'লে সব যে হয় উচিত ॥
আমি হে জন্মান্ধ, পাপেতে বধির, দুঃখ-প্রলোভনে সতত অধীর,
সংসার-সঙ্কটে থেকো হে নিকটে, দেখো যেন কভু না হই বিচলিত ॥
ঘোর ভবার্ণবে হয়ে কর্ণধার, জীবন-তরী আমার করো হরি পার,
পথের সম্বল দিব্য জ্ঞানবল প্রতিক্ষণ প্রাণে করো সঞ্চারিত ॥
[বিভাস, একতাল

৫৩৯

জীবন-পথে আলোক ধ'রে তুমি চল ;
যা বলিতে হয় তাহা তুমি বল।
আমি থাকি তোমার হাতে, চলি তোমার সাথে-সাথে ;
সমুখের পথ জানি না যে, আঁধার কিবা উজ্জ্বল ॥
তোমার হয়ে রব আমি, ভালো মন্দ নাহি জানি ;
যেমন ক'রে নিবে তুমি তাতেই যে হবে মঙ্গল ॥
৭ বৈশাখ, ১৩২৩ বাং (১৯১৬) [বেহাগ, আদ্দা

৫৪০

চালাও আমায় তেমনি করে, যন্ত্র যেমন যন্ত্রী-করে।
আমি তোমার হাতে দিবানিশি বাজি নানা মধুর স্বরে ॥
তোমার হাতে দিয়ে দেহ প্রাণ মন,
তোমার হাতে রাখি আমার এ জীবন,
থাকে পদ্মপত্রে জল যেমন, আমি থাকি এ সংসারে ॥
[ঝিঁঝিট কীর্তন একতাল। সুর—সাধ মনে হরিধনে

সঙ্কল্প আত্মোৎসর্গ সেবকের প্রার্থনা

[নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

৫৪১

ওহে দীননাথ কর আশীর্বাদ এই দীন হীন দুর্বল সন্তানে,
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে ॥
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির-ভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে বলব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে ॥
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে, ডাকব পিতা ব'লে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥

[বিভাস, একতাল

৫৪২

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥
মজিয়া অনুখন লালসে, রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥
আমারে রহে যেন না ঘিরি সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে না রহি,শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়গৌরবে, তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

[সুরট-মল্লার, একাদশী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৮

৫৪৩

আমি কী ব'লে করিব নিবেদন, আমায় হৃদয় প্রাণ মন ॥
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনারি ধন— আমার হৃদয় প্রাণ মন।
শুধু ধুলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ, স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমারি গৌরবে যবে, আমার গৌরব হবে,
সব তবে দিব বিসর্জন— আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥

[সিন্ধু-বারোঁয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৮

৫৪৪

মোরা সত্যের'পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময়।

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়।
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক. চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে
আনন্দ সর্বকালে, দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে, মৃত্যুবিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়॥

[ভূপনারায়ণ, একতাল

৫৪৫

জয় জয় বিভু হে, করুণা তব হে, অগণন মহিমা তোমার।
এক মুখে কী বলিব আর ?
জয় হে সুন্দর, মহিমাসাগর, আজি কৃপা কী দেখি অপার!
জয় জয় করুণা-আধার ॥
বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে, ছিল শুয়ে যে জন ধরায়,
জাগাইলে কিরূপে তাহায়।
জয় হে সুন্দর, মহিমাসাগর, প্রাণ মন সঁপে সে তোমায়।
জয় জয় প্রভু কৃপাময় ॥
ধন মান যৌবন নানা প্রলোভন, পথে ছিল অচল-সমান,
তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ।
জয় হে সুন্দর, মহিমাসাগর, এ সকলি তোমারি বিধান।
জয় জয় করুণানিধান।
দেহ মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে, আজি সে যে নিজে করে দান,
সঁপিতেছে দেহ মন প্রাণ।
জয় হে সুন্দর, মহিমাসাগর, লও লও করুণানিধান।
জয় জয় করুণানিধান ॥

[শঙ্কর, ফেরতা

৫৪৬

আমারে করো জীবনদান, প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥
আসিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত—
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ ॥

দাও মোরে মঙ্গলব্রত, স্বার্থ করো দূরে প্রহত—
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্য জ্ঞান।
লাভে-ক্ষতিতে সুখে-শোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান॥

[শঙ্করা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৮

৫৪৭

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু॥
এই-যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু॥
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু, পিছন পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু॥

১৬ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ৩।১৫

৫৪৮

এই বড়ো সাধ আছে মনে, আমি তোমার দাস হব।
আমার দেহমন সমর্পিয়ে ও-চরণে পড়ে রব॥
বাসনা সব দূরে যাবে, হৃদয় নির্মল হবে,
তাহে প্রেম-চন্দ্রোদয় হবে, আমি নিরখিয়ে প্রাণ জুড়াব॥
বলো সেদিন আমার কবে হবে, তুমি সদা প্রাণে রবে,
আমার আমিত্ব যাবে, কেবল তোমার ইচ্ছার জয় গাব॥

[কাফি, মধ্যমান

৫৪৯

এই লও আমার প্রাণ মন।

এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার জীবন ধন।

এই লও আমার জীবন ধন, এই লও আমার সর্বস্ব ধন।

আমি আর কিছু ধন চাই না পিতা, কেবল তোমার শ্রীচরণ।

ভিক্ষা এই তব স্থানে, দেও হে স্থান ওই চরণে

পাপী অধম সন্তানে, ক'রে কৃপা বিতরণ।

ইচ্ছা এই, হৃদয়মাঝে রাখব যতনে, প্রীতি-ভক্তি উপহার দিব চরণে।

প্রেম-নয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব,

সর্বদা সঙ্গে থাকিব, এই মম আকিঞ্চন।

তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব,

সরল-অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব।

বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে,

পবিত্র প্রেম-প্রভাবে, বিচ্ছেদে হবে মিলন ॥

[কীর্তন

জাগরণ, নবজীবন

৫৫০

শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয়-গান।

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান ॥

চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে

লহো সেই অভিষেক ললাট'পরে।

তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা—
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।
চলো যাত্রী, চলো দিনরাত্রি—
করো অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল করো দীর্ণ বিদীর্ণ—
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে করো স্নান॥

৫৫১

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো॥
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে-যে
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

[তপতী

৫৫২

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো ভক্তির তীর্থে পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখচিত্তে, জাগো অম্লানপ্রাণে,
জাগো নন্দননৃত্যে সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে, প্রেম-মন্দির-দ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে, জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণকাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী, দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

[হাম্বীর, একতাল। গীতলিপি ৪।২০

৫৫৩

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া, বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীরনিদ্রামগনে।
হেরো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী—
নব আনন্দে, নব জীবনে, ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে ॥
হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়অচলপথে,
কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে।

চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে—
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ॥
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়।
ওই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ—
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ॥

[মিশ্র হাম্বীর, ফেরতা

৫৫৪

ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে ॥
প্রভু, মোচন কর' ভয়, সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর' নিঃসংশয়।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' জড়বিষাদ মোচন কর' হে।
প্রভু, তব প্রসন্নমুখ সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্বল চিত করহ জাগরূক।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' স্বার্থপাশ মোচন কর' হে।
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ, কর' প্রেমসলিল দান,
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত কর' সম্পদবান।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥

[ইমন-ভূপালী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২৫

৫৫৫

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে, 'তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥'
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

[মিশ্র রামকেলি, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬১ ; বৈতালিক ৬০

৫৫৬

ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার ক'রে ॥
কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না, ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি ॥
যেমন করে ঝরনা নামে দুর্গম পর্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অজানিতের পথে।
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,
অজানাকে বশ ক'রে তুই করবি আপন-জানা।
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী—
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি ॥

৫৫৭

জাগো জাগো আলস-শয়ন-বিলগ্ন।
জাগো জাগো তামস-গহন-নিমগ্ন॥
ধৌত করুক করুণারুণ-বৃষ্টি সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগো জাগো দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন॥
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত, ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগো জাগো, পুণ্যবসন পর’ লজ্জিত নগ্ন॥

৫৫৮

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়॥
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে॥
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে॥

৫৫৯

নূতন জীবন তোমার হাতে এবার করো দান।
রইব না আর ধুলায় পড়ে পাপে মোহে ম্লান॥
অন্ধ আঁধার যাবে টুটে, হৃদয়কমল উঠবে ফুটে,
তোমারি সুগন্ধে হবে আকুল পরান॥
বাসনা কামনা যত, তারা হবে পুণ্যব্রত—
তোমার কাছে নিয়ে যেতে বন্ধুর সমান॥

[ভৈরবী, আদ্ধা

৫৬০

ভয় হতে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে ॥
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা-মাঝে—
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু, তব মঙ্গলকাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তি ক্রোড়ে—
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৪

৫৬১

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন ;
যে দর্শনে মৃত প্রাণে নাথ, সঞ্চারে নবজীবন।
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন।
বহে প্রেম অজস্র ধারে, ভাসে প্রাণ সুখ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য হেরে বিমোহিত হয় মন ॥
ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নির্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে,
বলব সবে, 'চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদ-ভঞ্জন ॥'

[আলাইয়া, একতাল

বলভিক্ষা

৫৬২

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি ॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পুজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চির-বসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে,
ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ॥
তোমার বিশ্বছবিতে, তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥

[ভৈরবী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৪ ; বৈতালিক ৬১

৫৬৩

পরানেতে দাও অসীম সাহস, সহিবারে দাও যাতনা ;
প্রলোভন পদে দলিতে শিখাও, ভাবিবারে নিজ ভাবনা।
পরের যাতনা হরিতে শিখাও, শিখাও করিতে করুণা ;
আপনার মতো ব্যথিত জনের জানিবারে দাও বেদনা।
সুখে দুখে তুচ্ছ করিতে শিখাও, দূর করিবারে গরিমা ;
জানাতে জগৎ-জনের মাঝারে তোমার অপার মহিমা ॥

[মুলতান, একতাল

৫৬৪

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি ॥
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি ॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান,
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি ॥
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে ,
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে—
ভুলায় রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ॥
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে—
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে ॥

[ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮

৫৬৫

এই মনের বাঞ্ছা প্রভু, পূর্ণ কর ইচ্ছাময় ;
সুখে দুখে যেন না ভুলি তোমারে, গাই হে তোমার প্রেমের জয় ॥
মঙ্গলময় তোমার বিধান, জীবন-মরণে সদা বর্তমান,
এ বিশ্বাসে প্রাণ কর বলীয়ান, গাই হে তোমার প্রেমের জয় ॥
বিষাদ-কালিমা দেও হে মুছায়ে, নব বলে প্রাণ উঠুক মাতিয়ে,
আনন্দময় তোমারে দেখিয়ে, আনন্দে ভরিবে এ হৃদয় ॥

[মিশ্র-খাম্বাজ, একতাল

৫৬৬

কী আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো ॥
বলিব না 'রেখো সুখে', চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ, তাই করিয়ো—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিয়ো ॥
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিয়ো ॥
দেখ সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো—
আর, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিয়ো ॥

[ভৈরবী, যৎ। কাকলি ১।১

৫৬৭

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা—
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি।
ওই মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোকসাগরে নামি॥
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা-অনুগামী।
মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাকো দিবসযামী॥

[ভৈরবী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬৮; বৈতালিক

৫৬৮

আমি বাছিয়া লব না তোমার দান,
তুমি যাহা দাও তাই ভালো।
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ আঁধারের পাশে আলো।
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল যদি তাহে কণ্টক রহে?
নিভাব কি পুণ্য হোমের অনল যদি তাহে অন্তর দহে?
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা, তোমার কৃপাপবনে;
আমি কেমনে রোধিয়া লইব শরণ নীরব শূন্য মরণে।
এই শান্ত বিমল জীবন-আকাশ ঘেরে যদি মেঘজাল,
তব মন্দির-পথে ফেলে কি পালাব তোমার পূজার থাল?।

যদি কামনার সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পুরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত ক্ষুব্ধ হতাশ সুরে ?
আমি হেরিব সকলে চিরমঙ্গল, অক্ষয় চিরসুখ ;
আমার সব ব্যর্থতা দুঃখের মাঝে জাগে ওই প্রেম-মুখ।
তোমার মহা পূর্ণতা-মাঝে ক্ষুদ্র বাসনা মোর,
চিরতরে নাথ যাউক ডুবিয়া ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর ॥

[ভৈরবী, একতাল

৫৬৯

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয়।
সুখে রাখো দুখে রাখো, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয় ॥
আর যাই করো প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু— এই মোর ভরসা ;
এসো প্রভু, এসো প্রভু, হৃদয়-মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয় ॥

[কাফি, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯০

৫৭০

কিছু নাই বলিবার তোমায় আমার, যখন যেমন রাখো
হয়ে সাথের সাথি দিবা রাতি তুমি যদি থাকো।
সদা তোমায় পেলে, আমি হেসে খেলে,
অসার মান অপমান ক'রে সমান দিন কাটায়ে দিব।
হলে তোমার আমি ওহে হৃদয়স্বামী,
ভবের এ অরণ্যে দুঃখ-দৈন্যে, কাতর হব নাকো ॥

[বাউলের সুর, একতাল। সুর— দয়াল দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল

৫৭১

আর বলব কী, যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে !
হয় রাখো সুখে, না হয় রাখো দুঃখে,
তোমার সম্পদ-বিপদ আমার দুই সমান।
তুমি যে বিধি করো বিধি, সেই হয় মঙ্গল-বিধি, গুণনিধি হে—
ঘোর বিপদেও বলব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি, তোমার উক্তি হে ;
তোমার দয়া-বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥

[কীর্তন। আলাইয়া, তেওট

৫৭২

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি— বলো ভাই, ধন্য হরি ॥
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে, ধন্য হরি, ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হরি, ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি ॥

১১ চৈত্র ১৩১৫ বাং (১৯০৯) [বাউলের সুর, খেম্‌টা

৫৭৩

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা, কিছুই নাহি ক'ব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহো সব।
(দিনু চরণতলে— কথা যা ছিল দিনু চরণতলে—
প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে।) আমি কী আর কব ॥
এই সংসারপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
(নীরবে যাব— পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব।
হৃদয়ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।) আমি কী আর ক'ব ॥
আমি সুখদুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয়-অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া ল'ব—
(আমি মাথায় ল'ব— যাহা দিবে তাই মাথায় ল'ব—
সুখ দুখ তব পদধুলি ব'লে মাথায় ল'ব।) আমি কী আর ক'ব ॥
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর' যদি ক্ষমা,
তবে পরান-প্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
(দিয়ো বেদনা— যদি ভালো বোঝ দিয়ো বেদনা—
বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা।) আমি কী আর ক'ব ॥
তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার! মৃত্যু-আঁধার ভব।
(নিয়ো চরণে— ভবের খেলা সারা হলে নিয়ো চরণে—
দিন ফুরাইলে দীননাথ, নিয়ো চরণে।) আমি কী আর ক'ব ॥

[কীর্তন, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪০

৫৭৪

তোমায় ছেড়ে আর যাব না, রব চরণে।
তোমার চরণ শরণ করে শান্তি মরণে॥
তোমায় ভুলে হে ভুবনেশ, অন্তরে মোর সুখ নাহি লেশ,
ব্যথার পরে ব্যথা এসে বাজে মরমে॥
এবার আমার হৃদয়-মাঝে, অরূপ ও-রূপ দেখব রাজে,
নীরব বাণী শুনব কানে, অভয় হব সকাল-সাঁঝে।
দুঃখ বা সুখ আসে তায় বরণ ক'রে নেব মাথায়,
জানব রুদ্রের আশীষ-ঢাকা এ আবরণে॥

[ভৈরবী, গীতালি

৫৭৫

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ভৈরবী, তেওরা। গীতলিপি ৪।১ ; বৈতালিক ৩৭

৫৭৬

বিদায় দিতেছে মোরে সংসার এবার।
প্রভু, যারা ছিল আপনার জন, তোমারি কারণে পর সব এখন,
তোমায় চাহি ব'লে ত্যজিছে সকলে, আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার॥
যাহা ইচ্ছা তোমার তাই হোক্, স্বামী, রহি যেন সদা তব অনুগামী,
তব ইচ্ছা-পথে শুধু চলি আমি, হই হে দাস তোমার॥
যাদের উপর থাকিত নির্ভর, সরে যাক সব, লয়ে যাক্ পর,
তব ইচ্ছা-পথে চলি যবে আমি, সাহস পাই অপার॥

৪ অগস্ট ১৮৯৪ [মূলতান, একতাল

৫৭৭

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি করো তবে আপন করে॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক-তরে—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায় কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তবে আপন করে॥

[কেদারা, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৫

৫৭৮

আমি রইলাম তোমার নামে পড়ে,
এখন যা করো মা কৃপা ক'রে ॥
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে ত'রে ;
যাব অনায়াসে চরণ-পাশে, আমিও ঐ নামের জোরে ॥
হৃদি-ফুলের পত্রে পত্রে, লিখব ঐ নাম ভক্তিভরে ;
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা যাবে দূরে ॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল

৫৭৯

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে ॥
দুঃখে শোকে নিন্দা-পরিবাদে
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে ॥
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে,
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে,
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

করিব না আমি মুখ মলিন

৫৮০

তুমি যদি কাছে থাক মা, তবে কি দুঃখেরে ডরি ?
তোমার প্রেমমুখ-পানে চেয়ে সকল দুঃখ সইতে পারি !
দরিদ্রতা রোগে শোকে ঘেরে যদি চারি দিকে,
তোমার অভয়চরণ প্রাণে রেখে সকল জ্বালা শীতল করি।
তোমার সম্মুখে থাকিলে, সকল অভাব যায় মা চলে ;
আমি আপন চিন্তা যাই মা ভুলে, তোমার প্রেমে ডুবে মরি।
তুমি রাখিবে যে ভাবে, তাতেই জীবন ভালো যাবে,
তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল হবে, তাতে কি সন্দেহ করি ?।

[গারা-ভৈরবী, যৎ

৫৮১

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি তো আমার রহিবে।
বহিবারে যদি না পারি এ ভার, তুমি তো বন্ধু, বহিবে ॥
কলুষ আমার, দীনতা আমার, তোমারে আঘাত করে কতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে, তুমি তো বন্ধু, সহিবে ॥
যাক ছিঁড়ে যাক মোর ফুলমালা থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা ;
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা, তুমি তো চরণে লইবে ॥
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে ॥

[রামকেলি

৫৮২

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী ঘুচিল বেদনা জ্বালা ।
নিভিল সকল চিত্ত-দহন, ফুটিল কুসুমমালা ॥
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার, ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,
শান্তি-কমল শুভ্র অমল করিল জীবন আলা ॥
সংসার পথে বিচরিব সুখে, তোমারে ডাকিব ভয়ে দুখে শোকে,
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান, জীবন পায়ে দিব ডালা ॥
আজ দুঃখ নাহি মোর, বেদনা নাহি, আনন্দে আজি সবা-মুখ চাহি,
আনন্দে আমি তব গান গাহি গাঁথি হৃদিফুলমালা ॥

[টোড়ি-ভৈরবী, ঠুংরি । স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৪৩ শক

দুঃখবরণ

৫৮৩

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে ॥
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে ॥
এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে ধরা দিতে হোস নে কাতর ।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর ।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে ॥

৫৮৪

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন—
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন ॥
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চির-প্রাণের আলয়-মাঝে বিপুল সান্ত্বন ॥
মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন,
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি পড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন ॥

[কাব্যগীতি

৫৮৫

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে ॥

১১ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ৩।৪৪

৫৮৬

তোমার কাছে শান্তি চাব না, থাক্‌-না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে, বোসো বোসো লীলার ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে,
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

২৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৪৯ ; ২।৪২

৫৮৭

আঘাত করে বাঁচাও আমায়, দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইব কত মৃত্যু-অবমান ॥
এমনি করে দিনে দিনে, মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হতে বাঁচাও আমায়, দাও বেদনা-দান ॥
এমনি তুমি দহন জ্বেলে, বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়, আর রেখো না মান ॥
জাগাও আমায় তোমার কাজে, সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও দেহ মন প্রাণ ॥

[ইমনকল্যাণ, তেওরা

৫৮৮

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥

সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে ?।
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি!
সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি!
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে ॥

[গীতলেখা ১

৫৮৯

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা,—
তরিতে পারি, শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে, তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

১৩১৩ বাং (১৯০৬) [ইমনকল্যাণ, ঝম্পক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৭

৫৯০

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল ॥
এতদিন নয়নধারা বয়েছে বাঁধনহারা,
কেন বয় পাই নি যে তার কূলকিনারা,
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হল ॥
তোমার সাঁজের তারা ডাকল আমায় যখন অন্ধকার হল।
বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল শরম মানি'।
আজ পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে, তোমার বীণার তার হল ॥

৫৯১

দুখে রেখো প্রভু, যদি তোমারে দুখের মাঝারে পাই।
সুখে থাকিবার নাহি সাধ আমার, যদি সেই সুখে তোমারে হারাই ॥
ঘোর নিশীথে গহন বিজনে, মহাবল-ত্রাস সমর-অঙ্গনে,
তুমি যদি নাথ থাকো সাথ-সাথ, তবে আমি আর কাহারে ডরাই ॥
দারিদ্র্যে শোকে দুখে নির্যাতনে, ব্যাধি-যাতনার ক্লেশ-বহনে,
তব পদে প্রাণ যদি পায় স্থান, তবে আমি প্রভু কিছু নাহি চাই ;
চিরদিনের সাথি তুমি হে আমার, চিরদিন সাথে থাকিব তোমার,
লইয়াছ পিতা সন্তানের ভার, তোমা-সম প্রিয় কেহ আর নাই ॥

[আলাইয়া, একতাল

৫৯২

আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেমান করে লও হে গড়ি ॥
এ তরুতে নাই ফুল ফল, শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে লও হে তারে ছিন্ন করি ॥
শক্ত তারে গড়বে বলে, ফেলে রেখো রৌদ্র-জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, যখন তুমি গড়বে তরী ॥
যাদের ধন আছে অপার, সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিয়ো পার, যাদের নাই হে পারের কড়ি ॥
তোমার ওই মাঝ-গাঙে, এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সে অতল তলে, আমায় কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি ॥

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতাল । কাকলি ২।১

৫৯৩

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান !
সেই সুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান ॥
ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে-অন্তহীন প্রাণ ॥
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে-ঝংকারে ।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান ॥

৫৯৪

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো॥
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ, সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ, সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান, সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ, সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি, সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, সেই তো আমার তুমি॥

২৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৯৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-'পরে॥
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি ; সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে॥

১৩ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫৯৬

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি ॥
যবে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন-পরে নয়ন যায় গো ঠেকি ॥
যখন আসে পরম লগন তখন গগন-মাঝে,
তাহার ভেরী বাজে।
বিদ্যুত-উদ্ভাসে বেদনারই দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি ॥

৫৯৭

তোমার নামে তরব আমি বিপদপাথার।
তোমার নামে অগাধ জলে দিব সাঁতার।
তোমার নামে করব যাপন ঝঞ্ঝারাতি।
তোমার নামে রাখব জ্বেলে পূজার বাতি।
তোমার নামে ফুটবে হৃদে ফুলের পাঁতি।
তোমার নামে সমান হবে আলো আঁধার।
তোমার নামে মধুর হব বাক্যে মনে।
তোমার নামে লাগবে পুলক ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার নামে চিত্তে মনে বাজবে বাঁশি।
তোমার নামে মধুর হবে দুঃখরাশি।
তোমার নামে জাগবে কাঁটায় ফুলের হাসি।
তোমার নামে এক হবে এই এপার ওপার ॥

[দরবারী কানাড়া, গীতালি। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৪৬ শক

৫৯৮

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে, তুমি আমার আনন্দ ॥
দুঃখরথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমিই আমার আনন্দ ॥
শত্রু-আমারে কর গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু।
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ ॥

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

ব্যথার পূজা

৫৯৯

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার ॥
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার ॥
ধন ধান্য তোমারি ধন কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়, নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস, এ মোর অহঙ্কার ॥

[শেফালি, ২৭

৬০০

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন ॥
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জালবে এ জীবন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জলে একে একে তারা,
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

[গীতপঞ্চাশিকা, ১০১

৬০১

একটি ক'রে দুখের প্রদীপ জালিয়ে রেখো প্রিয়তম,
ভুলে ভুলেই রইবে না আর চির-ভোলা হৃদয় মম।
বারে বারেই নয়নজলে এনো তোমার দুয়ারতলে,
দিয়ো না গো রইতে ভুলে সুখে-সুপ্ত পাষাণ-সম ॥

[দরবারী কানাড়া, তেওরা। পথের বাঁশী ১৭

৬০২

রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়, তোমার সুধায় ভরিবে।
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে সকল হৃদয় হরিবে ॥
তাই তো গো তুমি ধন জন মান, সব হতে কাড়ি লইলে এ প্রাণ,
অশ্রু-সলিলে ধু'লে দুনয়ান— আপন যে মোরে করিবে ॥
তাই ভালো মোর তাই ভালো— নয়নের জল, এই ভালো,
তব সনে যদি দরশন মিলে, ব্যথা-সুধা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান, বেদনার রঙে রাঙা হোক প্রাণ,
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক গান— সে হার কণ্ঠে পরিবে ॥

[জৌনপুরী, একতাল। ভোরের পাখী, ১৬

৬০৩

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে ॥
বাহুপাশের কাঙাল সে যে, চলেছে তাই সকল ত্যজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে।
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে ॥
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায় বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পারো না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এস তুমি অন্ধকারে।
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে ॥

১৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৪১

৬০৪

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন, সকাল-সন্ধ্যেবেলা ॥
কতবার যে নিভল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি—
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা ॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে-সুখে এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা ॥

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ [গীতলেখা ২।২৪

৬০৫

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো ॥
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,
কঠিন মূর্ছনায় সে গানে মূর্তি সঞ্চারো ॥
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।
জ্বলে উঠুক সকল হতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো ॥

৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, গীতলিপি ৬।১

৬০৬

ব্যথাই আমায় আনল ব্যথার পারে,
আনল আমায় প্রভাত-আলোর দ্বারে ॥
সারাটি রাত কেবল আমার প্রাণে অশ্রুজলে সুর লেগেছে গানে,
চেয়ে দেখি রাত্রি অবসানে হঠাৎ আলো ফুটল অন্ধকারে ॥
একি তোমার লীলা জানি নাকো, দুঃখ দিয়েই দুঃখ তুমি ঢাকো।
আঘাত ক'রে, কেবল আঘাত ক'রে, যা-কিছু মোর লও যে তুমি হ'রে,
শেষে দেখি সকল শূন্য ভ'রে, সারা জীবন চেয়েছিলাম যারে ॥

[ভৈরবী, দাদ্‌রা

৬০৭

তোমায়, ঠাকুর, বলব 'নিঠুর' কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু ততই ঠেনে লও বুকে ॥
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা,
তবু ফেলে যাও না চলে, সদাই থাকো সম্মুখে ॥
প্রতিদিনের অশেষ যতন ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাসরি প্রেমসিন্ধুকে ॥
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই তো রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥
ভুলে যে যাই সবাই আমার, নই তো ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন দুখে ?।
ভবের পথে শূন্য-থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ১।২৪

৬০৮

দুঃখ-আশীষ দিতে যে চাও— দয়া তব।
ব্যথার পরশমণি ছোঁয়াও— দয়া তব॥
ভেবেছিলেম রইব স'রে তোমা হতে অনেক দূরে,
সে অভিমান রাখলে না মোর— দয়া তব॥
আমায় তুমি ছাড়বে না যে, মনে তোমার ব্যথা বাজে,
বিজন ঘরে একলা থাকা কি তোমায় সাজে।
তাই তো তুমি ফিরে ফিরে ভাসালে গো অশ্রুনীরে,
তবু নিরাশ হয়ে ফিরলে না যে— দয়া তব॥

[ইমন-পূরবী, দাদ্‌রা

৬০৯

এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো॥
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে, চক্ষে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো॥

৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)   [ইমনকল্যাণ, একতাল। গীতলিপি ৪।১৮

৬১০

ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্মে আমায় মারবে হিয়ার কাছে ॥
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি, আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি গো—
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে ॥
আমি মারকে তোমার ভয় করেছি ব'লে তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যে দিন সে ভয় ঘুচে যাবে সে দিন তোমার বাণ ফুরাবে গো—
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে ॥

৭ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৬১১

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর ॥
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে, আরাম যত করে কোথায় দূর ॥

৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

ভয় কী আমার

৬১২

নাথ কী ভয় ভাবনা তার, তুমি যার যে তোমার।
অভয় পদ দিয়ে প্রহরী হইয়ে, রক্ষা কর যারে নিরন্তর— তুমি।

মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ,
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন,
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়, বধে তারে সাধ্য কার— প্রাণে ?
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান, তোমার হাতে যার আছে হে পরান
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়, লয়েছ যার সকল ভার— তুমি॥

৮ ভাদ্র ১৭৯৬ শক (১৮৭৪) [আলাইয়া, একতাল

৬১৩

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোনো অভাব না রয় হে॥
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্মে গুরু,
সকলই তোমার মহা মহিমার জয় হে॥
মরণের অন্ধকার উপত্যকা-মাঝে,
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত ;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সান্ত্বনা অক্ষয় হে॥
তুমি কর স্নেহসিক্ত উত্তপ্ত মস্তকে,
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে ;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
থাকিব তোমার গৃহে, নাহিকো সংশয় হে॥

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর— মন ভাব রে দয়াময়-পদ হৃদি-মাঝে

৬১৪

ভয় কী আমার, ভয় কী আমার, ভয় কী আমার।
তুমি ঘুচাও পথের আঁধার, ভয় কী আমার।
কত আঁধার এসেছিল, আবার কোথায় চলে গেল,
তুমি যখন খুললে তোমার আলোক-দুয়ার।
বাহির হয়ে তোমার কাজে, প'ড়ে গেছি ধুলার মাঝে ;
ধুলা ঝেড়ে কোলে মোরে নিলে আবার।
(এত দয়া তোমার, দয়া তোমার, ভয় কী আমার, ভয় কী আমার) ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, ঝুলন

৬১৫

তুমি আমাদের থাকতে সহায়, করব না ভয়, করব না ভয়।
ঝড়ের রাতি, সেও পোহায় ; করব না ভয়, করব না ভয়।
ঘনাক না ঘোর আঁধার রাতি ! থাকতে মোদের সাথের সাথি,
কে নেভাবে প্রাণের বাতি, অমর-ভাতি জ্যোতির্ময় ?
ব্যথার প্রদীপ সেও আলো দেয়, করব না ভয়, করব না ভয়।
ভবার্ণবের ভেলা তুমি, করব না ভয়, করব না ভয়।
অন্ধকারের ধ্রুবতারা, করব না ভয়, করব না ভয়।
অভয় মনে, হাস্য মুখে, চলব সকল দুঃখে সুখে,
তোমার নামটি ল'য়ে বুকে গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়।
পড়ব শেষে পায়ে এসে, করব না ভয়, করব না ভয় ॥

[ভৈরবী, একতাল। ভোরের পাখী ৩৯

৬১৬

যে জন সতত তব পদে রয় আর মানে পরাজয়,
সেই লভে শুভ, আর লভে সদা জয়।
সেই লভে জ্যোতিঃ আর তোমারি অমৃত,
আঁধারে ডরে না, মরণে না ভীত।
সে জীবন দাও দাও, সে জীবন দাও,
তোমারে বিতর', ওহে অমৃত অভয়॥

৩ বৈশাখ ১৩২৩ বাং (১৯১৬) [ভৈরবী মিশ্র, একতাল

৬১৭

কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা, ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয়-নাম গায় হে॥
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ-মৃত্যুভয় দূর হয় তার।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

[শঙ্কর. ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০০

৬১৮

যদি মোর জীবনমরণ তোমারি হাতে,
ওগো তবে কেন ভয় পাই আমি, চলিতে পথে?
তবে কেন, হৃদয়স্বামী, আঁধার দেখে কাঁদি আমি?
দাঁড়াই কেন বিদ্ধ হলে কণ্টক পদে?
আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল, তোমার শান্ত জগতে॥

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ বাং (১৯১১) [মল্লার মিশ্র, একতাল

৬১৯

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥
কাছে থেকে চিনতে নারি, কোন্ দিকে যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারি হৃদয়-পানে হাসিয়া চাও ॥
বলো আমায় বলো কথা, গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে—
হাসি মিছে কান্না মিছে, সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥

১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৪৩

৬২০

আমার এই যাত্রা হল স্থরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি গণি,
ওগো কর্ণধার!
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে, চাব না পথ তাদের তরে,
ওগো কর্ণধার!
যখন তোমার সময় এল কাছে, তখন কে বা কার—
তোমারে করি নমস্কার।

আমার কে বা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথায় বা ঘর
ওগো কর্ণধার !
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমি নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল,
ওগো কর্ণধার !
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমি সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে,
ওগো কর্ণধার !
কেবল তুমিই আছ, আমি আছি, এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার ॥

[ললিত-ভৈরবী, একতাল। গীতলিপি ৪।৬

৬২১

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে ?
অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভ'রে ॥
জানি জানি আমার চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায় টানবে অচিন-ডোরে ॥
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন মাঝে কত সুরেই হৃদয় বাজে—
অচেনা এই জীবন আমার, বেড়াই তারি ঘোরে ॥

২৩ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

সংগ্রামক্ষেত্রে

৬২২

ওই রে সত্যের রণভেরী ভাই, বাজিছে সঘনে সদাই।
মহাজন যাঁরা, মানুষ তো তাঁরা— দেবত্ব তাঁদিকে কে দিল ভাই ?
সেই ব্রত-সাধনে কর সবে প্রাণপণ— দুর্লভ সংসারে কিছুই নাই।
ভীরুর সংসারে ভাই অগ্নিময় প্রাণ চাই।
অমরত্ব ভীরু জনে কভু ভজে নাই।
অমৃতের যোগী যাঁরা, প্রাণপাত করেন তাঁরা,
শ্মশানে রোপিয়া বীজ ফলাইলেন তাই।
জ্ঞানে ধর্মে পৌরুষ-কর্মে জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাই ;
নির্ভয় হ'য়ে মুক্ত হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে মহানাম সকলে গাই ॥

৬২৩

কী ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়,
সর্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল ব'লে ডাকলে তাঁরে
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।
কী করিবে শত্রুগণে অপমানে নির্যাতনে ?
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয় ;
শুনেছি আশা-বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জন হৃদিকুটীরে, ল'য়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ-আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল 'জয় জয় দয়াময় ॥'

১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক (১৮৭৫) [খট্, যৎ

৬২৪

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ ॥
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয় ॥
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয় ॥
ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয় ॥

নিবেদন সঙ্কল্প ও প্রার্থনা (৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদনা, অন্ধকার, নিরাশ্রয় ভাব, বিরহ, নিরাশা,

প্রলোভন, অনু-তাপ, কাতর নিবেদন

বেদনা, সন্তাপ, শ্রান্তি, অশান্তি

৬২৫

হৃদয়বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলই জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে?
অপরাধ কত করেছি, নাথ, মোহপাশে প'ড়ে—
তুমি ছাড়া প্রভু মার্জনা কেহ করিবে না সংসারে॥
সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেমপাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃতধারে।
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার—
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, লয়ে যাও সংসারসাগর-পারে॥

[সিন্ধু, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৭

৬২৬

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল।
গরলরসপানে, জরজরপরানে মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭১

৬২৭

স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয়-মাঝ—
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে ॥
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে ॥
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়শ্রম—
বিফল ক্ষণিক প্রেম, টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়পিপাসা বিষম বিষবিকারে ॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০২

৬২৮

অগতির গতি অনাথ-নাথ হে,
তুমি কৃপাসিন্ধু, তুমি দীনবন্ধু, শরণ দাও হে ॥
হৃদয় অতি জরজর পাপবিকারে,
তোমা-বিনে, প্রভু হে, কে তারে ?।
বিতরি প্রসাদ-অমৃত, শীতল কর হৃদি-মন,
শান্তিসলিল তুমি প্রভু, এ ভবসন্তাপে।
কারে কহিব আর এ মম মরমবেদন ?
তোমা-সম অন্তরতম আর কে আছে ?।

[ললিত-বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৬৬

৬২৯

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা, এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি॥
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তি-বারি চাহি।
আজি সর্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য নিত্য চাহি॥

[দেশ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৩

৬৩০

দে মা স্থান শান্তি-নিকেতনে— দয়াময়ী
তোর পুণ্যময় অভয়চরণে।
মাতৃহীন বালকের মতো, কাঁদিব আর বলো কত,
রোগে শোকে পাপ-প্রলোভনে ; 'শীঘ্র খোল দ্বার' ডাকি গো সঘনে।
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপ-ভারে ভারাক্রান্ত,
মতিভ্রান্ত প'ড়ে ভব-বনে ; সঙ্গ ছাড়ে নি এখনো রিপুগণে।
ডেকে লও গো দয়া ক'রে, তোমার ঘরের ভিতরে,
ভক্ত-পরিবার-সদনে ; রাখ দাস ক'রে তাঁহাদের সনে॥

[ললিত, যৎ

৬৩১

কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ওগো পিতা, দেহো তব চরণে স্থান।
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব, ওহে দীননাথ,
করো দীনে শান্তি দান॥

[সিন্দুড়া, ত্রিতাল ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭২

৬৩২

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা, বন্ধু।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও, বন্ধু ॥
আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার ক'রে রেখে যায়, সেথা কোনো ফল নাহি ফলে, বন্ধু ;
তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান,
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ, বন্ধু।
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলই সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা, বন্ধু।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা মোরে থামাও, বন্ধু ॥

[বাউলের সুর, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩১

৬৩৩

আনন্দ তুমি, স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ ॥
শোকে দুখে তোমারি বাণী জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥
চিত মন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে, শুভ্র শান্তিশতদল-পুণ্যমধু-পানে
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে কবে হবে এ দুখরাত প্রভাত ॥

[ভৈরবী, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮ ; বৈতালিক ২৪

৬৩৪

হৃদয়-চাতক মোর চাহে তোমারি পানে, শান্তিদাতা !
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ, বরিষ ॥
নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোক-তাপ-সন্তাপহারা,
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে ॥
পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেম-বারি,
পাই হে অবিনাশী জীবন, পাইলে তোমারে ;
নিশি-দিন হৃদে জাগো, দুখ-নিশা পোহাইয়ে, মোর-আঁধার নাশিয়ে ;
কৃপারি হে ভিখারি কৃপা-বিন্দু যাচে ॥

[নটনারায়ণ, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২১

৬৩৫

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তিরস প্রভু হে, তব অমৃত-কর-পরশে ;
দুঃখ যাতনা করো দূর, সুখ বিমলতর বিতর' প্রভু হে ॥
দোহ, প্রভু, প্রেমধন, দারিদ্র্য করো হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে ॥

[নিসাসাগ, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৫

অন্ধকার, সংশয়, সঙ্কট, ভয়

৬৩৬

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ?।

অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ?।
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ?।

[কাফি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫০

৬৩৭

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না ?।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥
কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ?
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
তুমি যদি বল' এখনি করিব বিষয়বাসনা বিসর্জন ॥

[কাফি, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৫ ; ঐ ৫।১১০ (কীর্তনের সুর)

৬৩৮

তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে—
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে ॥
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণারবে—
পশিবে পরানে তব সুগন্ধ বসন্তপবনে ॥

[বেহাগ, ত্রিতাল। গীতলিপি ৫।১৫

৬৩৯

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে।
ফেলিস নে, মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
আমার খেলার সাথি যে যার মতো গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
কত প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে
তখন মনে হল মায়ের কথা নয়নের জলে ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল

৬৪০

আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো !
নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চির-রাতি,
মনে হয় তুমি আমার চির-সাথি ;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি,
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো ! (এই রাত-কানারে)
কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে, কঠিন এই পথের শেষে,
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে !
একবার ভালোবেসে, কাছে এসে,
কানে কানে ব'লে দে গো ! (এ কালারে)

রয়েছিস যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে' যা হাতে-হাতে।
হস্ত আমার শিথিল হলেও,
তুই আমারে ছাড়িস নে গো! (তোর পায়ে পড়ি)

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ১।১২

৬৪১

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে॥
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে, রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুতঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো, প্রভু, করো দয়া, দেহো দেখা দুখরাতে॥

[মিশ্র সিন্ধু, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৩ ; কেতকী ৬

৬৪২

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি,
কেমনে বল তাঁরে ডাকি? কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি?।
কুসুম লয়ে গন্ধবরন, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক বনে কী করি চয়ন, কোন্ ফুলে বলো সে পদ ঢাকি
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখি ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো, কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল ?
বলো, হে হরি, আর কত কাল সুদিনের লাগি রহিব জাগি ।

[মিশ্র দেশ, একতাল। কাকলি ১।২১

৬৪৩

ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়—
সে বাতাসে তরী ভাসাব না, যাহা তোমা-পানে নাহি বয় ॥
দিন যায় ওগো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে—
নিশার তিমিরে দশ দিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয় ॥
ঘরের ঠিকানা হল না গো, মন করে তবু যাই যাই—
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ সে দিকের পথ চিনি নাই।
এত দিন তরী বাহিলাম যে সুদূর পথ বাহিয়া—
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি সে পথে ভরসা নাহি পাই ॥
তীর-সাথে হেরো শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান—
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘনঘোর রবে মহাসাগরের কলগান ॥

[গৌরী-পূরবী, একতাল : ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৫

৬৪৪

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে ?
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ-বিকারে।
বিষয়-রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনোভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর' কৃপা তব, যার গুণে প্রভু মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে,
পাপ-তিমির নাশি বিরাজ' হৃদয়ে আসি,
কী আর জানাব তব দ্বারে !

[বেহাগ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮২

৬৪৫

সংশয়-তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো, জগপতি হে॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে সতত বিরাজো হৃদয়পুরে,
তোমা-বিনে অনাথ আমি অতি হে॥
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন,
রাখো রাখো চরণে, এ মিনতি হে॥

[দেশ-সিন্ধু, ঠুংরি

৬৪৬

মঙ্গলনিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কেবা!
সংসার-দুর্দিন শান্তি-সূর্যহীন কাটি দেয় দিন অন্য কেবা!
দুঃখ-ক্লেশ-ভার পর্বত-আকার করে পরিহার অন্য কেবা;
কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কেবা!!

[বেহাগ, ঝাঁপতাল

৬৪৭

কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে, জগত-জননি?
দূর করো ভয়, ভীত যে আমি॥
"জ্ঞানে প্রেমে ভক্তি ধরমে তুই রে বৎস, অমৃতের অধিকারী"
—ঐ যে শুনি তব স্নেহ আশ্বাস-বাণী॥

[সিন্দুড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৫

৬৪৮

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে ॥
এক তুমি অভয়-পদ জগত-সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ॥
করিয়ে দুখ অন্ত সুখবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মম প্রাণ মন ডাকে তোমারে ॥

[কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৬৮

৬৪৯

তুমি তো রয়েছ মোরে ঘেরিয়া, নিত্য আনন্দ-আলোকে ;
ত্যজিবে না কভু জীবনে মরণের এক পলকে ॥
তবে কেন ভয়, কেন গো সংশয়, তোমারি রাজ্যে প্রভু হে ?
দুঃখ দৈন্যে, এ অরণ্যে, কেন গো প্রাণ চমকে ?।

[সুরটমল্লার, একতালা

৬৫০

মঙ্গল তোমার নাম মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য, তুমি মঙ্গলনিদান।
অকূল ভব-সাগরে অহুদিন তুমি সহায়,
পাপ-তিমির নাশি বিতর' কল্যাণ।

দুর্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় করো দান,
দুর্গম পথ তরাও, দাও হে পরিত্রাণ।
দুর্জয় রিপু-দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা, তুমি করো বিজয় দান ॥

[খট্, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭২

নিরাশ্রয়-ভাব, শূন্যতা, শুষ্কতা

৬৫১

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।
আমার আর কেহ নাই, তোমা-বিনা এ জগত-মাঝারে।
আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীনশরণ,
কৃপাময়, কৃপা করি করো মোরে ত্রাণ ;
আমি অতি দুর্বল, দীননাথ, নাই কোনো সম্বল,
তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি তোমারে ॥

[কীর্তনভাঙা সুর, একতাল

৬৫২

দাও দাও হে পদছায়া কাতরে।
ওহে দীনশরণ, পতিতপাবন, তুমি বিনা আর কে তারে !!
পাব পাব হে আশ্রয় জানিয়ে নিশ্চয়, এসেছি দয়াময় তোমারি দ্বারে,
পূরাও মনোরথ, ওহে দীননাথ, ফিরাইয়ো না ভিখারিরে ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৬৫৩

দীন-দয়াময়, ভুলো না অনাথে।
স্থান দিয়ো প্রভু তব পদ-কমলে, মনে রেখো, ভুলো না অনাথে।
ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথহারা, সত্বর লও তব সাথে।
কোন্ গুণ আছে হেন, মন্দমতি মম, যাইবারে তব সন্নিধানে ?
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কী শকতি,
তাকাইতে সে মিহির পানে ?
নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোনো গতি,
ক্ষণে হই মগন নিরাশে ;
স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ,
নিজগুণে তারিবে হে দাসে ॥

[পরজ, ত্রিতাল

৬৫৪

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে, ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে—
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে ॥
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমিরযামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা—
কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে ॥

[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৩

৬৫৫

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলমল॥
আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে, আঁখি করিতেছে ছল ছল।
আপনার ভারে মরি যে আপনি কাঁপিছে হৃদয় হীনবল॥

[ইমন-ভূপালী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৩

৬৫৬

কেন বঞ্চিত হব চরণে!
আমি কত আশা করে বসে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে
আহা! তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—
হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে "পার করো" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি হে তৃষাহারী!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,
এ কি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড়ো বাজে, প্রভু, মরমে॥

[মিশ্র খাম্বাজ, জলদ একতাল

৬৫৭

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে ;
তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে ॥
দুদিনের হাসি দু দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ?।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে—
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়, ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায় ডুবে মরি দুখপাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥

[মিশ্র কেদারা, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৯

৬৫৮

তৃষিত হৃদয়ে নাথ বিতর' প্রেম-বারি।
নিবার' পাপ-সন্তাপ, দীন-দুখহারী।
নব প্রীতি নব আশা জাগাও হে প্রাণে,
সঞ্চার' নব শকতি নব প্রেম-সাধনে,
নাশ' মোহ-তিমির জ্যোতি বিস্তারি।
সাধ মনে, সতত তব সঙ্গে থাকি নাথ,
করিয়া অমৃত পান জুড়াই তাপিত চিত।
অন্তরযামী, জান সকলই,
ভ্রমি বিপথে বিষয়-কুহকে ভুলি,
কেমনে পাইব দেব, পরশ তোমারি ॥

[ভূপালী মিশ্র, ঝাঁপতাল

৬৫৯

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো॥
কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো॥
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো॥

২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০) [জয়জয়ন্তী, একতাল। গীতলিপি ৫।১৭

৬৬০

সে প্রেম-পিয়াসা ভালোবাসা কৈ, হৃদয়েশ!
যে প্রেম-সঞ্চারে, হরি, যায় প্রাণ-ক্লেশ।
মনে হেন অনুমানি, তব প্রেমে, গুণমণি,
সদা ডুবে থাকি, তোমায় দেখি হে অনিমেষ।
মরুভূমি সম প্রাণ, নীরস পাষাণ সমান,
তাহে ত্রিতাপ-অনল জ্বলে, নাহি রস লেশ।
আশু-প্রীতিকর ধনে, জ্বলন্ত বর্তিকা জ্ঞানে,
মন মত্ত পতঙ্গের সম করে পরবেশ।
হায়, নাথ, কী হইবে, দীনের দিন কি এমনি যাবে!
তোমার প্রেম-সিন্ধুর বিন্দু এক, দাও পরমেশ॥

[খাম্বাজ, পোস্ত

৬৬১

অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে,
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে ॥
কোথা পথ বলো হে বলো, ব্যথার ব্যথী হে,
কোথা হতে কলধ্বনি আসিছে কানে ॥

[কামোদ, ধামার। গীতিলিপি ২।১৭

অদর্শন, বিরহ

৬৬২

অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ—
তুমি করুণামৃতসিন্ধু, করো করুণাকণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণ সম,
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান, প্রভু ॥
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে, সুধা করাও হে পান ॥
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়, হেরি নি প্রেমবয়ান—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥

[ধুন, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৯; বৈতালিক ২০

৬৬৩

কোথায় তুমি, আমি কোথায়,
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি ॥
নিশিদিন হেনভাবে আর কতকাল যাবে—
দীননাথ, পদতলে লহো টানি ॥

[কুকব, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩১

৬৬৪

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার,
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ' আমার ॥
অভয়-মুরতি দেখা দিয়ে করো হে অভয় দান ;
তব বলে করো বলী যে জনে, কী ভয় কী ভয় তাহার ॥

[সিন্দুড়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২০

আক্ষেপ, বিফলতা, অবসাদ, নিরাশা

৬৬৫

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা ॥
কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা ॥
এখনো নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥

৬৬৬

কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরান—
নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান ?।
জাগিছে তারা নিশীথ-আকাশে, জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ॥
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি—
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে, কেন হেরি না তব প্রেমবয়ান ?।
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ,
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ ?।

[বেহাগ, ঝং। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৮।১০

৬৬৭

হেথা যে গান গাইতে আসা
আমার হয় নি সে গান গাওয়া—
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার গাইতে কেবল চাওয়া ॥
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা।
আজও ফোটে নাই সে ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া ॥
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা-যাওয়া।

শুধু আসন পাতা হল আমার সারাটা দিন ধ'রে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া ॥

২৭ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র বেহাগ, কাহারবা। গীতলিপি ২।২৬

৬৬৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে, তখন হৃদয় কোথায় থাকে ॥
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে,
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে ॥
যখন মোহ আমায় ডাকে, তখন লজ্জা কোথায় থাকে।
যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি,
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে লজ্জাতে মুখ ঢাকে ॥

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩) গীতলেখা ১।২৭

৬৬৯

যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকতে,
তবে কি মা অমন করে, তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে, জানি নে মা কোনো কথা বলতে ;
আমি ডেকে দেখা পাই না তাইতে, আমার জনম গেল কাঁদতে ॥
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে,
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে।
ডাকার মতো ডাকা শিখাও, না হয় দয়া করে দেখা দাও আমাকে,
আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে ॥

[বিভাস মিশ্র (ফিকির চাঁদের সুর), আড়খেমটা

৬৭০

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
যদি আলসভরে আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে, সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা, সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥

[কাফি-সিন্ধু, একতাল। গীতলিপি ১।১৭

৬৭১

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল, দুখনিশা না ছুটিল, না টুটিল আবরণ ॥
জীবন ভরি মাধুরী কী শুভলগনে জাগিবে?
নাথ, ওহে নাথ, কবে লবে তনু মন ধন?

[নটমল্লার, একতাল

৬৭২

কী ব'লে প্রার্থনা বলো করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার!
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বলব কী আর, আছে কী আর বলিবার।
ওহে প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে?
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥

[ঝিঁঝিট, যৎ

৬৭৩

তুমি এত কাছে থাক, আমি কেন দূরে যাই।
তুমি এত স্নেহে ডাক, তবু তোমার হতে নাহি চাই॥
তব প্রেম সদা রয়েছে ঘেরিয়া, আমি রয়েছি কঠিন তাহাও হেরিয়া;
না হই সরল, না হই কোমল, বিদ্রোহ আমার ঘুচে না তাই॥
পিতা গো, স্মরিয়া আপনার কাজ, চিরদিন মনে পাইতেছি লাজ,
তোমার কাছে বসি, মরমেতে পশি, শরমে মরিয়া যাইতে চাই॥
আকাঙ্ক্ষা আমার অনন্তে ধায়, জীবন কোথায় পড়ে আছে, হায়,
সদা পরাজিত, ধূলিধূসরিত, পদে পদে প্রাণ কাঁপিছে তাই॥
তবুও নিরাশ হ'তে নাহি দাও, মলিন জীবন তবু তুমি চাও,
আঁধার পরানে, মরমের কানে, তোমার ডাক তবু শুনিতে পাই॥
সেই এক আশা হৃদয়ে ধরিয়া, শুধু তব প্রেম হৃদয়ে স্মরিয়া,
লাজে ম্রিয়মাণ, কাতর সন্তান, তব পদে পুন শরণ চাই॥

[কাফি, একতাল। সুর— মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

৬৭৪

কথা যে মোর সব ফুরাল, প্রাণের ব্যথা গেল কই ?
এখনো যে তোমায় ভুলে আমায় নিয়ে আমি রই ॥
এখনো মোর মনে, হায়, পাপের ছায়া আসে যায়,
অশ্রু ঝরে নিরাশায়, আঁধার দেখে ব্যাকুল হই ॥
কবে আমি তোমায় পাব, তোমার আমি হয়ে যাব,
আর কিছুই নাহি চাব, তোমার সাধন ভজন বই !

[ভৈরবী, ত্রিতাল

৬৭৫

তবু ঘুম ভাঙে কই ।
তুমি এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ, আমি শুনেও বধির হই ॥
প্রতি পরীক্ষায়, প্রতি ঘটনায়, কত না ডাকিছ জাগাতে আমায়,
আমি দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না, জাগিয়ে ঘুমায়ে রই ॥
এত যে দেখালে কালের ইঙ্গিত, এত যে শুনালে সুযোগ-সঙ্গীত,
আমার মনে হয় আমার তরে নয়, মন-সাধে আমি ঘুমায়ে লই ॥
কী সম্বল লয়ে এই ভবে এসে, মোর নিদ্রাবশে কী হলাম শেষে,
যা ছিল সম্বল, হারালেম সকল যেন সে-আমি এ-আমি নই ॥
কাছে যারা ছিল তারা তো জাগিল, নিজ নিজ কাজে সবাই ছুটিল,
আমি চেয়ে একবার দেখি চারি ধার, তখনি আবার পাশ ফিরে শুই ॥
এমন করে ঘুম ভাঙিবে কি আর ? জাগাইবে যদি মারো বার বার ।
যেন মার খেতে খেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
তোমারি আদেশ শিরে বই ॥

[সুরটমল্লার, একতাল

৬৭৬

যা হারিয়ে যায় তাই আগলে ব'সে রইব কত আর ?
আর পারি নে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার ॥
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আসতে যে চায়, সন্দেহে তায় তাড়াই বারে বার ॥
তাই তো কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে।
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাও—
রাখতে যা চাই রয় না তাও, ধুলায় একাকার ॥

১ আশ্বিন, ১১১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র ঝিঁঝিট, একতাল। গীতলিপি ১।৪২

৬৭৭

সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমারি দুয়ারে এসেছি।
সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া তোমারে ভালোবেসেছি ॥
কত যে কাঁটা বিঁধেছে পায়, কত যে আঘাত লেগেছে গায়!
এসে অবেলায় অপরাধী-প্রায় দুয়ারে দাঁড়ায় রয়েছি ॥
লহো লহো মোর জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা, হে প্রিয় আমার ;
অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি ;
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার সকলের চেয়ে বেশি আপনার,
সকলের কাছে লাঞ্ছনা লভি, এবার জেনেছি বুঝেছি ॥

[বিভাস, একতাল

৬৭৮

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন ॥
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে-কম্পিত মন ॥
কত শত আছে দীন অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন ॥

[মিশ্র বেলাওল, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৩

৬৭৯

সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে, ও মোর দরদিয়া ॥
আছ হৃদয়মাঝে সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো, এ কি তোমায় সাজে, ও মোর দরদিয়া ?।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে, ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা, তোমার মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা, ও মোর দরদিয়া ॥

[মিশ্র

৬৮০

যে জন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সে তো ত'রে যাবে।
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে পড়ে রবে ॥
শুনেছি তোমার বড়োই দয়া পতিত মানবসন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান তো অন্তর্যামী,
চাহো একবার করুণানয়নে।
আমি ডুবেছি ডুবেছি সংসারপাথারে,
উঠিতে পারি না নিজবলে,
যতবার উঠিতে চাই ততই ডুবিয়ে যাই,
তুমি আমায় তোলো করে ধ'রে।
বড়ো শ্রান্ত হয়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
ধরিবারে নাহি তৃণখান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর, তুমি যদি রাখ তবে থাকি ;
বলো, আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তুমি বিনা আর কারে ডাকি !
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে তারো হে নিজ গুণে, জয় জয় হউক তোমার ॥

[ভজন, একতাল

৬৮১

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা-পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারি অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এসো হে মম হৃদয়ে ॥
হৃদয়-কুটিরদ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ?।

[মূলতান, আড়াঠেকা

পরীক্ষা, প্রলোভন, মোহ, ভবসাগর

৬৮২

ওগো জননী, রাখো লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।
পাপভয়ে প্রাণ আকুল, সতত চঞ্চল,
পদে পদে বিঘ্ন দেখি ভূমণ্ডলে ॥
আমি সহজে দুর্বল, তাহে নিঃসম্বল,
বেঁচে আছি কেবল তব নিজ দয়া-গুণে গো ;
কখন কী হবে কী হবে জননী, মরি তাই ভেবে,
অন্ধকার দেখি পরীক্ষায় পড়িলে ॥
আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম,
না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে :
কিন্তু তাহে না ডরাই জননী, যদি শুনতে পাই
তোমার অভয়বাণী সে বিপদকালে ॥

[কীর্তন-ভাঙা সুর, একতা

৬৮৩

মোহময় সংসারে থেকে, আমি কেমন করে পাইব তোমায়—
প্রাণবন্ধু হে।
আমি যতনে বাঁধিয়া প্রাণ দিতে চাই তোমায়,
পথমাঝে প্রলোভন ঘেরে যে আমায়।
আমার চরণ চলিতে নারে, তবু নয়ন দেখতে চায় (তোমায়)॥
আমার ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ, জানি না সাঁতার ;
কৃপাতরী দিয়ে নাথ মোরে করো পার।
সাগর-ভীষণ-তরঙ্গ দেখে প্রাণ কাঁদে অনিবার॥

[কীর্তন

৬৮৪

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথপানে, কত বাধা পায় পায় হে॥
চারিদিকে হেরো ঘিরেছে কা'রা, শত বাঁধনে জড়ায় হে—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো, ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে॥
দাও ভেঙে দাও ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে॥
হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দাও মুছায়ে হে॥
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে—
তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আর আমায় হে॥

[বেহাগ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১৭

৬৮৫

কবে আমার হবে সে দিন, দীনের এ দিন রবে না,
পাপ-প্রলোভনে চিত বিচলিত হবে না ॥
কবে শুদ্ধ হবে প্রাণ মন, (তোমার জীবন্ত পরশ পেয়ে)
বিষময় প্রলোভন, পাপের কথা আর কবে না ॥
হয়ে তব প্রেমে নিমগন পাইব নবজীবন,
(গত) পাপের স্মৃতি আর রবে না ॥

[কীর্তন

৬৮৬

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে ভরা, ফেলিয়া দিতে পারি না যে ॥
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া, মরণ আনে রাশি রাশি—
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই ভয় যে আসে মনোমাঝে ॥

২২ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [মিশ্র সাহানা, তেওরা। গীতিলিপি ৩।২৫

৬৮৭

কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা,
দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না ॥
আছি নিশিদিন হায় রে পথ চাহিয়ে,
কবে প্রসন্ন হবে, প্রভু, তারণ, দাতা, এ দীনে ॥

[কাফি-সিন্ধু, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩৮

৬৮৮

মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণ ভ'রে একবার দেখি হে তোমায়।
দেখিবার তরে, পিতা গো তোমারে, তৃষিত নয়ন, ব্যাকুল হৃদয় ॥
লুকাইয়ে ভালোবাস নিরন্তর, ওহে দয়াময় গুণের সাগর,
তব প্রেমরীতি সুকোমল অতি, নাহি দেখি আর এমন কোথায় ॥
গোপনে গোপনে লও সমাচার, কতই ভাবনা ভাব' হে আমার,
এ প্রেমরহস্য বুঝে সাধ্য কার, বুদ্ধির অগম্য সমুদয়।
এমন সুহৃদ্ উপকারী জনে, না দেখে বলো থাকিব কেমনে।
গুণে বশীভূত, হয়ে বিমোহিত, সহজেই চিত তোমা-পানে ধায় ॥

[সুরটমল্লার, একতাল

৬৮৯

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার।
তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আলো ॥
মোহময় সংসার-মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা।
মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান ॥

[বাহার, আড়াঠেকা

৬৯০

কেড়ে লও, কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে,
হৃদয়নিভৃতে নাথ, যাহা আছে লুকায়ে॥
ধন জন যৌবন, পাপপূর্ণ এই মন,
যার লাগি যেতে নারি তোমার ওই আলয়ে॥
এ সব নাশো হে তুমি, কৃপা করি হৃদয়স্বামী,
দাও হে জনমের মতো তব প্রেমে মাতায়ে॥

[মুলতান, যৎ

৬৯১

দয়াল, আমায় করো ভবে পার, আমি দীন দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার।
অকুলের কাণ্ডারী দয়াল তুমি ভবকর্ণধার॥
দয়াল, তোমার নামের বলে, অন্ধ দেখে, খঞ্জ চলে—
সেই আশায় আমি এসেছি দুয়ার।
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি সব অন্ধকার॥
সাধুমুখে শুনি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি, কত পাপী করিলে উদ্ধার ;
আমি অধম রইলাম পড়ে ভবে, কী হবে আমার ?।
দীনহীনের এই বাসনা, পাপে যেন আর ডুবি না,
যন্ত্রণা সয় না বারে বার।
আমি বাঁচি যেন দয়াল ব'লে, জয় জয় হউক তোমার॥

[বাউলের সুর, ছেপকা

৬৯২

অকূল ভবসাগরে তারো হে, তারো হে।
চরণতরী দেহি, অনাথনাথ হে ॥
সন্তাপনিবারণ, দুর্গতিবিনাশন,
দুর্দিনতিমির হরো, পাপতাপ নাশো হে ॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৭

৬৯৩

তারো তারো হরি, দীনজনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়, পূজনসাধনহীন জনে ॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ—
মরণমাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে ॥
ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো—
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি— ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিকহারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতলপুরে— অন্ধ এ লোচন মোহঘনে ॥

[কাফি, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৫

৬৯৪

দাও মা আমায় চরণতরী, আমি অগাধ জলে ডুবে মরি।
সাহস করে আপন জোরে, ভবনীরে ধরলেম পাড়ি।
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে, কূলকিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারি।
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, কূলে লও মা কোলে করি ॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল

৬৯৫

বিষয়ের তমোজাল ক'রে আছে নিশাকাল ;
কেমনে হইব পার সংসারসাগর এ ।
তুমি বিনা কর্ণধার দেখি নে কাহারে আর,
অখিলতারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে ?।
সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ-ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ-সমান উন্মীলি নিমীলয়ে ।
পাপতিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দাও ওহে নাথ, মোহ-অন্ধ-হৃদয়ে ॥

[জয়জয়ন্তী, ত্রিতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮২

৬৯৬

তারো হে তারো হে ভয়হর, ভবতারণ, হে ভবতারণ ।
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিতজনপাবন ॥

[কেদারা, ত্রিতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮২

৬৯৭

ঘোর গহন ভবসঙ্কটে আর কে জীবনসম্বল ।
থাকো হে বন্ধু তুমি সঙ্গে, অবিচল ভূধর-আশ্রয় ।
ভীষণ সিন্ধুতরঙ্গনাদ নামে তব নীরব,
শরণ যাচি হে করুণাসিন্ধু, আনন্দসাগর ।
প্রাণেশ্বর, প্রাণ বিতরো, হৃদিমাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও ।
আছি নাথ দিবানিশি ওই চরণতলে, প্রসাদে বঞ্চিত কোরো না ॥

[হাম্বীর, সুরফাঁক্তা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮৯

৬৯৮

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী, নিস্তারো প্রভো, জয় দেবদেব !
সংসারসিন্ধুসেতু কে করে পার, তোমা-বিনা আর হে দীননাথ,
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি ॥

[খাম্বাজ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪১

পাপস্বীকার, অনুতাপ। দয়া ও ক্ষমা -ভিক্ষা

৬৯৯

কেমনে পাব তোমায়, আমি হে পাপে মলিন, *
নাথ লোভে দুরাশায় চিত লালায়িত, ভোগবিলাসের অধীন।
ভজন-সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয়বাসনার দাস, হয়ে আছি চিরদিন, (আমি)।
হিংসা-দ্বেষ-অভিমানে, স্বার্থ-সুখ-প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত, অবিনীত, প্রেম-অনুরাগ-বিহীন।
নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান, পাষাণ-সম কঠিন।
এখন এই অভিলাষ, হয়ে তব দাসানুদাস,
চিরদিন থাকি নাথ যেন তোমারি অধীন ॥ †

[ঝিঁঝিট, খৎ

---

* মূলের পাঠ : কেমনে হব যোগী, আমি যে পাপে মলিন।

† মূলের পাঠ : যাঁরা পেয়েছেন তোমায়, থাকি যেন তাঁদের অধীন।

৭০০

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় ॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল-সম,
আমি পাপী তৃণ-সম, কেমনে পূজিব তোমায় ॥
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয় ॥
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় ॥
এ পাতকী নরাধমে তার' যদি দয়াল-নামে,
বল করে কেশে ধ'রে, দাও চরণে আশ্রয় ॥

[মুলতান, আড়াঠেকা

৭০১

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাবতে প্রভু, আমি লাজে মরি।
আমি দশের চোখে ধুলো দিয়ে কি না ভাবি, আর কি না করি।
সে-সব কথা বলি যদি, আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বসতে দেয় না এক বিছানায়, বলে, 'ত্যাগ করিলাম তোকে' ॥
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে আমি সাধুর পোষাক পরি।
আর, সবাই বলে, 'লোকটা ভালো, ওর মুখে সদাই হরি'।
যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আঁধার কোণে রাখি,
অমনি চমকে উঠে দেখি, পাশে জ্বলছে তোমার আঁখি।

তখন লাজে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চরণতলে পড়ি,
বলি, 'বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা করো হে হরি' ॥

[বাউলের সুর, গড়খেম্‌টা

৭০২

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ॥
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরান আমার পারি নে তাই পায়ে থুতে ॥
এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো, দিয়ো না আর ধুলায় শুতে ॥

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ভৈরবী, একতাল। গীতলিপি ৪।৩

৭০৩

শুনেছি মা সাধু-মুখে, তুই না কি মা পরশমণি,
লোহা ছুঁয়ে দে মা আজি, সোনা হয়ে যাই এখনি ॥
ডেকেছ মা পাপিগণে, ছুটে তাই আজ তোর ভবনে,
মোরা এসেছি মা দলে দলে, শুনে তোর ওই আশার বাণী।
পাপে পুড়েছে নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
ও মা, পাপী আজ দয়ার ভিখারি, ফিরায়ো না গো জননী ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

৭০৪

রি, তোমায় ভালোবাসি কই ? কই আমার সে প্রেম কই ?
যে যাহারে ভালোবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
আমি যদি বাসতাম ভালো, জানতাম না আর তোমা বই ॥
আমার যে অশ্রুবিন্দু, ও তায় প্রেম নাই এক বিন্দু,
আমি সংসার-পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥

[সিন্ধু, মধ্যমান

৭০৫

কবে শুদ্ধ হব, তোমায় পাব, এনে দাও সে দিন ।
আমি ধরার ধূলি গায় মাখিয়ে পাপে হয়েছি মলিন ॥
প্রাণে বাসনা প্রবল, নাই বৈরাগ্যের বল,
পদে পদে পড়ে গিয়ে হতেছি দুর্বল ।
লও দয়া করে ধুয়ে মোরে, নইলে কোথা যাবে দীন ॥

[পরজ, যৎ । সুর— জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম

৭০৬

জানিতেছ হৃদয়বাসনা নাথ, কী আর বলিব ।
হে অনাথশরণ, দাও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা ॥
ও পদ-সেবনে কাটাব জীবনে, তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণগানে রাখিব রসনা— বাসনা করেছি এই ।
তবে কেন পাপ-রথে অবিরত ধায় মম দুষ্ট পাপচিত, নাথ !
হল এ কী দায়, না দেখি উপায় বিনা তব করুণা ॥

[মূলতান, একতাল

৭০৭

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে ॥
যদি আমার মনের মলিন কালী ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢালি,
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে ॥
আজো ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি, তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে ॥

[মিশ্র রামকেলি, দাদরা। গীতলিপি ৫।১০

৭০৮

যদি তরাবে জগজ্জনে দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা, আমায়।
এ পাপী ত'রে গেলে জগতের আশা হবে দয়াময় ॥
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্তন,
তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন ;
বলব, 'আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ্‌ মহাপাপী ত'রে যায়।'
ঊর্ধ্বশ্বাসে পাপী সবে আসবে দলে দল,
ভক্ত জুটে ভক্তির ঘাটে করবে কোলাহল।
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ ত'রে যাবে,
এ পাপী যদি ওই চরণ পায় ॥

১ ভাদ্র ১৭৯১ শক (১৬ অগস্ট্‌ ১৮৬৯) [ঝিঁঝিট-খাম্বাজ (কীর্তনভাঙা), তেওট

৭০৯

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সহে না,
দিনে দিনে উঠছে জমে কতই দেনা ॥
সবাই তোমায় সভার বেশে প্রণাম করে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই, মান রহে না ॥
কী জানাব চিত্তবেদন, বোবা হয়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই আর কহে না ॥
ফিরায়ো না এবার তারে, লও গো অপমানের পারে,
করো তোমার চরণতলে চিরকেনা ॥

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭১০

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে, কোথা তাঁরে পাই ।
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ ব'লে ডাকব উভরায় ।
আমি পাপী দীনহীন, কেমনে পাব সে ধন রে,
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে, পিতা দয়াময় হে !
সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে ।
একে তো দয়াল পিতা, তাহে পাপিগণত্রাতা হে,
কত মহাপাপী জন উদ্ধার হইল ।
তাই ভেবে ডাকিতেছি, কোথায় দয়াময় ॥

[কীর্তন, লোফা

৭১১

তুমিই আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমা-বিনে আর কে !
আমি কার কাছে যাই, কেমনে জুড়াই, দগ্ধ হৃদয় যে।
যতবার উঠি পড়ি ততবার, চারি দিকে চাই, কুল নাহি আর,
তোমার কাছে তাই এসেছি এবার, লও ডেকে কাছে ॥
বড়ো আশা লয়ে এসেছি হেথায়, ফিরায়ো না প্রভু, ছেড়ো না আমায়,
তুমি না রাখিলে যাইব কোথায়, আর কে বা আছে।
ভাঙা প্রাণে আমি তব পানে চাই, ভাঙা কণ্ঠ লয়ে তব নাম গাই,
প্রাণের দারুণ পিপাসা মিটাই— তাই আছি বেঁচে ॥

[মিশ্র ভৈরবী, একতাল

৭১২

আমারেও করো মার্জনা।
আমারেও দেহো নাথ, অমৃতের কণা ॥
গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লানবেশে,
আমারো হৃদয়ে করো আসন রচনা ॥
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান—
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে—
শুন গো আমারো এই মরম বেদনা ॥

[ভৈরোঁ, ঝাঁপতাল

কাতরভাবে সম্মিলিত নিবেদন

৭১৩

পাপিগণে আজ কাঁদিছে চরণে, এসো এসো দয়াল,
হও হে উদয়, জাগায়ে হৃদয়, কাটিয়ে মোহজাল।
তোমার প্রকাশে, পাপ-তাপ নাশে, ঘুচায় যাতনা ;
মরণ-মাঝারে জীবন সঞ্চারে, আনে হে চেতনা।
সাধুমুখে শুনি, নাম স্পর্শমণি যাহার পরশে,
ভীম ভবার্ণবে, মলিন মানবে, তরয়ে হরষে।
যাহার শকতি অদ্ভুত অতি, না হয় বর্ণনা,
ঘুচায় সংশয়, যায় পাপভয়, না রহে যন্ত্রণা।
দাও দয়াময়, সে নামে আশ্রয়, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি,
মৃত ধর্ম লয়ে মৃতপ্রায় হয়ে রহিব কত দিন,
পাপের আগুনে দহিবে জীবনে, থাকিব শান্তিহীন ?
শান্তি-আশে, বিষয়-বিষে কতই ডুবিব,
ও পদ ছাড়িয়ে সুখের লাগিয়ে কতই ভ্রমিব ?
বুঝেছি এখন, তব দরশন না হলে হবে না,
না পুরিবে আশা, এ প্রাণের তৃষা কিছুতে যাবে না।
পড়িনু চরণে, দাও দীন জনে, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি ॥

[দক্ষিণী সুর, একতাল। সুর— সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে

৭১৪

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
'প্রভু প্রভু' বলে ডাকি কাতরে॥
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে বনমাঝারে॥
জগতজননী, লহো লহো কোলে
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত তৃষিত সে অতি
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে॥
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে—
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ-সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে॥
এসো তবে প্রভু, স্নেহনয়নে,
এ মুখ-পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিবে অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥

[গুজরাটি ভজন, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩১

৭১৫

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয় দাও দরশন ;
পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, দিয়ে সুশীতল অভয়চরণ।
সংসার-তাপে তাপিত হয়ে লয়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে ;
কৃপাবারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দেখো চাহিয়ে।
গতিহীন জনে তোমা-বিহনে আপনার ব'লে কে আর চাহিবে ?
সন্তাপ হরো, কৃতার্থ করো, অভয়-দানে আমাদের সবে।
তুমি গুণনিধান, সর্বশক্তিমান, কল্যাণবিধান করো নিরন্তর ;
করুণা তোমার হইলে একবার অনায়াসে পার হই ভবসাগর।
অনাথ দুর্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা কেবল ;
তৃষিত-হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে করি ভিক্ষা নাথ, দাও পুণ্যবল।
সুখ-সম্পদে দুঃখ-বিপদে যেন তোমাতে থাকে হে মতি ;
ইহ-পরকালে তব পদতলে নির্ভয় মনে করব বসতি।
যেন হে সবে মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চনা ;
অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু, তোমারে করি সাধনা ॥

১ চৈত্র ১৭৯৪ শক (১৩ মার্চ ১৮৭৩) [মল্লার, একতাল

৭১৬

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গলবারতা ॥
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা।
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা ॥

সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে ॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে ॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে ॥

[দক্ষিণী সুর, একতাল

৭১৭

পাপী তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে,
ডাকিছে কাতরে, শুন হে দয়াময় !
পাপের দহনে দহেছে পরানে, এসেছে চরণে, মাগিছে আশ্রয় ।
ভুলি তোমা ধনে সুখের কারণে ভবের কাননে কাঁদিয়া বুলেছি ;
মোহের আঁধারে পাপের বিকারে সে বন-মাঝারে পথ যে ভুলেছি ।
সুধার সরসে ছাড়িয়ে হরষে প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি ;
সেই বিষপানে দেখি নি নয়নে, হেলিয়ে জীবনে মরণ নিয়েছি ।
ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে, ডুবেছি পাথারে, উঠিতে না পারি ;
হয়েছি হীনবল, ঘিরেছে শত্রুদল, ভরসা কেবল করুণা তোমারি ।
নাহিক শকতি, জগতপতি, কী হবে গতি এ ঘোর আঁধারে ;
ও কৃপা বিনে, গতি যে দেখি নে, আকুল-পরানে ডাকি হে তোমারে ।
এসো হে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, কাটিয়ে মোহজাল, হও হে উদয় ;
হেরিয়ে সে জ্যোতি, জাগুক শকতি, পাই হে সদ্গতি পূজিয়ে তোমায় ॥

[গুজরাটী ভজন, একতাল । সুর— কোথা আছ প্রভু

নিবেদন, সঙ্কল্প ও প্রার্থনা (৫)

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যু, শোক, পরলোক

ইহলোক হইতে বিদায়ের প্রতীক্ষা

৭১৮

জানি গো দিন যাবে, এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে ॥
পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখিরা গান গাবে—
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে ॥

তোমার কাছে আমার এ মিনতি,
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ-পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী ॥
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি—
তোমার কাছে আমার এ মিনতি ॥

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।

এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ॥

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ [গীতলেখা ৩।১১

৭১৯

ইচ্ছা হবে যবে লইয়ো পারে।
পূজাকুসুমে রচিয়া অঞ্জলি আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে ॥
যত দিন রাখ তোমা মুখ চাহি ফুল্লমনে রব এ সংসারে ॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে ॥

[কালাংড়া, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৭

৭২০

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে ॥
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলকস্পন্দনে ॥
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে ॥

[বেহাগ, ত্রিতাল

৭২১

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে ॥
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথা দাঁড়াই এসে ॥
খুঁজতে যারে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে তারেই যেন যাই গো ব'লে,
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে ॥

৭২২

তুমি এপার ওপার কর কে গো, ওগো খেয়ার নেয়ে ?
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি যে সব চেয়ে ॥
ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যাবে ঘরে চলে
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে ॥
তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে তরণী যাও বেয়ে—
দেখে মন আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে।
কালো জলের কলকলে আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা পরান ফেলে ছেয়ে।
দেখি, তোমার মুখে কথাটি নাই, ওগো খেয়ার নেয়ে—
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে, দেখি যে তাই চেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে যদি তোমার আঁখি পড়ে,
আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে ॥

[বাউলের সুর, একতাল

৭২৩

ক) মরণের পারে, অমৃতের দ্বারে রয়েছ মা আগুসারি
(পথপানে চেয়ে, দেবগণে সঙ্গে লয়ে)
অভয় বচনে, ডাকিছ সঘনে, প্রেমবাহু প্রসারি।
(কোলে নেবার তরে, ভয়ে ভীত মৃত জনে)
কালের সংহারমূরতি ভীষণ, ভয়ে কাঁপে হিয়া করি দরশন,
(হুঙ্কার নাদে করে গরজন),
তার মাঝে তব মাভৈঃ রব দেয় প্রাণে শান্তি-বারি।
(পথশ্রান্ত জনে, মধুর বচনে)
রোগের বেদনা, শোকের যাতনা, তার সঙ্গে ভব-পারের ভাবনা ;
(হায়, কোথা যাব, কী হইবে, পথ চিনি না হে)
সেই অসময়ে, যেন মা অভয়ে, তোমারে ডাকিতে পারি।
(মা মা ব'লে, প্রাণ ভ'রে সকাতরে)।

খ) শ্মশানে একাকী ফেলে, যবে সবে যাবে চলে,
কোলে তুলে লইবে যতনে ; (মৃত্যুর আঁধারে)
নিরখি মায়ের মুখ, ভুলিব সকল দুখ, চিরদিন রব তব সনে।
(লোক-লোকান্তরে, দেবলোকে শান্তিধামে)
মিশিয়া অমর দলে, মা তোমার পদতলে,
নিত্য যোগে করিব বিহার ; (অনন্ত জীবনে)
জীবনের পরিণাম, সেই সুখ স্বর্গধাম,
যথা তব প্রেম-পরিবার ॥

[কীর্তন। ক) খয়রা, সুর— ধন্য সেই জন। খ) দশকুশী, সুর— তুমি আছ নাথ

৭২৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি ॥
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে,
তাই যে আমার দিবানিশি সকল পরান লয় রে কাড়ি ॥
কার কথা যে জানায় তারা জানি নে তা,
হেথা হতে কী নিয়ে বা যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী, দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি ॥

৩ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ১।৫৭

৭২৫

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে,
'আয় চলে আয়, ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।'
বলে, 'আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথায় নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে !
দেখ্ ওই সুধাসিন্ধু উছলিছে, পূর্ণ-ইন্দু-পরকাশে।

ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ, ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ ?
ওরে সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালোবাসে
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে ?।

ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ

৭২৬

অনন্তের সাথে, অনন্তের পথে, চলেছি অনন্ত দেশে—
আঁধারে-আলোকে, ইহ-পরলোকে, ছুটেছি অনন্ত পাশে।
রবি চন্দ্র তারা, হাস্যময়ী ধরা, ফুটেছে আমার তরে ;
এসেছি দেখিতে, দেখে চলে যাব, কে মোরে রাখিবে ধরে।
আমি নহি জল স্থল, অনিল অনল, নহি আমি পরাধীন ;
কিন্তু ব্রহ্মেরই তনয়, ব্রহ্মানন্দময়, রোগ-শোক-তাপ-হীন।
আমার ব্রহ্ম পিতামাতা, দেবগণ ভ্রাতা, ব্রহ্ম জীবনের ধন ;
(আমি ছোট ঘরের ছেলে নই, ভাই)
আমি প্রেমসুধা খাই, হরিগুণ গাই,
করি ব্রহ্মানন্দে বিচরণ,
আমায় ধ'রো না, ধ'রো না, ভুলাতে এসো না,
ছেড়ে দাও চলে যাই ;
উড়ে অনন্ত অম্বরে, অনন্ত সুস্বরে অনন্তেরই গুণ গাই ॥

[কীর্তন, খয়রা। সুর— চল চল ভাই মার কাছে যাই, নাচি গাই

৭২৭

সুমধুর স্বরে প্রেমভরে ওই কে ডাকে গো— যাই যাই।
লহো লহো সংসার, ব্যথিত হৃদয়ভার, বিদায় দাও এবে— যাই যাই।
ঘুচিল ভাবনা, ঘুচিল যাতনা। ওই কে ডাকে গো— যাই যাই।
ওই কোন্ সুখ-দেশ মনোলোভা-বেশে, আনন্দ-শীকর-শীতল রে,
নিরাধার আধারে মাধুরী ফুটিয়ে ডাকিছে সাদরে— যাই যাই।
অনন্ত বেদগান, অনন্ত পুরাণ, অনন্ত সাধনা সমাধি রে।
অনন্ত জীবনে লহরী উঠিয়ে ডাকিছে সাদরে— যাই যাই।
যাও আঁখি নিভিয়ে, যাও কান ডুবিয়ে, যাও প্রাণ মজিয়ে, যাও যাও।
ওই কার গন্ধ অন্তরে পশিয়ে ডাকিছে সাদরে— যাই যাই॥

[সিন্ধু, ঠুংরি

মৃত্যু

৭২৮

চলিল অমর আত্মা তোমার অমৃত কোলে,
লহো লহো আজি তারে আদরে ভকত-দলে।
জড় দেহ, জড় বেশ, ছাড়ি এ জড়ের দেশ,
উড়িল অনন্তে পাখি, তোমারে ধরিবে ব'লে।
সংসারের ধূলি ঝাড়ি, লও প্রেম-বাহু প্রসারি,
ধুইয়ে পাপের কালি তোমার শান্তির জলে।
ক্ষুধা পেলে প্রেমসুধা দিয়ে নিবারিয়ো ক্ষুধা,
অনন্ত আরামে তবে তোমাতে থাকিবে ভুলে॥

[পাহাড়ী, আড়া। সুর— কী আর জানাব নাথ

৭২৯

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক ॥
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক ॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক ।
অশ্রু-আঁখি-'পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ-চোখ
তবে তাই হোক ॥

৭৩০

নিয়েছ নিয়েছ ভালোই করেছ, রেখেছ কত যতনে ।
ধুলার ঘর হতে স্বরগে তুলিলে, পালিতে অমৃত-ভবনে ॥
রাখি মোদের ধন তোমার সদনে থাকিব মোরা নিশ্চিন্ত মনে,
নাশ' মোহ-তিমির-পাশ, চাহ, দেব, প্রেম-নয়নে ।
সে যে আমার হতে প্রভু তব প্রিয়ধন, অসীম অনুরাগে করিলে সৃজন,
অনন্ত পথে, নাথ তব সাথে, চিরসাথিরূপে করিলে গ্রহণ ।
জনম দিয়াছ, মরণ হেথা নাই, অমর-জীবন তোমাতেই পাই,
তুমি সবাকার আশ্রয় আধার, লোক-লোকান্তর তোমার চরণে ॥

[কানাড়া, একতাল

৭৩১

ওম্ জয় দেব, জয় দেব !

জয় দেব, জয় দেব, জয় পরমদেবতা, (জয়)
সকলে আশ্রয়দাতা, অন্তর-দুখ-হরতা।
জয় জয় দেব মহান্, জয় সরব-শকতিমান,
অগণন-লোক-বিরাজিত বুদ্ধি-অতীত ভগবান্।
জীবন-উৎস আদি, গমনীয় ধাম তুমি, (প্রভু)
চির-অন্বেষিত আপন গোপন জনমভূমি।
নিদ্রিত এ লোকে আত্মা তব কোলে, (পিতা)
মৃত্যুর-ছায়া-প্রান্তর-পারে যায় চলে।
তোমারি স্নেহ-কোলে জাগে সে নব লোকে, (আজি)
বিরহ-ছায়া যথা প্লাবিত তোমারি মুখ-আলোকে।
সত্য পুরুষ তুমি যে, বেষ্টিত আত্মাগণে, (আছ)
উজলতর নিরখি আজি, শোক-সজল নয়নে।
দূরে— ওই দূরে— প্রেম-কিরণ-মধুরে, (ওই)
একে একে মিলিব মোরা সুন্দর তব পুরে।
দুঃসহ বেদন-ভার বহিছে আজি এ হিয়া, (দেখো)
না জানে কেমনে চিরদিন এ দুখ রবে সহিয়া।
তাপিত নরনারী চাহিছে তব পানে, (আজি)
সকল ব্যথা করো মোচন সান্ত্বন-পরশ-দানে।
আকুল ক্ষীণ চিতে এসেছে তব চরণে, (তারা)
পারে যেন ফিরিতে ঘরে নির্ভর-সবল-মনে॥

সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ (শ্মশান-যাত্রায় গাহিবার জন্য রচিত) [ভজন

আত্মীয়-বিয়োগে নিবেদন

৭৩২

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে!

মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল, প্রাণভরা আশা-সমাধি-পাশে।
নীরসতা-ভরা এ নিরদয় ধরা, শুকায়ে দিল কলি উষ্ণ শ্বাসে।
দুদিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল, দুদিন ভেসেছিল সুখ-বিলাসে।
না হতে পাতা দুটি, নীরবে গেল টুটি, বাসনাময় প্রাণ শুধু পিয়াসে;
সুখ-স্বপন-সম, তপ্ত বুকে মম, বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে॥

[লাউনি, ত্রিতাল

[স্বজন-বিয়োগ]

৭৩৩

তবু তোমারে ডাকি বারে বারে;
কত যে পেতেছি ব্যথা না বুঝে তোমারে।
জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,
তুমি তো ভোল না, বিধি, নয়ন-আসারে।
বলো হে কবে জানিব শ্মশানেতে তুমি শিব;
তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।
বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া,
তুমি যে রয়েছ সুখ-দুঃখের ও পারে।
মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,
তাই তো এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে॥

[সিন্ধু-কাফি

৭৩৪

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি—
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি ।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে—
কেবলি আনন্দস্রোত চলেছে প্রবাহি ।
যাও রে অনন্তধামে অমৃত-নিকেতনে—
অমরগণ লইবে তোমা উদার-প্রাণে ।
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে ।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য-কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস যাও সেই দেবসদনে ॥ †

[প্রভাতী, একতাল । স্বরবিতান ৮।৪৩

৭৩৫

তাঁরে রেখো রেখো তব পায়,
যেথা ভবের জ্বালা জুড়ায় হে, ভবের জ্বালা জুড়ায় ।
যেথা জরা নাহি আসে, মরণ নাহি গ্রাসে, শোক তাপ দূরে যায়,
সেই শীতল অমৃত ছায় ।

† "রে" স্থানে "সে", এবং "বৎস" স্থানে "বৎসে, দেব, দেবি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি," প্রভৃতি পদ বসাইয়া নানা আত্মীয়ের বিয়োগে এই সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় ।

যিনি সবারে ত্যজিয়ে তোমারে খুঁজিয়ে ফিরেছেন ধরামাঝে ;
যাঁরে বিষয়-বাসনা ভুলায়ে রত করিলে তোমারি কাজে।
এবে কর্মে ধন্য, ধর্মে পুণ্য, ফুরাল সে জীবন ;
আজি অনাথ মোদের করো করো তব কল্যাণ বিতরণ !
তাঁর শেষ সাধ ছিল "বাড়ী যাব", হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন,
ওগো জগত-জননি, লভিলেন তব শান্তির নিকেতন ॥

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে রচিত) [সুরট-মল্লার, ত্রিতাল

অনন্ত জীবন, অমৃতধাম, অমর প্রেম

৭৩৬

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ?
জয় অজানার জয় ॥
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয় !
জয় অজানার জয় ॥
জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাটলো তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয় ॥
মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ?
জয় অজানার জয় ॥

[গীতপঞ্চাশিকা ১০৪

৭৩৭

জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে, হে প্রভু।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃত-দুয়ারে, হে প্রভু।
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে অব অসীম ভুবনে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে, হে প্রভু।
জানি হে নাথ পুণ্য-পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে, হে প্রভু।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে-বিপথে সুখে-অসুখে, হে প্রভু।
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে, হে প্রভু॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭০

৭৩৮

সমুখে শান্তিপারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজনার॥

[স্বরলিপি : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮

৭৩৯

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে, কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥

[ললিত-বিভাস, একতাল

৭৪০

মৃত্যুমাঝে পাই যে তোমার সত্য পরিচয়,
তাইতো দেখি কোথাও প্রিয়, হয় না কিছুই লয়॥
দুঃখদিনে বক্ষে ধর', ধ্বংস দিয়ে সৃষ্টি কর',
আঘাত দিয়ে আদর কর', হৃদয় কর' জয়॥
শুদ্ধ তুমি, সত্য তুমি, নিত্য তুমি তাই—
মরণ হতে জীবন জাগে, অন্ত নাহি পাই।
এইতো তুমি, এইতো তুমি, ভরিয়া আছ চিত্তভূমি,
তোমার মাঝে সবাই রাজে, নাইকো কোনো ক্ষয়॥

৭৪১

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে ॥
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা, সুরু হবে বৃষ্টি-ঢালা,
বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে ॥
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার, যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে, মরণে ফল ফলবে ॥

২৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ২।৩২

৭৪২

দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান ॥
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবন-দ্বার—
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান ॥
অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি—
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে।
অনন্ত আলয় যার, কিসের ভাবনা তার—
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ ॥

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল। স্বরবিতান ৮।২৪

৭৪৩

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়' ॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় ॥
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু ;
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায় ?।

[মিশ্র ছায়ানট, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩২

৭৪৪

অসীম এ পুরে, নকটে বা দূরে, রেখেছ যাহারে যথায়—
এ ঘরে ও ঘরে, সবারে আদরে, রেখেছ চরণছায়ায় ॥
আছে যারা কাছে, যারা লুকায়েছে,
এক প্রেম-কোলে সবাই রয়েছে ;
কত ভালোবেসে, এ দেশে ও দেশে, বিকশিত করিছ সবায় ॥
যে চরণতলে রবিশশী হাসে, অণু পরমাণু যথায় বিকাশে,
যত হারাধন, প্রাণ প্রিয়জন, আলো ক'রে সবাই হেথায়।
কী প্রেম-বাঁধনে বেঁধেছ যতনে, নিখিলের সনে এই প্রাণমনে,
কেবা ছেড়ে কারে দূরে যেতে পারে, বাঁধা যে সবে তব পায় ॥

৭৪৫

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই ।
অন্তরগ্লানি সংসারভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ॥

[বেহাগ, ত্রিতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫১

৭৪৬

অনন্ত ভুবনে, সত্য-নিকেতনে,
হেরো বিরাজিত প্রেম পরিবার ।
ইহ-পরলোকে দ্যুলোকে-ভূলোকে নাহি ব্যবধান, সব একাকার ॥
যাহাকে বলি 'নাই নাই নাই,' তাহার দেখা সেখানে পাই,
নিত্যলোক-মাঝে সবায় বিরাজে,
কে যাবে ? সেথা অবারিত দ্বার ॥
আশার পুলকে পুলকিত প্রাণ,
সে দেশের মোরা পেয়েছি সন্ধান,
তাঁহারই কৃপায় যাইব সেথায়, খুলেছেন পিতা অমৃতের দ্বার ॥

[ঝিঁঝিট, ত্রিতাল

৭৪৭

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা, পরাও পরাও জ্যোতির টিকা—
করো হে আমার লজ্জাহরণ ॥
পরশরতন তোমারি চরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো, যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো—
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

৭৪৮

চলো সেই অমৃতধামে, চলো ভাই যাই সকলে,
নাহি যথা ব্যবধান ইহকালে পরকালে।
ঘুচিবে ভয়ভাবনা, না রবে ভবযাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি-সলিলে।
অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ-সাধনে,
আছেন মগন হয়ে জীবন-জলধি-জলে।
প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম-সমর্পণ ক'রে,
অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা-বলে ॥

১ বৈশাখ ১৭৯৫ শক (১২ এপ্রিল ১৮০৩) [জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৭৪৯

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়।
তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরা হতে পুনরায়,
লয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়!
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন,
পরকালে স্নেহ-কোলে রহে তব সমুদয়॥

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতাল

৭৫০

অক্ষয় আনন্দধামে চলো রে পথিক মন,
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন।
তথা শান্তি নামে পুণ্যনদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন।
অজস্র অমিয়-সুধা বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুধা করি সেবন।
তথা নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন॥

[ঝিঁঝিট, ত্রিতাল

৭৫১

চলো সে অমৃত-ধামে শান্তি-হারা নরনারী,
শীতল হবে যদি, চল সবে ত্বরা করি।
যেখানে নাহিকো শোক, নাহি পাপ, নাহি দুখ,
আনন্দ-সমীরণ বহে যথা স্নিগ্ধকারী।
খোলো হৃদয়-দুয়ার, ঘুচিবে সব আঁধার,
তাঁর পুণ্য-আলোকে ভাসিবে দিবাশর্বরী।
প্রেমসিন্ধু-সলিলে, মগন না হইলে,
পাবে না শান্তি-সুধা সুমিষ্ট চিত্তহারী।
প্রাণসখারে ভুলে কার প্রেমে মজিলে ?
হায়, পান না করিলে সে প্রেমবারি ॥

[পিলু, পোস্ত

৭৫২

ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব শোভন,
ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে মোচন,
শান্তি পাইবে হৃদয়-মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কী ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কী অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর।
কী সুধাময় গান গাইছে সুরগণ বিমল বিভু-গুণ-বন্দনা ;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম ॥

[সিন্ধুবিজয়, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১০ (পরিবর্তিত আকারে)

৭৫৩

জীবনে মরণে তুমি নিকটে আছ, শঙ্করী,
ও মা শান্তিপ্রদায়িনী দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী !
বসি মোহ-অন্তরালে, ইহকালে পরকালে,
অমর সাধু সকলে রয়েছ মা কোলে করি।
যোগেতে জীবিত হয়ে, সাধু বন্ধুগণে লয়ে,
থাকিব অনন্তকাল তব পদ হৃদে ধরি।
পাসরিব ভবতাপ বিরহ শোক বিলাপ,
হেরিব অমৃতধামে প্রিয়জনে প্রাণ ভরি ॥

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

৭৫৪

চল চল ভাই, মার কাছে যাই, নাচি গাই প্রেম ভরে। (গিয়ে)
অমর ভবনে দেব-দেবী সনে হেরি তাঁরে প্রাণ ভ'রে।
থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়-গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ-ধামে ;
(আর রব না, রব না, দেহপুরবাসে)
মোদের সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান কেবল দু দিনের তরে।
মহা মিলন-সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসি মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ-তলে ;
(সুরে সুর মিলাইয়ে, এক হৃদয় হয়ে)
অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে ॥

[কীর্তন, খয়রা

৭৫৫

শুদ্ধমনে জয় জয় ব্রহ্ম বল।

জয় জয় ব্রহ্ম বল, দয়াল বল, তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥

ব্রহ্মনাম মহামন্ত্রে আঁধার ঘুচিল,

ব্রহ্মযোগে জীবন মরণ একাকার হল— জয় জয় ব্রহ্ম বল ॥

জীবনের ব্রত সাধিয়ে যারা আগে গেল,

তারা ব্রহ্মনামে, দিব্যধামে, নবজীবন পেল— জয় জয় ব্রহ্ম বল ॥

সেই ব্রহ্ম বলে বলী হয়ে, ব্রহ্মধামে চল ;

আর ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ সবে মিলে বল— জয় জয় ব্রহ্ম বল ॥

[কীর্ত্তন, দোলন। সুর—হরি ব'লে দেবগণে নাচে

[প্রেম অমর]

৭৫৬

প্রেম কি কভু বিফলে যায়— প্রেমের মরণ নাই রে ধরায়।

যেখানে যে প্রেম দিয়েছ, লেখা আছে মায়ের খাতায় ;

বিন্দু প্রেমের মূল্য কত— লয়ে যাবে তাঁর দরজায় ॥

যেখানে যে প্রেম পেয়েছ, খাঁটি ব'লে জেনো রে তায় ;

প্রেমে সব বেঁচে আছে, প্রেমের স্মৃতি হৃদয় জুড়ায় ॥

প্রেমিকের প্রেম কখনো কি পরলোকে গেলেই ফুরায় ?

নিত্য নূতন হয়ে সে যে আলিঙ্গন করিবে তোমায় ॥

চোখের দেখা নাই ব'লে ভাই কেন বৃথা খেদ কর, হায়—

মায়ের প্রেমে আছে সে প্রেম, সন্দেহ কি আছে রে তায় ॥

[রামপ্রসাদী সুর

শোকার্তের নিবেদন

৭৫৭

দীননাথ, প্রেমসুধা দাও হৃদে ঢা'লিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে।
তব প্রেমনীরে, আহা, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।
অমৃতধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ, বিন্দু তার শোকদগ্ধ অন্তরে ;
সংসারঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরমসখা, তোমার প্রেম গাইয়ে ॥

[টো'ড়, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।১২৮

৭৫৮

শোক-সন্তাপ-নাশন, চির মঙ্গলনিদান ;
আজি তাঁরি পদে কর মন প্রাণ সমর্পণ।
ঘুচিবে শোক-যাতনা, পাইবে প্রাণে সান্ত্বনা,
হৃদয়-জ্বালা জুড়াইবে, পেলে তাঁর দরশন।
ইহ-পরলোকে যিনি করুণাময়ী জননী,
প্রেমক্রোড় প্রসারিয়ে করিছেন আবাহন,
শোকী তাপী যে যেখানে, পড় তাঁর শ্রীচরণে,
শান্তিজলে শোক তাপ হবে সব নিবারণ ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৭৫৯

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখদুঃখের ভিতরে।
বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে, তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে,
কর নিত্য নব বেশে খেলা দাসের অন্তরে।
সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে,
রোগে শোকে চিরদিন আছি ও-পদে,
হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে, যোগানন্দ ভরে॥

[কীর্তন, খেমটা

৭৬০

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি—
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন ক'রে দাও-না দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে, বেদনা তাহা জানাক মোরে—
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে;
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে॥

[মিশ্র ইমনকল্যাণ, ঝম্পক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ।৪০

৭৬১

তুমি আপনি কোলে লবে ব'লে,

সকলের কোল কর ছাড়া।

সবাই যখন দেয় গো ফেলে, তখন তুমি এসে দাও মা ধরা।

সবার কথা ঠেলে ফেলে, তোমার কথায় যে জন চলে,

তুমি আপনি এসে কোলে তুলে, মুছায়ে দাও অশ্রুধারা।

অনন্ত প্রেম-আলিঙ্গনে, অনন্ত-স্নেহ-চুম্বনে,

অনন্ত মধুর সান্ত্বনে, তারে ক'রে রাখ আত্মহারা॥

[ভৈরবী, ঢিমেতেতালা

৭৬২

সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অন্ধকার,

নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই॥

চৌদিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,

তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই॥

ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,

যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।

তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃতমুরতি রাজে,

মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ-পানে চাই॥

তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু,

মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।

হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,

তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই॥

[আলাইয়া, আড়াঠেকা। স্বরবিতান ৮।৩২

৭৬৩

শোকে মগন কেন জর্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্যমাঝে হয়ে শান্তিহারা ॥
যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৯

৭৬৪

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ ?
ডেকে নিলে ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাকো ॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়— তারে তুমি ডাকো, প্রভু, ডাকো ॥
সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো ॥
কে আমার আত্মীয় স্বজন, আজ আসে কাল চ'লে যায়।
চরাচর ঘুরিছে কেবল, জগতের বিশ্রাম কোথায় ?
সবাই আপনা নিয়ে রয়, কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়।
সংসারের নিরাশ্রয় জনে, তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাকো ॥

[টোড়ি, ঝাঁপতাল। স্বরবিতান ৮।৫০

৭৬৫

যখন ভেবে চিন্তে দেখি,
দেখি আমার বলতে আমার তোমা-বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণ-প্রিয় জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে?
আপনার ব'লে তুলে নিতে কোলে তোমা বিনে আর কারেও না পাই।
প্রভু ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি,
যত আত্মীয় স্বজন, হারানো রতন, একাধারে প্রভু, তোমাতে পাই।
তুমি সুখ শান্তি শোকার্তের সান্ত্বনা, তুমি চিন্তামণি, ভবের ভাবনা,
নিরাশের আশা, তুমি ভালোবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই॥

[মূলতান, একতাল

৭৬৬

ভেঙেছ ভেঙেছ, ভালোই করেছ আমার সুখের ঘর।
পেয়েছি, নয় পাব, সয়েছি, নয় স'ব, আরো দুঃখ দুঃখের উপর।
সহজে যে জন হল না তোমার, উচিত বিধান করিবে তো তার,
সে কেঁদে গ'লে যাক, ধূলাতে লুটাক, তুমি তো ছাড় না যারে ধর'।
পেতে দিলাম বুক চরণে তোমায়, রাখিবে রাখ, মারিবে মার';
তোমার আঘাত হয়ে আশীর্বাদ করিবে আমারে অমর।
আমার বলিতে কিছু না রাখিবে, পথের ভিখারী ক'রে ছেড়ে দিবে।
তবু কিছু কি বলিব? আর কি কাঁদিব?
তুমি করে যেও, যা ইচ্ছা কর'॥

[মূলতান, একতাল

অষ্টম অধ্যায়

দৈনিক জীবন, পরিবার, মানব-পরিবার, ধর্ম-পরিবার, দেশ, জগতের দুঃখ, জগতের সঙ্গে মিলন

দৈনিক জীবন ও কর্তব্য

৭৬৭

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো॥
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ-দুখ-হাসি-নয়ননীরে,
লহো আমার জীবন ঘিরে।
সংসারে সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো॥

[ছায়ানট, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬১, গীত পরিচয় ১।১১

৭৬৮

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মলপ্রাণে॥
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে॥
সঙ্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে, থাকো আনন্দে নিন্দা-অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে॥

[খট্, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৭

৭৬৯

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে—
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

[কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১১১

৭৭০

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি ॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম তোমারে সঁপিব, স্বামী ॥
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি ॥

[বাগেশ্রী, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১০

৭৭১

আজি প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসারকাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো, অন্তর-মাঝে ॥
হৃদয়দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে ॥
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীতগান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে, সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

[বিভাস, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০০, বৈতালিক ২৩

গৃহ, পরিবার

৭৭২

এস হে গৃহ-দেবতা ! এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে করো পবিত্র ॥
বিরাজ' জননী, সবার জীবন ভরি— দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা, জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য হৃদয়ে— সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত ॥
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা, বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা—
নব শোভাকিরণে করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র ॥
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ— ভুলায়ে রাখো সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র ॥

[আনন্দভৈরবী, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৫ ; বৈতালিক ৩১

৭৭৩

তোমার মতো কে আছে আর এ সংসারে।
(এমন) করুণা কে আর করতে পারে।
হয়ে জগতের জননী, করুণারূপিণী, আছ এই বিশ্ব কোলে করে ;
কিবা ধনধান্য-ভরা এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে— (কত যতন ক'রে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গলবিধাতা, আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে।— (তুমি মায়ের মতো)
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপসাগরে।— (চিরদিনের মতো) ॥

[বাউলের সুর, একতাল

৭৭৪

কবে তব নামে রব আমি জাগি।
তব ধ্যানে, তব জ্ঞানে, প্রেমে হয়ে অনুরাগী ॥
সংসার হবে ধাম, জীবনে ধ্বনিবে তব নাম ;
তুমি হবে জীবনের প্রভু, আমি দাস হয়ে রব পদে লাগি ॥

[ধুন, ত্রিতাল

৭৭৫

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে।
সব দুখশোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারি আলো হে ॥
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হয়ে,
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে ॥
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি
সোনা ক'রে লব পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে শুধু জ্বালা, শুধু কালী।
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে ॥

[দেশ-মল্লার, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮২

৭৭৬

নহে ধর্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে
তাঁর আদেশ পালন নাহি করিলে।
গৃহস্থের গৃহধর্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম
সবই ধর্ম, তাঁরি কাজ ভাবিলে।
কর্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা
কী ফল কেবল তাঁরে ভাবিলে ?
সদা প্রাণপণ, কর কর্তব্যপালন,
সরস রাখ হৃদয় প্রেমসলিলে ;
হেরে অনন্ত-মাঝে, হের সদা প্রাণরাজে,
চিরসুখ পাবে তাঁরে পাইলে ॥

[সোহিনীবাহার, যৎ

মানব-পরিবার

৭৭৭

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ॥
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও ॥

৭ আষাঢ় ১৩৩৭ বাং (১৯১০) [ভৈরবী, কাহারবা। গীতলিপি ৫।৭ ; বৈতালিক ৫২

৭৭৮

সবার সঙ্গে সবার মাঝে তোমারি সঙ্গ লভিব হে ;
সকল কর্মে নয়নে বচনে তোমারি সঙ্গে রহিব হে।
আকাশে আলোকে শিশিরে পবনে, কুসুমে কাননে তারকা-তপনে,
প্রভাতে নিশীথে, নদী গিরিবনে, তোমারি মহিমা গাহিব হে ।
দুঃখে দৈন্যে, বিপদে ব্যসনে, তোমারি নাম ডাকিব হে।
শান্তি যবে নামিবে প্রাণে, প্রেমানন্দে থাকিব হে।
কণ্টক-ঘেরা সংসার-পথে, তব ধ্বজা বহিব হে ;
বক্ষ পাতিয়া লব তব দান, আনন্দে সব সহিব হে ॥

[খট্, দাদ্‌রা। স্বরলিপি স্বপন-খেয়া পুস্তকে

৭৭৯

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে—
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে॥
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে।
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে—
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে।
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে,
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

[মিশ্র ইমন, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৬

৭৮০

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন, হত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যেরে আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে, তাই হে চির, তোমারে চাই।
সবাই যেচে দিত যখন গরব করে নিই নি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে বলত সবাই, নাই, কিছু নাই।
তোমার চরণ পেয়ে, হরি, আজকে আমি হেসে মরি,
কী ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায় রে কী ধন চাহি নাই॥

[পিলু, দাদ্‌রা। কাকলি ১।২০

৭৮১

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে হে নাথ পরাতে রাখী॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে, পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপনা পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে।
তোমা সাথে যে-বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেকতরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি॥

২৭ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [কীর্তনের সুর, কাওয়ালি। গীতলিপি ২।৪৬

৭৮২

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে ॥
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে
সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
সঙ্গী হয়ে আছ সেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে,
সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে ॥

৭৮৩

যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক্‌, তারা তো পাবে না জানিতে—
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে ॥
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ—
তারা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে ॥

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে তোমা-পানে রবে টানিতে—
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন—
সবার সঙ্গ পাবে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন জাগিবে হৃদয়খানিতে ॥

[মিশ্র সাহানা, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৪৬

৭৮৪

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো, জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারই আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে, টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

[কাফি, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০৬

৭৮৫

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে ॥
তবু যে পরানমাঝে গোপনে বেদনা বাজে—
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥
বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি, সে বোঝা হয়েছে ভারি,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে ॥

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

৭৮৬

তোমার প্রেম জাগাও প্রাণে।
সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে, মাতাও প্রেমগানে।
বহুক সমীরণ প্রেমের বারতা,
গাহুক রবি শশী প্রেমগুণ-গাথা,
বহুক সরিৎ সিন্ধু তব প্রেমকথা আমার কানে কানে।
প্রেমে মধুময় এ বিশ্ব ভুবন,
জড় জীবে প্রেমে করি আলিঙ্গন,
স্বাদে গানে গন্ধে প্রেমের স্পন্দন বাজুক তানে তানে।
ব্যথা যেই দেয়, তারে প্রাণে রাখি,
বিপথে যে যায়, তারে প্রেমে ডাকি,
দুঃখে নির্যাতনে করুণা নিরখি, সবায় তুষি প্রেমদানে ॥

[মূলতান, একতাল

৭৮৭

নিরমল নাম প্রচার' দেশে বিদেশে,
সকল গৃহে সকল পরিবারে।
জগৎ-পুরবাসী যত নরনারী,
সবে মিলি গাবে তোমার অনুপম গুণ ;
বহিয়ে প্রেমের স্রোত সংসার হইতে,
প্রেমসমুদ্র তুমি, মিলিবে তোমায় হে ॥

(টোড়ি, চৌতাল

৭৮৮

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে,
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে ॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি !
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনো মতে ॥
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে ॥

ওই-যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?।

২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)   [টোড়ি-ভৈরবী, কাহারবা। গীতলিপি ৬।১৫

৭৮৯

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই॥
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি, কী জানি কী হবে—
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা যে ভুলে যাই॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত, ওহে, তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর—
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ, দেখা যেন সদা পাই॥

[হাম্বীর, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২০

ভক্ত, প্রেমিক, ধর্মপরিবার, ভক্তমাঝে ভগবান

৭৯০

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা ॥
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা ॥
তব জীবনের আলোতে জীবনপ্রদীপ জ্বালি,
হে পূজারি, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা ॥

১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০) [পূরবী, একতাল। গীতলিপি ১। পৃষ্ঠা /০

৭৯১

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস ॥
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ॥
তুমি কাহার সন্ধানে, সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস ?।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথি, ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে, কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস ?।

১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০) [বাউলের সুর, কাহারবা। গীতলিপি ২।১

৭৯২

কে যায় অমৃতধামযাত্রী। আজি এ গহন তিমিররাত্রি
কাঁপে নভ জয়গানে ॥
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে ॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী।
যাব অহরহ সাথে সাথে, সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে,
অপরাজিত প্রাণে ॥

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪৩

৭৯৩

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর—
ও তার থাকে না, ভাই, আত্মপর ॥
প্রেম এমনি রত্ন-ধন, কিছুই নাইকো তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন ;
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর ॥
প্রেমিক চায় নাকো জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রটলে অখ্যাতি ;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি, থাকবে কেন অন্য ডর ?
প্রেমিকের চালটে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার-কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
ও সে চৌদ্দ-ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর ॥

১ পৌষ ১৭৯৮ শক (১৮৭৬) [বাউলের সুর, একতাল

৭৯৪

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখার আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ-দুঃখে সমভাব, হৃদয়ে স্বর্গ তার,
কখনো হাস্যবদন, কখনো করে রোদন,
কখনো মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ,
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ,
কী আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।
তার প্রেম-লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম-লাগি তাহাতে,
আনন্দলহরী তাহে উঠে বারে বার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল স'বে,
তবে সে সম্ভব, হলে করুণা তোমার,
'ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং' জানিয়াছি সার ॥

[মল্লার, একতাল

৭৯৫

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে,
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে !

প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল-কিনারা,
হল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে॥

[ঝিঁঝিট, যৎ

৭৯৬

তুমি যারে কর হে সুখী, সেই সুখী হয় এ সংসারে ;
বিপদ প্রলোভনে তার বল কি করিতে পারে ?
আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখসাগরে ;
নাহি জানে কোনো অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চির সুখ শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ, কত উথলে তার অন্তরে ;
মত্ত হয়ে সুধা পানে, বিরহে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার তার হৃদয়-কন্দরে।
ওহে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু প্রেম দানে,
সুখী কর নাথ, যদি আমারে,
তবে তো সার্থক মম, হয় এ পাপজীবন,
গাই তব নামগুণ মনের আশা পূর্ণ করে॥

১ ভাদ্র ১৭৯৬ (১৮৭৪) [সিন্ধু-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

৭৯৭

মরণসাগরপারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর— তোমাদের স্মরি॥
সংসারে জ্বলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক জয় হোক, তারি জয় হোক— তোমাদের স্মরি॥
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা, তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা, তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক— তোমাদের স্মরি॥

৭৯৮

তার কী দুঃখ বল সংসারে, যে জন সত্যকে আশ্রয় করে?
করে কালযাপন হয়ে হৃষ্টমন দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়-দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্য-সাধন,
হইয়াছে যার জীবনের সার, সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্তব্যপালন,
অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্ত মতি, প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব নরে॥

[খাম্বাজ, একতাল

৭৯৯

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে?
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥

[কেদারা, চৌতাল

[অমর পরিবার ; ভক্তমাঝে ভগবান্]

৮০০

দে মা মিলাইয়া ভক্তসনে ; আর ভিন্নভাব রেখো না জীবনে।
ভক্তের নয়ন দিয়া তব মুখ নিরখিয়া,
প্রেমানন্দ ভুঞ্জিব গোপনে ; পূজব অভয়পদ মিলে ভক্তসনে।
ভক্ত-কর্ণে তব গুণ শুনিব হয়ে নিপুণ,
তেমনি ভাবে-ভোলা হব নাম-শ্রবণে ; কর চিরসুখী প্রেমের মিলনে।
ভক্তের পবিত্র রক্ত দিয়া আমায় কর ভক্ত,
ভক্তসঙ্গে মিশে এক সনে, আমি ধন্য হই ও-পদ সেবনে।
দে মা ভক্তের বাসনা, দে মা ভক্তের রসনা,
ভক্তসনে করি নাম ঘোষণা, মিলে ভক্তসঙ্গে প্রণমি চরণে।
দে মা ভক্তের বিশ্বাস, দে মা ভক্তের প্রয়াস,
ভক্তের চেতনা দে মা মনে, আমার সকল আশা অভয় চরণে।
ভক্ত-পদচিহ্ন ধরি, দিনে দিনে অগ্রসরি,
যাব মা গো তোমার সদনে, থাকব দাস হয়ে তব নিকেতনে॥

[ললিত, যৎ। সুর— দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে

৮০১

ডেকে লও দয়া করে আমারে ভিতরে।
কত দিন আর পরের মতো থাকব বাহিরে।
দীনহীন কাঙালের বেশে, বসে থাকিব এক পাশে,
ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখব প্রাণ ভরে।
তব প্রেমনিকেতনে, দেখব যত সাধুগণে,
করব প্রেম ভিক্ষা তাঁদের চরণে ধরে— (ব্যাকুল হয়ে)।
সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাসে, পবিত্র প্রেম-বাতাসে,
বহুদিনের মনের ব্যথা যাইবে দূরে ;
শুনে প্রেমতত্ত্ব-কথা, পান করে প্রেমসুধা,
ডুবিব অতলস্পর্শে প্রেমসাগরে॥

[খাম্বাজ, একতাল

৮০২

বড় সাধ মনে, নিরখি নয়নে সে অমর পরিবার,
হৃদয়বেদনা, মরমযাতনা, পাসরিব হে এবার।
আহা, প্রিয়দরশন দেব-দেবীগণ করে প্রেম-বিনিময়,
মধুর মিলন, মধুর বচন, সব যেন মধুময়।
কেহ কারো গলে ধরি কুতুহলে দেয় প্রেম-আলিঙ্গন ;
বুকে চাপি ধরে, পুলকে শিহরে, আনন্দে করে রোদন।
আহ্লাদে গলিয়া কোলে মাথা দিয়া কেহ মৃদু মৃদু হাসে,
কেহ ভক্তিভরে প্রণিপাত করে, পরস্পরে ভালোবাসে।
কেহ কারে ধরি তোলে কাঁধে করি, নাচে 'হরি হরি' ব'লে
ভকত ভকত করে সেবা কত, প্রেমানন্দে ঢ'লে ঢ'লে।

প্রণয়-প্রসঙ্গে ভাবের তরঙ্গে ভাসে বদনকমল ;
হরি লীলাকথা কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
হয়ে প্রেমে গদগদ পূজে হরিপদ হরিভক্ত সাধুগণ ;
আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব, কিবা নির্মল জীবন!
পলক বিচ্ছেদে সারা হয় কেঁদে, নাহি ছাড়ে কেহ কারে,
মিলে প্রাণে প্রাণে অনন্ত মিলনে, ভাসে প্রেমপারাবারে।
হরিপ্রিয় জনে তুষিব কেমনে, এই ভাবে অনুদিন ;
হরিপ্রিয় কাজে মানবসমাজে একেবারে হয় লীন ॥

[কীর্তন, একতাল। সুর— ধন্য সেই জন

[প্রেমপরিবার]

৮০৩

পিতা, এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন,
যার তরে আশা করে আমরা করি এত আয়োজন ?
দেখে যার পূর্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন ;
নর নারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে,
ডাকে তোমায় পিতা ব'লে, আনন্দে হয়ে মগন।
তব পুত্রকন্যাগণে, পবিত্র ভাবে সেখানে,
প্রেমপরিবারের সুখ করে আস্বাদন ;
সেই তো স্বর্গের শোভা, ভক্তজন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন ॥

[আলাইয়া, একতাল

সেবাব্রত ও ধর্মপ্রচারব্রত গ্রহণ

[পঞ্চম অধ্যায়, 'প্রাণ ব্রহ্মপদে কার্যে হস্ত তাঁর', এবং 'সঙ্কল্প, আত্মোৎসর্গ, সেবকের প্রার্থনা' দ্রষ্টব্য]

৮০৪

আজি এই শুভ দিনে এসেছি তোমারি ঠাঁই,
আজি হতে এ জীবন তোমারেই দিতে চাই।
তিল তিল করে আমি সংসারে মরিয়া যাই,
তিল তিল করে যেন তোমাতে জীবন পাই।
যাই হোক, পথ মোর কঠিন সংগ্রামময়,
তব ইচ্ছা-পথ জেনে চলি যেন নিরভয় ;
মলিন কামনা শত দেখাইবে আশা কত,
সে সকলে পদতলে দলিয়া চলিতে চাই।
যাক টুটে হৃদয়ের সকল বাসনাডোর,
'তব ইচ্ছা' এক মন্ত্র হউক জীবনে মোর ;
তোমারি সেবার তরে অনুরাগী কর মোরে,
তোমার সেবক যত হউক ভগিনী ভাই।
খাটিতে খাটিতে যদি অবসন্ন হয় দেহ,
সহস্র ভাবনামাঝে সহায় না রয় কেহ,
তোমারি আশীষ ব'লে সহি যেন সে সকলে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি রহিতে চাই ॥

ডিসেম্বর ১৮৯৪ [সাহানা, ঝাঁপতাল

৮০৫

তোমারি সেবক করো হে, আজি হতে আমারে।
চিত্ত-মাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহো নাথ,
তোমার কর্মে রাখো বিশ্বদুয়ারে।
করো ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয় দূর করি দাও দাও।
ব্রত রাখো কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে, মগ্ন করো আনন্দরসধারে॥

[ছায়ানট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬২

৮০৬

কর প্রভু তব শকতি সঞ্চার।
শক্তিহীন ধর্ম, প্রাণহীন কর্ম, পরিহরি যত সাধনা অসার।
'তোমার ইচ্ছা' হোক সাধনের মন্ত্র,
তোমার হাতে আমি হয়ে যাই যন্ত্র,
ব্রহ্ম-অগ্নিময় হউক হৃদয়, এ জীবন হোক সাক্ষ্য তোমার।
সংসারের সুখ কিছু নাহি মাগি, তোমার কাজে আমি হই অনুরাগী,
তব স্বর্গরাজ্য বিস্তারের লাগি, সর্বস্ব উৎসর্গ করি আপনার।
বাসনা-সংযমে হই আমি বীর, প্রেমে সমুন্নত, জ্ঞানে সুগভীর,
মহান প্রয়াস যত পৃথিবীর, জাগে যেন প্রাণ সঙ্গে সবার।
পবিত্র নয়নে দেখি হে তোমার ইচ্ছার সাগরে মগন সংসার ;
সে ইচ্ছা-মাঝারে ফেলি আপনারে, পূর্ণ হোক ধর্মবিধান তোমার॥

২১ মে ১৮৯৪ [সুরটমল্লার, একতাল

৮০৭

বসে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারীমন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবসান—
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি।
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি॥

[আলাইয়া, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬৫

৮০৮

কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে॥
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ, তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে—
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে—
অসীম আকাশ, নীলশতদল, তোমার কিরণে সদা ঢলঢল,
তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে॥

[মিশ্র কানাড়া, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩১

৮০৯

বড় সাধ মনে কোটি হৃদয় সনে, সবে মিলে গ'লে জল হয়ে যাই।
কভু সিন্ধুরূপে কভু থাকি কূপে, নদী সরোবরে পিপাসা মিটাই।
প্রেম-সূর্য যবে উদিবে আকাশে, বাষ্প হয়ে সবে উড়িব আবেশে,
কূপ-সিন্ধু-বারি একই মেঘে মিশে, বিশ্বাস-বাতাসে দেশে দেশে যাই।
পাষাণ হয়ে আছে যে দেশের জমি, তথায় হৃদয়রেণু বৃষ্টি হয়ে নামি,
গলাব সে দেশ হলেও মরুভূমি, ভাসিব ভাসাব বাসনা যে তাই।
চন্দ্রমা গগনে উদয় হবে যবে, শিশির হয়ে পড়ি পরানপল্লবে,
ফুটাইয়ে ফুল ভরিয়ে সৌরভে, মায়ের গৌরব বাড়াইতে চাই।
হৃদয়ের মা গো তুমি পরশমণি, ছুঁয়ে দাও সবায়, গলুক এখনি,
ঘুচুক দেশের দুঃখের রজনী, নাচুক জগত বলি ভাই ভাই॥

[বিভাস, একতাল

দেশ ; দেশের জন্য প্রার্থনা

৮১০

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে॥
জান না রে অধ-ঊর্ধে বাহির-অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরল-চিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখপানে॥

[গৌড়মল্লার, ত্রিতাল। স্বরবিতান ৮।৩৫

৮১১

জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীস মাগে, গাহে তব জয়গাথা
জনগণমঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন-পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে, পীড়িত মূর্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়-গিরি-ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

[মিশ্র, কাহারবা। গীতপঞ্চাশিকা ১৩৩

৮১২

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির— নাহি ভয়!
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান— হবে জয়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম; পুনঃ আসিবে সুদিন। ঐ দেখ প্রভাত উদয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জগজন মানিবে বিস্ময়।
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয়॥

[মিশ্র, কাহারবা। কাকলি, ২।১৫

৮১৩

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্ব-কর্ম-ভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর' নরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগদিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।

দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর' দান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

[গীতপঞ্চাশিকা ১২৭

৮১৪

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ—
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম-আলো, সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

[সুরট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৫

৮১৫

যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে॥

[ভারততীর্থ

৮১৬

সকল-কলুষ-তামসহর জয় হোক তব জয়—
অমৃতবারি সিঞ্চন করো নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম॥
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমির রাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত করো ভয়।

মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত পান্থ,
জটিল-গহন-পথসঙ্কট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ দুর্গতি ভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখ বন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥

[স্বরলিপি— বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯

৮১৭

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্‌, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্‌— মুখ তুলে আজি চাহো রে ॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি, নির্ভয়ে আজি গাহো রে ॥

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে ॥

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চ'লে, পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ— না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ— বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১২১

৮১৮

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার।
এস হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার,
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

[ভারততীর্থ

৮১৯

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দে'খে পাপেতে কাতর, সর্বজনে জরজর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এসো সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর-পরাক্রমে।
উর্ধ্ব দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
'জয় জগদীশ' বলি কর সদা জয়ধ্বনি॥

[ললিত, আড়া

৮২০

কত আর নিদ্রা যাও, ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ-উষা আগমন।
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল-জলধি-জলে হতেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারতমাতা, পরি উজ্জ্বল বসন।—
'উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্রকন্যা মম
কালরাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন।
নরনারী সমুদয়ে এক পরিবার হয়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ হতে পেলে এ দিন॥'

[ললিত, আড়া

জগতের দুঃখ ও জগতের জন্য প্রার্থনা

৮২১

ক) কত কাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে ?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, (দীনের অভাব নাই এ দেশে)
(দীনের ধনেই তোমরা ধনী) (দীনবন্ধু হবেন সুখী)
দীনের দৈন্য কর হে মোচন— পুণ্য হবে ধন-অরজনে।
দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, (নইলে এ দেশ অমনি রবে)
(দানেই জ্ঞান দ্বিগুণ হবে) (এরাও তোমার মায়ের ছেলে)
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, যতনে অতি যতনে।
পুরানো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা, (যেথা রাজার ছেলে হত ফকির)
(যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি) (যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়)
সেই দেশের মানুষ তোমরা— সে কথা কি আছে মনে ?

খ) কেন এলে তবে মানবের ভবে, রবে যদি নিজ কাজে ?
(তবে কেন বা এলে ?)
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর-লাজে (সে দিন কবে বা হবে ?)

গ) জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ, (ভাই হে) ;
কবে হবে সে সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন ?
(হেন সাধন আর নাই হে।)

ঘ) এ হেন সাধনে, জীবনে মরণে, পূজিব হে প্রেম-সিন্ধু।
মোরা পূজিব তোমায়— (সেবার কুসুম কুড়াইয়া)
(নিজের পূজা ঘুচাইয়া) (ভারতের আশা পূরাইয়া)
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই, দয়া কর, দীনবন্ধু।
নমো দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু ॥
[কীর্তন। ক), খ), ঘ) দাদ্‌রা; গ) কাওয়ালি। কাকলি ২।৩৩

৮২২

প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে রে।
যায় যাবে প্রাণ, কী ভয় তায়, জগতের সেবা কর রে।
এ দেহ যখন মাটিতে মিশিবে, বিফলে মিশিবে কেন রে?
কত নর নারী আছে অসহায়, রোগে শোকে পাপে তাপে ক্লেশ পায়,
চোখের জল তাদের মুছাইতে, হায়, মুখ তুলে কে বা চায় রে।
বুকে আশা লয়ে ব্রহ্মনাম গেয়ে মায়ের কাজে তোরা আয় রে ॥
[ইমনকল্যাণ, একতাল

৮২৩

করুণায় জীবন ধরি করুণাহীন হয় কেমনে!
অশ্রু দেখি অশ্রু পড়ে, হৃদয়ে হৃদয় টানে।
বিশ্বের পালক যিনি, করুণাসাগর তিনি,
তাঁহার করুণা পেয়ে, নিদয় হব কেমনে।
চিরদিন সৌভাগ্য-কোলে রয় না কেহ কোনো কালে,
দুঃখেতে সান্ত্বনা-সুধা এ জগতে কে না জানে।
ভাবিলে নিজের ব্যথা, দুঃখী দরিদ্রের কথা
আপনি জাগে হৃদয়ে, দয়াময়ের দয়া-গুণে ॥
[পাহাড়ী, আড়া। সুর— কী আর জানাব নাথ

৮২৪

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥
এস' দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা ।
মহাভিক্ষু, লও সবার অহঙ্কারভিক্ষা ।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয়সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।
ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত ।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন', তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভসঙ্গীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

[স্বরবিতান ১

ভেদবুদ্ধি ত্যাগ ; মিলন ; সর্বজনীন প্রার্থনা

৮২৫

কর হে আনন্দে জয় গান, হয়ে একপ্রাণ।
আমরা সকলে সেই এক পিতার (মায়ের) সন্তান।
এক জ্ঞান, এক শক্তি, এক ধর্ম, এক ভক্তি,
এক পথ, এক গতি, এক গম্যস্থান ;
তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান।
গৃহবিবাদ-অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে,
জলে প্রাণ, শান্তিজলে কর হে নির্বাণ ;
সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান।
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ।
হরিপ্রেমরসে গ'লে, প্রেমধামে যাই চলে,
ভাই ব'লে করি সবে আলিঙ্গন দান ;
যেখানে ভকতবৃন্দ, সেইখানে ভগবান।
জয় দেব প্রেমময়, হইল প্রেমের জয়
তবু নামে নাহি রয় ভেদ-ব্যবধান ;
প্রেমদাস ও-চরণে অন্তে যেন পায় স্থান ॥

[খাম্বাজ, ত্রিতাল

৮২৬

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এসো ভাই এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান॥
সংসারের ধুলা ধুয়ে ফেলে এসো, মুখে লয়ে এসো হাসি।
হৃদয়ের থালে লয়ে এসো ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি॥
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে—
অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে।
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ—
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান॥
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না?
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি—
পিতার অসীম ধনরতনের সকলেই অধিকারী॥

৮২৭

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে— আর কে কারে ধরে রাখে?।
যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥
কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১১৫

৮২৮

কর দেব যোগে লয়, তন্ময়, আমারে হে এবার—
সুরনর-সনে প্রেমে একাকার।
চিদাকাশে চিদাভাসে চিন্ময় ভকতাবাসে,
তব প্রেম-সহবাসে করিব সুখে বিহার।
তুমি আমি নরজাতি সবে এক প্রেমে মাতি ধরিব অখণ্ড চিদাকার।
দাও সবে এক প্রাণ, এক ধর্ম, এক জ্ঞান,
গাই তব এক নাম, হয়ে এক পরিবার॥

[বিভাস-জংলা, ঝাঁপতাল

[রাখীবন্ধন]

৮২৯

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।
ভায়ের সোনার হাতে বাঁধিয়াছি রাখী তাই।
এক মাকে মা ব'লে নির্ভয়ে যাই চলে,
ভায়ের হাতে হাত দিয়ে রিপু হয়ে পায়ে দলে।
ভাই ধন পরম ধন, মা বিনা কে চিনায় ভাই।
ভায়ের সুমিষ্ট প্রাণ, মায়ের শ্রেষ্ঠ দান,
ভায়ের যে দুটি হাত, মার মহা আশীর্বাদ;
ভাই যদি সহায় রয়, মায়ের কৃপা নিশ্চয়,
ভাই যদি বিমুখ হয়, সংসার আঁধারময়;
ভাই ধনে ধ'রে প্রাণে মার জয়গান গাই॥

[বিভাস, ত্রিতাল

[সর্বজনীন প্রার্থনা]

৮৩০

ভুবনবাসী সবে গাও, সবে গাও,
জগতপিতার গুণ গাও, সবে গাও।
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃস্টান,
জৈন পারসী শিখ, গাও সবে গাও, মিলি মিলি গাও।
এক তিনি দেব-দেব নিখিলকারণ,
খুশি তাঁর এ ধরা, সৃজন পালন ;
তাঁর ভয়ে বায়ু ধায়, জনম মরণ ;
তাঁরে চাও, তাঁরে চাও, তাঁরে চাও— জীবনে মরণে তাঁরে চাও।
ঐ হের' ত্রিভুবনে সব তাঁরে গায়,
রবি শশী তারা যত গেয়ে গেয়ে ধায়,
ফুল গায়, পাখি গায়, সিন্ধু সরিৎ গায়,
বন্দনা করে তাঁরে নরে দেবতায়।
এস' মোরা যত ভাই মিলি মিলি আজ
তাঁরে ডাকি, তাঁরে গাই, যিনি রাজ-রাজ ;
তনু মন ধন আর আশা তৃষা লাজ,
ডালি দাও, ডালি দাও, ডালি দাও— তাঁর পায়ে সব ডালি দাও॥

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি। পথের বাণী ৬২

নবম অধ্যায়

উৎসব, অনুষ্ঠান

[উৎসবের কীর্তন, উষাকীর্তন, ও নগরসঙ্কীর্তন দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

উৎসবের আবাহন

৮৩১

ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা।
জীবনে-যৌবনে হৃদয়ে-বাহিরে, প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রামাঝে, মহামহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে, করি প্রচার সুখবারতা—
তুমি চির সাথের সাথি॥

[আলাইয়া, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮; বৈতালিক ৩৪

৮৩২

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে।
কোন্ নিভৃতে, ওরে কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে।
বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে আছি বসে অবসন্নমনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে, কে লয়ে যাবে সে ভবনে॥

[পিলু-বারোঁয়া, ঝাঁপতাল। গীতিলিপি ১।৩৪

৮৩৩

জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসি!
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা।
শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশায় পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে?
এস গো কাঙাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন॥
ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন?
দুখী কে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমাদের জগতের মাতা॥

[মিশ্র, ত্রিতাল

৮৩৪

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান, নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখচ্ছায়া, দেখ ওই উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণগান করি অমৃত ঢালে;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥

[ভৈরব, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৮

৮৩৫

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে॥

উৎসারিত নব জীবননির্ঝর উচ্ছ্বসিত আশাগীতি,
অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে ॥

[টোড়ি ? ত্রিতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১৭

৮৩৬

একি সুগন্ধহিল্লোল বহিল আজি প্রভাতে,
জগত মাতিল তায় ॥
হৃদয়মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগলপ্রায় ॥
বরন বরন পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভিসুধা করিছে পান পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান—
সে সুধা অনিলে উথলি যায় ॥

[মিশ্র, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩০

৮৩৭

সবে কর আজি তাঁর গুণ গান ।
যাবে সকল দুঃখ সব পাপ তাপ, ওরে সকল সন্তাপ হইবে নির্বাণ ॥
অনাথ-নাথ যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁরে ছেড়ে ভবে নাহিক ত্রাণ,
মৃত্যুমাঝে তিনি অমৃতসোপান, সকল মঙ্গলনিদান রে ।
ভজ ত্রিলোকবন্দন, হৃদয়নন্দন, প্রণম তাঁর পদে বার বার রে ;
যায় প্রভুর কাজে যদি এ পরান, দাও তাঁর চরণে দাও বলিদান ॥
কর দীনে দয়া, সব জীবে মায়া,
প্রভু-প্রেমধনে সেব' কায়মনে, হবে জীবন-মরণে কল্যাণ ॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৩

৮৩৮

হৃদয়-দুয়ারে আজি কে আইল ও!
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম ও!
ও কি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম ও— ও কি শুনিলাম ও ॥
মোহ-মদিরা পিয়ে আমি অচেতনে ছিনু শুয়ে;
কে মোরে ডাকিয়ে আজি জাগাল, জাগাল, আজি জাগাল ও ॥
শুনেছি যা সুখদিনে, কে আজি পশিয়ে প্রাণে,
সেই পুরানো মধুর বাণী শুনাল, শুনাল, আজি শুনাল ও!
শুনিয়ে এ বাণী তাঁর আমি রহিতে পারি না আর,
প্রাণ আকুল আজি হইল, হইল, আজি হইল ও ॥

[ভাটিয়াল মিশ্র, ত্রিতাল

৮৩৯

কে মোর হৃদে আসি আমারে জাগাল গো,
মোহে আমি ছিনু অচেতন!
কাহার পরশে প্রাণ আকুল হইল গো, কার স্বর শুনি সুমোহন!
আমি যে মলিন হয়ে, আপনার স্বার্থ লয়ে,
সুখের সন্ধানে শুধু ভ্রমিতে ছিলাম গো, কে মোর ফিরাল আজি মন!
তাঁরে যে গো নিরখিতে, তাঁর প্রেমে জুড়াইতে,
জীবন যৌবন মন তাঁরে সঁপে দিতে চাই গো,
কোথা তাঁর পাব দরশন ॥

[ভাটিয়াল, কাহারবা। সুর— ভাই রে কি মধুর নাম

৮৪০

কে রে ওই ডাকিছে, স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয় আয় আয় আয়॥
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে, প্রভাতে সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি?
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই— পূর্ণ হবে আশা॥

[আলাইয়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮২

৮৪১

ডাক আজ সখারে মধুর স্বরে,
প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তিভরে।
শোভিছে নবীন ভানু নীল গগনে,
বিতরি জীবন জীবে গাইছে তাঁরে।
তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান,
মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে।
মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলি সবে,
গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দভরে;
সাজাব চরণ তাঁর, দিয়ে দিব্য প্রীতিহার,
ভক্তি-চন্দনে চর্চিব যতন করে॥

[মিশ্র প্রভাতী, খং

৮৪২

আহা, কী অপরূপ হেরি নয়নে— মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে, ভক্তি-কমল লয়ে,
করেন অঞ্জলি দান বিভু-চরণে !
তরুণ-ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নব জীবনে।
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্মরাজ
করেন বিরাজ, রাজসিংহাসনে—
মরি কী সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্রকন্যাগণ লয়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে ;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥

১০ মাঘ ১৭৯২ শক (১৮৭১) [মিশ্র প্রভাতী, ঝৎ

৮৪৩

একি মধুর মোহন শোভা হেরি আজি ভুবনে।
জয় জয় রবে বিশ্বজগৎ বন্দিছে বিশ্বজীবনে।
ফুল্ল কুসুম অমিয়-গন্ধ, বিতরিছে আজ নব আনন্দ,
মহেশ-মহিমা-গীতছন্দ গায় বিহগ সুতানে।

নব সাজে আজি তরুণ তপন, হাসিয়া বিতরে নবীন কিরণ,
ভাবেতে মাতিয়া, মৃদুল বহিয়া, প্রেমগীত তাঁর গাহে সমীরণ।
আকুলিত যত ভকত-প্রাণ, মিলায়ে কণ্ঠ ধরিছে তান,
ভক্তি উপহার করিছে দান, পূজিছে প্রাণেশ-চরণে ॥

[প্রভাতী, একতাল

৮৪৪

আজি ভোরের আলোয় আকাশ হতে,
কে চায় আমার মুখের পানে।
সকল ব্যথা যাচ্ছে মুছে, হৃদয় ভরে উঠছে গানে।
হাওয়ার মুখে তাঁর বারতা, ফুল হেসে কয় তাঁরি কথা ;
নিখিল আজি উঠছে মেতে, তাঁরি টানে, তাঁরি গানে।
মরা মন আজ উঠল জেগে, পরশমণির পরশ লেগে,
টুটল বাঁধন, ছুটল বেগে, আর কি বাধা এখন মানে ॥

[ভৈরবী মিশ্র, তেওরা

৮৪৫

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয়।
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে, বৃথা কাজে ওই বেলা যে যায়।
ভুবন ভরিল মধুর রবে, আনন্দলহরী ছুটেছে ভবে,
ব্রহ্ম-কৃপা আজি ডাকিছে সবে, 'পাপী তাপী তোরা আয় রে আয়!
ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতি কুল মান,
সেই যেতে পারে ভবনদী পারে, ব্যাকুল হৃদয়ে যেতে যে চায়' ॥

[জয়জয়ন্তী, একতাল

৮৪৬

হেন শুভদিনে কে কোথা আছ, ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।
ইহ পরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই,
নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।
ঘেরি মায়ের অভয়চরণ, আনন্দে করি অর্চন বন্দন,
জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।
যেখানে তাঁর নামে মিলে দশ জনে, একমনে তাঁরে চাই,
তাহার ভিতরে আনন্দময়ীরে সহজে দেখিতে পাই।
উৎসব-মন্দিরে নিরখি তাঁহারে তাপিত প্রাণ জুড়াই,
মা মা মা ব'লে ভক্তি-রসে গ'লে চরণে লুটাই॥

[ললিত, ত্রিতাল

৮৪৭

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই চলো ত্বরা করে॥
তাপিতহৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা,
ঘুচিবে বিরহতাপ কত দিন পরে॥
আজি এ আকাশ-মাঝে কী অমৃতবীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কী মধু-শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে—
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে॥

[সাহানা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯২

৮৪৮

আজি সুন্দর-চরণ-কনক রেণুকা
মোহন মাধুরী বিশ্বে বরষিল,
নব নির্মল-করুণা-কিরণ-কণিকা
সুশীত পুলকে চিত পরশিল।
হেরো মধুর-মেদুর-মৃদুল পবনে রসাল মুকুল রম্য বিকশিল;
ওগো বিহগ-কূজিত বিনোদ-বিপিনে শ্যামল মালঞ্চে ফুল হরষিল।
ওই বিশ্ব-বাতায়নে পূরব তোরণে, তরুণ অরুণ ধরা উদ্ভাসিল;
ওগো অমৃত-মুদিত-ললিত-নিস্বনে, উল্লাস-হরষ রস উচ্ছ্বসিল।
যত সুষমা-শোভিত-বিপুল-বিভব,
সুরভি-সিঞ্চিত সঙ্গীত সোহাগ,
শোনো ভুবন ভরিয়া মধুরিমা সব
ডাকিছে সঘনে আজি 'জাগো জাগো'॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল

৮৪৯

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে একি খেলা!
আজি বহে অমৃতসমীরণ, চলো চলো এই বেলা॥
তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে, সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা॥

[পূরবী, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৫

৮৫০

আজি আমাদের মহোৎসব, আজ আনন্দের সীমা কী!
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সবারে, আজ আনন্দের সীমা কী ॥

[শঙ্করা, আড়াঠেকা

৮৫১

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল ॥
কতদিন পরে মন মাতিল গানে, পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে— ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল ॥

[সাহানা, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৫

৮৫২

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু,
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রসবিন্দু ॥
নব নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে উতলা চেতনাসিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী,
গগনে ধ্বনিবে 'নাথ, নাথ, বন্ধু বন্ধু বন্ধু' ॥

[বেহাগ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৬

৮৫৩

আজি নিমন্ত্রিত সবে সখার প্রেম-ভবনে।
তাই আনন্দ ধরে না আজি এ মলিন মনে।
মধুমাখা ডাকে হরি, এনে সবে নিমন্ত্রণ করি,
বিলাইবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।
ক্ষুধিত তৃষিত সবে সখার মহাযজ্ঞ মহোৎসবে,
লভিব প্রেমান্ন আজি যত সাধ মনে।
সখার সনে সখার নাম, আজি আনন্দে করিব গান,
পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে।
(আজি আনন্দ যে ধরে না মনে) ॥

[বাউলের সুর, বৎ

৮৫৪

শুভ দিন ক্ষণে, শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে।
'একমেবাদ্বিতীয়ং' ঋষিবাক্য পুরাতন,
পুন কর কীর্তন এই আর্যদেশে।
সকল ছলনা ছাড়ো, বিমল কর অন্তর,
কর স্বার্থ বলিদান সত্যের উদ্দেশে।
মৃত ধর্মে আনো প্রাণ, ঘোষ সবে ব্রহ্মনাম,
অবনতি অপমান ঘুচিবে নিমেষে ॥

[সুঘরাই কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬১

উৎসবে নিবেদন ও প্রার্থনা

৮৫৫

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ॥
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥

[নাচারী টোড়ি, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯

৮৫৬

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়শতদলদলরাজি ॥
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনকলেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণবীণা বাজি ॥
তোমারি নামে পূর্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে, দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবনসাগরে জাগিল লহরীলীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥

[আশা-ভৈরোঁ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪ ; বৈতালিক ৪৩

৮৫৭

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে কী উৎসবের লগনে ॥
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে ॥

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়গগনে, কী উৎসবের লগনে,
সব আলো তার কেমন ক'রে পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে ॥

[মিশ্র ভৈরবী, কাওয়ালি। গীতলেখা ১।৪৫ ; বৈতালিক ৩০
২০ ফাল্গুন ১৩২০ বাং

৮৫৮

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা, হে হৃদয়েশ্বর ॥
সহসা ফুটিল ফুলমঞ্জরী শুকানো তরুতে, পাষাণে বহে সুধাধারা ॥

[সিন্ধু, আড়াঠেকা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শক

৮৫৯

হৃদাসনে এসো হে, এ শুভদিনে,
মিলিয়ে সবে পূজিব তোমারে, প্রভু।
প্রেম-ফুলমালা হৃদয় ভরিয়ে, সাজায়ে ডালি ঢালিব চরণে, প্রভু।
বন্দনগাথা শুনাব আনন্দে, সকল কামনা জানাব তোমারে, প্রভু ॥

[দেশকার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮১

৮৬০

এসেছে সকলে কত আশে, দেখো চেয়ে, হে প্রাণেশ,
ডাকে সবে ওই তোমারে ॥
এসো হে মাঝে এসো, কাছে এসো, তোমায় ঘিরিব চারি ধারে ॥
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে, ডুবিব আনন্দ-পারাবারে ॥

[হাম্বীর, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭১

৮৬১

আজি তোমারি নামে তোমারি গানে ভরিব সকল প্রাণ ;
তুমি দাও সুর, ওহে সুমধুর, কণ্ঠে দাও হে তান।
জীবন-ভরা আছে যত দুখ, নিমেষে ঘুচিবে হে'রে প্রেমমুখ,
সফল করিবে ব্যর্থ এ জীবন, লাঞ্ছিত মন প্রাণ।
আজি শুনিতে, শোনাতে, সবার সহিতে, তব সুধামাখা নাম,
মিলেছি হেথায় ওহে কৃপাময়, মলিন যত সন্তান।
রিক্ত চিত্ত যাচিছে ভক্তি, দাও প্রভু প্রেম, দাও তারে মুক্তি ;
সঞ্চিত যত মলিন কামনা হোক তার অবসান ॥

[ভীমপলশ্রী, একতাল

৮৬২

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে ॥
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল—
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে ॥
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ—
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ—
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙামন্দির-দ্বারে ॥

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [কামোদ, একতাল। গীতলিপি ৪।২৩

৮৬৩

সফল করো হে প্রভু, আজি সভা,
এ রজনী হোক মহোৎসবা ॥
বাহির অন্তর ভুবনচরাচর মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো—
শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর, শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা ॥
অভয়দ্বার তব করো হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব করো উৎসারিত,
গগনে গগনে করো প্রসারিত অতিবিচিত্র তব নিত্যশোভা।
সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে,
রাজ-অধীশ্বর, তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা ॥

[মিশ্র সাহানা, ত্রিতাল ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৭

৮৬৪

বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্বযন্ত্র অনন্ত গগনে ;
শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।
কত রবি শশী তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ অহরহ চলে তালে তালে,
আহা কিবা সবে বাঁধা প্রেমবন্ধনে !
ছয় ঋতু কত ছন্দে ছয় রাগ গাহে আনন্দে,
সুরতরঙ্গ বহে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ,
হরষিত বিহঙ্গম, বিকশিত কুসুমরাজি বন-উপবনে।
কে গো তুমি অন্তরালে থাকি
খুলিলে অনন্ত সঙ্গীতলহরী এ বিশ্বমাঝে !
উৎসব-আনন্দ উথলিল, প্রেমসিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে ॥

[সুরট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৫৩

৮৬৫

প্রভু, নব-জীবনের কথা, নব-আনন্দ বারতা,
এ উৎসবে কহ কানে কানে। (মোরা বেঁচে উঠি হে)
মিলে সবে দলে দলে, লুটায়ে চরণতলে,
বাঁধা পড়িব প্রাণে প্রাণে। (মহাপ্রাণ, তোমাতে হে)
জাগিবে কর্মের শক্তি, আসিবে নবীন ভক্তি,
উজল হইয়া তব জ্ঞানে। (আমরা ধন্য হব হে)
হইবে সত্যের জয়, ঘোষিবে সত্যের জয়,
'সত্যমেব জয়তে' নিশানে। (সত্যের জয় হবে হে)
উঠবে 'জয় ব্রহ্মধ্বনি' কাঁপায়ে ব্যোম-মেদিনী,
কৃপাবৃষ্টি হবে প্রাণে প্রাণে। (নবজীবন পাব হে)
মিলিবে প্রেমের মেলা, হইবে প্রেমের খেলা,
ব্রহ্মনাম সবারি বদনে। (তোমার প্রেমের জয় হে)

[কীর্তন, ত্রিতাল। সুর— প্রভো আশীষ কর মোরে

৮৬৬

কোথা করুণানিধান!
পিতা গো তোমারে ডাকিছে কাতরে,
তোমারি দুয়ারে তোমারি সন্তান।
মোহে অন্ধ হয়ে বিবাদে মাতিয়ে, বিঁধেছি ভাইয়ের প্রাণ;
(কত) যাতনা দিয়েছি, যাতনা পেয়েছি,
নিজ হৃদে নিজে হেনেছি বাণ।

তুমি দিলে যাহা দূরে গেল তাহা, করিনু বিষয়গরল পান ;
তোমারে ছাড়িয়া সংসারে ঘুরিয়া নাশিনু আপন কল্যাণ।
মোর সেই সব অপরাধ ভুলে, নেবে না কি পিতা আজি কোলে তুলে,
দিবে না কি দীনে, আজি শুভ দিনে, করিতে তোমার মহিমা গান ?
সাধু ভক্ত যাঁরা, এসেছেন তাঁরা করিতে তোমায় প্রেমাঞ্জলি দান,
আমি কোন্ উপহারে, পূজিব তোমারে,
লাজে দুঃখে মোর কাঁদিছে প্রাণ।
আছে শুধু মোর নয়নের জল, আর আছে তব করুণা সম্বল ;
সেই আশা হয়ে, আছি দাঁড়াইয়ে, করো দেব মোরে অভয় দান ॥

[ভৈরবী, ত্রিতাল

৮৬৭

আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জলে তোমার আলোক দ্যুলোকভূলোকে, গগন-উৎসবপ্রাঙ্গণে,
চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুরমুখভাতিবিহসিত প্রেমবিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, 'নাথ, যাচি দিবসরজনী তব সঙ্গ হে !'
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক-লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে—
ওই ভবশরণ প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

[বাহার, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৩৭

৮৬৮

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে ॥
বসন্ত সমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী দিক পরানে আনি—
ডাকো তোমার নিখিল-উৎসবে ॥
মিলনশতদলে তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার, খুলাও রুদ্ধদ্বার—
পূর্ণ করো প্রণতিগৌরবে ॥

[মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

৮৬৯

আজি ও কে ছুঁলে রে আমার এ পাপ-পরানে !
আজ মধুর পরশে সুধার সরসে হৃদয় ডুবালে।
আমার হৃদয়কাননে, সুখের পবনে, কে আজ বহালে,
হায় রে প্রেমের সলিলে ডুবায়ে গলালে, কে আজ পাষাণে !
সে পরশ পেয়ে, উঠিনু জাগিয়ে, মেলিনু নয়নে ;
আমার কে যেন হৃদয়ে আজিকে পশিয়ে জাগায় সঘনে !
তুমি কি জননী ছুঁইলে গো মোরে, এই উৎসব-দিনে ?
ওগো নতুবা হৃদয়ে, আশার কুসুম ফুটিল কেমনে।
লুকোচুরি করি এ কী তব খেলা ওগো সন্তানের সনে ;
মা গো দাও খুলে দাও আঁখির বন্ধন, হেরি গো নয়নে।
ছুঁয়েছ সবারে বুঝেছি আমরা, ওগো লুকাবে কেমনে ?
হাঁ গো মায়ে কোনো মতে পারে কি লুকাতে, ছলিয়ে সন্তানে !

[দেশ, একতাল। সুর— দিবানিশি জাগে রে

৮৭০

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে! (এ কি)
প্রেমকুসুম ফুটে হৃদিকাননে।
ভগবত-মঙ্গল-কিরণে,
উজল জগত শত বরনে।
'নাথ নাথ' বলি, প্রাণ মন খুলি, গায় সবে একতানে
পূরে দিশি দিশি আনন্দগানে॥

[মিশ্র পরজ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪৮

৮৭১

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কী ভয় বিপদে কী ভয় মরণ
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥

[ঝিঁঝিট, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৩

৮৭২

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথা ধায় ॥
কোন্‌ অমৃতধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্‌ সুধা করে পান !
কোন্‌ আলোকে আঁধার দূরে যায় ॥

[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৭

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব]

৮৭৩

জয় যুগ আলোকময় !
হল অজ্ঞান চ্যুত-শাসন, নিষ্ঠুরাচার নাশন,
সংস্কার দৃঢ়-আসন হল ক্ষয়— দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়।
আজি তেজঃপুঞ্জ-ভরিত-বক্ষ নির্মল-বোধ-পুষ্ট-পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়।
হল বুদ্ধির মোহ মোচন, যুক্তির অতি রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন, হে সদয়, দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়।
হল অন্ধ তমিস্র-চ্ছেদন, অযুত ভ্রান্তি ভেদন,
আত্মার শত ক্রেদন অপনয়— দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময় !

[খাম্বাজ, কেহরতা

উৎসবে সম্মিলন

৮৭৪

সকল মিলন সফল তখন, আসন যখন তুমি লও।
সকল জীবন মিষ্ট তখন, তুমি যখন কথা কও।
কর্ম তখন হয় হে ভালো, তাতে প্রীতি যখন তুমি ঢালো ;
জীবন-পথে পাই হে আলো তুমি যখন আগে রও।
বোঝা তখন হয় না ভারী, ওই হাতে যখন রাখতে পারি,
কী আনন্দ বলিহারী ! আমার বোঝা তুমি বও।
হারায় না যে কিছুই তখন, তোমায় সঁপি আমায় যখন,
তখন আঁধার আলোক, জীবন মরণ, কিছুই ছেড়ে তুমি নও ॥

২৩ আশ্বিন ১৩২৩ বাং (১৯১৬) ঌ ভৈরবী, একতাল

৮৭৫

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে।
হেরো গো অন্তরে অরূপসুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে ॥
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ—
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম, পূর্ব-পশ্চিম বন্ধুসঙ্গম—
মৈত্রীবন্ধন-পুণ্যমন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে ॥

উৎসবে শান্তিবাচন

৮৭৬

শান্তি করো বরিষন নীরব ধারে, নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে, নির্জনে জনসমাজে ॥
উদিত রাখো নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র,
অনিমেষ মম লোচনে গভীরতিমিরমাঝে ॥

[তিলককামোদ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৪

৮৭৭

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়ায়ে ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি ॥
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম, পাষাণহৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি ॥

[আশা-ভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৮

৮৭৮

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা চলো রে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই ॥
ডাক রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই ॥

সতত চাহি তাঁরে ভোলো রে আপনারে, সবারে করো রে আপন।
শান্তি-আহরণে শান্তি-বিতরণে জীবন করো রে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে! চলো রে সবারে শুনাই,
বলো রে ডেকে বলো 'পিতার ঘরে চল, হেথায় শোক তাপ নাই॥'

[আশা-ভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৫

৮৭৯

কামনা করি একান্তে, হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি॥
পাপতাপ হিংসা শোক পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল সেই তব তাপিতশরণ অভয়চরণপ্রান্তে॥

[দেশকার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৫

নববর্ষ ও বর্ষশেষ

৮৮০

মরি মধুর মিলন মনোমোহনকারী!
নব-বরষে হরষে আবাহন করি।
গত বর্ষ ধীরে অতীতেরই নীরে পরবেশ করে; অবসান তারি।
নমি তাঁরি পদে সম্পদে বিপদে, যিনি পদে পদে সদা রক্ষাকারী।
ওহে যোগধন, সদা যোগীজন, পূজে শ্রীচরণ পাপতাপহারী।
নরনারীগণে জ্ঞান-নীতি-দানে, সুখশান্তি ধনে করো অধিকারী।
আজি এ সুদিনে প্রীতিপূর্ণ প্রাণে, মিলি বন্ধুগণে গাও বলিহারি॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালি। গীতপরিচয়। ১।১২

৮৮১

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও করপরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে॥
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কী স্নেহ তব—
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে॥

কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নবপ্রভাতে,
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেমমধুরমাধুরী ডুবায় অমৃতসরসে।

ক্ষুদ্র মোরা, তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণদরশে।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা—
পাই নব প্রাণ— জাগে সব আশা, নব নব নব-হরষে॥

[গৌড়সারঙ্গ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি। ১।১৯৪

৮৮২

এসো দয়া, গ'লে যাক পাষাণ হৃদয়।
এসো পুণ্য, হোক প্রাণ পবিত্রতাময়।
এসো মৈত্রী, খুলে দাও মনের দুয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এসো ভক্তি, ঊর্ধ্বপানে টেনে লও মন,
এসো প্রীতি, ছিন্ন হোক স্বার্থের বন্ধন।

এসো শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে,
চলি সংসারের পথে, সুখে দুঃখে শোকে।
বিরাজ' অচলা শক্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে থাক লাজে।
সর্বোপরি তুমি, দেব, আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ।১৪

৮৮৩

অনন্ত কাল-সাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
থাকো হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ' নিত্য অনুরাগে,
কালভয়নিবারণে হৃদয়মাঝে অনুক্ষণ॥

৩০ চৈত্র ১৭৯২ শক (১২ এপ্রিল ১৮৭১) [বাগেশ্রী, আড়াঠেকা

পরিবারে ব্রহ্মোৎসব

৮৮৪

হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ॥
শত মঙ্গলশিখা করে ভবন আলো, উঠে নির্মল ফুলগন্ধ।

[কেদারা, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২২

৮৮৫

আজি সবে মিলে, মনের হরষে,
ডাক রে ডাক রে সেই দেব-দেবে।
প্রেমের যাঁর নাহি বিরাম, যাঁর করুণায় ধরি জীবন,
গৃহদেবতা মঙ্গলদাতা,
কে আছে তাঁর সমান।
প্রেমের কুসুম ভকতি-চন্দনে, দাও রে সবে তাঁর চরণে,
তবে সফল হইবে জীবন,
পূজিয়ে আজি শুভদিনে ॥

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি। সুর— গাও রে জগপতি জগবন্দন

৮৮৬

মঙ্গল মোহন তানে মিলিয়ে সকল প্রাণ,
শুভদিনে প্রেমভরে করো আনন্দের গান।
হউক উৎসবময়, তাঁর নামে এ আলয়,
ধ্বনিত হোক পবনে, সুধাময় তাঁর নাম।
জাগিছে তাঁর করুণা, ফুটিছে তাঁর মহিমা,
গৃহদেব বিরাজিত আজি এ ভবনে।
মিলে যত নরনারী, লয়ে এস প্রাণ ভরি
প্রেমাঞ্জলি— তাঁর পদে হরষে করিতে দান ॥

[পরজ, ঝাঁপতাল

জন্মোৎসব

[শিশুদের জন্মোৎসবের উপযোগী সঙ্গীত দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

৮৮৭

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন, করেছ আমার নয়নলোভন—
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে-নিমেষে,
জনমে-মরণে শোকে-আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥

[খাম্বাজ, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩।

৮৮৮

পরান সঁপিনু তোমারি চরণে, কর হে আশীষ, হৃদয়সখা।
জীবনে মরণে, সজনে বিজনে, নিশি দিন প্রাণে দিয়ো হে দেখা।
জনম অবধি তোমার করুণা, কত যে লভিনু, না হয় তুলনা;
সুখে দুঃখে যেন কভু তা ভুলি না, থাকে যেন হৃদে নিয়ত আঁকা।
সকাতরে, নাথ, এ জনমদিনে, করি হে মিনতি তোমার চরণে,
দাও হে ভকতি প্রীতি মোর প্রাণে, জীবন্ত বিশ্বাস, হে দীনসখা ॥

[খাম্বাজ-ঝংলা, একতাল

জাতকর্ম

৮৮৯

আহা কী সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে !
বাল-ইন্দু সম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে ?
নবীন কোরক-সম, যে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহা শিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজায়েছ নাথ যারে, বাল্যরূপে কৃপা ক'রে,
সাজায়ো হৃদয় তার এমনি যতনে।
এ রূপের অনুরূপ সুন্দর প্রকৃতি হোক,
অক্ষত শরীরে রেখো, পবিত্র জীবনে ॥

[মিশ্র প্রভাতী, খৎ। সুর— ডাক আজ সবারে

৮৯০

যে ফুল্ল কুসুম আজি পাঠায়েছ এ ভবনে,
আনিয়াছি উপহার দিতে তব শ্রীচরণে।
তোমার আলোকে থাকি, তোমার শ্রীমুখ দেখি,
পবিত্র হিল্লোলে শিশু বাড়ে যেন দিনে দিনে।
তুমি গো করুণাময়ী, কর মা করুণা দান,
তোমার সেবায় রত থাকে যেন এ সন্তান।
চলিতে তোমার পথে, যখনি বিপদ ঘটে,
দয়াময়ী মা ব'লে যেন গো তোমায় ডাকে ;

আশীর্বাদ ভিক্ষা করি, কাতরে আজ সবান্ধবে,
তব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়, শিশুর এ জীবনে ॥

[মুলতান, আড়া

নামকরণ

৮৯১

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া;
আজি মন চায় অঞ্জলি ল'য়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া,
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত তব স্নেহকোলে রাখিয়া,
নয়নেতে দিয়ো মা গো স্নেহময়ি, প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া;
রক্ষিয়ো, নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখো, প্রভু, দেখো, চালাইয়ো এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া;
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরানপাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু, সকলের প্রেমে বাড়িয়া;
সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া ॥

[বেহাগ-খাম্বাজ, একতাল। কাকলি ২।৪০

৮৯২

আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমারি করুণা ধন্য।
জীবনকুসুম ফুটিয়া উঠুক, তোমার পূজার জন্য।
করুণা করিয়া ক'রে আপনার, লহো লহো তুমি এ শিশুর ভার;
তোমার মতন কে আছে আপন, এ ধরায় আর অন্য!
করুণা করিয়া করিয়ো শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর;
যেন সর্বকাজে হয় তব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য॥

[নায়কী কানাড়া, একতাল। সুর – দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

বিবাহ

৮৯৩

নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়,
জীবনের আকুল স্রোতে অকূল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারা সেই প্রেমেরই পরশ বাজে।
সে প্রেমের ঝরণা ঝরে এই প্রেমেরই রসের ধারায়,
নিখিল আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।
আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপনতলে।
সে প্রেমের ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
সে প্রেমের তরঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন্ প্রেমিকের প্রেম জাগে রে এমন লীলায়!
নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়॥

৮৯৪

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলনমধুররাগে জীবনমাঝে।
নীরব গানে গানে, পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে অরূপ সাজে।
প্রেম-তৃষিত সুন্দর অরুণ-আলো
হৃদয়নিভৃতদীপে জ্বালো রে জ্বালো।
পুণ্য-মধুর-ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে॥

[বিবাহের আরাধনা]

৮৯৫

ওহে জগত-কারণ, এ কী নিয়ম তব!
এ কী মহোৎসব। এ কী মিলন নব!
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে, অখিল নিখিল-ভরা এ কী আহ্বানরব!
যে নিয়মে জীবগণ সুখদুখ-অন্ধ,
প্রেম-পরিজাতে প্রভু এ কী মকরন্দ!
দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হতে, করিছে শপথ আজ মিলি একসাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব॥

[বেহাগ-খাম্বাজ, যৎ। কাকলি ১।৩৫

[বিবাহে প্রার্থনা]

৮৯৬

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত॥
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক হৃদয়ে চিরবসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে করো হে করুণনয়নপাত॥
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত।
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য—
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস-রাত॥

৮৯৭

দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো প্রভু, তুমি থাকো।
দুজনে যাহারা চলিছে তাদের তুমি রাখো প্রভু, সাথে রাখো॥
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের তুমি ডাকো প্রভু, তুমি ডাকো॥
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক।
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাকো প্রভু, তুমি ঢাকো॥

[সিন্ধু-ভৈরবী, একতাল

৮৯৮

নবজীবনের যাত্রাপথে দাও এই বর, হে হৃদয়েশ্বর—
প্রেমের বিত্ত পূর্ণ করিয়া দিক চিত্ত!
যেন এ সংসারমাঝে তব দক্ষিণমুখ রাজে;
সুখরূপে পাই তব ভিক্ষা দুখরূপে পাই তব দীক্ষা;
মন হোক ক্ষুদ্রতামুক্ত,
নিখিলের সাথে হোক যুক্ত
শুভকর্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি,
শান্তি শান্তি শান্তি ॥

৮৯৯

প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি— নমি, নমি।
বিপদে সম্পদে, সুখে দুখে সাথি, যিনি দিনরাতি, অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি নমি, নমি।
তিমিররাত্রে যাঁর দৃষ্টি তারায় তারায়
যাঁর দৃষ্টি জীবনের মরণের সীমা পারায়
যাঁর দৃষ্টি দীপ্ত সূর্য-আলোকে অগ্নিশিখায়, জীব-আত্মায় অন্তরযামী,
নমি তাঁরে আমি— নমি, নমি।
জীবনের সব কর্ম, সংসার ধর্ম, করো নিবেদন তাঁর চরণে।
যিনি নিখিলের সাক্ষী, অন্তরযামী
নমি তাঁরে আমি— নমি, নমি ॥

৯০০

প্রেমে বাঁধা জগৎ তোমার, প্রেমে বাঁধা হৃদয় দুটি ;
প্রেমে ঘুচাও সব ব্যবধান, প্রেমে আঁধার যায় গো টুটি।
প্রেমের দেবতা তুমি, তোমার আসন হৃদয়-ভূমি,
যুগল-মিলন মধুর আজি, তোমার প্রেমে ফুটে উঠি।
নদী যেমন সাগর-পানে, পবন যেমন ধায় বিমানে,
এ দুটি প্রাণ তেমনি যেন তোমার পানে যায় গো ছুটি ॥

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ বাং (১৯১৯) [পূরবী। একতাল

৯০১

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর ॥
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার ॥
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন।
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাতকিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার ॥
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃতসদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক-দুজনে।
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়—
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার ॥

[বেহাগ। স্বরবিতান ৮।৪৬

৯০২

দাও হে, ওহে প্রেমসিন্ধু, দাও হে নবীন যুগলে,
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু, সুরনরচিতবাঞ্ছিত।
যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম,
তোমাতে উদয়, তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা ধন জন মান, যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত।
দুইটি হৃদয় হয়ে একাকার, স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার,
বিশ্বের বুকে চলুক উদার, কখনো না হয়ে কুঞ্চিত।
টেনে লও, ওহে প্রেমপারাবার,
তব শুভ-কোলে হৃদি দুজনার,
তোমার মধুর-কঠোর শাসনে, কখনো কোরো না বঞ্চিত॥

[খট্‌, একতাল। সুর— আঁধার রজনী পোহাল

৯০৩.

মিলনের রাতি মধুময় করি, তুমি এলে মনোমাঝে,
প্রাণের বীণায়, নামটি তোমার, মধুর মধুর বাজে।
মধুর তোমার প্রেমে পূর্ণ মন, প্রাণে প্রাণে হোক মধুর মিলন;
দুইটি হৃদয় এক করি তুমি সাজাও মধুর সাজে।
অন্তরে তোমারে করিয়া বরণ, দুজনের হোক সুখের জীবন;
দু জনেই যেন রাখে দেহমন সকল কল্যাণ-কাজে॥

[নায়কী কানাড়া, একতাল। সুর— দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

[বিবাহে উপদেশ ও আশীর্বাদ]

৯০৪

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী ॥
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভযাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি ॥
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে যেযো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি ॥

[ভূপালী, একতাল

৯০৫

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে ॥
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর,
ধ্রুবসত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো, সংশয়নিশীথে সংসার-অর্ণবে।
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দু জনার বলে সবল দুজন, জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেমবলে তবু থাকিয়ো অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল, বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

[খাম্বাজ, একতাল। স্বরবিতান ৮।৪৮

৯০৬

দুজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে—
দুজনের হৃদয় আজি মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
তাঁহারি প্রেমের বেগে দুটি প্রাণ উঠুক জেগে—
যা-কিছু শীর্ণ মলিন টুটুক, তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সমুখে সংসারপথ, বিঘ্নবাধা কোরো না ভয়—
দুজনে যাও চলে যাও, গান করে যাও তাঁহারি জয়।
ভকতি লও পাথেয়, শকতি হোক অজেয়—
অভয়ের আশীষবাণী আসুক তাঁর প্রসাদ-বায়ে॥

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯০৭

প্রভু, মঙ্গল-শান্তি সুধাময় হে, ভব-সেতু মহা-মহিমালয় হে।
জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে, জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে।
জয় পুণ্য-নিধে গুণসাগর হে, আজি এ দুজনে করুণা কর হে॥

[খাম্বাজ-ঝংলা, কাওয়ালি। সুর— তুমি আত্মীয় হতে

নিবেদন, সঙ্কল্প ও প্রার্থনা (৮)

দশম অধ্যায়

বালকবালিকার সঙ্গীত

বালকবালিকার নিবেদন

[একাকী]

৯০৮

জীবন আমার করো আলোকের মত সুন্দর নির্মল,
যেখানে যখন রব, সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জ্বল।
ওগো দয়াময়, তুমি থাকো সাথে সাথে, আলো করি আমার জীবন ;
সুদিনে দুর্দিনে কিবা অন্ধকার রাতে, চিরজ্যোতি, থাকো অনুক্ষণ।
জীবন আমার করো ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন, তুষি অনিবার।
ওগো দয়াময়, তুমি থাকো সাথে সাথে, শোভা করি আমার জীবন।
শরত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে, হে সুন্দর, থাকো অনুক্ষণ।
অন্ধের যষ্টির মতো করো গো আমারে দুঃখীর নির্ভর ;
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথেরে সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাকো সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক সর্বশক্তিমান ॥

[[illegible]]

৯০৯

তোমারে বাসিতে ভালো তুমি দাও শিখাইয়ে,
হাতে ধ'রে পিতা মোরে শুভ পথে যাও নিয়ে।
আমি যে গো হীনমতি হীনবল শিশু অতি,
তুমি না দেখালে পথ, কুপথে পড়িব গিয়ে।
তাই পিতা কাছে থাকো পাপ তাপ হতে রাখো
নির্ভয়ে রহিব সদা তব হাতে প্রাণ দিয়ে।
চলিতে সত্যের পথে, দুঃখ যদি হয় পেতে,
দাও মনে হেন বল, তাও যেন থাকি স'য়ে॥

[আলাইয়া, একতাল

৯১০

তুমি যে গো সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ,
কেনই ভাবনা আর করি অকারণ।
বিপদে পড়িলে পরে, ডাকিব বিশ্বাস-ভরে,
অমনি সকল ভয় করিবে বারণ।
আলোকে আঁধারে কিবা, চেয়ে আছ নিশি দিবা,
তোমার চোখের দূরে নহে কোনো জন;
হই ছোট শিশু হই, তোমারি তো কাছে রই,
কে আছে কে আছে বড় তোমার মতন॥

[আলাইয়া, যৎ

৯১১

পরমেশ, তব পদ পূজিবারে চাই,
কেমনে পূজিব, তা তো ভেবে নাহি পাই।
তুমি নাকি সবি দেখ, মনের মাঝারে থাক,
যেথাই থাকি না কেন, যেথাই না যাই।
এ মনের কথা তব অজানিত নাই,
জান, কী চাহিতে আসিয়াছি তব ঠাঁই ;
তবে রাখো রাখো মোরে, তোমারি সেবক ক'রে,
করি যেন তব কাজ, তব নাম গাই ॥

[খট্‌, একতাল। সুর— আঁধার রজনী পোহাল

[মিলিত ভাবে]

৯১২

সকলেরি প্রভু তুমি, রাজা তুমি জগতের,
কে বুঝে মহিমা তব, হে মহান মহতের ॥
রাজা হয়ে প্রভু হয়ে অনিমেষ আছ চেয়ে,
স্নেহের নয়নে, দেব, মুখপানে সন্তানের ॥
কতই বাসিছ ভালো, রাখিয়াছ কত সুখে,
করুণার কথা তব কেমনে বলিব মুখে।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদিনু পদে পিতা,
কিবা দিব, কিবা আছে, অতি ক্ষুদ্র আমাদের ॥

[সাহানা, ঝাঁপতাল। সুর— ডেকেছেন প্রিয়তম

৯১৩

জগতের পিতা তুমি করুণানিধান।
হীনমতি শিশু মোরা দুর্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালোবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম-গান।
সুখে দুখে চিরদিন যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে, পাপ-পথে ভয়;
এই আশীর্বাদ সবে করো প্রভু দান।
অসহায় সন্তানের সাথে সাথে থাকো,
তোমার কার্যেতে সদা নিয়োজিত রাখো,
ধন্য হোক এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ॥

[মিশ্র, ঝাঁপতাল

৯১৪

ছোট ছোট শিশুগুলি, অল্পমতি অল্পজ্ঞান,
সকলের বড় তুমি, অনন্ত ভূমা মহান।
তব শ্রীচরণতলে, এসেছি সকলে মিলে
দুরবল আমাদের কর গো অভয় দান।
যাঁহার চরণছায়ে, এ বিশ্ব রহে নির্ভয়ে,
এই ধরা যাঁর কাছে ধূলি-রেণুর সমান,
সেই তুমি মাতা হয়ে, স্নেহহস্ত প্রসারিয়ে,
সতত রয়েছ কাছে, বিপদে করেছ ত্রাণ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৯১৫

কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, শত শত আশার কিরণ।
নিরাশার অন্ধকারে, লয়ে যেন যেতে পারে,
নব শক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন।
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্নেহভরা আনন্দভবন।
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন।
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্বরগের নন্দনকানন।
ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, বিকশিত হোক তথা,
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন॥

[মিশ্র, খং

৯১৬

মা গো জননী, স্নেহরূপিণী,
করি এ ভিক্ষা তোমার ঠাঁই,
কর শুভাশীষ যেন অহর্নিশ, সুপথে থাকিয়ে কাল কাটাই।
তোমার চরণে করি গো মিনতি, সুকাজে সতত থাকে যেন মতি,
ভাই ভগিনী সবারে প্রীতি দিতে যেন মা গো পারি সদাই।
ন্যায়, সত্য, প্রীতি, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য, জ্ঞান, শক্তি,
পুণ্য আদি ভূষণে যেন ভূষিত হইয়া থাকি সবাই।
আমরা তোমার তনয় তনয়া, কর আশীর্বাদ হইয়ে সদয়া,
বিপদকালে অভয় কোলে দেখো মা গো যেন শরণ পাই॥

[ঝিঁঝিট, একতাল

৯১৭

ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফুটে গাছে ;
ছোট বটে, তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে।
দাও তবে প্রভু হেন শুভমতি, প্রাণে দাও নব আশা ;
জগত-মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালোবাসা।
সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি ;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি॥

[খাম্বাজ মিশ্র, একতাল

৯১৮

ওগো পিতা, তব করুণায় আজি
হইনু আমরা ধন্য,
মরমে ফুটিল আশার কুসুম ঘুচিল সকল দৈন্য।
আলোকে পুলকে উজল হৃদয়,
সুখের ধরণী হেরি মধুময়,
শুধু মনে হয় তোমা সম কেহ আপনার নাহি অন্য।
কর গো আশীষ, ফুলের মতন
থাকে নিরমল নিয়ত এ মন,
যেন ধরা-মাঝে হই তব কাজে সন্তান বলিয়া গণ্য॥

[মুলতান, একতাল

৯১৯

জগতের মাতা তুমি সদাই রয়েছ কাছে,
নহিলে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কেমনে বাঁচিয়ে আছে।
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের ভিতরে শুধু
তোমারি অতুল স্নেহ আপনারে প্রকাশিছে।
পিতার হৃদয়ে থাকি যতনে পালিছ তুমি,
তব গুণে ঘরখানি ভাই বোনে সাজিয়াছে।
সকলি দিয়াছ তুমি, চাহিবার কিবা আছে।
এ দানের উপযুক্ত কর, শিশু এই যাচে॥

[আলাইয়া, ঝাঁপতাল

৯২০

ভাই বোনে মিলে তব পদতলে,
এসেছি গো পিতা, চাহ দয়া করে।
গাহিতেছি সবে হরষের ভরে, তব প্রিয় নাম ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরে।
এই করো প্রভু, সুখে দুঃখে কভু না ভুলি তোমারে ক্ষণেকের তরে ;
যদি তোমা ভুলে যাই কভু চলে কুপথের দিকে, রেখো হাতে ধরে॥

[খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। সুর — তুমি আত্মীয় হতে

৯২১

ভাই বোনে মিলে, আয় রে সকলে, গড়িব ভুবন নূতন করে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, গড়িব ভুবন নূতন করে।

দুখের রজনী হবে অবসান, পাইবে ভুবন নবীন পরান।
গাইবে এবার আনন্দের গান, গড়িব ভুবন নূতন করে।
নব সাজে মোরা সাজিব আপনি, সাজাইব দেশ, সাজাব ধরণী,
স্নেহ ভালোবাসা দয়া ভক্তি আনি, গড়িব ভুবন নূতন করে।
দাও এনে আজি যার যা শকতি হৃদয় ভরিয়া আনো নব প্রীতি,
পরানে জালাও নব আশা-বাতি, গড়িব ভুবন নূতন করে।
প্রতিজ্ঞার বলে কি কাজ না হয়? করি প্রাণপণ লভিব বিজয়;
অনন্ত শকতি মোদের সহায়, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব, ললাটের ঘাম চরণে ফেলিব;
মরণ-দিনেও আশা না ছাড়িব, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে॥

[খাম্বাজ, একতাল

৯২২

ওই তো পোহাল নিশি, দেখা দিল উষা-হাসি
জাগিছে জীবগণ ধীরে ধীরে;
দিক দশ আলোকিত, তনুমন পুলকিত,
ভাসিছে ধরা যেন প্রীতিনীরে।
যাঁহার শোভায় হয় ত্রিভুবন শোভাময়,
বন্দি হে পদ তাঁর ভক্তিভরে।
সারাদিন শুভ পথে চালাইয়ো নিজ হাতে,
আশীষ যাচি এই যোড়-করে॥

[ভৈরবী, কাওয়ালি

৯২৩

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মতো করে।
গান গেয়ে আনন্দ-মনে ঝাঁটিয়ে দে সব ধুলা,
যত্ন করে দূর করে দে, আবর্জ্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ্ সাজিখানি ভরে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মতো ক'রে।
দিনরজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
একলা তিনি বসে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অন্য কোথাও চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের এগিয়ে দিয়ে যান,
মনের সুখে ধাই রে পথে, আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা বসে আমাদের এই ঘরে।
তিনি জেগে বসে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই অকাতরে।

জগতে কেউ দেখতে না পায় লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে জ্বালান সারারাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি, আমাদের এই ঘরে॥

পৌষ ১৩১৬ বাং

৯২৪

বল দেখি ভাই, এমন করে ভুবন'কেবা গড়িল রে।
গগন ভ'রে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে।
উজল উষায় আলোক-খেলা, তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী হেরে নয়ন ভুলিল রে।
শীতল পবন বহে ধীরে, দোলা দিয়া নদীনীরে,
দুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে, সুবাস নিয়ে যায় গো হ'রে।
সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পূরে।
এমন দয়াল বল কে ভাই, দেহ জীবন যে দিল রে।
দয়াল আমায় দয়া করে, ধরায় জনম দিলেন মোরে,
মায়ের পরান দিলেন দয়াল, গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার তো নাই তুলনা রে, দয়ালকে ভাই ভুলো না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো, দয়াল বল বদন ভ'রে॥

[বিভাস, একতাল

৯২৫

কাটি গেছে দিন শত সুখ-মাঝে,
ডাকো সুখদাতা হৃদয়েরি রাজে।
তাঁহারি আদেশে অস্তমিত ভানু,
আসিল নিশি সাজি সুন্দর সাজে।
দিবার আলোকে নিশার আঁধারে,
আঁখি তাঁর মমোপরি সদা বিরাজে॥

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি

[সাপ্তাহিক নীতি-বিদ্যালয়]

৯২৬

সপ্তাহের পরে পুনঃ আসিনু তোমারি ঘরে ;
বরিষ আশীষ দেব, ক্ষুদ্র শিশুদের 'পরে।
যে শিক্ষা লভিব ব'লে, আসি হেথা সবে মিলে,
ফলুক সুফল তার চির জীবনের তরে।
হে বিভু জগতপাতা, শুভদাতা সিদ্ধিদাতা,
তুমি না শিখালে বল, কে বা কি শিখিতে পারে ?
প্রার্থনা চরণে তব, যত দিন বেঁচে রব,
চলি যেন সাধুপথে তোমাতে নির্ভর ক'রে॥

[খট্, খং

বালকবালিকার উৎসব ও বালকবালিকা সম্মেলন

৯২৭

বরষের পরে পিতা এসেছি আবার,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতি লয়ে উপহার।
কত সুখে রাখিয়াছ, কত স্নেহে পালিয়াছ,
তুলনা হয় না, প্রভু, তব করুণার।
ক্ষুদ্র বটে অতিশয়, ক্ষুদ্র প্রাণ এ হৃদয়,
তথাপি বাসিতে ভালো শিখেছি এবার;
সেই ভালোবাসা দিয়া, মন প্রাণ সমর্পিয়া,
পূজিব অভয়প্রদ চরণ তোমার॥

[মূলতান, ত্রিতাল

৯২৮

ইহাদের কর আশীর্বাদ।
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ।
এই হাসিমুখগুলি, হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে, বুকে রেখে, কোলে রেখে,
তোমরা করো গো আশীর্বাদ!
বল, 'সুখে যাও চলে, ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউখেলা,
নাচিবে তোদের চারি পাশ।'

[ঝিঁঝিট, ত্রিতাল

বালকবালিকার জন্মোৎসব

৯২৯

তোমার অপার কৃপা জীবের প্রতি।

অপার কৃপাগুণে মানব সন্তানে, পালিছ যতনে ওহে জগৎপতি।
জননী-জঠরে না হতে সঞ্চার, তুমি হে ভাবনা ভাবিলে আমার,
মাতার হৃদয়ে সুধার ভাণ্ডার, মাতৃ-প্রাণে দিলে প্রেমের শকতি।
কোমল শৈশবে প্রহরী হইয়ে, অবোধ সন্তানে রাখিলে নির্ভয়ে,
বয়োবৃদ্ধি সনে খুলিলে নয়নে, দেখালে সন্তানে তব স্নেহজ্যোতি।
তুমি দিলে স্নেহ সকলের প্রাণে, যার গুণে মোরা বাড়ি দিনে দিনে,
করি হে প্রার্থনা আজ ও-চরণে, তব পদে প্রভু থাকে যেন মতি॥

[খট্-ভৈরবী, একতাল। সুর— তুমি বিপদ্‌ভঞ্জন দয়াল হরি

৯৩০

আজ মনের সাধে প্রাণ ভ'রে ডাকব দয়াময়।
যেন জনম-দিনের ফল জীবনেতে রয়।
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কানে শুনি,
মন্দ বালক যথা, আমি যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালোবাসিতে তোমায়।

[আলাইয়া, খং

৯৩১

অতুল প্রেমের লীলা শিশুর জীবনে তব,
ফুটিছে গৃহ-উদ্যানে বরষে বরষে নব।
তোমার প্রেমের সাজে, দেব-শিশু গৃহে রাজে;
সংসার স্বরগ যেন, উঠে সদা জয় রব।
তোমার করুণাস্রোতে, নূতন বরষ-পথে,
উপনীত আজি শিশু, বাধা বিঘ্ন ত্যজি সব।
তাই মোরা শুভ দিনে, মিলেছি তব চরণে;
কৃতজ্ঞতা-উপহার ধর লও আজি, দেব ॥

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

৯৩২

চির নবীন শিব সুন্দর হে,
প্রাণেশ, থেকো প্রাণে।
জীবন-পথে থেকো সাথে সাথে,
ফুটাইয়ে জ্ঞান-আঁখি তব আলোকে।
সুন্দর নিরমল, শান্ত সুকোমল,
রেখো সতত প্রেম-সিঞ্চনে হে।
তোমার করুণা, তোমার মহিমা,
প্রকাশিত হয় যেন এই জীবনে ॥

[মিশ্র ইমন, ঠুংরি

একাদশ অধ্যায়

উপদেশ, লোকশিক্ষা, নাম-মহিমা

[এই অধ্যায়ের কোনো কোনো গান 'কীর্তন' রূপে গীত হইয়া থাকে]

বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন-তৎপরতা

৯৩৩

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসারধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি-পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেয়ো না ফিরে॥

[পূরবী, আড়া

৯৩৪

অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন, জেনে কি জান না?
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না!
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥

[কেদারা, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৯৫

৯৩৫

কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর, তিনি জগতের পিতা মাতা।
হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে, জানিলে।
যদি জানিবে, কর সাধু-সঙ্গ একান্তে ॥

[পরজ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৭

৯৩৬

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাবো মনে ॥

[বাগেশ্রী, একতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০১

প্রবাস

৯৩৭

পরবাসী, চলে এসো ঘরে।
অনুকূল সমীরণ-ভরে, চলে এসো চলে এসো ॥
ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাপার, সারিগান উঠিল অম্বরে ॥
আকাশে আকাশে আয়োজন, বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ!
মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া,
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে ॥

৯৩৮

এ পরবাসে রবে কে হায়! কে রবে সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সঙ্কটে,
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায় রে ॥

[সিন্ধু, মধ্যমান। স্বরবিতান ৮।৫৩

৯৩৯

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ?।
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে ?।
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে ;
যদি দেখ পথ ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিয়ো দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

[সুরটমল্লার, একতাল

৯৪০

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃতনিকেতনে, চলে আয়,
থাকুক যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কাজ নাই।

তোদের মর্মব্যথা আর নাহি রহিবে,
রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে,
একবার দেখলে প্রভুর প্রেমমুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কতদিন সে মায়েরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে কাজে, মায়ের কোল ছেড়ে ?
তোদের কোলে নেবার তরে সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥

[বাউলের সুর, একতাল

৯৪১

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু, মধুর ভাষে, যেতে স্বদেশে,
আমার ধন মান, (বিদেশী হে,) পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
মরি রোগে শোকে পাপে তাপে, পিতামাতা-হীন,
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ?
আর কতদিন এই আঁধারে প'ড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী, সেই মায়ের কোল ছেড়ে ?
আর ফিরাব না পাষাণ-মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারানো রতন,
রাখব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে, করিয়ে যতন,
যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ প্রেমবারি পরশে ॥

[বাউলের সুর, একতাল। 'পুরবাসী রে' গানের উত্তর রূপে একই সুরে রচিত

দুঃখ, বিপদ, অভয়

৯৪২

বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখনো পাষণ্ড-দলন রে।
সুখশয্যায় শুয়ে কে বা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে?
অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপন,
যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্তন রে।
গুরু-দত্ত ভার কর সুখেতে বহন রে,
এ পাপজীবন ধ্বংস হলে পাবে নবজীবন রে।
প্রভুর কার্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে,
তবে পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে॥

[বাউলের সুর, একতাল

৯৪৩

বিপদ-ভয়-বারণ যে করে ওরে মন তাঁরে কেন ডাক না!
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভবঘোরে মজি, এ কি বিড়ম্বনা!
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁহে যেন ভুলো না,
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা।
এখন হিত-বচন শোন যতনে করি ধারণা,
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা;
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা;
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তাঁর কর সাধনা॥

[ছায়ানট,ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৮

৯৭৪

ভজ অকাল নির্ভয়ে, পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্বকালে বিদ্যমান, সর্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য, তারে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ॥

[সুরট ত্রিতাল

৯৭৫

থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে ॥
সুখের ছদ্মবেশে আসে দুখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে ॥
যেথা আজ শুষ্ক মরু, যেথা নাই ছায়াতরু,
হয়তো তোদের নয়নজলে ভরবে ফুলে ফলে ॥
জীবনের সন্ধি-পথে খুঁজে পথ হবে নিতে,
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না ব'লে ॥
ভাঙিলে বালির আবাস বিষাদে হোস নে হতাশ,
আছে ঠাঁই, আছে আলয়, অভয় চরণতলে ॥

[মিশ্র সিন্ধু-খাম্বাজ, দাদরা। কাকলি ২।১৫

দীনতা, ব্যাকুলতা

৯৪৬

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার,
আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥
দিনের কাজে ধুলা লাগি, অনেক দাগে হল দাগী,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহ্য করা ভার আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥
এখন তো কাজ সাঙ্গ হল দিনের অবসানে—
হল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে।
স্নান করে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে, গাঁথতে হবে হার, ওরে আয়, সময় নেই যে আর ॥

১১ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)   [মিশ্র বারোঁয়া একতাল। গীতলিপি ২।৪০

৯৪৭

নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি না রে মন!
তুই সুখী জনের করিস পূজা দুখীর অযতন, (মূঢ় মন)।
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী মিবি তার চরণধূলি,
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন, (মূঢ় মন)।
প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই তো মহাজন, (মূঢ় মন)!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ, (মূঢ় মন)!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে পরম সত্য,
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মূঢ় মন)।

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।১৩

লোকশিক্ষা

৯৪৮

এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে, হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা ॥

[মিশ্র বাহার, খং। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৯

৯৪৯

মিছে তুই ভাবিস মন! তুই গান গেয়ে যা আজীবন ॥
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে,
ওরে নাইবা যদি কেহ শোনে তুই গেয়ে যা গান অকারণ ॥
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কী হবে?
না হয় তাদের মতো শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ ॥
মনোদুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস প্রাণের বেদন ॥
আজি তোর যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে,
ওরে হয়তো তাঁহার পাবি দেখা তোর গানটি হল সমাপন ॥

[বাউলের সুর, দাদরা। কাকলি ১।২৬

৯৫০

তারে ধরবি কেমন করে ?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় পড়ে !
মরিস তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্তি ধ'রে।
তুই ঘুরে বেড়াস পরিধিতে, সে যে বসে আছে কেন্দ্রটিতে ॥
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে মোহের ঘোরে।
তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি পাথর-কুচি দিয়ে।
তুই ডুবলি না রে সাগরজলে, যার তলায় পরশমাণিক জ্বলে ;
নিলি মণির বদনে উপলখণ্ড, আঁধার ঘরে ॥

[বাউলের সুর, গড়খেমটা

৯৫১

জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন-মেলা।
যদি এসেছ হেথা, সব দেখে লও,
চলো ফেরো, মেলো মেশো, হাসো খেলো,
তবে, দেখো যেন আসল কাজে কোরো না হেলা।
তুমি যা কিছু জগতে দেখ, লক্ষ্য স্থির রেখো,
কত কুহক হেথা আছে, অবিচল থেকো তার মাঝে ;

কত পাপ মোহ মায়া ধরে মোহন কায়া,
এ মহাশিক্ষার স্থান, শুধু নহে বৃথা খেলা।
সেই মঙ্গলময়ে নির্ভর করি নির্ভয় হও রে,
ধন্য সেই ভব-কাণ্ডারী, ধরো তাঁর চরণ-ভেলা॥

[খাম্বাজ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৯

৯৫২

আমি হব মা তোমার কোলের ছেলে।
আর যাব কোথায় তোমায় ফেলে!
কোলের ছেলে কোলে বসে বিনা ভাড়ায় যায় মা রেলে,
আমি তোমার কোলে ভবসিন্ধু পার হব মা বিনা মূলে।
(পার হব মা অবহেলে)
বড় ছেলে কতই বলে, কতই চলে আপন বলে,
মা গো কোলের ছেলে সদাই কেবল কেঁদে কেঁদে যায় মা কোলে।
(মা মা ব'লে যায় মা কোলে)
স্তন্যসুধা পান ক'রিয়ে ভবের ক্ষুধা যাব ভুলে,
মা তোর মুখশশী দিবানিশি নিরখিব কুতূহলে।
জানি নে মা ভজন সাধন, শাস্ত্রবিধি কোথায় মেলে?
আমার ধরম করম মুক্তি মোক্ষ সব মা তোমার চরণতলে॥

[রামপ্রসাদী সুর

মৃত্যুর স্মরণ

৯৫৩

একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বলবে না,
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চলবে না।
নাম ধরে ডাকবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না,
পুত্র-মিত্রে জগৎ-চিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না।
অসার হবে এ রসনা, আস্বাদন আর করবে না;
ভাল মন্দ কোনো গন্ধ নাসিকাতে লবে না।
রাজসিংহাসন ছাই মাটি বন, এ বিচার আর থাকবে না;
বন্ধনে দহনে দেহে, যাতনা জানাবে না।
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না;
তাঁরে এই বেলা ডাক ডেকে নে রে, ডাকতে সময় মিলবে না॥

[পিলু, যৎ

৯৫৪

অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব', হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত' শেষ, ভাব' সত্য নির্বিশেষ,
মরণসময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন॥

[রামকলি, আড়াঠেকা

৯৫৫

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ;
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন-জন-বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত' সত্য-পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কী ভয় মরণে॥

[রামকেলি, আড়াঠেকা

৯৫৬

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে 'হায় হায়' শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ;
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর', সত্যেতে নির্ভর॥

[রামকেলি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫০

নামমহিমা

৯৫৭

কর বদন ভরি দয়াল হরি নামাহুকীর্তন রে।
কর সদানন্দে ভূমানন্দ-রসামৃত পান রে।
আছে উক্ত, জীবন্মুক্ত হয় ভক্ত জন রে;
গেয়ে দয়াল নাম অবিরাম যায় পুণ্যধাম রে।
গাই সবে ভক্তিভাবে রসাল দয়াল নাম রে।
নামে হৃদয়কমল হবে অমল, হব পূর্ণকাম রে॥

[রামকেলি, একতাল

৯৫৮

হরি নাম কী মধুর॥
নাম কণ্ঠহার কণ্ঠেতে যার, সব দুঃখ তার হয়েছে দূর।
স্বর্গ হতে সুধা উথলি পড়িয়া, নাম রূপে ধরা দিল ভাসাইয়া
কত উঠিল তরঙ্গ, লীলা-রস রঙ্গ,
উঠিল কতই প্রেমের অঙ্কুর।
ঝরিল এ সুধা নারদের বীণে, কত কণ্ঠে কত আশ্রমে পুলিনে,
গেল রে ভাসিয়া সাধের নদীয়া, হল ডুবু ডুবু শান্তিপুর।
আজিও ভারত আকাশে বাতাসে, এই মহানাম অবিরাম ভাসে;
আজো হরিনাম স্বর্গের সোপান,
নামে আজো ঝরে আঁখি পাতকী সাধুর॥

[ভৈরবী, একতাল

৯৫৯

কে জানে রে এত সুধা দয়াল নামে ছিল,
সুধাপানে মত্ত প্রাণ আকুল হয়ে গেল।
আমি আগেতে জানিতাম যদি, তা হলে রে নিরবধি,
করিতাম সুধা পান বসিয়ে বিরল,
সংসার-গরল ছাড়ি প্রেম নিরমল ॥

[সাহানা, ঝং

৯৬০

নামের ভিতরে যদি নামী নাহি রয়,
নাম কি হইত তবে এত মধুময় ?
অনল অনিল জল, আকাশ অবনীতল,
(আছেন) মধুরূপী মগ্ন করি মধুতেই সমুদয়।
রসে গন্ধে গানে সুরে, কি করুণে কি মধুরে,
যে-খেলা হৃদয়-পুরে নামীরই তো অভিনয়।
পুষ্প ছাড়ি গন্ধ কোথা ? নাম যেখানে নামী সেথা,
অভিন্ন যে নাম আর নামী, এই জানি তাঁর পরিচয়।
(আমি) ভয় পেয়ে নাম নিয়ে ডাকি, সুখ পেলে মূক হয়ে থাকি,
করমে স্মরণে রাখি, পাই শকতি, পাই অভয়।
অনামীরে দিয়ে নাম, ভক্ত প্রেমিক পূর্ণকাম,
(তারা) নামে নাচে হাসে কাঁদে, প্রেম-অশ্রুধারা বয়।
হে অরূপী, হে অনামী, নামে পড়ে আছি আমি,
কবে পাব দেখা তব, বল শুনি প্রেমময় ॥

[খাম্বাজ, কাওয়ালি

৯৬১

সুন্দর তোমার নাম, দীনশরণ হে ;
বরিষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে !
এক তব নাম-ধন অমৃতভবন হে,
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে ;
হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে ॥

[কাফি, ঝাঁপতাল। সুর— তুমি হে ভরসা মম

৯৬২

দয়াল নাম পরশমণি, পরশে প্রাণ হয় সোনা।
প্রেমভরে যে নাম করে, পূরে তার সব কামনা।
কী যে মধুর দয়াল নাম, সুধা ঝরে অবিরাম,
খুলে যায় আনন্দধাম, নিরানন্দ আর থাকে না।
কত মহাপাপী ছিল, ওই নামেতে ত'রে গেল,
মধুর নবজীবন পেল, পাপের স্মৃতি আর রইল না।
আশাভরে ও-নাম ধর, বদন ভ'রে ও-নাম কর,
জীবন হবে মধুর, সফল হবে সাধনা। ॥

[ঝিঁঝিট, পোস্ত। সুর— কে তুমি কাছে বসে

ব্রহ্মনাম, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মবোল, ব্রহ্মরূপ

৯৬৩

বল্ ব্রহ্মনাম ভরিয়ে বদন— নামে ঘুচবে রে সকল বেদন।
বল বল থাকিতে চেতন, গেল গেল দিন তো গেল, চিন্তা নাই কি মন?
বৃথা সময় গেলে অবহেলে, সার হবে কেবল রোদন। (শেষে)
বাক্যমনে ঐক্য ক'রে মন, ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র কর উচ্চারণ;
এই মন্ত্র বলে জীব সকলে মরিলেও পায় জীবন। (পুনঃ)
জীবের বাঞ্ছা করিতে পূরণ, নামরূপে করেছেন ব্রহ্ম ধরায় আগমন;
নামে নৃত্য করে চিত্ত-মাঝে রে, রসনায় করে আসন। (নামে)
নামে শীতল হয় কি না পরান,
আর কারে মানিবে সাক্ষী, আপনি যার প্রমাণ?
হৃদয়-দুয়ার খুলে, ব্রহ্ম ব'লে রে, নাম-রসেতে হও মগন। (সদা)॥

[ছুটা কীর্তনের সুর, খেম্‌টা

৯৬৪

পূরিবে কামনা, ঘুচিবে ভাবনা, ব্রহ্মনাম-কীর্তনে,
সবে মিলি বল, 'জয়, ব্রহ্ম জয়' হরষে সঘনে বদনে।
অতীতে ভাসিয়ে রহিল পড়িয়ে, শক্তি কি জাগিবে প্রাণে।
সমুখে চাহিয়ে ব্রহ্মনাম নিয়ে, ছুটে চল তাঁরি পানে।
নামেতে তাঁহাতে অভেদ সম্বন্ধ, পাপী জনেই তো জানে;
নাম-গুণ-গানে, শ্রবণে মননে, কত সুধা ঢালে প্রাণে!
নামে ফুটিবে সত্যের বিমল আলো, আঁধার পাপ-জীবনে;
কী ভয় কী ভয়, গেয়ে ব্রহ্মজয়, জীবন পাইবে মরণে॥

[সাহানা, একতাল

৯৬৫

ব্রহ্মনামের রসের ধারা, ধারা শিরায় শিরায় বয় রে।
মরি, ধারায় কিবা ধীরের গতি রে, যেমন মূল-জোয়ারের জল,
আস্তে আস্তে ডুবতে ডুবতে রে, সর্ব অঙ্গ করে তল রে।
তল-তলাতল রসাতলে রে, আছে রসের ভাণ্ড ভরা,
সেই রসেতে বশ করিয়ে রে, রাখে আজনম-ভরা রে।
বশ করে সে আপনা-গুণে রে, এমন গুণের গুণমণি,
কার গুণে তাঁর বশ হইলে রে, দেখ আপন মনে গণি রে,
ভুলতে চাইলে ভুলতে নারি রে, নাম এমন সূতে গাঁথা,
হৃদয়-ভেদী ছিদ্র দিয়া রে, উঠে সেই-না রসের কথা রে।
বলতে বলতে রসের কথা রে, হয় উদয় ব্রহ্মজ্ঞান,
পাষণ্ড দলিত হয়ে রে, সঁপে ব্রহ্মেতে পরান রে।
এই নাম আমাদের লক্ষ্য পক্ষ রে, এই নাম আমাদের প্রাণ,
নাম-রূপেতে পরান-ব্রহ্ম রে, জীবে জীবে অধিষ্ঠান রে ॥

[খেমটা। সুর— ব্রহ্ম প্রেমসাগরের জলে

৯৬৬

ব্রহ্মনাম কী মধুর রে ভাই!
নামের বালাই নিয়ে মরে যাই।
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মরলে নবীন জীবন পাই।
নাম-স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়;
যাহা প্রাণে উঠে, প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয়।
এ নাম স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ছেড়ে, হৃদয়-ঘরে করে ঠাঁই।

নাম স্মরণে সরল, যত মনের গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন, তেমনি অবিকল,
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।
নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন বিনয় ক'রে ব্রহ্মনামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর, কিছুতেই ক্ষতি নাই।
এই নামেরি ছাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য উদয় হয়ে শুভদিন ঘটে ;
নামে প্রেম উথলে, মন বদলে, আঁধারে আলোক পাই ॥

[খেমটা

৯৬৭

বল রে বল রে বল রে বল 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং';
পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয়কাননে ফুটিবে ফুল, চারি দিক হবে সৌরভে আকুল ;
ব্রহ্মকৃপা-গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপ-তাপ ভার, ব্রহ্মকৃপাগুণে হবে ছারখার ;
মরণ ঘুচিবে, জীবন পাইবে, হইবে নির্মলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার, উথলিবে প্রেমসিন্ধু-পারাবার ;
দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কী ভয় ভাবনা ব্রহ্মকৃপাগুণে, কী করিবে শোক-তাপের আগুনে ;
ব্রহ্ম বলে বল কর, সেই গুণে হবে না বিকলং ॥

[পূরবী, খয়রা

৯৬৮

ব্রহ্মনাম-সাগরের জলে ডুব দে রে 'জয় ব্রহ্ম' ব'লে ;
ডুবলে নব জীবন পাবে, প্রাণ খেলিবে প্রেমহিল্লোলে।
নামসাগরে অমূল রতন, তুলিতে ভক্তমহাজন,
তারা ডুব দিতেছে অবিরত, এ জগতের সকল ভুলে ॥

[কীর্ত্তনভাঙা, একতাল

৯৬৯

ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুব দিয়ে মন থাক্ রে।
তোমার দুঃখেতে সুখ উপজিবে, ঘুচিবে বিপাক রে।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে,
প্রেমের খেলা দে'খে শুনে হইবে অবাক রে।
নামে প্রেম উথলে যখন মনে, বুড়ো নাচে ছেলের সনে,
তখন সমান ভাবে গুণে আনে, এক পয়সা আর লাখ রে।
ব্রহ্মনাম-রসনে মাজ্‌লে বদন, ঘুচে যাবে সকল রোদন,
এই যে অপার ভবনদী, তাতে পাবি সাঁকো রে।
নাম- পরশে রস, রসেতে বশ, বশ বিনা সকলি নীরস,
ও ভাই যাঁর বশে হয় সকল সরস, এমন মধুর চাক্ রে।
হৃদে পরশ নৈলে, হাজার কৈলে, কেবল ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে,
ফলে এই রসে না রসিক হলে, মানবজীবন ফাঁক রে ॥

[টোড়ি, খেম্‌টা

৯৭০

একবার বল্ বল্ মন-বুলবুল-পাখি, বল্ রে ব্রহ্ম-বোল।
বল্ রে এই বোল সেই বোল ছাড়িয়ে সেই বোল,
যেই বোলে হবি বিভোল।
ভবে সেই বুলিই বোল,
তাই বলি রে বোল বল্ রে, বোল বল্, মন মিশায়ে বল্।
বৃথা আবোল-তাবোল বলিয়ে কি ফল, ছেড়ে দে সব গণ্ডগোল।
পাখি সেই বুলিই বল্,
ব'লে ব'লে বাড়া রে বল রে, নৈলে কিসে পাবি বল?
তুই বল্ না পাখি, বল হয় না কি, প্রাণ ভ'রে বলিলে বোল।
এই সংসারের ঘুরপাক,
যারে দে'খে লাগে তাক রে, যারে দে'খে লাগে তাক,
সেই তাকে-তাকে তাকিয়ে তাঁকে, ফাঁকে-ফাঁকে বল্ সে বোল।
(সংসার-পাকের)
বোল বড়ই রসাল,
তাতে নাই কিছু মিশাল রে, তাতে নাই কিছু মিশাল।
যত গরুশাল* চলে বোলের বলে, সার পেয়ে যায় বাঁশ, যে খোল্।
বোল এতই সরস,
রসে আপনি করে বশ রে, রসে আপনি করে বশ।
তাই অবশ প্রাণী বশ পাইয়ে কেবল বলে 'বল্ সে বোল'॥

[তাল ছব্‌কি। সুর— ধর্ ধর্ ধর্ পোষা পাখি

* গরুশাল— অসার কাষ্ঠ।

৯৭১

ব্রহ্মপ্রেম-সাগরের জলে জীবন-ভেলা ভাসবি কবে রে?
সাগরজলে জাহাজ চলে রে, জাহাজ ঝড় তুফানে ডোবে,
সেই তরঙ্গে কে দেখেছে রে, কলার ভেলা ডোবে কবে রে?
সাগরের তরঙ্গ পেলে রে, ভেলার আনন্দ উথলে,
সেই তরঙ্গের চূড়ায় ব'সে রে, ভেলা ব্রহ্ম-দোলায় দোলে রে।
দুলতে দুলতে যখন ভেলা রে, পাটে-পাটে খ'সে যায়,
কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে, সাগর-সঙ্গ লাগায় গায় রে।
ভেলার নাই রে ভুরা* লোহার বাঁধ, যে তারে চুম্বকে টানিবে,
নির্ভয়েতে কলার ভেলা রে, অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবে রে॥

[খেমটা। সুর— মন ফকিরের মনের কথা]

প্রেম ভক্তি

৯৭২

প্রেম বিনা কি সে ধন মিলে?
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞানালোকে দেখবে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে;
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল-আঁধারে ঘুরে ম'লে।
প্রেম বিনে তা মিলবে তো না— কী ধন মিলে প্রেম না হলে?
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে।
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে;
এ সব প্রেমের কার্য, প্রেমের রাজ্য, প্রেম আছে সকলের মূলে॥

*ভুরা—অনেক।

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ;
ওরে, প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হলে।
প্রাণ ছাড় তো প্রেম ছেড়ো না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ;
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে ॥

[রামপ্রসাদী সুর, একতাল

৯৭৩

কর ব্রহ্ম-প্রীতি, প্রিয়কার্য ; এই তো উপাসনা।
নইলে গন্ধপুষ্পধুপদীপাদি, কিছুতেই হবে না।
প্রাণের প্রীতি বিনে, পায় কি ব্রহ্ম-ধনে ?
যেমন অগ্নি বিনে, শত আয়োজন রান্ধিতে পারে না।
কর ব্রহ্ম প্রতি মনে শুদ্ধ প্রীতি,
যেমন সতী করে পতির প্রতি, সেই প্রীতি দেখ না।
ভালোবাসি যারে, প্রীতি করি তারে,
এই প্রীতির নামই ভালোবাসা, প্রীতি আর কিছু না।
এই জগতসংসার, এত ভালোবাসা যার,
আগে সেই জগতে ভালোবেসে, শিক্ষা কেন কর না।
আগে প্রীতি হলে, প্রিয় সঙ্গে চলে,
কেহ প্রিয়জনের প্রিয়-কার্য না করে পারে না।
হলে জগত সাধন, জানে জগতের মন,
তাই আপনা মতন জগৎ দেখে, ভেদজ্ঞান থাকে না ॥

[বাউলের সুর, একতাল। সুর— ওহে, দিন তো গেল সন্ধ্যা হল

৯৭৪

প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে।
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হলে।
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মতো,
কলকলে অবিরত 'জয় জগদীশ' বলে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ-পাড় ভাঙো সমূলে,
চেয়ো না কোনো কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চলে।
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে।
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে,
তাদের টেনে নে' যাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে॥

(বাউলের সুর, গড় খেমটা

৯৭৫

সবারে বাস রে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো, ফুলের মতো দে সবারে।
করি তুই আপন-আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী, তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি ; ভবের বনে ভয় বা কারে !

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে, রাখবি কারে, কারে ফেলে ?

একই না'য়ে সকল ভা'য়ে যেতে হবে রে ও-পারে ॥

[ভৈরবী, একতাল। কাকলি ২।২৭

৯৭৬

এল প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা।

ধারায় স্নান করিবি, পান করিবি, আয় রে ভাই তোরা।

যাবে কাদা মলা ধুয়ে, জুড়াইবে তাপিত হিয়ে ;

প্রেম-গঙ্গার বিন্দু পিয়ে, হবি আত্মহারা।

যশোমান লয়ে ভুলে, দাঁড়াইয়ে কি থাকবি কূলে।

'জয় দয়াল হরি' বলে ডুবলে না যায় মারা ॥

প্রাণ ব্রহ্ম

৯৭৭

প্রাণ ব্রহ্ম, তোমার মর্ম জানে যেই জীবনে,

সে জন চায়, দেখে তোমায় শয়নে ভোজনে গমনে।

দেখিয়ে তোমার অনন্ত কিরণ, চাঁদেরে দেখিয়ে চকোর যেমন,

ঘুরি ঘুরি চায়, চাওয়া না ফুরায়, যত চায়, আরো চায় মনে।

চাতক যেমন মেঘের আশে, 'মেঘ' 'মেঘ' বলি উড়ে আকাশে,

মেঘ পানে চায়, মেঘ পানে ধায়, মেঘ বিনা আশা নাই মনে।

ভ্রমর যেমন পাইলে ফুল, ফুলে মিলে দোলে আনন্দে আকুল,

সুন্দর ফুলেরে কি সুন্দর হেরে, উড়ে উড়ে ঘোরে সেইখানে।

আহা, অলি যবে মধুপানে রত, কোথা আছে সে কিছুই জানে না তো,

ফুলে মধু খায়, ফুলেই গড়ায়, ফুলে ভুলে যায় আপনে ॥

[ললিত, খয়রা

৯৭৮

কী করে করিব তব উপাসনা ?
দুইয়ে তিনে মন ভরিল, একেতে ঐক্য হল না ॥
একে সংসার, দুইয়ে ধর্ম, জল্পনা কল্পনা কর্ম
ক'রে ক'রে স'রে পড়ি, একে ঠেক্ ধরতে পারি না।
তুমি থাক ঠাকুরঘরে, আমি বসিয়ে দুয়ারে,
স্তুতি-নতির পূজা ক'রে, যোগ-বিয়োগ কিছু বুঝি না।
তাই বলি নাথ— কী উপাসি ? প্রতিদিনই উপবাসী,
উপাসনায় বসি বসি উপবাস বিনা ঘটে না।
ওহে আমার অন্তর্যামী, উপাসনাই তো তুমি,
তুমি আমার কত তুমি, তুমি কি তাহা জান না ?

[মিশ্র ভৈরবী, মধ্যমান

তরণী

৯৭৯

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে,
ওরে সকাতরে ডাকলে তারে নেবে রে পারে।
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে, এমন সুযোগ আর পাবি নে)
চলে নাও দ্রুতগতিতে এক হালের জোরে।

যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড না'য় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তরী তরীর মতো)
কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নেবে নারে, আসতে হয় ফিরে।
কাঙাল এখন ফিকির ক'রে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে;
(আমার কী হল রে, পারে যাওয়া হল না, আগে তারে প্রেম না ক'রে)
দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥

[ঝিঁঝিট, কীর্তন, ত্রিতাল

৯৮০

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥
তুফান যদি এসে থাকে, তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা, কাজ কী ভাবনায়?
আসুক নাকো গহন রাতি, হোক-না অন্ধকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস মেঘে আকাশ ডোবা,
আনন্দে তুই পুবের দিকে দেখ-না তারার শোভা!
সাথি যারা আছে, তারা তোমার আপন ব'লে,
ভাবো কি তাই রক্ষা পাবে তোমারই ওই কোলে?
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক, জাগবে হাহাকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥

৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪) [গীতলেখা ৩।১৭

৯৮১

ভাবনা কী আর, চল এবার, নাম-তরীতে ভাই সকলে।
ডাকি সবে প্রেমভরে, মিলি সবে দলে দলে।
ঘাটে বাঁধা নামের তরী, দয়াল সেজেছে কাণ্ডারী,
দেখবি কেমন ধরলে পাড়ি, তীরে যাবে হেলে দুলে।
ঈশা মূসা শ্রীচৈতন্য এই তরীর দাঁড় টেনে ধন্য,
তাতে রঙ্গে ভঙ্গে কী তরঙ্গ খেলে অকূল সাগরজলে।
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ নয়নজলে ভাসে,
প্রেমের নিশান ধ'রে কেহ নাচে আপন প্রেমে গ'লে ॥

৫ মাঘ ১৩২৩ বাং (১৯১৭) [ঝূলন, আদ্ধা

৯৮২

আপন কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে আসন টলবে না রে টলবে না ॥
হল্ যদি তোর না হয় সচল, বিফল হবে জলদ-জল,
উবর ভূমে সোনার ফসল ফলবে না রে ফলবে না ॥
সবাই আগে যায় যে চলে, বসে আছিস তুই কি বলে?
এখন নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে,
তরী তোর চলবে না রে চলবে না।
তীরের বাঁধন দে রে খুলি, ভেসে যা তুই পালটি তুলি,
দিক যদি তুই না যাস ভুলি বিধি তোরে ছলবে না রে ছলবে না ॥

[বেহাগ, একতাল। কাকলি ২।১৯

৯৮৩

ওই রে তরী দিল খুলে। তোর বোঝা কে নেবে তুলে ?।
সামনে যখন যাবি, ওরে, থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে—
পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা পড়ে রইলি কূলে ॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে, পারের ঘাটে রাখলি এনে—
তাই যে তোরে বারে বারে ফিরতে হল, গেলি ভুলে।
ডাক্‌ রে আবার মাঝিরে ডাক্‌, বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক—
জীবনখানি উজাড় করে সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০) [ভৈরবী, রূপকড়া। গীতলিপি ৪।১১

৯৮৪

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে ॥
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে ॥
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া,
ওরে, প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ. উতল হাওয়া।
জানি না আর ফিরব কি না, কার সাথে আর হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে ॥

১৩ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [মিশ্র পূরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।১১

৯৮৫

মন রে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।

হালে যখন আছেন হরি, তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়॥

যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে, (মন রে আমার, মন রে আমার)

তুই টানিস আরো পরান-পণে,

যখন পালে লাগবে হাওয়া, সময় পাবি রে ফিরুবার॥

মাঝির সেই গানের তানে, (মন রে আমার, মন রে আমার)

চল্ সাথির সনে সমান টানে,

চাস নে রে তুই আকাশ-পানে, হোক না ফর্সা, হোক না আঁধার॥

কাজ কি জেনে কোথায় যাবি, (মন রে আমার, মন রে আমার)

কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,

কখন গাঙে লাগবে ভাঁটা, কখন ছুটে আসবে জোয়ার॥

মনে রাখিস নিরবধি, (মন রে আমার, মন রে আমার)

যাঁহারি নাও, তাঁরই নদী,

কে ফেলবে তোরে বানের মুখে, সেই তো তরীর কর্ণধার॥

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।২২

দ্বাদশ অধ্যায়

কীর্তন, উষাকীর্তন, নগরসংকীর্তন

অনুতাপ ও ব্যাকুলতা

৯৮৬

পাপে মলিন মোরা, চল চল ভাই ;
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল ;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কোরো না আর ভুলিয়ে মায়ায় ;
ত্বরিতে লই গে চল তাঁর পদাশ্রয় রে ॥

২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)। [লোফা

এটি ও ইহার পরের সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্তন।

৯৮৭

পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল্ রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাকলে পাপী ত'রে যায় রে ;
ওরে, এমন নাম আর পাবি না রে ॥

২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)। [বাউলের সুর, একতাল

এটি ও ইহার পূর্বের সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্তন।

৯৮৮

কেমনে যাইব, প্রভো, চরণে তোমার,
কবে ও পদ-পরশে হবে (শুদ্ধ) প্রেমের সঞ্চার।
অশব্দ অস্পর্শ তুমি, অরূপ অব্যয়,
সচ্চিদানন্দঘন, লীলা-রসময়।
শুদ্ধ অনুরাগে তোমায় লভে ভক্তজন,
বল, কেমনে করিব আমি সেই রস-আস্বাদন।
রূপ রস গন্ধে অন্ধ অবশ পরান,
বল কেমন করিব, নাথ, তোমার সন্ধান।
(আমায় যেতে যে দেয় না, রূপ রস গন্ধ)
তোমার করুণা হতে সকলি সম্ভবে ;
আমার সেই এক আশা, তোমার কবে দয়া হবে ॥

[লোফা। সুর— পাপে মলিন মোরা

৯৮৯

দয়াল বল না, ওরে রসনা।
সে নাম বলবার এই তো সময় বটে, বল না।
সদা আনন্দে বদন ভরে, বল না।
ও মন এখন যদি (যদি) না বলিবে,
তবে শেষের সে দিন কী হইবে? (কে বলাবে) (একবার দেখ ভেবে)
সেই দয়াল নামে (নামে) কতই সুধা,
এ নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।

দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে।
অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকো না রে,
গাও দয়াময় নাম ভক্তিভরে— (দিবানিশি)॥

[খয়রা

৯৯০

ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে।
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে,
(ওহে আমায় কি পার করবে না হে— আমি অধম ব'লে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
যাদের পথের সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল, আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন, তাই রলেম, রলেম পড়ে হে)
তারা সাধন-বলে গেল চলে অকুল পারাপারে।
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারে পার,
(আমি সেই কথা শুনে, ঘাটে এলেম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারি, নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।
আমার পথের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে— অধমতারণ বলে)
অধম কেঁদে আকুল, পড়ে অকুল পাথারে, সাঁতারে॥

[বাউলের সুর, একতাল

৯৯১

প্রভু, করুণা কুরু কিঞ্চিত।
কৃপাভিখারি কাতর কিঙ্করে, নাথ, বড় আশা করে এসেছি, নাথ।
(দেখা পাব বলে— ত্রাণ পাব বলে— চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।
(ওহে পতিতপাবন)
প্রভু, স্থান দাও তব চরণতলে, আমায় ত্যজ' না পাতকী বলে।
(ওহে অধমতারণ)
প্রভু, কৃপাসিন্ধু (-সিন্ধু) তব নাম,
আমায় কৃপাবারি কর হে দান (ওহে কৃপাময়)॥

[খয়রা। সুর : দয়াল বল না। স্বরলিপি, তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৮৫১ শক

৯৯২

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্তন ;
তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন।
ও ভাই ভবের মেলায়, ধুলো খেলায়, কাটাস নে জীবনরতন ;
তোদের পাপতাপ দূরে যাবে, সফল হবে জীবন।
তোদের কাঙাল হেরি রইতে নারি, এসেছেন কাঙাল-শরণ ;
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করি গে গমন।
ওই দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ওই অভয়চরণ॥

[বাউলের সুর, একতাল

৯৯৩

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি না কি তাঁর বড় দয়া, দুখী তাপী কাঙাল জনে।
কাঙাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে ;
আর কে বুঝিবে মর্মব্যথা, সেই দয়ার সাগর পিতা-বিনে।
(আর কেবা জানে রে)
দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা বলে ডাকি সঘনে ;
তিনি থাকিতে পারবেন না কভু, পাপী জনের কান্না শুনে।
(তাঁর বড় দয়া রে)
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বলবিহীনে ;
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজগুণে।
দুর্বল অসহায় দেখে কিছু ভয় ক'রো না মনে ;
ওরে, অনায়াসে ত'রে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা করে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ;
একবার জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয় লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে।
(প্রাণ শীতল হবে রে)
অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্ছেন ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে।
(দুঃখ দূরে যাবে রে) ॥

[একতাল

৯৯৪

প্রভু, এস হে হৃদি-মন্দিরে।
তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে, নাথ।
(পাপে কাতর হয়ে ; ওহে দয়াল পিতা)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর'।— (ওহে শান্তিদাতা)
একবার দেখে জীবন সফল করি।— (অপরূপ রূপ)
এসে পাপীরে পবিত্র কর'।
আমার বড় সাধ (সাধ) আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেমনয়নে।
একবার হৃদয়মাঝে (মাঝে) উদয় হও, হয়ে দীনহীনের পূজা লও।
তোমায় পাবার আশে, আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পুরাতে হবে— (বাঞ্ছাকল্পতরু)॥

[খয়রা। সুর— দয়াল বল না

৯৯৫

সদা দয়াল দয়াল দয়াল ব'লে ডাক্ রে রসনা।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে রে, যাবে ভবযন্ত্রণা।
তুমি আপন আপন কারে রে বল'।
এসেছিলে ভবের হাটে, বৃথা দিন গেল ;
ও ভাই, মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়ে, মিছে খেলা আর খেলো না।
শমন এসে বাঁধবে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন।
তখন বন্ধুজনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথি কেউ হবে না॥

[বাউলের সুর, একতাল

৯৯৬

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি।
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন, তাই ডাকি।
(নামে মহাপাপী তরে যায় হে ; তুমি কাঙাল বলে দয়া কর ;
তুমি দুঃখী বলে ভালোবাস ; তুমি পাপী-তাপীর মুক্তিদাতা) তাই ডাকি!
(তোমা বই আর কেহ নাই, নাথ, এ সংসারের মাঝে ;
তোমায় ছেড়ে রইতে নারি, একাকী সংসারে ;
তোমায় ডাকলে হৃদয় শীতল হয় হে,— দয়াল পিতা বলে) তাই ডাকি।
পাপী ডাকলে দয়াল (দয়াল) পিতা বলে,
(পাপে তাপে কাতর হয়ে হে)
তুমি স্থান দাও চরণতলে,— তাই ডাকি।
(তোমার সর্বজীবে সমান দয়া ; তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান ;
তোমার কাছে জাতের বিচার কিছু নাই হে— তোমার
কাছে যেতে ; তুমি দুর্বলের বল, কাঙালের ধন)— তাই ডাকি।
যে জন কাতর প্রাণে (প্রাণে) তোমায় ডাকে,
(ভবসিন্ধুর মাঝে প'ড়ে হে)
তুমি চরণতরী দাও তাকে, তাই ডাকি। (ওহে ভবের নাবিক)
তুমি রাজার রাজা, তুমি গুরুর গুরু, (তোমার তুল্য কেহ নাই হে)
তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,— তাই ডাকি।
(তোমায় ডাকলে পাপী দেখা পায় হে ; তোমায় না দেখে
প্রাণ কেমন করে ; তোমার তরে প্রাণ কাঁদে)— তাই ডাকি॥

[খেমটা

৯৯৭

অখিলতারণ বলে একবার ডাক' তাঁরে।
একবার ডাক' তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে। (একবার হৃদয় খুলে)
যদি ভবসিন্ধু-পারে যাবে, ডাক' তাঁরে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে— (একবার মনের সাথে) ॥

[একতালা

৯৯৮

অন্ধ বিমূঢ় মন, কেন চিনলি না রে ?
(এত হাতের কাছে পেয়েও তাঁরে, কেন চিনলি না রে ?)
(এত প্রাণের ভিতর ধরেও তাঁরে, কেন চিনলি না রে ?)
ছায়া-মায়া-মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,
জান না কি প্রাণ যাবে হাহাকারে পিপাসায় ?
(কেহ রবে না রবে না) (ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী কেহ)
তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার, যাবে আর কার দ্বারে ?
প্রাণের প্রাণ হয়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে ;
(এমন কে আছে রে) (অনন্ত জীবনসখা)
এখন তাঁরে প্রাণে হেরে, অনায়াসে ত'রে যাও ভবসিন্ধুপারে ॥

[খয়রা। সুর— পাষাণ হিয়া মন কেন কাঁদ না রে

৯৯৯

দয়াময় নাম সাধন কর ; নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে।
(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, নাম সাধনের এই তো সময় বটে ;)
সময় গেলে আর তো হবে না ; নামে মহাপাপী ত'রে যায়,—
সেই দয়াল নামে ; এ নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র)— নাম সাধন কর।
যদি ভবনদী (নদী) পার হবে,
তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে সাধন কর। (একহৃদয় হয়ে)
যদি ধনী হতে চাও, সেই নিত্য ধনে,
তবে কপট ত্যজে সরল মনে নাম সাধন কর। (বিনম্র ভাবে)
যদি সুখী হতে চাও, এই পৃথিবীতে,
তবে অলস ত্যজে, সরল চিতে, নাম সাধন কর (প্রেমে মত্ত হ'য়ে) ॥

১৬ আশ্বিন ১৭৯৫ শক (১৮৭৩) [খেমটা

১০০০

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কে বা আছে।
তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন সুহৃদ কে বা আছে।
যখন পাপসাগরে, পড়ে থাকি অন্ধকারে,
তখন আমায় করে ধ'রে উদ্ধারে আর কে বা আছে।
(বল, এমন সহায় কে বা আছে)
যখন শূন্য হৃদয়ে কাঁদি বসে নিরাশ হয়ে,
তখন প্রেমভরে আশ্বাসিয়ে, চক্ষের জলে দাও গো মুছে।
(এমন ব্যথার ব্যথী কে বা আছে)
এত ভালোবাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিনলাম আমি,
ছেড়ো না ছেড়ো না তুমি, থেকো আমার কাছে কাছে ॥

[বাউলের সুর, খেমটা

১০০১

এস সবে ভাই হরি গুণ গাই, এমন বন্ধু যে আর কেহ নাই।
জনম হইতে আছেন সাথে সাথে, হরি বিনা মোদের গতি নাই।
অন্তর্যামী দয়াল হরির অজানা তো কিছু নাই,
অন্তরে থাকিয়ে তিনি দেখিছেন সদাই।
(অনিমেষ আঁখি দিয়ে, মোদের গতিবিধি দেখিছেন)
এখন সহজ সরল মন লইয়ে তাঁহার চরণে লুটাই।
মঙ্গলের আধার পিতা, ভুলো না কখন,
বিপদ সম্পদ তাঁরি আশীষ, তাঁরি স্নেহের দান।
(সম্পদের মূলে তিনি ; রোগে শোকে বিপদেতেও আছেন তিনি)
সবারই আদি অন্ত তিনি, তাঁহাতে ডুবিয়া প্রাণ জুড়াই।
তাঁহার করুণা মোদের ফিরে পাছে পাছে,
মোহে অন্ধ হইয়ে হায়, দেখি না চাহিয়ে,
(দেখি না দেখি না, এমন আপন জনে চেয়ে দেখি না)
আবার পদে পদে করি কত অপমান,
তথাপি তাঁর দয়ার বিরাম নাই॥

[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতাল। সুর— চল চল ভাই মার কাছে যাই

১০০২

ক) একবার এস হে, ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হয়ে ডাকি তোমারে।
তোমা-বিনে, পতিতপাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ওহে অগতির গতি তুমি, হৃদয়বিহারী,
সুধার নিধি, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি ;
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায় ;
তবে কেন বঞ্চিত, নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে !
খ) ও নাথ, তুমি তো কৃপা-কল্পতরু, দেখা দিতে যে হবে হে ;
(আমি অধম ব'লে)
ওহে, হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি,
(পাপীর গতি নাই আর)
তুমি আপনি লোকের গুরু হয়ে, পাপীর হৃদয় আপনি দাও ফিরাইয়ে ;
এমন কে বা জানে হে। (পাপী তরাইতে)
ওহে নাথ, তোমার প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু,
সে বিন্দু হয় সিন্ধু-প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়।
(পাপ আর রয় না, রয় না) (তোমার কৃপা হলে) ॥
[ক) লোফা। খ) লোফা, (অন্য সুর)

আশা, আনন্দ, নামের গুণ

১০০৩

দয়াময় কী মধুর নাম।
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে,— কী মধুর নাম।
(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে ; এ নাম কোথা ছিল কে আনিল ;
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল ; এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি ;
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল ; নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল ; আমার নামে
অঙ্গ শীতল হল ; আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল,— কী মধুর নাম) ॥
[খেমটা। সুর— দয়াময় নাম সাধন কর

১০০৪

'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌' সবে বল ভাই।
ওহে ব্রহ্ম-কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
(ইহ-পরলোকে হে)
ওহে 'সত্যমেব জয়তে' আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস, ব্রাহ্মধর্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
(পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ওহে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে)
এস আজিকার আনন্দ-ছবি গৃহে লয়ে যাই॥

[খেমটা

১০০৫

নামে কত মধু, কত সুধা, কতই আরাম।
আছে যার নামে ভক্তি, সে জানে নামের শক্তি ;
ভক্তি ক'রে নিলে নাম, করে কারে বাম ?
কার দুঃখ যায় নি ঘুচে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় যে জন শ্রান্ত ক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক দেখি, পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?
নামের গুণ সুধাও তারে, যে ভাসছে নয়ন-ধারে,
(বলুক) কেন তার অশ্রুধার বহে অবিরাম।

এত সাধ ছিল যার, সে সব কোথা গেল তার ?

সে কী অমৃতসুধা পিয়ে পূর্ণ-মনস্কাম।

নামের সুধা যে খেয়েছে, সে কি ভুলতে পেরেছে ?

হায়, এ সুধাসাগরে যদি ডুবতে পারিতাম।

যদি জন্মের মতো নীরব হয়ে ডুবতে পারিতাম।

যদি নামের মালা গলায় প'রে ডুবতে পারিতাম॥

[ত্রিতাল

১০০৬

ব্রহ্ম নামের নাই তুলনা, নামে মজ মন-রসনা।

(মজ রে মজ রে, আমার মন-রসনা)

নাম-সাগরে ডুবলে পরে, ত্রিতাপ-জ্বালা আর থাকে না।

(এই ভবের জ্বালা আর থাকে না।)

নামের মাঝে নামী আছে, নামে যায় তাই পাপ-বাসনা!

(দেখ রে দেখ রে, নামের কী মহিমা)

নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে সফল সাধনা!

(নামে ডোব, ডোব, ওরে মন-রসনা)

নামে ভরা আছে সুধা, মিটে রে তাই প্রাণের ক্ষুধা।

প্রাণের সাধ মিটাতে, এ জগতে, নামের মতো আর মিলে না।

নাম-সাগরে দিবানিশি, ডুবে আছে ভক্ত ঋষি,

তারা সংসার-সুখের পানে মুখ ফিরায়ে চাহিল না॥

[ঝিঁঝিট (কীর্তন) একতাল। সুর— বাসনা করেছি মনে প্রেমমুখ

১০০৭

দয়াল বলে ডাক'।
ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ-অন্তরে ডাক'।
সবে মিলে খুলে দাও হৃদয়দুয়ার ;
মানব-জনম সফল কর স্মরণে পিতার।
নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন ;
দয়াল বল ডেকে প্রাণ আছে যতক্ষণ।
ছিন্ন হবে হৃদয়গ্রন্থি স্মরণে তাঁহার ;
নবজীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে কর তাঁর ধ্যান ;
নাম-গানে নামানন্দ-রস কর পান।
ব্রহ্মযোগে যোগী হ'য়ে জাগ দিবারাতি ;
জেগে অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মুরতি।
প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই ;
ওই চরণ-বিনা এ সংসারে গতি যে আর নাই।
প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হও রে মন ;
ভক্তিভরে অভয় পদ কর আলিঙ্গন।
(দেখো যেন ভুলো না রে)॥

[খেমটা

১০০৮

জপ রে আমার মন 'ওঁ ব্রহ্ম' নাম।
শয়নে স্বপনে জপ, দিয়ো না বিরাম।
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ, জপ অবিরাম।

কলুষ কালিমা যত, বাসনা কামনা শত,
এ নাম-দহনে পুড়ি হবে রে নির্বাণ।
ভয় ভাবনা রয় না নামে, অভয় বাণীবাজে প্রাণে
নামের মাঝে সুখ শান্তি, আনন্দ আরাম।
'ওঁ ব্রহ্ম' নামের মাঝে, অরূপ রূপের স্বরূপ রাজে,
নামেতে ডুবিলে পাবে চিদানন্দ ধাম ॥

১৩৫২ বাং [কাওয়ালি

১০০৯

ব্রহ্মনাম ভাই কী মধুর নাম, বল রে ভাই প্রাণ ভ'রে।
ধন্য হবে মানব-জনম, পরব্রহ্মের নাম ক'রে। (দয়াল)
এস আমরা যত পাপী তাপী, সবে মিলে তাঁরে ডাকি,
ওই ব্রহ্মনামে পড়ে থাকি, ব্রহ্মপদ সার করে। (থাকি)
(মধুর) ব্রহ্মনামটি গান করিব, ব্রহ্মরসে ডুবে রব,
আপনারে পাসরিব, নামের মধু পান করে— (ব্রহ্ম) ॥

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, লক্ষৌ ঠুংরি

১০১০

ধন্য হবে মানব-জনম, গাও রে ব্রহ্মনাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, পিয়ো রে ভাই অবিরাম।
জীব তরাতে এসেছে রে নাম, পাপীতাপীর প্রাণারাম,
দেবতাবাঞ্ছিত ওই নাম, নামে বাসনা-বিরাম।
নাম কর ধ্যান, নাম কর জ্ঞান, নামে হবে পরিত্রাণ,
নাম-প্রভাবে দেখতে পাবে, হৃদয়মাঝে ব্রহ্মধাম ॥

[কাওয়ালি

১০১১

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু, পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, করো নাম গান।
(বিষয়-মরীচিকায় প'ড়ে হে) (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে)
(দেখো যেন ভুলো না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদকালে ডেকো তাঁরে, দয়াল পিতা ব'লে)
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। ('জয় ব্রহ্ম জয়' ব'লে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম—(প্রেমযোগে যোগী হয়ে হে) ॥

[খেমটা। সুর— 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্' সবে বল ভাই

১০১২

হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস, মাত রে।
(একবার) লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদ রে। ('গতি কর' ব'লে)
গভীর নিনাদে হরি-নামে গগন ছাও রে;
নাচ হরি ব'লে, দুবাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি-প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে;
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ-বাসনা নাশ' রে ॥

[illegible]

১০১৩

মন রে তুই ডাক্। একবার ডাক্ রে দয়াল পিতা ব'লে।
ও তোর হয় না কেন পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গ'লে।
(দয়াল নামের গুণে রে)
ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে, স্থান পাবি তাঁর চরণতলে।
(আর ভয় নাই নাই রে)
ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ওরে অপার সেই ভবসিন্ধু, পার হবি রে অবহেলে ॥

[খেমটা

১০১৪

সদা আনন্দে সদানন্দে, হৃদয়-প্রাণ ভ'রে ডাক, ও আমার মন।
ও মন, থেকো না বিষণ্ণভাবে বিষয়ে মগন।
ডাক দীননাথ দীনবন্ধু, ও দীনশরণ ;
(আর আমাদের কেউ নাই হে)।
ডাক জগন্নাথ জগবন্ধু, জগত-তারণ।
(আজ আমাদের দয়া কর হে)।
ডাক প্রাণনাথ প্রাণনাথ, ও প্রাণরমণ ;
(তোমা বই আর গতি নাই হে)।
সফল কর দয়াল ব্রহ্ম নামে মানব-জীবন।
(এমন নাম আর পাবে না রে) ॥

[খেম্টা। সুর— এমন দয়াল নামসুধারসে

১০১৫

একবার প্রেমানন্দে ব্রহ্ম বল রে ভাই।
(ওই নাম বল বল রে,) ভবে নাম বিনে আর গতি নাই।
পাপী তাপী তরাইতে, ভবে প্রেমের হাট মিলাইতে,
এমন সুধামাখা ব্রহ্মনাম এসেছে রে ভাই।
যদি নাম শুনে ভাই এসেছ রে, তবে ফিরে কেউ আর যেয়ো না রে,
পরব্রহ্ম মোদের আছেন সাথে, আর ভয় নাই॥

[খয়রা

১০১৬

নামের মহিমা কত বুঝে সাধ্য কার।
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নাম জীবনের সার।
ব্রহ্মনামের কিবা গুণ, নিভায় রে পাপের আগুন,
বহে মরুসম শুষ্ক প্রাণে সুধা-রসধার।
(সবে গাও ব্রহ্মনাম, খুলি মন প্রাণ, হৃদয়দুয়ার)
নামেতে হলে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ঘুচে দুঃখ দৈন্য, শোকচিহ্ন, মুছে অশ্রুধার।
(বল জয় দয়াময়, জয় প্রেমময়, বল অনিবার)
নামের মাঝে কী যে আছে, কে বলিবে কার কাছে,
নাম যে নিয়েছে সেই মজেছে, ভাষা নাই রে তার।
(গাও জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, দয়াময় নাম সার)॥

[খেমটা। সুর— তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই

১০১৭

ব্রহ্মনাম বিনে আর কী ধন আছে সংসারে—
বল রে ভাই মধুর স্বরে।
পরমব্রহ্ম নামটি সাধন ক'রে কত পাপী গেল ত'রে—
(আমার মতো কত পাপী রে)
তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটি কর', বলি রে ভাই পায়ে ধ'রে।
ধন প্রাণ মান বল, কিছু নাহি থাকবে রে। (যাদের ভালোবাস রে)
পরমব্রহ্ম অক্ষয় ধন, হৃদয় দাও রে তাঁহারে॥

[বাউলের সুর, খেমটা। সুর— বল্ মাধাই মধুর স্বরে

১০১৮

এমন কে আছে আর প্রেমের আধার পাপী তরাইতে—
তাঁর অপূর্ব প্রেমকাহিনী কে পারে কহিতে ?
ভাষা নাই রে তার, নাই তুলনা যার,
হয় বিদ্যাবুদ্ধি পরাজিত সে প্রেম বুঝিতে।
পরশ পেলে কেবল, হৃদয় হয় রে শীতল,
ফোটে নানা রঙে কত যে ফুল কী সুধাগন্ধেতে।
ভক্ত বাক্যহারা, প্রেমিক মাতোয়ারা,
ভাবুক হাবুডুবু খায় রে সদা সে প্রেমের নদীতে।
সে প্রেম পরশরতন, দেয় রে নব জীবন,
এই প্রেমে মানুষ হয় দেবতা, স্বর্গ ধরণীতে॥

১৩২৪ বাং (১৯১৭) [বাউলের সুর, একতাল। সুর— ওহে দিন তো গেল

১০১৯

একবার ডাক্ দেখি, মন, ডাকের মতন, দয়াময়-ব'লে।
এখনি পাবি দরশন, ডাকের মতো ডাকা হলে।
বল, আর কত দিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে।
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর' সাধন ;
সঁপিয়ে জীবন মন তাঁর শ্রীচরণতলে ॥

[একতাল

১০২০

বদনে বল্ রে সদাই ব্রহ্মনাম।
এমন ধন আর নাই রে কিছু, জগতে জুড়াতে প্রাণ।
হৃদয় খুলে এ নাম নিলে, পাষাণ-হৃদয় যায় রে গ'লে,
সুধার ধারা বহে প্রাণে, দুখ অবসান।
নামে নিত্য প্রেমোদয়, ধরা হয় রে সুধাময়,
নামের গুণে এ ভুবনে মিলিবে রে স্বর্গধাম ॥

[খেমটা। সুর— নিতাই রে আর মেরো না মাধা ভাই

১০২১

ক) ও ভাই গুণের সাগর আমার হরি প্রেমময়।
যাঁর কৃপাবলে হল ধর্মসমন্বয় (জগৎ উদ্ধারিতে হে)।
দেশ দেশান্তরে ছিল যত, কর্মী জ্ঞানী যোগী ভক্ত,
ওরে আমাদের লাগি সবাকার অভ্যুদয় (যুগ যুগান্তরে রে)।

ওরে কোথা ছিল গৌর ঈশা, জনক নানক শাক্য মূসা,
মাভৈঃ রবে এসে সবে দিলেন অভয়।
(ভাই ব'লে কোলে নিয়ে রে; সবই হরির লীলা রে)
যত শাস্ত্র, যত ধর্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম,
সকলের সার মর্ম একে হল লয় (জয় ব্রহ্ম জয় বল রে)।

খ) আমরা তাঁহারি সব নরনারী, কেহ নহে কারো পর;
এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিতেছে নিরন্তর।
(তবে আর কেন ভাই; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই)
(এস প্রেমে গ'লে এক হয়ে যাই।)
ছোট কথা লয়ে হীনমতি হয়ে, মিছে কেন কাল হরি?
এস, উদার হৃদয়ে অনন্তে ডুবিয়ে স্বর্গরাজ্য ভোগ করি।
(তাঁহারি জয় হবে; তুমি আমি কোথা রব)
(মনে মনে দেখ ভেবে)

গ) আবার তারাই তারাই সবাই এসেছে রে।
যারা যুগে যুগে জগৎ মাতায়।

(দেশ কাল ভেদ ক'রে; শিব শুক নারদাদি; যাজ্ঞবল্ক্য জনক নানক; কবীর শঙ্কর শাক্য; ঈশা মূসা মহম্মদ; ধ্রুব প্রহ্লাদ গৌর নিতাই; যোহন পিটার পল্; রূপ রঘু রামানন্দ; সবে মিলে এক সাথে; সর্ব ধর্ম মিলাইতে) —এসেছে রে॥

[ক) একতাল; খ) খয়রা; গ) খেমটা। প্রায় অনুরূপ সুর— ক) ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল; খ) দেখি এক শাখী; গ) এমন দয়াল নাম সুধারসে]

১০২২

তোমারি নাম গাহিলে কী আনন্দ পাই।
এমন আনন্দ, বিভু, কিছুতে আর নাই।
(তোমার নামের মতো হে ; এ সংসার-মাঝে হে)
জগৎ ঘুরিলে পরে, এ আনন্দ নাহি মিলে,
দয়াময় নাম সংকীর্তনে তাপিত প্রাণ জুড়াই ; (মধুর)
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই।
মধুর অমৃত নাম, সিক্ত হয় মন প্রাণ,
সিদ্ধিলাভ যথা তব নাম ক'রে যাই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই।
তোমার দয়াল নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
তরে কত ওমর পল, জগাই মাধাই।
বাসনা আমার, বিভু, পূরণ করিয়ো প্রভু
নিয়ত থাকিতে পারি যেন তব ঠাঁই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই।

[খেমটা

স্বরূপ, আকাঙ্ক্ষা, নিবেদন

১০২৩

ক) সত্যং শিব সুন্দর রূপ-ভাতি হৃদি-মন্দিরে,
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
(সে দিন কবে বা হবে ; দীনজনের ভাগ্যে, নাথ)
জ্ঞান-অনন্ত-রূপে পশিবে, নাথ, মম হৃদে ;
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে ;
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব, ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ;
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গ-ভোগ জীবনে। (সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে, পলাইবে পাপ-আঁধার।
খ) ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে (সে দিন কবে হবে হে) ॥

[ক) খয়রা। খ) লোফা, সুর, 'একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু' গানের 'ওহে অগতির গতি তুমি' ইত্যাদি অংশের মতো]

১০২৪

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়,
দেখা না দিলে কে দেখতে পায় নাথ। (তুমি দয়া ক'রে ; মনের অগোচর)
কেবল অনুরাগে তুমি কেনা।
প্রভু, বিনা অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ তোমারে কি যায় জানা।
তোমায় ধন দিয়ে কে কিনতে পারে।
(ওহে অমূল্যধন, হৃদয় না দিলে হে ; জীবন না দিলে হে)
তোমায় ভক্তি-পুষ্পে (পুষ্পে) যে জন পূজে,
(ওহে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হে)
তুমি আপনি এসে দেখা দাও তার হৃদয়মাঝে ॥ (ডাকতে না ডাকতে)

[খয়রা। সুর— দয়াল বল না

১০২৫

পতিতপাবন অধমতারণ,
তোমার মহিমা কে বুঝতে পারে। (পাপী তাপী বিনে)
প্রভু, দ্বারে দ্বারে না কি ফের' ?
কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, তথাপি ছাড়িতে নার' ;
প্রভু, তাড়ালেও না কি এস ?
একি ব্যবহার, বড় চমৎকার, পালালে ধরিয়ে বস !
তুমি দীনজনে না কি তার' ?
আমি ঘোর অহংকৃত, মোহে, অভিভূত, আমার উপায় কর।
প্রভু, এসেছিনু যাব ব'লে ;
এখন সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল, ভাসালে নয়ন-জলে ॥

[খয়রা। সুর— দয়াল বল না

১০২৬

হে সত্যম্, হে শিবম্ হে অসীম সুন্দরম্,
হে আনন্দ, হে অমৃতময়,
'তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ',
অন্তরে যে এই ধ্বনি হয়।
এই তুমি, এই তুমি এই তুমি, এই তুমি,
এই তুমি, হে প্রাণস্য প্রাণ;
এই তো জীবনসিন্ধু, তুমি পূর্ণ, আমি বিন্দু,
আমাতে তুমিই বর্তমান।
অস্তিত্ব চৈতন্য মম; কেবা আর তোমা-সম!
করি শক্তি জ্ঞানের সঞ্চার,
শুনায়ে বিবেকবাণী, ক্ষুদ্র অসমর্থ জানি,
রক্ষা করে, আমিত্ব আমার।
কী যে মহা প্রেমে মন কর' তুমি আকর্ষণ,
আপনার করিবে আমায়;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে তাই, আমিও তোমারে চাই,
সঁপে দিতে চাহি আপনায়।
তব রূপ অনুপম, মধুরম্ মধুরম্,
মধুময় যেন সমুদয়;
পুলকে হৃদয় মম যেন মধুকর সম
মধুর স্বরূপে ডুবে রয়॥

[একতাল। সুর— ধন্য সেই জন

১০২৭

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী,

ভগবজ্জনপ্রাণ-প্রাণ, হৃদয়বিহারী।

তুমি প্রাণরমণ, হৃদিভূষণ, পাপহরণ হরি।

আমার সাধ সতত হয় যে মনে, ও-রূপ নেহারি;

দরশন করি মোহ-আঁধার নিবারি—

(সেদিন কবে বা হবে)।

[খয়রা। সুর— হরিরস মদিরা

১০২৮

ক) এই তো হৃদয়ে, হৃদয়ে রে,

আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে।

আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে,

দেখি, আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে রে

(প্রাণের মাঝে প্রাণসখা, ভুবনমোহন রূপে)।

খ) দেখি এক শাখী 'পরে, দু বিহগ-বরে সুখে বসবাস করে রে।

উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা-মাখা, দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে

(তৃষিত ভাবে ; অনিমেষে সদা)।

এক জন সুরস রসাল, লইয়ে যতনে, দিতেছে আর সখারে ;

আর জন, লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,

সুখেতে ভোজন করে।—

(সখা দেখেন কেবল ; ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী ; নিরশন থেকে)।

গ) নরাধম আমি, তাই দেখি না রে, (শোকে মোহে মুহ্যমান)

কত শোভা হৃদয়কুটীরে (সখার আগমনে)।

ঘ) তুমি আছ, নাথ, মম হৃদয়ে, আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশিদিন ;
(চেয়ে দেখি না, দেখি না ; সখা, তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারা সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন ।—
(শান্তি তাহে যে নাই হে ; শান্তি-নিলয় ছাড়ি)।
যদি মধুর পিয়াসা নাথ, জলে নিবারণ হত,
তবে ধাইত না অলি মধু পানে ।—
(এত ব্যাকুলিত হয়ে হে ; প্রাণপণ ক'রে)।
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ, কিছুতেই ঘুচিবে না তো
তব প্রেম-মকরন্দ বিনে ।—
(পিয়াস কিছুতেই যাবে না ; তোমায় না দেখিলে)।
ঙ) তাই বলি, হে প্রভো, হৃদয়-কানন-মাঝে বিহর, নাথ, নিশিদিন হে
(আমার হিয়াবন আলো করি)।
প্রেম-তটিনী তটে, ও-পদ-পল্লব নিকটে,
আমি বৈঠিব আনন্দে, নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে।
তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমারে হে,
অমনি প্রাণ-সখা দিবে দেখা হৃদয়-মাঝারে হে ।—
(আমার হিয়া-বন আলো করি)।
চ) আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেম-ভরে,
দেখি আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে (ভুবনমোহন রূপে) ॥

[ক) লোফা। খ) খয়রা। ঘ) দশকুশী। ঙ) একতাল। গ), চ)=ক

১০২৯

এই ভবের মাঝে, মা, তোর করুণা বিনা কিবা আছে।
পাপীর দুঃখ তাপে ও যে আশার বাণী,
এই ভবের মাঝে নৌকাখানি— (তা কেমনে ভুলি)।
যখন অন্ধকারে পাপের ভারে কাঁপি,
তুমি তুলে ধর' আমায় বুকে চাপি— (তা কেমনে ভুলি)।
যখন পাপী ব'লে বিশ্বজনে ত্যজে,
তুমি তুলে নাও আমায় বুকের মাঝে— (তা কেমনে ভুলি)।
পাপীর চক্ষের জল, তাও তোমার দয়া,
মনস্তাপের মাঝে ও যে শান্তির ছায়া— (তা কেমনে ভুলি) ॥

[লোফা। সুর— এই তো হৃদয়ে

১০৩০

ক) এত দয়া কে করে, দয়াময়ী মা বিনে।
আমি না চাহিতে, আপন হতে. আমার সাধনের সাধ পুরান তিনি।
ভুলে থাকি মাকে ঘুমের ঘোরে, তিনি জাগান এসে আমায় বারে বারে
(এমন কে আর আছে রে)।
খ) ওরে কী আছে মায়ের দয়ার তুলনা, তুলনা মিলে না ভবে,
আমি ছেড়ে দিতে চাই, ছাড়ে না আমায়, কী যেন সন্ধানে টানে
(আমার প্রাণে প্রাণে)।
গ) যখন শোকে তাপে প্রাণ ভেঙে পড়ে,
তাঁর কৃপা এসে আমায় কোলে করে।— (এমন কে আছে রে) ॥

[ক) লোফা; সুর— এই তো হৃদয়ে। খ) খয়রা; সুর— দেখী এক পাখী। গ)=ক)

১০৩১

তুমি তো অন্তরে বাহিরে (আছ মা, মা গো)।
তবু দেখি না দেখি না তোমারে।
বুকে করে আছই মা, পালিছ কতই আদরে,
মোহে অচেতন, হায় আমার মন, না দেখিয়ে ভাসে নয়ননীরে।
প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম হয়েই মা আছ অবিরাম,
আমার ঘুমানো মন, দেখে' স্বপন 'শান্তি শান্তি' করে ছুটে যায় দূরে।
ভেঙে দাও দাও গো, বিকৃত এ মোহের স্বপন ;
জেগে উঠুক প্রাণ গেয়ে তব নাম, প্রকাশ দেখি, মা অন্তরে বাহিরে ॥

[মনোহরসাহী, লোফা]

১০৩২

কবে সহজে মা বলে জুড়াব প্রাণ, (দয়াময়ী গো)
এমন কী আছে, যেমন মিষ্ট মায়ের নাম।
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে, (দয়াময়ী গো)
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।
শিশু ছেলের মতো, ডাকিব নিয়ত, করব কোলে ব'সে স্তন্য-সুধাপান ;
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভরে মায়ের নাম ॥

[আলাইয়া কীর্তন, তেওট। সুর— আর বলব কি যেমন

১০৩৩

তুমি এত মধুময়, এত প্রেমময়, কে জানিত, বল হরি।
(আমি না জেনে তোমায় ভুলে ছিলাম ;
আমি না বুঝে তোমায় ভজি নাই হে)
এখন শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, আর কি ভুলিতে পারি—
(প্রাণসখা, তোমায় ; জীবন থাকিতে হে)।
সখা জননী-জঠরে, নিজে কোলে করে রেখেছিলে তুমি মোরে ;
(যখন আমি আমায় জানিতাম না ;
যখন চেতনা ছিল না আমার)
তোমার এত প্রেম, হরি, ভুলিতে কি পারি,
(প্রেমের তুলনা মিলে না হে)
বাঁধা আছি প্রেম-ডোরে—
(চির দিনের মতো ; এ জীবনের মতো)।
আমার জনম হইতে, আছ সাথে সাথে,
ছাড় না নিমেষের তরে—
(আমি ছাড়িলেও তুমি ছাড় না হে)
(এত প্রেম কোথা পেলে হে হরি)।
আমি যে পথেতে যাই, যে দিকেতে চাই,
দেখি আছ সব আলো করে (ভুবনমোহন রূপে)।
আমার রোগশয্যায়, ওহে দয়াময়, বসে থাক দিবানিশি,
(আমার জননীর জননী হয়ে ; এক তিলেকের তরে নড় না হে).

আবার বিপদের কালে, মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে,
(ওহে বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি)
কোলে লও ছুটে এসে— (কত স্নেহভরে ; ধন্য ধন্য তুমি)।
আমি বুঝেছি এবার, ওহে প্রাণাধার, বিপদ বিপদ নয় ;
(আমি বিপদে তোমায় নিকটে পাই হে)
তুমি বিপদের ছলে, নিকটে যে এলে, দিলে প্রেমের পরিচয়,
(ওহে দয়াল প্রভু) ॥

[একতাল। সুর— ধন্য সেই জন

১০৩৪

ওহে, তোমার গুণের কথা বলব কত আর।
লক্ষ রসনায় বলা যদি যায়, তবু নাহি হয় শেষ কথার।
রসনার মূলে করিলে নৃত্য, বাহিরয় কত গূঢ় তত্ত্ব ;
চলে কীর্তন-আলাপ নিত্য, রসনায় বহে সুধা-ধার।
যখন করাও এ করে পদ-পরশন,
শত করী বল পাই হে তখন ;
কত অসাধ্য করি সাধন, উপজে বিস্ময় আমাতে আমার।
যখন ঢাল' বচন শ্রবণে, সঙ্গীত উঠে ভুবনে,
শুধু তব বাক্ বহে পবনে, বাজে কাহিনী তব মহিমার।
নয়ন-সমুখে হও হে প্রকাশ, বিশ্বে নিরখি ও রূপ-রাশ,
বদনে বদনে তোমারি হাস, মেশামেশি রূপে একাকার ॥

[একতাল

১০৩৫

ক) অনাথের নাথ হে, দীনদয়াল প্রভু তুমি—
(যার কেহ নাই, আর তুমি আছ)।
সকল মঙ্গলের মূলে তুমি, তুমি শিবং প্রেমপূর্ণং—
(এমন কে আর আছে হে)।
খ) ওহে সকলের মূলে তুমি আছ ব'লে মধুময় এ সংসার।
তোমার প্রেমের তুলনা মিলে না, মিলে না,
তুমিই তুলনা তার ॥

[ক), লোফা ; সুর— এই তো হৃদয়ে। খ), খয়রা ; সুর— দেখি এক পাখী

১০৩৬

প্রাণরমণ, হৃদিভূষণ, হৃদয়রতন স্বামী !
আমি পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি।
(আমার আর কেহ নাই)
ওহে তুমি হে আমার জীবন-আধার, চিরদিন তব আমি।
আমার আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠমাঝে তুমি বাণী,
শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি।
আমার দর্শন শ্রবণ, পরশ মনন, সকলেরই মূলে তুমি,
তবু তোমায় না দেখিয়ে, মোহে অন্ধ হয়ে, করি শুধু 'আমি' 'আমি'।
ওহে দাও খুলে আঁখি, প্রাণ ভরে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী,
অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী ॥

[মনোহরসাহী, খয়রা। সুর— প্রভো কি নিবেদিব আমি

১০৩৭

ক) বিশ্বরাজ হে, আমায় কেন ডাক সখা ব'লে আর।
(আর ডেকো না, ডেকো না ; অমন করে সখা বলে)।
তোমার মধুমাখা ডাকে, হরি, আমি নিদারুণ লাজে মরি।
(আর ডেকো না, ডেকো না)।
খ) কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,
তার কী গুণে ভুলিয়ে, পুণ্যময় হরি, সখা বলে ডাকো তায় হে।
(একি ভালোবাসা)
যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত, গরবে গর্বিত রয় হে,
তার কী গুণ স্মরি, দেব-দুর্লভ হরি, সেধে ভালোবাস তায় হে।
(অবাক হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের রীত ;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ।
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায়, প্রভু)।
গ) আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে, কেন ডেকে পাগল কর' মোরে।
(আর ডেকো না, ডেকো না এমন নরাধমে)
যদি ছাড়িবে না, দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর' মোরে।
(আর ছেড়ো না, ছেড়ো না ; দীনহীন পাপী বলে ;
নৈলে আর ডেকো না, ডেকো না ; অমন করে বারে বারে)॥

[ক) লোফা, সুর— এই তো হৃদয়ে, খ) খয়রা ; সুর— দেখি এক পাখী।
গ)—ক)]

১০৩৮

ক) এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে, রয়েছ হে তুমি হরি।
কিন্তু মনে ভাবি আমি, কত দূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি
(আমি পাপী ব'লে)।
যেমন ছায়াবাজীকরে, কত খেলা করে, আড়ালে লুকায়ে থেকে
(পাছে কেহ দেখতে পায়);
তেমনি আমাদের লয়ে লীলামত্ত হয়ে তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে
(পাছে ধরে ফেলি)।
যেমন কী ফুল ফুটেছে, কোন্ বনমাঝে, না জেনেও অলি ধায়
(ফুল-গন্ধে মত্ত হয়ে);
তেমনি না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে,
আমার প্রাণ কোথা যেতে চায়। (ঘরে রইতে নারে)
নিজ নাভিগন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ ছুটে গন্ধ অন্বেষণে,
(কোথা গন্ধ না জেনে)
তেমনি তোমায় বুকে ধ'রে, আকুল তোমা-তরে,
আমি ছুটে বেড়াই ভব-বনে— (কোথায় আছ বলে)।
যেমন আলোকসাগরে অন্ধ স্নান ক'রে, আলো কেমন বুঝতে নারে,
(কত অনুমান করে তবু)
তেমনি তোমাতে বাঁচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া,
তবু বুঝতে নারি হে তোমারে— (ওহে কেমন তুমি)।
খ) দেখা যদি নাহি দিলে, দুই আঁখি কেন দিলে,
কেন দিলে এই প্রাণ মন, (হরি হে)।

ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে,

কেন প্রাণে এই আকর্ষণ— (হরি তোমার তরে হে) ।

খুলে দাও আঁখির ডোর, ঘুচাও এ মোহ-ঘোর,

দূর কর যত ব্যবধান— (হরি হে) ।

এই তুমি, এই আমি, এই তো হৃদয়স্বামী,

দেখা দিয়ে জুড়াও পরান— (জীবন সার্থক কর হে) ॥

[ক) একতাল। সুর— ধন্য সেই জন। খ) ত্রিতাল ; সুর— প্রভো আশীষ কর।

১০৩৯

হৃদে হেরব আর অভয়-চরণ পূজব হে।

তোমার দরশনে, দীনবন্ধু, জীবন্মুক্ত হব।

তোমার প্রেমামৃত-পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব (ক্ষুধা দূরে যাবে হে)॥

তোমায় ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব

(তোমার অভয় পদে হে) ।

তোমার দয়াময় নাম সংকীর্তনে আনন্দে মাতিব

(মাতিব আর মাতাইব হে) ।

তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব।

তোমায় দেখে শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙিব।

তোমার পুত্র-কন্যাগণে প্রেম-নয়নে হেরিব ॥

[খেমটা

১০৪০

দাও খুলে জ্ঞান-আঁখি।
একবার অনিমেষে তোমায় দেখি। (বড় সাধ মনে ; ওহে জ্ঞানময়)
অজ্ঞান-আঁধারে, পাপ-নিকরে, বিপথে নিয়ে যায় ডাকি,
পথ পাই না দেখিতে, তাই তাদের হাতে চলিতেছি থাকি থাকি।
(অন্ধের দশা দেখ ; আমার দশা দেখ)।
দিলে অশন বসন, প্রিয় পরিজন, কিছু না রাখিলে বাকি,
আমার রোগে কি বিপদে, ঘোর বিষাদে মাভৈঃ বল প্রাণে থাকি।
(এত দয়া তোমার, ওহে দয়াল প্রভু)
(আবার) কাছে কাছে থাকি, 'আয়' ব'লে ডাকি,
প্রাণ কাঁদাও কেন তব লাগি ?
প্রভু, এ যে ব্যবহার বুঝি না তোমার, অন্ধজনে সাজে এ কি !
(বিলম্ব যে সয় না প্রভু)
(ডাক শুনি, তবু দেখতে পাই নে, এ যে সয় না প্রভু)
(বল) আর কতদিন, হয়ে দৃষ্টিহীন, ঘুরিব আঁধারে থাকি ?
(প্রভু) আজ এ অন্ধের কর চক্ষুদান, কাতরে তোমায় ডাকি ॥

[মনোহরসাহী, খয়রা: সুর— প্রভো কী নিবেদিব আমি

১০৪১

কী সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে ;
যদি চরণ-সরোজে, পরান-মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি, তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।

সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদ-বয়ানে, তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে।
কী ছার শশাঙ্ক-জ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ-প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেম-কনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণ-বিষা ব্যালী-সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ-পরমাদে নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কী আর বলিব, নাথ, বলিব তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়-রতন-মণি, আনন্দ-নিলয় হে ॥

[আলাইয়া কীর্তন, খয়রা

১০৪২

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথ-তরে ভব-ভুবনে।
শশী ভাস্কর, তারা-নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছে না কি ? আমার হৃদয়-নাথে)
হে সুরধুনি, সাগর-গামিনি, গতি তব বহু দূরে—
(সাগর সম্ভাষিতে)।
হেরিলে কি তুমি ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে ?
(তোমার ধারার মতো)।
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু ? দিঠি তব বহু দূরে।
(গগন-মাঝে যে থাক ; বললে বলতেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে ?।

[মনোহরসাহী, খয়রা। সুর— প্রভো কী নিবেদিব আমি

১০৪৩

একটি ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়, দীনবন্ধু হে।
ঐ অভয়চরণ, পেতে আকিঞ্চন, নিয়ে করব হে হৃদয়ের ভূষণ।
নিত্য ভক্তি-জলেতে ধোব, নয়ন ভ'রে দেখিব, বাসনা হে;
বলব, 'কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময়।'
কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখব হে হৃদয়ে গেঁথে;
পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে, দীননাথ হে,
তুমি কৃপা করিয়ে একবার হও সদয়॥

(তেওট। সুর—:আর বলব কি যেমন

১০৪৪

কার তরে উদাসী, রে প্রাণ
ভিখারী বৈরাগী বেশে ফির দেশে দেশে রে,
কার তরে ঝরে দু'নয়ান?
সুখ-শয্যা পেতে তোরে রাখিনু কত আদরে;
তবু 'যাই' ব'লে কেঁদে উঠে কোথা যেতে চাও রে,
কার তুমি শুনিলে আহ্বান।
ধন মান পরিজনে, তুষিনু কত যতনে,
তবু 'নাই' ব'লে সকল ফেলে খুঁজিছ কাহারে রে,
কার টানে পড়েছে রে টান।
ভোগে সুখে পূর্ণ ধরা, কী ধনে হইলি হারা!
(বল) কার তরে বাজে সদা মরমে মরমে রে,
'নাই' 'নাই' করুণ রোদন।

তবে যাও রে আকুল প্রাণ, নীরবে কর প্রয়াণ,
যাঁর পানে ছুটে যায় মর্মের বেদনা রে,
তাঁরি পায়ে লভ রে বিরাম ॥

[ভাটিয়াল, কাহারবা। সুর— ভাই রে কী মধুর নাম

১০৪৫

ক) প্রভো, কী নিবেদিব আমি হে।
গভীর তোমার প্রেম-সাগরে, নিমগন কর তুমি।
বিষয়ের কীট, অতীব বিকট, মম হৃদি প্রাণ মন,
কিরূপে নিকট হইব তোমার, ভেবে হই অচেতন।
মোহ-আঁধারে, পাপ-বিকারে, অশুচি রয়েছি আমি ;
তব পুণ্য-নীরে ধুইয়ে আমারে, কোলে লও, পিতা, তুমি।
পিতা, তব কোলে বসিয়ে বিরলে, দেখিব শ্রীমুখ-শশী ;
হয়ে পূর্ণকাম, গাব তব নাম, শুনিবে জগতবাসী।
তব যোগ-ধ্যানে, নাম-গুণগানে, নিয়োজিব পাপ মন ;
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, ক্ষেপা পাগল-মতন।
(সে দিন কবে বা হবে)
লভিয়ে তোমায়, ওহে দয়াময়, পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
সফল হইবে মানব-জীবন, যাইব তোমার ধাম।

খ) প্রভো, আশীষ কর মোরে, যাইতে তোমার পারে,
প্রেম-সম্বল যেন পাই।
আমায় দাও নব জীবন, দাও নব চেতন, মাগই বর তব ঠাঁই ॥

[ক) খয়রা। খ) ত্রিতাল

১০৪৬

লভিয়ে কৃপা তাঁহার, চঞ্চল মতি আমার,
ত্যজিবে পাপের প্রলোভন।
প্রেমামৃত-পানে রুচি, হইবে পাপে অরুচি, রুচি ব্রহ্মনামে অনুক্ষণ।
পবিত্র তপস্যা-বলে, কুপ্রবৃত্তি যাবে চলে, ব্রতী হব সত্যের সাধনে ;
ধৃতি ক্ষমা দম আদি সাধনেতে নিরবধি, নিয়োজিব এ পাপ-জীবনে।
তপ জপ নাম-গানে জীবিত রাখিব প্রাণে, না গণিব ভব-দুঃখ আর ;
আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নীরসতা অন্তর্ধান, জন্মের মতো হইবে আমার।
হয়ে প্রেমিক বৈরাগী, ব্রহ্মধনে অনুরাগী, ত্যজিব বিষয়-প্রলোভন।
কুবাসনা দূরে যাবে, ব্রহ্মে রতি মতি হবে, ব্রহ্মগত হবে প্রাণ মন।
কর্মশীল যোগী হয়ে, অলস ভাব ত্যজিয়ে, ধর্ম কর্ম সাধিব জীবনে ;
ইষ্ট-সেবা ইষ্ট-ভক্তি, ইষ্ট-জ্ঞান ইষ্টাসক্তি, ইষ্টে মন মগ্ন সর্ব ক্ষণে।
মোহাঁধার দূরে যাবে, জ্ঞান-চন্দ্রোদয় হবে, হৃদাকাশ হইবে বিমল ;
(তায়) প্রেমাসন পাতিয়ে, প্রাণনাথে বসাইয়ে, করিব এ জীবন সফল।
কত কথা তাঁর সনে, কহিয়ে বসি গোপনে, মিটাইব সব মন-সাধ ;
অনিমেষ নয়নে দেখিব সে শোভনে, বিরহে গণিব পরমাদ।
প্রীতি-কুসুম-হারে সাজাব যতন ক'রে প্রাণেশ-চরণ-কমল ;
তাহে ভক্তি-চন্দন-চুয়া অনুরাগে মাখাইয়া, দেখিব সে রূপ নিরমল।
নাথে দরশন করি, প্রেমে অঙ্গ হবে ভারি, নয়ন ঝরিবে অবিরল,
হাসিব কাঁদিব কত, ক্ষেপা পাগলের মতো, লোকে মোরে বলিবে পাগল।
হৃদয়েশ-শ্রীচরণ, করি এবে আলিঙ্গন, সার্থক করিব এ জীবন ;
স্পন্দহীন হয়ে রব, ভব-দুঃখ পাসরিব, পরশিয়ে নাথ-শ্রীচরণ।

আবার শুনিব তাঁর সুবচন সুধাধার, জুড়াইবে এ পাপ-শ্রবণ ;
তায় ফলিবে সুফল, আঁখি শ্রবণ যুগল, করয়িবে বিবাদ-ভঞ্জন।
শুনেছি যোগি-বচন, হলে ব্রহ্ম দরশন, পরম সুখেতে ভাসে প্রাণ ;
কেমনে সে সুখরাশি, ভুঞ্জিব বিরলে বসি, ছাড়য়িব নীচ সুখ আন ;
(ঐ) ব্রহ্ম-স্পর্শ-পুণ্যফলে, পাপ-রিপু সকলে, জন্মের মতো হইবে বিদায় ;
যাইব মঙ্গল-ধাম, গাইব মঙ্গল-নাম, লভিব মুক্তি আনন্দে তায় ॥

[কাওয়ালি

১০৪৭

রাখ চিরদিনের তরে আমায় চরণ-ছায়ায়।
এই চঞ্চল অধীর মন ছুটে যে পলায় ;
সুখের আশা পায় যেখানে, চিত আমার ধায় সেখানে ;
পিয়ে পাপের গরল, পায় প্রতিফল, তবু কেন ধায় !
তোমায় ছেড়ে দূরে গিয়ে, মনের সাধে গরল পিয়ে,
এখন অমৃত রোচে না মুখে, একি হল দায়।
নিজ হাতে ধরে এনে, বসাইলে সাধু সনে ;
ব'সে সুধার সাগর-তীরে, মরি পিপাসায়।
অতীত পাপের তরে, দিবে দণ্ড, দাও হে মোরে ;
তবু বাঁধিয়ে রাখ হে প্রভো, ছেড়ো না আমায়।
আপন স্নেহের টানে, আপনার আকর্ষণে,
রাখ তব প্রেম-প্রলোভনে, ভুলায়ে আমায় ॥

[ত্রিতাল। সুর— নামে কত মধু কত সুধা

১০৪৮

কী আর বলিব আমি হে।
(তুমি সকলই জান, অন্তরের কথা প্রাণের অন্তরালে বসে)
আমার শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, এ হৃদয়ে থেকো তুমি।
(আমার আর কেহ নাই এ সংসারের মাঝে
ওহে প্রাণসখা, তুমি বিনে)
প্রভু, তোমার চরণে, আমার পরানে, বাঁধিব হে প্রেম-ফাঁস ;
(অতি কঠিন ক'রে ; অতি যতন ক'রে)
(আমার পালানো-রোগ আছে ভারি)
তোমায় সব সমর্পিয়ে, এক মন হয়ে, হইব হে তব দাস।
(সেদিন কবে বা হবে, দীনজন-ভাগ্যে, আমি শ্রীচরণে বিকাইব)॥

[মনোহরসাহী, খয়রা। সুর— প্রভো কী নিবেদিব আমি

১০৪৯

তোমার প্রেম-পাথারে, যে সাঁতারে,
তার মরণের ভয় কি আছে।
ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান, সকলি তার দূর হয়েছে।
পাগল নয় সে পাগল-পারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
যেন সুরধুনীর ধারা, ধারায় ধারায় মিশে গেছে।
মানে না সে কোনো ধর্ম, বেদ বিধি কোনো কর্ম,
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তোমার চরণ তার সার হয়েছে॥

[একতাল

১০৫০

তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়-স্বামী।
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি!
মধুর নাম-গানে, ভক্তজনগণ সনে, (নবজীবন পাইব হে)
নিত্যপদ পেয়ে, প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
(প্রাণ শীতল হবে হে ; তোমায় হৃদয়ে ধ'রে)
আমার পাপ পরিতাপ যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
তোমার অখিল-লীলা-রসে ডুবাব মানসে হে, (নীচ-বাসনা রবে না)
আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি॥

[ঝাঁপতাল

১০৫১

বাসনা করেছি মনে প্রেম-মুখ নিরখিব।
(দয়াময়, হও উদয়, আজি পাপীর হৃদয়মাঝে)
আমার তাপিত হৃদয় জুড়াইব।
সংসার-মরুতে ঘুরে, এসেছি আজ তোমার দ্বারে
ডুবিয়ে প্রেম-সাগরে শ্রান্ত প্রাণ শীতল করিব।
কল্পনা-সুখ সেবনে, চিত নাহি তৃপ্তি মানে,
তাই চিদানন্দ রূপ-ধ্যানে, মোহ-আঁধার ঘুচাইব॥

[ঝিঁঝিট মিশ্র (কীর্তন) একতাল। সুর, (দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্ন) সাধ মনে হরি ধনে

১০৫২

যেমন করে পারি, পিতা, ডাকতে তোমায় ছাড়ব না।
ওগো তোমার কথা ছাড়া, আমি আর কোনো কথা কইব না।
শিশুর আধ আধ বাণী, বুঝে না কি তার জননী ?
(তার মা বিনে আর কেউ বুঝে না)।
ওগো তেমনি আমার অফুট ভাষা, তুমি কি গো বুঝবে না ?
তোমার কাজে, তোমার মাঝে, ডুবে রব এ সংসারে—
(শত কোলাহল ভুলে শান্ত মনে)
ওগো যে যা বলে বলুক আমায়, তোমার চরণ ভুলব না।
'স্বপ্রকাশ' বলে তোমায় ; ডেকে ফিরে কেহ না যায় ;
(তোমায় ডাকলে এসে দাও হে দেখা)
আমি সাধন-ভজন-বিহীন হলেও
তোমার আশা করতে ছাড়ব না।
সবার ভার নিয়েছ নিজে, আর আমার কি ভাবনা আছে ?
(তাই বিশ্বম্ভর তোমায় বলে)
ওগো আপন শিরে আপন বোঝা আর তো আমি বইব না।
আকাশে ভূতলে জলে, অযুত গগনতলে,
(তোমার অনন্ত রূপ বিশ্বব্যাপী)
তোমার সত্যং শিব সুন্দর রূপ দেখতে কারো নাই মানা।
অপরূপ মোহন সাজে, দাঁড়াও গো হৃদয়ের মাঝে ;
(একবার দেখে লই তোমায় নয়ন ভরে)
আমি আনন্দময় হয়ে রব, আর দুঃখের কথা বলব না।

এ জীবনের ধ্রুবতারা, কে আছে আর তোমা ছাড়া ?
(এই সংসার-জলধি মাঝে)
আমি তোমা-পানে রাখব নয়ন, আর কোনো দিকে চাইব না ॥

[একতাল। সুর— একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময়

১০৫৩

প্রেমভরে নাম সাধন কর, জীবে কর প্রেম দান রে।
জীবনের এই মহাব্রত করহ সমাধান রে—
(এ ছাড়া আর কাজ কি আছে ?)
প্রভুর নামমালা, ও ভাই, গলে পর,
(নাম) সাধন কর, ভজন কর, হৃদে কর নাম ধ্যান রে—
(মুক্তিধামে যাবে যদি ; দিবানিশি)
দুঃখী পাপী জনে, ডেকে ঘরে আন,
(মোরা এক মায়ের সব পুত্র কন্যা)
সবাই মিলিয়ে, একপ্রাণ হয়ে কর হরিনাম গান রে।
অপরাধী জনে, ও ভাই, ক্ষমা কর ; (দয়াল প্রভুর অনুকরণ কর)
যে তোমারে মারে, তারে বুকে ধরে প্রেমে কর আলিঙ্গন রে
(আপন ভাইয়ের মতো)।
সারধর্ম এই জেনে সাধন কর, (জীবে প্রেম, নামসাধন)
তবে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, সফল হইবে কাম রে—
(পাপ তাপ দূরে যাবে) ॥

[একতাল সুর— প্রাণ ভরে আজি গান কর

১০৫৪

ডুবিব অতল সলিলে, প্রেমসিন্ধু নীরে আজ।

(চিরদিনের মতো ডুবিব হে ; ঐ সুখ-তরঙ্গে ডুবিয়ে রব ;

আমি সাঁতার ভুলে ডুবে রব ; আমার ঢেউ লেগে প্রাণ কেমন করে ;

আমি আর যাতনা সইতে নারি ; গভীর জলের মীনের মতো ;

এই মরুমাঝে থাকব না হে)

[ঝিঁঝিট কীর্তন, একতাল। সুর— সাধ মনে হরি বলে

উষাকীর্তন

১০৫৫

ব্রহ্মনামামৃত পান কর।

এ নাম ঘরে ঘরে নারী-নরে দান কর।

প্রেম-সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে গেয়ে,

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর ;

পরান জুড়াইবে, দুঃখতাপ ফুরাইবে, হৃদাকাশে প্রকাশিবে দিবাকর।

(নাম) শুনিতে বলিতে সুখ, স্মরণে জুড়ায় বুক,

পাষাণ-হৃদয় ভেদি গঙ্গা ঝরে ;

শিহরে শরীর মন, প্রেমে ঝরে দু'নয়ন, ছুটে করে পলায়ন পাপ-ভার।

[মিশ্র ভৈরবী, কাওয়ালি

১০৫৬

ব্রহ্মনাম-সুধারস কর পান।
(এ নাম) তাপিত-হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ আরাম।
ত্রিতাপ-জ্বালা ঘুচাইতে, এল রে নাম ধরণীতে ;
নামের মাঝে স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবের প্রাণারাম।
(আর ভয় নাই নাই রে ; নামটি ধরে থাক থাক রে)
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে বরাভয়, মুক্তি ;
নামে এসেছে রে তাই স্বর্গের আহ্বান।
বিষাদ বেদনা ভুলে, জাগ' রে 'জয় ব্রহ্ম' ব'লে,
আজি প্রভাত-গগনে শোন তাঁর জয়গান।
(জেগে শোন শোন রে ; 'জয় ব্রহ্ম জয়' রবে)
প্রেমিক ভকত যাঁরা, নাম-রসে মাতোয়ারা,
জীবনে উড়িছে কিবা প্রেমের নিশান।
সুখী হতে চাও রে যদি, এ নাম জপ নিরবধি ;
নাম বিনে আর মোহাঁধারে নাই রে পরিত্রাণ।
(ব্রহ্মনাম গাও রে ; ভক্তিভরে নাম গাও রে)
তুমি ভুলে আছ যাঁরে, সে তো ভোলে না তোমারে ;
দেহ মন প্রাণ ধন, সবি তাঁরি দান।
মজি তাঁর নাম-রসে, চল মনের হরষে,
সবে মিলে পূজি তাঁরে হব পূর্ণকাম—
(নামগানে, নামরস-পানে)॥

১ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৬) [বিভাস মিশ্র, ত্রিতাল

১০৫৭

আজি জগতে উঠিছে জয় ব্রহ্মধ্বনি ;
(ও ভাই) জাগিয়ে 'জয় ব্রহ্ম' বল, গেল রজনী।
স্বর্গের বিভব নাম তরাইতে ধরাধাম,
আনিলেন দয়াময় ধরায় আপনি ;
সে নাম বল রে বল, সবারে জাগায়ে বল,
ব্রহ্মনামে কেঁপে উঠুক ব্যোম মেদিনী।
যে নামের মহিমায়, মানব দেবতা হয়,
নিভায় ত্রিতাপ-জ্বালা, জুড়ায় প্রাণী ;
যে নাম-সরসী-নীরে, নিমগন যুগ ভরে,
যোগী ঋষি তপোধন দিবা-যামিনী।
যে নামের গন্ধ পেয়ে, ছুটে আসে অন্ধ হয়ে,
আত্মহারা ভক্তবৃন্দ দিবা-রজনী ;
(সেই) নাম-সুধা পান কর, নারী নরে দান কর,
আনন্দে মাতিয়ে কর জয়ধ্বনি ॥

[মিশ্র ভৈরবী কাওয়ালি। সুর— ব্রহ্মনামামৃত পান কর

১০৫৮

ব্রহ্মনাম গাও রে আনন্দে।
শোন রে শোন রে নাম, ধ্বনিছে কি অবিরাম,
প্রভাত-গগনে ঐ মধুর ছন্দে।
দেখ রে নামিল নামে করুণার ধারা,
খুঁজিছে তাপিত প্রাণ যেই পথ-হারা ;

কী ভয় ভাবনা আর, মুছিবে নয়ন-ধার,
থেকো না থেকো না আর বিষয়-দ্বন্দ্বে।
সমীর বিমল আজ কী মধুর শান্ত;
বহিছে দুয়ারে আজ মৃদুল মন্দ।
দেখ রে ধরণী আজ, ধরেছে মোহন সাজ,
দিক্‌ দশ আমোদিত নাম-সুধাগন্ধে।
যোগিজন জাগে আজি নাম-রূপ ধ্যানে,
জ্ঞানী গুণী নিমগন নাম-গুণ-গানে;
তুলিয়া গুঞ্জন তান, আকুল পিয়াসু প্রাণ,
মত্ত ভকত-অলি নাম-মকরন্দে॥

১০ মাঘ ১২২২ বাং (১৯১২) [ভৈরবী, ত্রিতাল।

১০৫৯

ব্রহ্মনাম সার কর রে।
এ নাম সার কর, সার কর, নামের হার পর রে।
ব্রহ্মনাম দয়াল নাম, এ নাম বড়ই মধুর,
যেই জন ব্রহ্ম ভজে, সেই সে চতুর।
বন্ধু বান্ধব দারা সুত সকলি অসার,
অনিত্য সংসার মাঝে ব্রহ্মনামটি সার। (পরব্রহ্মে ভজ রে)
ব্রহ্মনাম মধুর নাম, নামে হৃদয় শীতল হয়,
এই বিপদময় সংসারের মাঝে ব্রহ্মনাম সহায়।
পতিতপাবন ব্রহ্মনাম, এ নাম গাও রে সবে ভাই,
মহাপাপী তরাইতে এমন আর কিছুই নাই॥

[গুর্জরী টোড়ি, খয়রা

১০৬০

জাগ' আনন্দে আনন্দ-ভুবনে।
থেকো না আর মোহ-ঘোরে মিছে স্বপনে।
কাননে জাগিল পাখি, আনন্দ-আলোকে ডাকি,
শোন' সে আনন্দধ্বনি উঠে গগনে।
(জেগে শোন' শোন' রে ; কিবা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
এ আনন্দরূপে যিনি, বিশ্ব-প্রাণাধার তিনি,
আনন্দ-বারতা তাঁরি বহে পবনে ;
দেখ রে দেখ তাঁহারে উদয় অচল-দ্বারে ;
(দেখ) কী মহাপ্রাণ-তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে !
(জেগে দেখ দেখ রে ; অন্তরে বাহিরে দেখ)
নাহি মৃত্যু, নাই শোচনা, গেছে দূরে ভয় ভাবনা,
প্রভাতে মুক্তি-ঘোষণা এসেছে নামে—
'অমৃতের অধিকারী, জাগ' জাগ' নরনারী,
ব্রহ্মরূপ প্রাণে হেরি ডোব' সাধনে।
(অমর হইবে যদি ; আনন্দ অমৃত তিনি)
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস-পান
সকলি মঙ্গল ব্রহ্মনাম-কীর্তনে।'
সুখে দুঃখে জপ রে নাম, এ নামে হবে পূর্ণকাম,
মৃতসঞ্জীবন নাম মরত-ধামে ॥
(ব্রহ্মনাম বিনে আর কী ধন আছে ; এ নাম বল রে বল রে বল)

ভাদ্র ১৩৩৭ বাং (১৯৩০) [বিভাস মিশ্র, ত্রিতাল। সুর— ব্রহ্মনামসুধা কর পান

১০৬১

আবার করুণা তাঁর নামিল ধরায়।
ত্রিতাপ-তাপিত-চিত, তৃষিত আকুলিত,
জুড়াবে এ নবীন উষায়।
শীতল সমীর বহে, করুণা-বারতা কহে
কাননে বিহগ করুণার গান গাহে ;
সে গানে জগত জাগায়।
যিনি এ করুণাসিন্ধু দীননাথ দীনবন্ধু,
তাঁরই করুণা-বিন্দু অশ্রু মুছায় ;
যুগে যুগে দেশে দেশে, করুণা বিচিত্র বেশে,
কত রূপে অধমে তরায়।
আর কে আছে এমন, ত্রিভুবন-তারণ,
পাপীরে দিতে বরাভয় ?
তিনি শক্তি, তিনি ভক্তি, তিনি যে বন্ধন-মুক্তি,
জীবন সুন্দর শুধু তাঁর সুষমায় ;
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সখা, বন্ধু, জ্ঞান-গুরু,
ঘরে ঘরে প্রকাশিত প্রেমের লীলায় ;
বল তাঁর প্রেমের জয়, গাও করুণার জয়,
জাগ রে তাঁর নাম মহিমায়।
(তাঁর নাম বিনে আর কী ধন আছে) ॥

মাঘোৎসব ১৩২৬ বাং (১৯২০) [মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি

১০৬২

বল রে বল রে মধুর ব্রহ্মনাম ;
এই নাম-গানে নাম-রস-পানে হব পূর্ণকাম।
ব্রহ্মনাম-জয়ধ্বনি ছাইল ব্যোম-মেদিনী,
আজি নাম-সমীরে বহে সুধা, ধরা স্বর্গধাম।
এ নাম ক্ষুধার অন্ন, তৃষার বারি, ভুলো না রে নরনারী,
প্রাণ জুড়াতে, এ জগতে নাই কিছু এমন ;
এ নাম-রসে মজিলে মন, ভেঙে যায় রে মোহের স্বপন,
অজ্ঞানে হয় দিব্য চেতন, বাসনা বিরাম।
দেখ নামানন্দ-রসে ভরা, সুন্দর মধুর ধরা,
নামের গুণে মানব-জীবন সুখের নিকেতন ;
এ নাম আর্তের ভয়-ভঞ্জন, ভক্ত-নয়ন-অঞ্জন,
প্রেমিকের প্রাণধন, যোগীর বিশ্রাম ॥

৫ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৬) [বিভাস মিশ্র, ত্রিতাল। সুর : ব্রহ্মনাম-সুধারস কর

১০৬৩

ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম।
ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর নাম গান। ('জয় ব্রহ্ম জয়' বল রে)
জেগে দেখ, বিশ্বজন ব্রহ্মানন্দে মাতিল,
পশু পক্ষী তরু লতা ব্রহ্মনাম গাইল ;
নরনারী সবে তবে, কোন্ প্রাণে ঘুমে রবে। ('জয় ব্রহ্ম জয়' বলে জাগ')
হৃদয় ভরিয়ে বল 'জয় প্রাণারাম।'

বল, 'জয় প্রাণারাম', 'জয় প্রাণারাম' ; বল, 'জয় জয় প্রাণারাম।'
সারানিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,
যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে,
আগে তাঁরে প্রণমিয়ে, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
আনন্দে জাগিয়ে বল, 'জয় প্রাণারাম।'
বল, 'জয় প্রাণারাম', 'জয় প্রাণারাম' ; বল 'জয় জয় প্রাণারাম ॥'

[বিভাস, ঢিমেতেতালা

১০৬৪

নমি ব্রহ্ম সনাতনে, শান্ত শুদ্ধ মনে, আয় সবে ভাই,
সবে মিলে প্রাণ খুলে ব্রহ্মনাম গাই (হরিগুণ গাই)।
ঐ দেখ্‌ উষার আলোকে আকাশ মধুময়, ব্রহ্মময় অতুল শোভায়,
ঐ ত্রিজগত-বাহিনী প্রেম-মন্দাকিনী
হৃদে হৃদে বহিয়ে যায়— (আজি শতধারে)।
ঐ দেখ্‌ ব্রহ্মনাম-সুধাধারা-পানে মাতোয়ারা
ভক্তবৃন্দ আনন্দে ধায় ;
ত্রিতাপে জ্বলিয়া সবে, পাপী জন নীরবে,
আঁখিজলে চরণে লুটায়। (ভাসি)
ঐ দেখ্‌ পাতকীর বন্ধু হরি, পরম যতন করি,
পাপীদের অশ্রু মুছায়;
আহা এ শোভা নেহারি মরি, বলি সবে 'হরি হরি,'
পাপী তাপী আয় আয় আয় ॥

মাঘ, ১৮৩১ শক (১৯১০) [প্রভাতী, কাওয়ালি। সুর— ওহে দীন দয়াময়

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব]

১০৬৫

জাগ' নরনারী, অমৃতের ভিখারি,
ধন্য হও প্রাণে নেহারি ব্রহ্ম-প্রাণারাম।
(দেখ) যুগযুগান্তর ধরি আঁধার আছিল ঘিরি,
ভারতের যত মন প্রাণ,
কাটিল আঁধার রাত, আসিল যে সুপ্রভাত, প্রকাশিত দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান।
(সবে জাগ' জাগ' রে ; মোহ-ঘোরে থেকো না রে)
(শোন) জগতের ভক্ত যোগী, স্তিমিত লোচনে জাগি,
যেই সুধারস করি পান,
(তারা) ভুলে গেল আত্মপর, মরতে হল অমর,
বদনে ধ্বনিল ব্রহ্মনাম। (কিবা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
(লহ) শত বরষের দান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ-রস কর পান,
জুড়াবে তাপিত চিত, প্রাণ মন পুলকিত,
শান্তি মিলিবে অবিরাম।
(ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্ম-ধ্যানে ; ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে)
(এস) শত বরষ উৎসবে, ভেদাভেদ ভুলি সবে,
ব্রহ্ম-পদ করি ধ্যান জ্ঞান,
ও পদে হইলে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ক্ষুদ্র হয় মুক্ত মহীয়ান।
(ব্রহ্ম-পদে মতি হলে ; ব্রহ্ম-পদে প্রাণ সঁপিলে)

(ওই) রাজ-ঋষি লয়ে জ্ঞান, মহর্ষি ধরিয়া ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ নামের নিশান,
প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা, আগে চলেছেন তাঁরা,
সেই পথে চল ব্রহ্মধাম।
(ব্রহ্ম-নাম গেয়ে সবে ; নামের নিশান নিয়ে সবে) ॥

[প্রভাতী, কাওয়ালি। সুর— ওহে দীন দয়াময়

নগরসংকীর্তন

[১১ মাঘ, ১৭৮৯ শক , ১২৭৪ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারি, ১৮৬৮) শুক্রবার।
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগরসংকীর্তন]

১০৬৬

তোরা আয় রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে, জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ,
খুলে মুক্তির দ্বার, সকলেরে করেন আবাহন ;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম মর্তে আইল ;

কে যাবি আয়, বিনা মূলে ভব-সিন্ধু পার।

তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোনো ভয়,

পারের কর্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্ম-পদ সার,

সংসারের মিছে মায়ায় ভুলো না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লই গে শরণ,

হৃদয়-মাঝে হৃদয় নাথে কর দরশন ;

ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,

প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম ॥

[তেওট। সুর— তোরা আয় রে ভাই থাকিস নে

[১১ মাঘ, ১৭৯০ শক ; ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারি, ১৮৬৯) শনিবার
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা]

১০৬৭

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,

জুড়াবে প্রাণ, নামের গুণে।

জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে ;

বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে ?

সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙালের জীবন,

নিরুপায়ের উপায় তিনি, অধমতারণ ;

দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নামসংকীর্তন,

নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে, এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ ;
থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড়ো না রে)
স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখো অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ, পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে,
ডাকছেন মধুর স্বরে স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে ;
পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।
মুখে দয়াল বল, দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেম-সিন্ধু উথলে ;
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম, নগরবাসীর ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে

[তেওট। সুর— **আর বলব কি যেমন**

১০৬৮

ক) মোদের দীন দেখিয়ে, অমিয় মাখিয়ে,
দয়াল নাম পিতা ধরাতলে করলেন প্রচার।
নামের মহিমাতে জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার।
দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান
বিনাশিতে সব মোহ-অন্ধকার ;
এ পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে,
বল কিসে হই নিস্তার ?

খ) এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে।
হয়ে সবে একপ্রাণ, করি তাঁর নাম গান,
প্রেম-পরিবারের মাঝারে।
পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধরে কাঁদি যদি রে,
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুঃখ রবে না, রবে না) ॥

[ক) খয়রা, খ) দশকুশী। সুর— তুমি আছ নাথ

[১০ মাঘ, ১৮০২ শক ; ১২৮৭ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারি, ১৮৮১) শনিবার
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা]

প্রথমার্ধ

১০৬৯

ক) চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শোন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।
খ) ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে,
নগরবাসী, তোরা কত দিন আর র'বি রে ভাই ?
হল রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে ?
তাই বিনয় ক'রে, বলি চরণ ধ'রে,
এস রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
গ) এ সংসারের মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই ;
আর বিফলে কাটায়ো না জীবনে।
ঘ) ও ভাই, ভেবো না, দুঃখ রবে না,
পিতার চরণে স্থান পাবি রে ভাই। (অপার কৃপাগুণে)

ও ভাই, মন প্রাণে, (প্রাণে) কাঁদ যদি,
তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি। (দীনহীন ব'লে)
ও ভাই, বড় যে তাঁর, (তাঁর) করুণা রে।
ও ভাই, চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে।
ঙ) ও ভাই, মনের দুঃখ সব আজি পাসরিব,
পূজি প্রাণ ভ'রে, প্রাণেশ্বরে, আনন্দ-নীরে ভাসিব,
(এমন দিন আর হবে না রে)
হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে
আজি প্রাণ মন সমর্পিব— (ভাই ভগ্নী মিলে)॥

[ক) তেওট ; সুর— তোরা আয় রে ভাই থাকিস নে। খ) খয়রা ; সুর— মোদের দীন দেখিয়ে। ঘ) খয়রা ; সুর— দয়াল বল না। ঙ) একতাল ; সুর— নাম রসে না মাতিলে। গ)= ক)]

ঐ দ্বিতীয়ার্ধ

১০৭০

চ) তাই বলি হে ভাই, সকলে গাও ব্রহ্মনাম হৃদয় খুলে,
'জয় ব্রহ্ম' বল সবে বদনে।
ছ) বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে, হৃদয়-মাঝারে পাই।
আমি সে পদে বিকাব, দাস হয়ে রব, পরান সঁপিব, ভাই।
(প্রভুর অভয়পদে)
আমার বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন, নিজের কিছু যে নাই!
(আমি হৃদয়নাথের)

আমি সে প্রেম-সাগরে, জনমের তরে মগন হইতে চাই।

(আমি সাঁতার ভুলে)

জ) পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে।

ঝ) চল চল ত্বরা করে সে আনন্দধামে হে।

গগন কাঁপায়ে চল, মধুর ব্রহ্মনামে হে।

নরনারী সবে আজি মাতিব সে নামে হে।

হে'রে সে আনন্দ-ছবি জুড়াইব প্রাণে হে।

ঞ) এস, দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়নে॥

[ছ) খয়রা ; সুর— দেখি এক পাখী। ঝ) একতাল ও ঝুলন; সুর— আনন্দে গাইয়ে চল। চ), জ), ঞ) = ক)]

[১০ মাঘ, ১৮০৭ শক ; ১২৯২ বঙ্গাব্দ, (২২ জানুয়ারি, ১৮৮৬) শুক্রবার]

১০৭১

ক) তোরা আয় রে ভাই, থাকিস নে আর মোহেতে ভুলে।

পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এল রে দেখ্ ভূমণ্ডলে ! (ওরে নগরবাসী)

প্রচারি আশার বাণী ডাকেন সকলে,

পাপিগণে কৃপাগুণে তারিবেন ব'লে ;

শোন সে মধুর ধ্বনি স্বর্গে মর্ত্যে ঐ উথলে। (ওরে শোন রে ভাই)

খ) শোন শোন বাণী।

(আজ শ্রবণ পেতে ; আজ বধির আর থেকো না রে)

দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে, ডাকিছেন বারেবারে, (ব'লে 'আয় পাপী ত্বরা ব'')

যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও, সে পদে লুটায়ে পড় অমনি।

(গতি কর ব'লে)

বিষয়-গরল পিয়ে, জুড়াবে না কভু হিয়ে ; সেই সুধারসে যে জন মজে,
তার যে ত্রিতাপ যায় তখনি। (চিরদিনের মতো)
এ ছার হৃদয় দিলে, যদি রে সে ধন মিলে,
তবে সঁপি মন প্রাণে, লভ' না সে ধনে ; লভিলে জীবন পাবে এখনি।
(সে জীবনধনে)

গ) ভাই রে, গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,
বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিয়ো নিশ্চয়।
(পাপের কালি ঘোচে না, ঘোচে না, ও তাঁর কৃপা বিনে।
ভাই রে, দুস্তর ভব-জলধি কে করিবে পার,
বিনা সেই কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার।
(সহায় কে আর আছে রে, ভব-পারে নিতে)
ভাই রে, মহামোহে প'ড়ে কেন ভজিলে অসার ?
প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে, বুঝিলে না সার।
(পাপের জ্বালা থাকে না, থাকে না, প্রাণ শীতল হয় রে)
(কেন বুঝিলে না রে, মহামোহে প'ড়ে)

ঘ) আজ সকলে অতি যতনে, বাঁধিয়ে প্রেম-বন্ধনে,
(অতি কঠিন ক'রে রে)
এক প্রাণে গাইব সে নাম রে। (সবে হৃদয় খুলে রে)
প্রভুর কৃপা-প্রভাবে, পাপের বিকার যাবে,
পাপী পাবে তাঁর পুণ্যধাম রে।
(অপার কৃপাগুণে রে ; জীবন সফল হবে রে)

আর দেখ কী! তাঁর চরণে স'পিয়ে হৃদয় মনে,
এ জীবনে লভ' রে বিশ্রাম রে।
(দেখ সময় গেল রে ; দুঃখ পাসরিয়ে রে)
সবে কর ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
জয়রবে পূর বিশ্বধাম রে।
(সবাই হৃদয় খুলে রে ; দিক দশ ছেয়ে রে)

ঙ) আনন্দে গাইয়ে চল, আর কিবা ভয় রে।
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে।
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে, 'পাপী আয় রে।'
(বলে, 'আয় পাপী, আয় রে।' বলে, 'ত্বরা করে আয় রে')
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরান রে,
(এত দিনে পাপী জনে পায় পরিত্রাণ রে।)
(বুঝি যায় স্বর্গধাম রে। বুঝি হয় পূর্ণকাম রে)
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে,
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল 'ব্রহ্ম জয়' রে।
(বল 'জয় ব্রহ্মজয়' রে। বল 'হোক ব্রহ্মজয়' রে। বল 'জয় দয়াময়' রে)

চ) ফেলিয়ে অসার সুখ, আয় তোরা চলে ;
গেল বেলা, মিছে খেলা ছাড় সকলে ;
জীবন সফল হবে, প্রাণ মন বিকাইলে, (ওরে নগরবাসী) ॥

[ক] তেওট, খ) একতাল, গ) লোফা, ঘ) দশকুশী। সুর— তুমি আছ নাথ। ঙ) একতাল এবং ঝুলন। চ)= ক)]

১০৭২

প্রাণ ভ'রে আজি গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়।
ও ভাই, শোন সমাচার, পাপীদের ভার
লয়েছেন আপনি দয়াময়। (আর ভয় নাই)
প্রভুর প্রেমরাজ্য, দেখ, প্রকাশিল,
তাঁর করুণা নামিল ধরায়। (পাপী উদ্ধারিতে)
এমন কৃপা ফেলে, তোমরা দূরে গেলে,
বল, কোথা আর জুড়াবে হৃদয়! (এমন কেবা আছে)
আজ নয়ন ভ'রে কৃপার লীলা দেখ,
আর, গাও রে খুলিয়ে হৃদয়। (জয় দয়াল ব'লে)
নামের সারি গেয়ে, শান্তিধামে চল, বল বল 'ব্রহ্মকৃপারি জয়॥'
[একতাল

১০৭৩

ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে, নতুবা এ জ্বালা যাবে না।
(শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই, প্রেমের অনলে, নিজে না দহিলে, সে দ্বারে পশিতে পাবে না।
(আহুতি না দিলে রে)
সেই শান্তিধামে, একা যায় না যাওয়া ; (সবে মিলে চল রে)
একা ডাকিলে দেখা হবে না। (জেনো জেনো মনে)
তাই প্রেম-ডোরে, বাঁধ পরস্পরে, (একহৃদয় হয়ে রে)
বেঁধে কর রে সত্য-সাধনা। (যদি ত্রাণ পাইবে)
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক, (ব্রহ্মনামের গুণে রে)
দূরে যাক সব পাপ-বাসনা। (পতিতপাবন নামে)॥
[একতাল। সুর— প্রাণ ভ'রে আজি গান কর

১০৭৪

প্রভু-পদসেবা সম আর কী সুখ আছে রে।
কী ছার সংসার-সুখ, সেই সুখরাশি কাছে রে।
(একবার ভেবে দেখ রে)
রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে,
(তবে) অন্য রস-আশ, না থাকে পিয়াস, পরান মগন হয় রে।
(সেই সুধা-হ্রদে)
সে প্রেমরসেতে মজি, আপনা পাসরি রে;
দেখ, যত সাধুজনে, সে পদ-সেবনে রত প্রাণপণ করি রে।
(এ জনমের মতো)
সে প্রেম অনল-সম, প্রাণে যদি লাগে রে,
তবে কু-বাসনাচয় হয় ভস্মময়, পাপ-আঁধার ভাগে রে—
(হৃদয়-গুহা ছাড়ি) ॥

[খয়রা। সুর— হরিরস মদিরা

[৮ মাঘ ৮১৩ শক : ১২৯৮ বঙ্গাব্দ (২১ জানুয়ারি ১৮৯২) বৃহস্পতিবার]

১০৭৫

ক) শোন্ ভাই সমাচার, পাপীদের উদ্ধার,
সাধিতে প্রেমের ধারা নামিল।
(ঐ দেখ্) বহে যায় পুণ্যনদী, আয় তোরা তরবি যদি,
কত দুরন্ত জগাই মাধাই তরিল।

খ) আমরা চল যাই, চল যাই,
সবে মিলে প্রেমধামে আমরা চল যাই, চল যাই ;
জগত মাতিল, দেখ, মধুর ব্রহ্মনামে।
স্বর্গের বিভব এই মধুর ব্রহ্মনাম, জুড়াইতে জীবের জ্বালা এল ধরাধাম ;
(এ প্রাণ জুড়াইতে আর কী ধন আছে ; ব্রহ্মনামামৃত বিনে)
কেন আর ভুলিয়ে থাক মোহের মায়ায়, ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুবিব সবায়।
(আমরা জন্মের মতো সবে ডুবে রব ; ব্রহ্মনামামৃত-রসে)

গ) উঠ নরনারী, বলি পায়ে ধরি, পরিহরি
বিষাদ নিরাশা দুঃখ, এস ত্বরা করি। (তোরা আয় আয় রে)
তরী সাজাইয়ে, দেখ কৃপা দিয়ে, প্রভু আপনি হলেন কাণ্ডারী।
পূর্ব পাপের কথা স্মরি, ফেলো না আর অশ্রুবারি,
পেয়ে সেই চরণ-তরী (এস) ভবের জ্বালা যাই পাসরি ॥

[ক) রূপক, খ) লোফ়া, গ) যৎ। সুর— সে মা জননী

১০৭৬

আজ শোন রে শোন রে তাঁর বাণী। (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃত দেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে।
(মধুর ডাক শুনে রে ; পরান আকুল করে)
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে, (কিবা মধুর মধুর রে)
কাটে মোহ-নিদ্রার স্বপন রে।
(ভবের ঘুম আর থাকে না ; মৃত প্রাণ জেগে উঠে)

সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,

সঁপিবারে জীবন যৌবন রে।

(বিভু-প্রেমানলে রে ; অনলে পতঙ্গ যেমন)

বিষয়-বাসনা ফেলি, সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলি, ধায় তারা মত্তের মতন রে।

(প্রেমে পাগল হয়ে রে ; সুধা-মাখা ডাক শুনে)

শুনি সে মধুর বাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি, এস তবে এস ভক্তজন রে।

(জীবন দিতে যে হবে রে ; প্রেমময়ের প্রেমানলে)

বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য-আহুতি ঢালি,

সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে॥

(জনম সফল কর রে ; আপনা আহুতি দিয়ে)

[দশকুশী। সুর— তুমি আছ নাথ

[২ মাঘ, ১৮১৫ শক, ১৩০০ বঙ্গাব্দ ; (১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৪) রবিবার।
এই বৎসরের প্রথম নগরসংকীর্তন]

১০৭৭

ক) ব্যাকুল অন্তরে, ব্রহ্মনাম গাও প্রাণ ভ'রে।

ব্রহ্মনাম-গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।

এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,

এ নাম শ্রবণে মহাপাতকী তরে।

খ) এস, পশিয়ে পরানে, মরমের কানে, শুনি সে মধুর নাম।

(কিবা মধুর মধুর রে ; পরান আকুল করে)

ঘুচিবে যাতনা, ভয় ভাবনা, ঘুচিবে সকল কাম।

(ব্রহ্মনামের গুণে)

কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ, নাম-গন্ধ যদি পায়,
কাঁপি থর থর, ভয়ে জড় সড়, আপনি দূরে পলায়।
(ব্রহ্মনামের তেজে)
মায়া-মোহ-জাল, ভবের জঞ্জাল, ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে হয় ভস্মময়, এমনি নামের গুণ।
জ্ঞানের গরবে, স্ফীত যার প্রাণ, সেও যদি নাম পায়,
ত্যজি অভিমান, তৃণের সমান, সকলের পায়ে লুটায়।
(মান আর থাকে না)
আপনার প্রেমে, আপনার নামে, বাঁধা পড়ে দয়াময় ;
নরাধম জন, লইলে শরণ, আপনি এসে কোলে লয় ॥

[ক) তেওট। খ) খয়রা। সুর— দেখি এক শাখী

১০৭৮

অপূর্ব প্রেমের রীতি, কে বাখানে তায়।
(তার তুলনা নাই রে ; অতুলন প্রেম সে যে)
বলিতে রসনা হারে বলা নাহি যায়।
হৃদয়ে পশিলে সে প্রেম, মৃত প্রাণ জাগে ; (প্রেমের এমনি গুণ রে)
পরশে হরষ কত, সুধা-সম লাগে !
মরমে রাখিলে সে প্রেম, কুবাসনা হীন ; (আর বাসনা থাকে না—
প্রেমের পরশ পেলে) নয়নে রাখিলে সে প্রেম, দৃষ্টি হয় নবীন।
শ্রুতিযুগে রাখ সে প্রেম, নামগুণ-গানে,
মধুর আনন্দ-রস উথলিবে প্রাণে।

রসনাতে রাখ সে প্রেম, নাম-সংকীর্তনে,
ডুবিবে সে প্রেমামৃত-রস-আস্বাদনে।
সে প্রেম জানিয়ো, রে ভাই, সর্বরত্নসার;
তার কাছে ধন মান সকলি অসার॥

[লোকা। সুর— পাপে মলিন মোরা

১০৭৯

ক) ভাই রে, কী মধুর নাম!
বলিতে বচন হারে, কে বাখানে তায় রে, সুধাধারা বহে অবিরাম।
পিয়ে দেখ নাম-সুধা, হরিবে আত্মার ক্ষুধা,
সে সুধা পরশে, ভাই, হৃদয় জুড়ায় রে, পাপ তাপ হয় অবসান।
দেখ রে ভাই নামে ডুবে, সে সুধা উথলে ভবে,
এ ভবে না ধরে প্রেম, উছলিয়া যায় রে, দিক্ দশ পূরে অবিশ্রাম।
সে প্রেম লাগুক জ্ঞানে, সে প্রেম পশুক প্রাণে,
লাগুক তাপিত হৃদে সে প্রেমের বায় রে,
পাপ তাপ হোক রে নির্বাণ।
দেখে সেই প্রেমালোক, ভুলে যাও দুঃখ শোক,
হৃদয়ে জাগুক আশা, প্রভুর কৃপায় রে,
জয় জয় গাও অবিশ্রাম।
খ) আজি কি শুনিনু কানে, কী আশা জাগিল প্রাণে,
দয়াল নামে পাব পরিত্রাণ রে।
(আর ভয় নাই রে, মহাপাপী ত'রে যাবে)

না রবে ভয় ভাবনা, না রবে পাপ যাতনা,
দুঃখ-নিশা হবে অবসান রে।
(আঁধার রবে না রবে না ; সে জ্যোতি প্রকাশিলে)
আনন্দে হৃদয় ভরি, নাম-সুধা পান করি,
জুড়াইব তাপিত পরান রে।
(জ্বালা দূরে যাবে রে ; নাম-সুধা পান ক'রে)
সব দুঃখ যাও ভুলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
জয় জয় করুণানিধান রে।
(সবে গাও গাও রে ; পাপী তাপী সবে মিলে

(ক) ভাটিয়াল, কাহারবা। খ) দশকুশী। সুর— তুমি আছ নাথ

১০৮০

আনন্দে গাইয়ে চল 'ওঁ ব্রহ্ম' নাম রে।
ব্রহ্মনামের মহাধ্বনি উঠে বিশ্বময় রে ;
একতানে একপ্রাণে (গাও) 'জয় ব্রহ্ম জয়' রে।
যোগী-হৃদে প্রণব-রূপে এই ব্রহ্মনাম রে ;
ভক্ত-চিতে হয় এ নাম লীলারসময় রে।
দুখী তাপীর চির সম্বল এই ব্রহ্মনাম রে ;
পাপী জনে এ নাম ল'য়ে ভবপারে যায় রে ;
এ নাম প্রভাবে হয় পাষণ্ড দলন রে ;
(কত) জগাই মাধাই, এ নাম ল'য়ে পায় পরিত্রাণ রে।
অমৃত-আঁধার এ নাম, আনন্দ-নিলয় রে ;

শুষ্ক প্রাণে, এ নাম পেয়ে, হয় প্রেমোদয় রে।
বাখানিব কত আর এ নামের গুণ রে;
এ নাম পরশ পেয়ে জাগে মৃত প্রাণ রে।
নামের গুণে আমরাও (সবে) পাব পরিত্রাণ রে,
(আজ) সবে মিলে হৃদয় খুলে, (বল) 'জয় ব্রহ্ম জয়' রে

[একতাল। সুর— আনন্দে গাইয়ে চল

১০৮১

এ কি রে সুখের কথা, শুনিয়ে গেল ব্যথা,
পাপীদের দুঃখের দিন অবসান।
তাইতে কি ধরাধামে, বিলায়ে দয়াল নামে,
আমাদের দয়াল প্রভু করিলেন আহ্বান।
যে তাঁরে ভুলে থাকে, দয়া কি তারেও ডাকে,
একমুখে এমন দয়ার হয় না যে বাখান;
পাপে যে প'ড়ে আছে, তারেও কি চায় গো কাছে,
তারেও কি দিতে চায় চরণে স্থান।
এ দয়া দেখেও কেন, পড়িয়া রলেম হেন
কেন গো গলিল না হৃদয় পাষাণ।
এমনি কি পাপের নেশা, পাপীর হয় এমনি দশা,
এ বিপদে দয়াল প্রভু কর ত্রাণ॥

[ঝুলন। সুর— তোমার ঐ নিত্যধামে প্রমত্ত ভক্তগণে

[১০ মাঘ, ১৮২৯ শক, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, (২৪ জানুয়ারি, ১৯০৮) শুক্রবার]

১০৮২

ক) এবার করি ভাই প্রেমময় নাম ঘোষণা।
সবে মিলে, ভাই, করি পবিত্র ঐ নামেতে রসনা।
(দেখ) আছে প্রেম জগৎ ঘিরে, অন্তরে কি বাহিরে, দেখ দেখ রে ;
যাবে যাবে পাপ, পেলে প্রেমের প্রেরণা।
খ) দেখ প্রেমের পাথারে, নিখিল সংসারে, ডুবায়ে রেখেছে, ভাই।
সর্ব চরাচর, পশু পক্ষী নর, সকলে ভাসিয়া যাই। (সেই প্রেমের স্রোতে)
ভুলে থাকি তাঁরে, ভোলে না আমারে, পরান ঘিরিয়া রয় ;
যাই পাপ-পথে, ধরে আসি হাতে ফিরায়ে সুপথে লয় !
(এ কি প্রেমের লীলা)
মোহের বিকারে, সংসার আঁধারে যখন পথ হারাই ;
ব্যাকুল অন্তরে চাই যদি ফিরে, সে জ্যোতি পরানে পাই।
(প্রেমময়ের জ্যোতি)
অপরাধ শত সহে প্রেম কত, প্রেম পরাজিত নয় ;
পাপী যদি চায়, তখনি সে পায়, সে প্রেম-পথে আশ্রয়। (চিরদিনের মতো)
গ) আর থেকো না নিরাশ মনে, পড়িয়ে ভব-বন্ধনে,
জয় রবে কর রে উত্থান রে।
(পড়ে থেকো না থেকো না ; মহা মোহে মুগ্ধ হয়ে)
দেখি সে প্রেম-মাধুরী, আপনারে যাও পাসরি,
প্রেমানন্দে কর নামগান রে।
(নব জীবন পাবে রে ; জীবনদাতার কৃপা-গুণে)

আশাতে হৃদয় ধরি, চল চল ত্বরা করি, দেখ দিবা হয় অবসান রে

(দিন চলে যায় রে ; বৃথা কাজে দিন যায়)

পরানে শকতি পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,

জেনো জেনো পাবে পরিত্রাণ রে ।

(নিরাশ হোয়ো না হোয়ো না ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে)

ঘ) আনন্দে উড়ায়ে চল প্রেমময়ের নিশান রে ;

পরান খুলিয়া গাও প্রেমময়ের নাম রে ।

স্বর্গ হতে এল ধরায় মধুর আহ্বান রে,

আয় পাপী, আয় পাপী, পাবি পরিত্রাণ রে ।

শোন শোন শোন বাণী, পাতি আজ কান রে ;

ডাকিছেন মুক্তিদাতা প্রভু ভগবান রে ।

বিষয়-গরল পিয়ে কী কঠিন প্রাণ রে ;

বাণী শুনে, তবু ভোল আপন কল্যাণ রে ।

চারিদিকে নরনারী করিছে উত্থান রে ;

নবযুগে নবানন্দে জাগাও মন প্রাণ রে ।

দূরে যাক পাপ ভয়, মান অভিমান রে ;

প্রেমময়ের প্রেম-ক্রোড়ে কর আত্মদান রে ।

ঙ) তাই আজি সকাতরে, ডাকি ভাই প্রেমভরে, নগরবাসী রে,

শোন শোন ভাই, বধির হয়ে থেকো না ॥

[ক) রূপক ; সুর— শোন্ ভাই সমাচার । খ) খয়রা ; সুর— দেখি এক পাখী । গ) দশকুশী ; সুর— তুমি আছ নাথ । ঘ) একতাল ও ঝুলন ; সুর— আনন্দে গাইয়ে চল । ঙ)—ক)]

১০৮৩

প্রেমের নদী নামিল ধরায়।

তোরা কে যাবি রে, আয় রে আয়।

দেখ দয়াল ব'লে, প্রেমের জলে, পাপী তাপী ভেসে যায়।

এমন সুযোগ ছেড়ো না, তোমরা দেরি কোরো না,

গেল বেলা, ক'রে হেলা, সময় হ'রো না ;

এই নদীর জলে গা ভাসালে, অকূলে কূল পাপী পায়

একবার পড় ঐ টানে, শক্তি পাবে রে প্রাণে

অনায়াসে যাবে ভেসে ব্রহ্মসদনে ;

ঐ প্রেম-সলিলে স্নান করিলে পাপের জ্বালা দূরে যায়;

বসে ভাব' কি কূলে, সময় গেল যে চলে,

জাতিকুলের বাঁধন-দড়ি দাও সবে খুলে ;

গেয়ে নামের সারি, নরনারী, ভেসে সবে যাই ত্বরায়॥

[খেমটা ; সুর— ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদগান, সংস্কৃত সঙ্গীত ও স্তোত্র

হিন্দী ও উর্দু সঙ্গীত

বেদগান

১০৮৪

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,

নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিত দুর্‌রিতানি পরাসুব ; যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ মযোভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ ;

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

[কল্যাণ, তেওরা। স্বরলিপিঃ 'হবি' নামক পুস্তকে প্রাপ্তব্য

১০৮৫

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।

সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।

সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত ; ২, ৩, ৪ ঋক্

১ তোমরা মিলিত হও ; মিলিত হইয়া বাক্য বল, মিলিত হইয়া একে অন্যের মন জান। ২) তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক, তোমাদের চিত্ত (বিচার, মীমাংসা) ও মন এক হউক। ৩) তোমাদের অধ্যাবসায় এক হউক হৃদয় এক হউক। ৪) তোমাদের মন এমন সমান হউক যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।

১০৮৬

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
শোন শোন সুরলোকবাসী অমৃতের যে আছ সন্তান,
জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান,
তপন-বরণ তিনি, আঁধারের পারে যিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥
এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ,
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর,
জান তাঁরে, জানিবার কী আছে তাঁহার পর।
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞান-পরিতৃপ্ত ঋষিগণ,
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত, প্রশান্ত-মন।
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥
যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ,
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্বজ্ঞ মহান্,
আকাশে আত্মায় যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ, ১৩শ অধ্যায়, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ শ্লোক [মিশ্র ভৈরবী, কেরতা

১০৮৭

যদেমি প্রস্ফুরন্নিবদৃতির্নধ্মাতো অদ্রিবঃ,

মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ॥

ত্বঃ, সমহ, দীনতা প্রতীপং জগমা, শুচে ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ।

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণা বিদজ্জরিতারম্ ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য় ।

যৎ কিঞ্চেদং, বরুণ, দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি,

অচিত্তী যৎ তব ধর্ম্মা যুযোপিম, মা ন স্তস্মা দেনসো, দেব, রীরিষঃ ।

ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ৫ ঋক্

১, ২) হে আয়ুধবান্ (দণ্ডদানক্ষম) বরুণ, আমি তোমার কাছে বায়ু-পুরিত চর্ম-পাত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে আসিতেছি। হে শক্তিমান, আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে ক্ষমা কর। ৩) হে ঐশ্বর্যশালী হে পবিত্র, দুর্বলতা বশতঃ আমি যাহা কর্তব্য তাহার বিপরীত পথে গিয়াছি ; হে শক্তিমান, ইত্যাদি। ৪) তোমার উপাসক জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় আক্রান্ত ; হে শক্তিমান্, ইত্যাদি। ৫) হে বরুণ, আমরা মনুষ্যমাত্র ; আমরা যে তোমার স্বর্গলোকের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করি, ৬) এবং অজ্ঞানভাবশতঃ যে তোমার ধর্ম লঙ্ঘন করি সেই অপরাধ হেতু, হে দেব, আমাদিগকে দণ্ডিত করিয়ো না।

১০৮৮

য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ,

যস্য ছায়াঽমৃতং, যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্ রাজা জগতো বভূব,

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা, যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ,
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?
যেন দ্যৌরুগ্রা, পৃথিবী চ দৃড়্হা, যেন স্বঃ স্তভিতং, যেন নাকঃ,
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈঃ দেবায় হবিষা বিধেম?
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে, অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে,
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা, যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান,
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত; ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ ঋক [শতগান

১) যিনি প্রাণ দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, সকল দেবগণ যাঁহার শাসন অনুসরণ করেন; ২ অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছ
কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করিব? ৩) যিনি নিজ মহিমাবলে প্রাণময় জগতের, ও (যাহারা চক্ষের পলক ফেলিতে পারে সেই) জীবকুলের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, ৪) যিনি দ্বিপদগণের ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্তা, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। ৫) হিম্‌বান পর্বতসকল, ও সমুদ্র, ও 'রসা' (নাম্নী নদী), যাঁহার মহিমাবলে বর্তমান, ৬) এই দিক সকল যাঁহার বাহু, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। ৭) যাঁহার দ্বারা আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ ও উর্ধতম ('নাক'-নামক) স্বর্গলোক উচ্চে ধৃত রহিয়াছে, ৮) অন্তরিক্ষের শূন্যদেশের পরিসর যিনি মাপিয়া রাখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। ৯) ভূলোক ও দ্যুলোক যাঁহার শক্তিবলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, কম্পিতমনে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, ১০) উর্ধলোকে সূর্য যাঁহার মধ্যে উদিত হইয়া আলোক দান করিতেছে, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। ১১) যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, যে সত্যধর্মা দ্যুলোকের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে বিনাশ না করেন; ১২) যিনি উজ্জ্বল ও বৃহৎ জলরাশির স্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করিব?

১০৮৯

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তিলোকে, ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
স কারণং করণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।
এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

['ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায় ; ১, ২, ৩, ৪ শ্লোক। সেখানে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৭, ৬।৮, ৬।৯, ৪।১৭]

সংস্কৃত সঙ্গীত

১০৯০

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং, পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং, স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ, স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
দিনকরশশিরকরা রতিঘাতঃ, যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ, ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং, জগতি পরং শরণং শরণানাং॥

[ইমনকল্যাণ, ধামার

১০৯১

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।
নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে।
তুমিই দেবাদিদেব পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান,
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু ওহে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্যভূমি।
পিতাসি লোকস্য চ রাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।
লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য, গুরু গরীয়ান।
কেহ না সমান তব ; অধিক কোথায় ?
তোমার মহিমা-ভাতি ত্রিভুবনে ভায়।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশ মীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য, সখেব সখ্যুঃ, প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি, দেব, সোঢ়ুম্
নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে।
অতএব, নমি দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখারে যেমতি সখা,— ক্ষম গো আমায়॥

গীতা, ১১শ অধ্যায় ; ৩৮, ৪৩, ৪৪ শ্লোক [মিশ্র কেদারা, ঝাঁপতাল

১০৭২

সকলত্রো বা বিকলত্রো বা, সধনাঢ্যো বা, বিধনাঢ্যো বা,
সংসারেঽস্মিন্ যোজিতচিত্তঃ, শোচতি শোচতি শোচত্যেব।
যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ,
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ, নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

১০৭৩

পরিপূর্ণমানন্দং।
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং,
বাগতীতং, প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥

[দেশ, তেওট

১০৭৪

পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্বং বিমলং।
প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্ততলং॥

[ঝি ঝিট, যৎ

১০৭৫

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
পাশ-নাশ-হেতুরেষ, ন তু বিচার-বাগ্বলং।
দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং,
বিবিধ-শাস্ত্র-জল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং।

[বাহার, একতাল

সংস্কৃত স্তোত্র

১০৯৬

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্তৃ-পাতৃ-প্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনানাম্
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাভজামো,
বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩।৫২-৬৩। (পরিবর্ত্তিত, ১৮৪৫)। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, 'ব্রহ্মোপাসনা' অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ আছে]

১০৯৭

নমো নমস্তে ভগবন, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তি, পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহ-নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎকৃপা-তরণিং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা, ভক্তস্তে ভক্তবৎসল,
নির্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্ত্বৎপ্রসাদাৎ, পরেশ্বর

জুলাই, ১৮৯২

১০৯৮

একো হি বিশ্বস্য ত্বমস্য গোপ্তা
একো নরাণাং সুখমোক্ষদাতা।
একো ভবাব্ধৌ তরণিস্ত্বমেব,
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব।
ত্বমেব শান্তেঃ পরমং নিধানং,
ত্বমেব সংসার-ভয়েষু বন্ধুঃ,
ত্বমেব জীবস্য গতিঃ শরণ্য
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব॥

এপ্রিল, ১৮৯৩

১০৯৯

নমোঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষয়ায় তে ॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিলকারণ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধো অধমতারণ ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
করুণানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন ॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে নমঃ ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্রভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমো নমঃ।
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ ॥
নমস্তুভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন ॥
নমস্তে নির্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবণ প্রীতের্নমঃ পতিতপাবন।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণপ্রাণধনায় চ ॥

নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপত্তারণ ভো বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন।
ভূমন্ ভবাব্ধি-কাণ্ডারিন্ ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্‌গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ।
সর্বব্যাপিন্ সর্ব মূলাধারায়াস্তু নমো নমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্বসাক্ষিণে।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখস্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমো নমঃ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমো নমঃ।
নামান্যেতানি গৃহ্নস্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥

[এটি ২৩৭ সংখ্যক সঙ্গীতের সংস্কৃতে অনুবাদ]

বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের সমস্বরে পাঠ ও গান করিবার জন্য

সংস্কৃত স্তোত্র ও গান

(স্তোত্র)

১১০০

নবং দিনং প্রাপ্য পদে তবাদৌ কৃতজ্ঞ সানন্দ-হৃদা নমামি।
নবে নবে দেব দিনে ভবে মে ত্বৎপাদপদ্মে নবভক্তিরাস্তাম্।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ গুরুস্ত্বমেব,
ত্বমেব পাতা শরণাগতানাং, ত্বৎপাদপদ্মে শরণাগতোঽস্মি।
শক্তিং শরীরে, হৃদয়ে চ নিষ্ঠাং তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ ;
বিবেক-দীপং কুরু দেব দীপ্রং, কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ।
সত্যং বদেয়ং, মধুরং বদেয়ং, শ্রমী তিতিক্ষুর্বিনয়ী ভবেয়ং,
প্রিয়ৈঃ সতীর্থৈ গুর্রুভক্তিনম্রঃ, বিদ্যালয়ে জ্ঞানসুধাং পিবেয়ম্॥

(গান)

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু, মা নঃ পরা দাঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

স্তোত্র॥ দীপ্র=উজ্জ্বল। কৃত্যে=কর্তব্যে। গান॥ মা নঃ পরা দাঃ=আমাদিগকে দূরে রাখিয়ো না। গানের সুর ১০৮৪ সংখ্যক গানের অনুরূপ।

হিন্দী সঙ্গীত

১১০১

ভোর ভয়ো, পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন বিভু-গুণ গাও রে ।
লখ প্রভাত-প্রকৃতিকী শোভা, বার বার হর্ষাও রে ।
প্রভুকী দয়া সুমর নিজ মন্‌মেঁ সরস ভাব উপজাও রে ।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমেঁ উন্‌কে, নয়নন্‌ নীর বহাও রে ।
ব্রহ্ম-রূপ-সাগরমেঁ মনকো, বারম্বার ডুবাও রে ।
নির্মল শীতল লহরেঁ লে লে আতম-তাপ বুঝাও রে ॥

[ভৈরব, কাওয়ালি ; সুর— জয় ভবকারণ

১) বোলে = ডাকিতেছে । ২, ৩) লখ, সুমর = লক্ষ্য করিয়া, স্মরণ করিয়া।
) লহর = তরঙ্গ । বুঝাও = নির্বাণ কর ।

১১০২

চলো মন জহাঁ ব্রহ্মবিশ্বাসী গাবেঁ সদা মিল জয় জয় ব্রহ্মকী ।
জহাঁ অপনত্ব খোকর্‌ ব্রহ্মকে হোকর্‌ ব্রহ্মরাজ্যকে নিবাসী,
ব্রহ্মপ্রেমসে ভরকর্‌ হৃদয় সেবা-সাধন করেঁ নরনারী ।
জহাঁ ব্রহ্মসেবক-দল অওরোঁকে মঙ্গলকে লিয়ে হোঁ কুরবানী,
ব্রহ্মরাজ্যকে লানেকে লিয়ে হোবেঁ ব্রহ্মকে দাস অওর দাসী ।
জহাঁ ব্রহ্ম বিরাজে সব সম্বন্ধমেঁ, সৌন্দর্য্যকী রও জারী,
পী পী অমৃত, উন্নত হোঁ নিত, বোলে 'জয় জয় আনন্দকারী' ॥

[ভৈরবী, খৎ ; সুর— মজ মন বিভু চরণারবিন্দে

৪) কুরবানী = বলিদান । ৬) রও = ধারা । জারী = প্রবাহিত ।

১১০৩

ভজো মধুর হরিনাম, সন্তো।

সরস ভাবসে হরি ভজে জো, পাবে অমৃতধাম।

হরি হী সুখ হ্যায়, হরি হী শান্তি, হরি হী প্রাণারাম।

হরি হী মুক্ত করেঁ পাপোঁসে, জো ভজে হরি অবিরাম॥

[কাফি, ঝাঁপতাল

১১০৪

প্রীতি প্রভু সঙ্গ জোড় রে মন।

হরি বিনা কোই মিত্র নহীঁ হ্যায়, ন মুখ উন্‌সে মোড় রে মন।

সুফলত জীবন, পূর্ণ মনোরথ, হোত কহাঁসে ওর, রে মন।

অমৃতরূপ হ্যায়্ জগত-বিহারী, সঙ্কট কাটে তোর, রে মন।

আয়ে বসে হরি ভীতর তেরে, পকড় উন্‌হী কী গোদ্ রে মন॥

[কাফি, ঝাঁপতাল

২) শেষাংশ=তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়ো না। ৫) শেষাংশ=তাঁহারই ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাক, রে মন।

১১০৫

আও ভাই আও শরণ অব হরিকী।

জো হরি সবকা প্রাণ-অধারা, পল পলমেঁ সুধ লেত হ্যায় সবকী।

ভুলো ক্যোঁ তুম অ্যয়্‌সে প্রভুকো, দেখো অনন্ত দয়া হ্যায় উন্‌কী।

অওর্ রহো নহীঁ ভুল জগৎমেঁ, নাহক্ তাপ বঢ়াও নহীঁ মন্‌কী।

ব্যাকুল হো তুম হরিকে কারণ, ত্যাগো সকল চিন্তা বিষয়ন্‌কী॥

[ইমনকল্যাণ, ঝাঁপতাল

২) সুধ লেত হ্যায়্=সংবাদ লন। ৪) নাহক্=অকারণ।

১১০৬

তুঝ্-বিন প্রভু ন কোই মেরা, দিল কিস্‌সে ম্যঁয়্ লগাউ ?
ছোড় তুঝে হরি দীনজন-ত্রাতা, ত্রাণ কহাঁ ম্যঁয়্ পাউঁ ?
প্রেম-নাথ হরি, তুঝ-বিন কিস্‌কো দিল্‌কী প্রীতি চঢ়াউঁ,
প্রাণ-হরি ম্যঁয়্ তেরা প্রেমিক, ছোড় তুঝে কহাঁ জাউঁ ?
তুঝ-বিন্ অওর কিসীকা নহীঁ ম্যঁয়্, তেরা হী দাস কহাউঁ,
নিরখ নিরখ তেরী সুন্দর শোভা, বার বার বলি জাউঁ ।

[পিলু, ঝাঁপতাল

৩) শেষাংশ : প্রীতি উৎসর্গ করি। ৫) শেষাংশ : তোমারি দাস বলিয়া পরিচিত হই। ৬) বলি—বলিহারি।

১১০৭

অন্তরযামী, মেরা স্বামী, মেরা স্বামী-তু হী হ্যয়্।
তুঝ-বিন কিস্‌সে ম্যঁয়্ দিল্‌কো লগাউঁ,
তেরে সিবা কিস্‌কে দর্ জাউঁ,
তুঝ্‌কো হী জীবন-লক্ষ্য বনাউঁ, মেরা স্বামী তু হী হ্যয়্।
তুঝ্-বিন অওর নহীঁ কোই মেরা, দূর করে জো দিলকা অন্ধেরা ;
ম্যঁয়্ তেরা অওর তু প্রভু মেরা, মেরা স্বামী তু হী হ্যয়্।
তু দাতা, ম্যঁয়্ তেরা ভিখারী, তু পূজনীয়, ম্যঁয়্ তেরা পূজারী ;
তুঝমেঁ হী মেরী আশা সারী, মেরা স্বামী তু হী হ্যয়্।
তুঝ্‌সে জ্যঁহী দিল্‌কো লগায়া, হরসূ তেরা জল্‌বা নজর্ আয়া ;
তুঝ্‌কো হী ম্যঁয়নে অপ্‌না পায়া, মেরা স্বামী তু হী হ্যয়্।

[পিলু-ভৈরবী, ঝাঁপতাল

১) তোমার সহিত যখনই চিত্ত লগ্ন করিলাম, চারিদিকে তোমার প্রকাশ দেখিতে পাইলাম।

১১০৮

ক্যা সুধা হ্যয়্ নামমেঁ তেরে, অ্যয়্ মেরে প্রীতম প্যারে।
মেরা চিত্তচকোর হোয় মতৱারা, জব তেরা নাম-সুধা পান করে।
অমৃত-সরোৱর, নাম হ্যয় তেরা, ভুখ পিয়াস দুঃখ হরে,
মেরে প্রাণ তন-মন পুলকসে পূরে, সব কহুঁ হরে হরে।
নাম তেহারো পরশ-রতন, লোহেকো কাঞ্চন করে,
প্রভু, পর্শন হোতে শ্রবণমেঁ নাম, পলকমেঁ পাতকী তরে ॥

[ভজন, নৃত্যতাল

১১০৯

তুমহীঁ কেবল এক গতি।
বিন তেরী করুণা নাহীঁ কাহুকো কোই ঠিকানা এক রতি।
করুণা কর হরি দুষ্টকো তারো, দেও তিসে নিজ চরণ-মতি।
তোহে বিসরায়ে অতি দুঃখ পাৱেঁ, তুমহীঁ সুখ হো, প্রাণপতি!
প্রাণ-হৃদয় মোহে নিজ কর রাখো, চির-সেৱক জস নারী সতী।
সত্য শিৱ সুন্দর, তেরো ভিখারী জাঁচে ন কছু বিন তৱ ভকতি ॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল

৫) জস=যেমন। ৬) কছু=কিছু।

১১১০

প্রভু দিল্‌কে দ্বারে আয়ে হ্যঁয়্, তুম্ ঘুস্‌নে দোগে ক্যা?
ৱো মুক্তি লেকে আয়ে হ্যঁয়্, তুম্ দিল্‌কো দোগে ক্যা?
ৱো জীৱন-শক্তি লায়ে হ্যঁয়্, তুম্ বঢ়্‌কে লোগে ক্যা?
ৱো মেরা মেরা কহ্‌তে হ্যঁয়্, তুম্ উন্‌কে হোগে ক্যা?

[ইমন-বেহাগ, দাদরা। সুর— বন্দি দেব দয়াময়

১ ঘুসনে দোগে ক্যা=প্রবেশ করিতে দিবে কি? ৩) বঢ়্‌কে=অগ্রসর হইয়া।

১১১১

প্রভু, তুমরী ইচ্ছা পূরণ হো।

তুম্ চাহো জিস্ হালমেঁ রাখো, নিজ ইচ্ছা মুঝ্‌পর পরকাশো,
অভিমান মেরী সবহী বিনাশো, অপনত্ব মেরী চূরণ হো।
মেরে দুঃখসে যদি তব সন্তান পাবে পাপজীবনসে ত্রাণ,
করো মোহে নিশ্চয় ব'লিদান, তব স্বর্গরাজ্য বিস্তীরণ হো।
(মঁয়) তুম্‌হেঁ মহান্ করনা চাহুঁ, পূরা তুম্‌রা হী বননা চাহুঁ,
ইস্‌হীমেঁ মঁয় খুশ্ রহ্‌না চাহুঁ, মৃত্যু হোবে যা জীবন হো ॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল

২) হাল—অবস্থা।

১১১২

তুম্‌পর অপ্‌না তন মন বারূঁ।

তুমরী মরজী মেঁ মেরী মরজী, নিজ ইচ্ছাকো মারূঁ।
দুনিয়া ইধর্‌কী উধর্ হো জাবে, তুম্‌কো মঁয়্ ন বিসারূঁ।
ক্যয়্‌সা হী বড়া প্রলোভন আবে, ম্যয় বাজী নহীঁ হারূঁ।
ভীতর বাহির রোক জো হোবে, ইক ইক করকে মারূঁ।
গর দুনিয়া হো চূরণ সারী, মুখ উজ্জ্বল ন বিগাড়ূঁ।
অওরোঁকী হো পঁহুচসে উপর, 'জয় জয় ব্রহ্ম' পুকারূঁ।
ব্রাহ্মধর্মকী মহিমা ফয়্‌লে, উস্‌হীকী জয় উচ্চারূঁ।
তব সেবামেঁ ক্যয়্‌সা আনন্দ, পল পল উসে বিচারূঁ ॥

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল

১) বারূঁ—উৎসর্গ করি। ৪) বাজী নহীঁ হারূঁ—হারিয়া না যাই। ৫) রোক—বাধা। ইক ইক—এক-একটি। ৬) গর্—যদি। বিগাড়ূঁ—বিকৃত করি। ৮) ফয়্‌লে—বিস্তার হউক।

১১১৩

প্রভু, তুম্‌হারে চরণোঁমে ম্যঁয়্‌ সব কুছ অর্পণ করতা হুঁ,
ক্যা তন্‌, ক্যা মন্‌, স্বজন প্রাণ ধন, সব কুছ আগে ধরতা হুঁ।
পাপীকে উদ্ধারহেত ম্যঁয়্‌ আত্মসমর্পণ করতা হুঁ,
তুঝ্‌কো লেকর্‌ প্রাণ-পিয়ারে, অওর সভী কুছ দেতা হুঁ।
করো গ্রহণ সেবামেঁ মুঝ্‌কো, ভারতকা উদ্ধার করো,
প্রতিদিন কর্‌ মুঝ্‌কো কুর্‌বানী, নরনারীকা পাপ হরো॥

[পিলু, ঝাঁপতাল

৩) উদ্ধারহেত =উদ্ধারহেতু। কুর্‌বানী =বলিদান।

১১১৪

জয় জগদীশ হরে, প্রভু, জয় জগদীশ হরে।
প্রেমদান হমেঁ দীজে, করুণা দৃষ্টি করে।
প্রেম-পদারথ পাকর্‌ মহিমা তব গাবেঁ,
জগত-বিষয় সব ভূলেঁ, তুম্‌সোঁ চিত লাবেঁ।
নিত নিত হো উৎসাহিত তেরো হী ধ্যান ধরেঁ,
নিশদিন তব গুণ গাবেঁ, তেরী হী শরণ পড়েঁ।
কৃপা য়েহী তুম্‌হারী, নিজ ভক্তি দীজে,
দীনহীনকী বিনতি ইৎনী সুন লীজে।
হম সব অতি দুর্বল, শরণ পড়েঁ তেরী,
পাপতাপসে রক্‌ষা করো প্রভু হমরী॥

[মিশ্র ঝিঁঝিট (ভজন) ত্রিতাল। সুর— জয় দেব জয় দেব জয় ত্রিভুবন-করতা

১১১৫

জয় দেব, জয় দেব, জয় ত্রিভুবন-করতা,
সবকে আশ্রয়দাতা, ভয়-সঙ্কট-হরতা।
জড় চেতন সব জে তে, মহিমা তব গাবেঁ, (হে প্রভু)
রাজা পরজা সবহী তুম্‌কো সির নাবেঁ।
অতুল তুম্‌হারী করুণা, বর্ণি নহী জাই, (হে প্রভু)
মঙ্গল-কীর্তি তুম্‌হারী গগন গগন ছাই।
তুম্‌ চেতন পরমেশ্বর, পরিপূরণ স্বামী, (তুম্‌)
পুণ্যপাপ মম দেখো, প্রভু অন্তরযামী।
অতুল জ্ঞানকী চহঁদিশ জ্যোতি বিস্তারী, (তুম্‌)
নিরখ নিরখ হোঁ বিস্মিত জগকে নরনারী!
(হে) অনন্ত, তব শক্তি বর্ণন কিম কীজে, (হে প্রভু)
করো গর্ব প্রভু চুরণ, নিজ আশ্রয় দীজে।
ভিকৃষা য়েহী হমারী, হে মঙ্গল দেবা (হে প্রভু)
নিশদিন হো উৎসাহিত, করেঁ তেরী সেবা॥

[মিশ্র ঝিঁঝিট (ভজন), ত্রিতাল

১১১৬

ধন্য হ্যয়্‌ প্রভু নাম তেরা ধন্য তব করুণা, হরি,
ধন্য পিতবত স্নেহ তেরা, জো ন ত্যাগো তুম্‌ কভী।
ধন্য হো তুম্‌ নিত্য সত্য অওর ধন্য হ্যয়্‌ সত্তা তেরী,
জিস্‌কে বলসে সৃষ্টি সারী জগৎমেঁ বিচরে ফিরি।

ধন্য জ্ঞান অপার তেরা জো সব জগ পরকাশ হ্যয়্,
রাত-দিন কর্‌তা সভোঁকে অন্তঃকরণমেঁ বাস হ্যয়্।
ধন্য হো হো অনন্ত স্বামী, হ্যয়্ অনন্ত দয়া তেরী,
জো চহুঁদিশ নিত্য নর-পশু পালতী হ্যয়্ সদা-পরি।
ধন্য পরম অনাদি পূরণ, অন্ত তব নহী আওঁদা,
জগত তেরে দয়াকো হ্যয়্ সহস্র মুখসে গাওঁদা।
ধন্য আনন্দসিন্ধু হো তুম্, ধন্য হো তুম্ শুভ-গুণী,
ব্রহ্মাণ্ড-সারেমেঁ, হে দয়াময়, বজ্ রহী তব জয়-ধ্বনি।
ধন্য অমৃত-রূপ প্রভুজী, পরম শিব সুন্দর হো তুম্,
নিরখ ভক্ত অবাক্ হোবে, মহিমা-অপম্পরার তুম্।
ধন্য জগ-কৌশল হ্যয়্ তেরা, ধন্য তব মহিমা, হরে,
কথন ক্যোঁকর হো সকে প্রভু, মন-বচনসে জো হ্যয়্ পরে।
ধন্য তব শান্তি হে ঈশ্বর, ধন্য তব গম্ভীরতা,
অপরাধ সও সও দেখকর্ ভী জো দয়াদৃষ্টি ন ফেরতা।
এক তুম্ ত্রিভুবনকে স্বামী, রাজরাজেশ্বর তুম্হী,
মুক্তিদাতা, প্রাণ-ত্রাতা, তেরে বিন দূজা নহী।
(হে) সিদ্ধিদাতা জগতপাতা সুন লো পতিতন্‌কী পুকার,
ভক্তি প্রীতিসে আয়ু হম্‌রী হো ব্যতীত তুম্‌হারে দ্বার।
বার বার নবাঁয়ে মস্তক চরণ তব বলিহারি হ্যয়,
বাস তুমমেঁ হো হমারী, ইসী ধনকে ভিখারী হ্যয়॥

১৮) সও সও =শত শত। ২০) দূজা = দ্বিতীয়। ২১) সুন লো = শুনিয়া লও। পুকার =ডাক।

১১১৭

ধন্য ধন্য ধর্ম-বিধান-বিধাতা।
ধন্য ধন্য তুম্, ধন্য শক্তি তুম্হারী, ধন্য কৃপা-সিন্ধু পিতামাতা।
তব শরণাগত গহে কৃপানিধে, পাপ-জীবন রহ্‌নে নহী পাতা।
তুম্‌কো পায়ে অমর হো জাবেঁ, দেবজীবনকে তুম্ প্রভু দাতা।
কিস্ মুখসে করেঁ দয়া তব বরণন, হম তুচ্ছ, তুম হো অনন্ত বিধাতা॥

[ইমন-ভূপালী, ঝাঁপতাল

৩) তোমার শরণ গ্রহণ করিলে, হে কৃপানিধে, পাপজীবন রহিতে পায় না।

১১১৮

গগনময়্ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পবন চবঁরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যঁয়সী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহস তব নয়ন, ননা নয়ন হ্যয়্, তোহেকো,
সহস মুরতি, নানা এক তোহী ;
সহস পদ বিমল, ননা এক পদ ; গন্ধ বিন
সহস তব গন্ধ য়ুঁ চলত মোহি।
সবমেঁ জ্যোত জ্যোত হ্যয়্ সোই,
তিস্‌কে চানন সবমেঁ চানন হোই,
গুরু-সাথী জ্যোত নিত প্রগট হোই,
জো তিস্ ভাবৈ, সো আরতি হোই॥

হরিচরণকমল-মকরন্দ-লোভিত মনো,
অনুদিনো মোহি আহী পিয়াসা ;
কৃপা-জল দেও নানক-সারঙ্গ্ কো,
হোবে জাতে তেরে নাম বাসা ॥

[জয়জয়ন্তী, তেওরা

বিশ্বরাজের আরতিতে ১) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়াছে ; ২) তারকাগণ মোতি হইয়াছে। ৩) মলয়ানিল ধূপ হইয়াছে ; পবন চামরের কাজ করিতেছে। ৪) সকল বনরাজি ফলময় ও জ্যোতির্ময়। ৫) হে ভবখণ্ডন, তোমার যে আরতি, সে কেমন আরতি ! ৬) অনাহত শব্দ, তাহার ভেরী বাজিতেছে। ৭) তোমার সহস্র নয়ন, কিন্তু তোমার নয়ন নাই ; ৮) তোমার সহস্র মূর্তি, কিন্তু একটিও মূর্তি নাই। ৯,১০) তোমার সহস্র বিমল পদ, কিন্তু একটিও পদ নাই ; গন্ধ বিনাই তোমার সহস্র গন্ধ অমনি সকলকে মোহিত করিয়া চলিয়াছে। ১১,১২) সকলের মধ্যে তিনিই জ্যোতির্ময় ; তাঁহার আলোক হইতেই সকল বস্তুতে আলোক হয়। ১৩,১৪) সেই পরম গুরুর শিক্ষাতে নিত্য জ্যোতি প্রকাশিত হয়। যাহাতে তাঁহার প্রসন্নতা হয়, তাহাই তাঁহার আরতি। ১৫,১৬) আমার মন হরিচরণকমল-মকরন্দের জন্য লোভিত। অনুদিন সেই পিপাসা আমাতে জাগিয়া রহিয়াছে। ১৭,১৮) নানকচাতককে কৃপাজল দান কর, যাহাতে তোমার নামেই তাহার বাস হয়।

১১১৯

প্রভুজী তু মেরে প্রাণ-আধারে।
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেকবার জাউঁ বারে।
উঠত বয়ঠত, সোবত জাগত, য়ে মন তুঝেহী চিতারে।
সুখ দুখ য়ে সব মন্‌কী বিরুথা, তুঝ্ হী আগে সারে।
তু মেরী ওট্ বল, বুদ্ধি ধন্ তুম্‌হী, তুম হম্‌রে পরিবারে।
জো তুম করো, সোই ভলা হম্‌রা, (পেখ্) নানক সুখ চরণারে ॥

[মিশ্র সিন্ধু, ঝাঁপতাল

৪) বিরুথা=ব্যথা ; অনুভব। ৫) ওট্=ঢাল। ৬) শেষাংশ : নানক দেখিয়াছে যে তোমার চরণেই সুখ।

১১২০

ঠাকুর, অ্যয়সো নাম তুম্‌হারো।

পতিত পবিত্র লিয়ে কর অপনে, সকল করত নমস্কারো।

জাত-বরণ কউ পূছে নাহী, পূছে চরণ নিবারো।

সাধ্‌-সঙ্গত নানক বুধ পাই, হরি-কীর্তন উধারো॥

১) হে ঠাকুর, তোমার নাম এমন যে, ২) পতিত জন ও পবিত্র জন, সকলকেই তাহা আপনার করিয়া লয়। তাহারা সকলেই তোমাকে নমস্কার করে। ৩) তোমার নিকটে জাতিবর্ণ কেহ জিজ্ঞাসা করে না; কেবল জিজ্ঞাসা করে যে সে তোমার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে কি না। ৪) নানক সাধুসঙ্গ হইতে বুদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করিয়াছে, এবং হরিকীর্তন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

১১২১

ঠাকুর, তব শরণাই আয়ো।

উতর গয়া মেরে মনকা সন্‌শা, জব তেরা দরশন পায়ো।

অন-বোলত মেরী বিরুথা জানী, অপনা নাম জপায়ো।

বাঁহ্‌ পকড়্‌ কঢ়্‌ লীনে, জন অপনে, গর্হ্‌ অন্ধকূপেতে মায়ো।

দুখ নাঠে, সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ গুণ গায়ো।

কহো নানক, হরি বন্ধন কাটে, বিছুড়ত আন মিলায়ো॥

[মিশ্র সিন্ধু, ঝাঁপতাল

২) প্রথমাংশ: তখন মনের সংশয় দূর হইল। ৩) আমি না বলিতেই আমার ব্যথা জানিয়া তুমি আপনার নাম জপিতে শিখাইয়াছিলে। ৪) হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া লইলে তুমি, আপনার দাস আমাকে, গভীর অন্ধকূপ হইতে। ৫) এখন আমার দুঃখ নাই; সহজেই আমাতে আনন্দ প্রবেশ করিয়াছে; আনন্দে-আনন্দে আমি তোমার গুণ গাহিতেছি। ৬) হে নানক, সকলকে বল, হরি আসিয়া বন্ধন কাটিয়াছেন, এবং যে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাকে মিলিত করিয়া লইয়াছেন।

১১২২

জুঁ্য জানো তূঁ্য তার স্বামী, কুটিল কঠোর মঁ্যয়্ কাপট কামী।
তু সমর্থ, শরণকে যোগ্য হ্যয়, তূ রখ অপনী, কলাধার স্বামী।
জপ তপ নিয়ম শৌচ অওর সংযম, নহী ইন্-বিধ ছুটকার, স্বামী।
গাড়ত ঘোর অন্ধতে কাঢ়ো, নানক নজ.র নিহাল, স্বামী॥

১) হে স্বামী, তুমি যেমন করিয়া জান, তেমনি করিয়া আমার ত্রাণ কর। আমি কুটিল, কঠোর, কপট, কামনার দাস। ২) তুমি শক্তিমান, তুমিই আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। তুমি আপনার জনকে রক্ষা কর, হে সর্বগুণাধার স্বামী। ৩) জপ তপ নিয়ম শৌচ সংযম, (সব করিয়া দেখিলাম); এ সকল প্রণালীতে মুক্তি হইল না, হে স্বামী। ৪) নানকের প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়া, হে স্বামী, সে যে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া তোল।

১১২৩

অব্ মেরী বেড়ী পার লঙ্ঘা, মুঝ্-বেকস্কা তু মল্লাহ্।
জি-তরল দেখুঁ তু হী নজ.র্ আরে; হারা, তেরী হী শরণ পড়া।
শরণ-পড়েকী অব্ প্রভু রাখো, দীনবন্ধু নাম তেরা।
বহা জাত হুঁ ভবসাগরমেঁ; জ্যয়সে বনে অব্ আয় বচা।
পাপোঁকে ভবরমেঁ ভরমত ডোলুঁ, প্রেমকা ঝোকা এক চলা।
বিশ্বাসী তব দরশকা ভুখা, তেরা দর্ ছোড়্ কহাঁ অব্ জা॥

১) এখন আমার তরণী পার কর; এই অসহায়-আমার তুমিই কর্ণধার। ২) যে দিকে দেখি, তুমিই দৃষ্টিপথে পতিত হও। আমি হারিয়াছি; আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। ৩) শরণাপন্নের ভিক্ষা রাখ প্রভু; তোমার নাম যে দীনবন্ধু। ৪) অমি ভবসাগরে বহিয়া যাইতেছি; যেমন করিয়া হয়, এখন আসিয়া আমাকে বাঁচাও। ৫) পাপের আবর্তে পড়িয়া ঘূর্ণিত ও আন্দোলিত হইতেছি; প্রেম-বায়ুর একটি হিল্লোল আমার দিকে প্রবাহিত কর। ৬) বিশ্বাসী তোমার দর্শনের জন্য ক্ষুধিত; তোমার দ্বার ছাড়িয়া এখন সে কোথায় যায়?

১১২৪

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর! তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর, প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন, সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল-সাঁবল, গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা-সলিতা চঞ্চল-চঞ্চল, সাগর-সাগর গম্ভীর এ;
চন্দ্র স্বরজ বরৈ নিরমল দীপা, তেরো জগমন্দির উজার এ॥

[সিন্ধুড়া, ত্রিতাল

(দ্বিতীয়ার্ধ) বনে বনে তুমিই শ্যামল; গিরিতে গিরিতে তুমিই উন্নত; সরিতে সরিতে তুমিই চঞ্চল; সাগরে সাগরে তুমিই গম্ভীর। চন্দ্র ও সূর্য, তোমার নির্মল দীপ, জ্বলিতেছে; তোমার জগৎ-মন্দির তাহাতে উজ্জ্বল।

১১২৫

তু দয়াল দীন হৌঁ, তু দানী, হৌঁ ভিখারী।
হৌঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।
তু ব্রহ্ম, হৌঁ জীব, তু ঠাকুর, হৌঁ চেরো;
তাত মাত গুরু সখা, তু সববিধ হিত মেরো।
নাথ তু অনাথকো, অনাথ কওন মো-সওঁ।
মো-সমান আর্ত্ত নহীঁ, আর্তিহর তু-সওঁ।
তোহে-মোহে নাত অনেক, মানিয়ে জো ভাবে,
জিসসে তুলসী, কৃপালু, চরণ-শরণ পাবে॥

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতাল

৩) চেরো—শিষ্য, দাস। ৫) মো-সওঁ—আমার সম। ৭) নাত—সম্বন্ধ। শেষাংশ: তন্মধ্যে হে প্রভু, যে সম্বন্ধটি তোমার ভাল মনে হয়, তাহাই স্থাপন করিয়া লও।

১১২৬

গ্রহ চন্দ্র তপন জ্যোত বরত হ্যয় ,
সুরত রাগ, নিরত তাল বাজৈ।
নওবতিয়া ঘুরত হ্যয়্ রয়্‌ন-দিন শূন্যমেঁ,
কহৈ কবীর, পিব গগন গাজৈ।
ক্ষণ অওর পলককী আরতি কওন্‌সী।
রয়্‌ন-দিন আরতি বিশ্ব গাবৈ।
ঘুরত নিশান, তহঁ গ.য়্‌বকী ঝালরা,
গ.য়্‌বকী ঘণ্টকা নাদ আবৈ।
কহৈ কবীর, তহঁ রয়্‌ন-দিন আরতি,
জগতকে তখ্‌.ত পর জগত-সাঁঈ।
কর্ম্ম অওর ভর্ম্ম সংসার সব্ করত হ্যয়্,
পিবকী পরখ্ কোই প্রেমী জানৈ।
সুরত অওর নিরত ধার মনমেঁ পকড়্‌কর্
গঙ্গ্ অওর জমন্‌কে ঘাট আনৈ॥

(বিশ্বের আরতি)— ১) গ্রহ চন্দ্র তপন আলোকরূপে জ্বলিতেছে। ২) প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাল বাজিতেছে। ৩) রজনী-দিন শূন্যে (বিশ্বেশ্বরের) প্রহরীগণ ঘুরিতেছে। ৪) কবীর বলেন, প্রিয় (পরমেশ্বরের) ধ্বনি গগনে উঠিতেছে। ৫) মনুষ্য-কৃত ক্ষণিকের ও পলকের আরতি কী তুচ্ছ! ৬) রজনী দিন বিশ্ব আরতিগান করিতেছে। ৭) সেখানে অদৃশ্য পতাকা ঘুরিতেছে, অদৃশ্য চন্দ্রাতপ বিস্তৃত আছে ; ৮) ইন্দ্রিয়ের অগোচর ঘণ্টার নাদ আসিতেছে। ৯) কবীর বলেন, তথায় রজনী দিন আরতি চলিয়াছে ; ১০) জগতের সিংহাসনে জগত-স্বামী আসীন। ১১) সব সংসার কর্ম করিয়া ও ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে ; ১২) তার মধ্যে বিরল সেই প্রেমিক, যিনি প্রিয় পরমেশ্বরের পরিচয় জানেন। ১৩) তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যের দুই ধারা আপন অন্তরে ধারণ করিয়া, ১৪) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-ঘাট আপনার মধ্যেই আনয়ন করেন

১১২৭

তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীরবা।
সোবত হী ম্যঁয়্ অপ্নে মন্দিরমেঁ ;
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীরবা।
বুড়ত হী ম্যঁয়্ ভবকে সাগরমেঁ,
বঁহিয়া পকড়্ সুল্ঝায়ে, ফকীরবা।
একৈ বচন, দুজৈ বচন নাহী,
তুম্ মো-সে বন্ধ্ ছুড়ায়ে, রে ফকীরবা।
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণন্ প্রাণ লগায়ে, রে ফকীরবা॥

১) হে আমার প্রেমভিখারি (পরমেশ্বর), তুমি তোমার ও আমার মধ্যে কি বাঁধন বাঁধিয়াছ! ২) আমি আপন ঘরে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, ৩) তুমি তোমার গানের আঘাতে আমাকে জাগাইলে, হে ভিখারি। ৪) আমি ভবসাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, ৫) তুমি হাত ধরিয়া আমাকে মুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারি। ৬) তোমার একটি মাত্র বাক্য, ('আমি তোমায় চাই'), দ্বিতীয় বাক্য নাই ; তাহাতেই ৭) তুমি আমার সকল বন্ধন ছাড়াইয়া লইলে, হে আমার ভিখারি। ৮) কবীর বলেন, (আমার এই নিবেদন) শোন ভাই সাধু। ৯) তুমি তোমার প্রাণে আমার প্রাণ যুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারি।

১১২৮

অঘ মিটৌ অঘ-মোচন স্বামী, অন্তর ভেটৌ অন্তরযামী।
গত-লোচন অন্ধ অচল অনাথা, গতি দে স্বামী, পকড়ো হাথা।
সরণ তুম্হারা, তুম্-সির ভারা, জন রজ্জবকী সুনহি পুকারা॥

[স্বরলিপি : পঞ্চপুষ্প, কার্তিক ১৩৩৬

১) হে পাপ-মোচন স্বামী, পাপ বিনষ্ট কর ; হে অন্তর্যামী, অন্তরে আসিয়া দেখা দাও। ৩) তোমার শরণ লইলাম ; এখন তোমারি মস্তকে আমার ভার ; দাস রজ্জবের ক্রন্দন শ্রবণ কর।

১১২৯

রাগকী চোট্ লগী হ্যয়্ তন্‌মেঁ,

ঘর নহীঁ চয়্‌ন্, চয়্‌ন্ নহীঁ বন্ মেঁ।

ঢ‍ূঁডত ফিরূঁ, পিব নহীঁ, পাউঁ, ঔষধ মূল খায়্ গুজ্ রাউঁ।

তুম্‌সে বৈদ্য, ন হম্‌সে রোগী, বিন দীদার ক্যোঁ জীয়ে বিয়োগী?

কহৈঁ কবীর, কোই গুর-মুখ পাবে বিন নয়নন্ দীদার দিখাবে॥

১) (তুমি বিশ্বভুবন পূর্ণ করিয়া যে প্রেম-গান গাও তাহার) সুরের আঘাত আমাতে লাগিয়াছে। ২) এখন আমার ঘরেও শান্তি নাই, বনে গিয়াও শান্তি নাই। ৩) আমি কত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি, কিন্তু প্রিয়কে পাইতেছি না। আমার বেদনার উপশমের জন্য নানা ঔষধ ও ওষধি-মূল সেবন করিয়া দিন যাপন করিতেছি। ৪) তোমার অপেক্ষা বড় বৈদ্যও কেহ নাই, আমার অপেক্ষা বড় রোগীও কেহ নাই। (প্রিয়ের) দর্শন বিনা বিরহী কিরূপে বাঁচে? ৫) কবীর বলেন, যদি কেহ মুখ্য গুরুকে পায়, তবে তিনি বিনা নয়নেই (প্রিয়ের) দর্শন মিলাইয়া দেন।

১১৩০

তন্-মন্‌সে জো ঈশ্বরকো জানে, মুঁহ্‌মেঁ প্রেম্‌কী বাণী,

কহে কবীরা, সুনো ভাই সাধু, রহী সচ্চা জ্ঞানী।

মান্‌কা ফিরাকে জনম গঁবাই, ন গয়া মন্‌কা ফের,

হাথ্‌কে মান্‌কা ডারকে অব্ মন্‌কা মান্‌কা ফের।

মালা ফিরাকে হরিকো পাবে, তো ম্যঁয় ফিরাবা ঝাড়,

জেড়া পত্থল্ পূজ্‌কে হর্ মিলে, তো ম্যঁয় পূজ্যাঁ পহাড়॥

৩) মান্‌কা—মণিকা, অর্থাৎ জপমালার গুটিকা। মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের প্যাঁচ্ দূর হইল না। ৪) হাতের গুটি ফেলিয়া দিয়া এখন মনের গুটি ঘোরাও। ৫) যদি অক্ষ-গুটিকা ঘুরাইয়াই হরিকে পাওয়া যায়, তবে আমি (অক্ষ-গুটিকার গাছের) ঝাড় শুদ্ধ ঘুরাইতে প্রস্তুত আছি। ৬) যদি পাথরের পূজা করিয়া হর মিলে, তবে আমি (আস্ত) পাহাড়ের পূজা করিতে প্রস্তুত আছি।

১১৩১

আজ মেরে প্রীতম ঘর আয়ে।

রহস্ রহস্‌মেঁ অঙ্গ্‌না বহারু, মোতিয়ন্ আঁখ ভরায়ে।

চরণ পখার প্রেমরস করিকৈ সব সাধন বর্‌তাউঁ,

পাঁচ সখী মিল মঙ্গল গাবৈঁ রাগ সুরত লিব লাউঁ।

করুঁ আরতি প্রেম-নিছাবর, পল পল বলি বলি জাউঁ,

কহৈঁ কবীর, ধন্য ভাগ হমারা, পরম পুরুখ বর পাউ॥

১) আজ আমার প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন। ২) আনন্দে আমি আজ আমার (হৃদয়) অঙ্গন ঝাঁট দিতেছি; অশ্রুতে আমার চক্ষু ভরিয়া যাইতেছে। ৩) প্রেমজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া আমার সব সাধন উদযাপন করি। ৪) আমার পঞ্চেন্দ্রিয় সখীগণ মঙ্গলগীতি গাহিতেছে। সেই প্রেমের রাগিণীতে আমি আপনাকে মিলিত করি। ৫) প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া আমি তাঁহার আরতি করি; পলে পলে আমি তাঁহার কাছে আপনাকে উৎসর্গ করি। ৬) কবীর বলেন, ধন্য আমার ভাগ্য; আজ আমি আমার পরমপুরুষ স্বামীকে পাইয়াছি।

১১৩২

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়েয়া,

অব মোহি ক্যোঁ তরসাও?

অব ছোড়েয়া নহীঁ বনে প্রভুজী, চরণকো পাস বুলাও।

বিরহ-বিথা লাগী উর-অন্দর, সো তুম আয় বুঝাও।

মীরাঁ দাসী জনম-জনমকী, চিত্তসু চিত্ত লগাও॥

[স্বরলিপি: বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৬

১) তোমারি কারণে অমি সব সুখ ছাড়িয়াছি; এখনও কেন আমাকে (বিরহের) ক্লেশ দিতেছ? ২) এখন আর তো ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে না, প্রভু, আমায় চরণের সন্নিধানে ডাকিয়া লও। ৩) বিরহ-ব্যথা হৃদয়ের ভিতর লাগিয়াছে; তাহা তুমি আসিয়া নির্বাণ কর। ৪) মীরা তোমার জন্মজন্মের দাসী; তোমার চিত্তে তাহার চিত্ত লয় কর।

১১৩৩

চরণামৃত পরসাদ চরণ-রজ আপ্‌নে সীস্ চঢ়াও,
লোক-লাজ কুল-কান ছাড়িকৈ অভয় নিশান উড়াও।
কথা, কীর্তন, মঙ্গল, মহোৎসব, কর্ সাধনকী ভীড়্,
কভী ন কাজ বিগড়ী হ্যয় তেরো, সত সত কহত কবীর॥

১) ঈশ্বরের চরণামৃত, প্রসাদ, চরণধূলি নিজ শিরে তুলিয়া লও। ২) লোকলজ্জা ও কুলের বন্ধন ত্যাগ করিয়া অভয়-পতাকা উড়াও। ৩) তাঁর কথা, তাঁর নাম, তাঁর মঙ্গল-অনুষ্ঠান, তাঁর মহোৎসব,—এইরূপে সাধনার ভিড় জমাইয়া তোল। ৪) কবীর সত্য সত্য বলিতেছেন, (এইরূপ সাধন হইলে) তোমাদের কাজ কখনও নষ্ট হইবে না।

১১৩৪

মেরে মন হরি কৃপাল, দূসরা ন কোই।
প্রেমকী মথনিয়া মাথী ভক্তিসে বিলোই,
দুধ মথ্ ঘৃত কাঢ় লিও, ছাছ পিবে কোই।
আঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম-বেল বোই;
সন্তন ঢিগ্ বয়্ঠ বয়্ঠ লোক-লাজ খোই।
ম্যঁয়্ তো চলী ভগত জান্, জগত মোহে দেত তান্,
আয়ী প্রভু শরণ তেরী, হোনী হো সো হোই॥

(মীরাবাইর উক্তি)—১) আমার মনে হয় হরি কৃপালু আছেন, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। ২) প্রেমের মন্থন-পাত্র লইয়া মন্থন করিতেছি, তাহাতে ভক্তি ঢালিয়াছি। ৩) এইরূপে দুগ্ধ (ধর্ম) মন্থন করিয়া তাহার ঘৃতটুকু (সারাংশ) আমি বাহির করিয়া লইয়াছি, এখন ঘোলটুকু (অসার অংশ) যাহার ইচ্ছা সে পান করুক। ৪) আমি অশ্রুজল সেচন করিয়া করিয়া প্রেমলতা রোপণ করিয়াছি। ৫) সাধুদের নিকটে বসিয়া বসিয়া লোক-লজ্জা নষ্ট করিয়াছি। ৬) ভক্ত জানিলেই আমি তথায় চলিয়া যাই; তাই জগৎ আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। ৭) হে প্রভু, তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে।

১১৩৫

সাচী প্রীতি হম তুম সঙ্গ জোড়ী,
তুম সঙ্গ জোড়্ অওর সঙ্গ তোড়ী।
জো তুম বাদল, তো হম্ মোরা,
জো তুম্ চন্দ্র, হম ভয়ে জী চকোরা।
জো তুম দীবা, তো হম বাতী, জো তুম তীরথ, তো হম যাত্রী।
জহাঁ জহাঁ জাউ, তহাঁ তেরী সেবা, তুম্‌সা ঠাকুর অওর ন দেবা
তুম্‌রে ভজন কটে ভয়-ফাঁসা, ভক্তি-হেতু গাবে রবিদাসা ॥

[দেশকার, ঝাঁপতাল

৩) প্রথমাংশ—তুমি যদি মেঘ হও তবে আমি ময়ূর হই। ৪) দীবা—দীপ।

১ ৩৬

ম্হারে জনম-মরণকে সাথী,
থানে নহী ঁ বিসরূঁ দিনরাতি।
তুম দেখ্যা-বিন কল ন পড়ত হ্যয়্, জানত মেরী ছাতী।
উ ঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারূঁ, রোয়্ রোয়্ আঁখিয়াঁ রাতী।
মীরাঁকে প্রভু পরম মনোহর, হরিচরণা চিত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ, নিরখ নিরখ সুখ পাতী ॥

[স্বরলিপি : বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১,২) হে আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিবারাত্রিতে কখনও বিস্মৃত না হই। ৩) তোমার দর্শন বিনা শান্তিলাভ হয় না, আমার অন্তর ইহা জানে। ৪) উচ্চে উঠিয়া উঠিয়া আমি তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছি; ক্রন্দন করিয়া করিয়া আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। ৫) মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর; তোমার চরণেই আমার চিত্ত অনুরক্ত। ৬) আমি পলে পলে তোমার রূপ দর্শন করি; দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করি

১১৩৭

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী ! মহা মলিন ম্যয়্ কাপট কামী ।
মানুষ জনম দিও তুম্ উত্তম, অওর কিও সুখসম্পদধামী ;
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়, রহ্যো সদা বিষয়ন্-অনুগামী ।
পাপতাপসে ভয়ো অতি পীড়িত, অব্ মেরী পীড় থমত নহীঁ থামী ;
হোয়্ হতাশ নিরাশ জগৎসে, আয়ো শরণ তুম্হারী, স্বামী ॥

[মল্লার, ত্রিতাল

৫) শেষাংশ—এখন আমার পীড়া থামিয়াও থামিতেছে না ।

উর্দু সঙ্গীত

১১৩৮

মেরে দিল্‌কা মালিক তূ হী হো, তূ হী হো,
তূ হী এক রাহৎ, তূ হী জিন্দগী হো ।
মেরা জিস্‌ম্ দুনিয়ামেঁ রহ্‌তা কহীঁ হো,
হো বীমার, য়া কে সলামৎ-সহী হো ;
পর হরূজা মেরী আঁখ তুঝ্‌হী সে লগী হো,
তেরে বীন্ ন দিল্‌দার মেরা কোই হো,
হো ইজ্জ.ৎ য়হাঁ, য়া কে বে-ইজ্জ.তী হো,
খু.শী হো, মুসীবৎ, য়া জাঁ-কন্দনী হো ;
ন তুঝ্‌সে মেরী বে-বফাই কভী হো,
রহী হো খু.দা, জিস্‌মে তেরী খুশী হো ॥

[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল

২) রাহৎ—শান্তি । জিন্দগী—জীবন । ৩) জিস্‌ম্—শরীর । ৪) সলামৎসহী—নীরোগ ।
৫) হরূজা—সর্বত্র । ৬) দিল্‌দার—প্রাণপ্রিয় । ৭) ইজ্জ ৎ, বেইজ্জ তী—মান, অপমান
৮) মুসীবৎ—বিপদ । জাঁ-কন্দনী—প্রাণের যাতনা । ৯) বে-বফাই—অবিশ্বস্ততা ।

১১৩৯

তু কি.বলা ম্যঁয়্ হুঁ কি.বলা-নুমা, আরজু. মেরী,
তু সূরজ. হো, ম্যঁয়্ সূরজ.-মুখী, আরজু. মেরী।
দুনিয়া মুঝে ফিরায়ে, মগর্ তু রহে মরকজ.,
ফির্ ফিরকে ম্যঁয়্ তুঝ্কো হী তকুঁ, আরজু. মেরী।
ম্যঁয়্ খু.দ্ কহীঁ রহুঁ ব কিসী কামমেঁ রহুঁ,
চিত্তন্ মেরী তুঝ্-পর্ হী রহে, আরজু. মেরী।
ম্যঁয়্ খু.দ্ নহীঁ রহুঁ, ন রহেঁ খ.াহিশেঁ মেরী,
অপ.নেকো তুঝ্মেঁ ভূল সকুঁ, আরজু. মেরী॥

[ঝিঁঝিট, দাদ্‌রা

১ তুমি ধ্রুবতারা হও, আমি দিগ্‌দর্শনের শলাকা হই, এই আমার প্রার্থনা। ২) তুমি সূর্য হও, আমি সূর্যমুখী হই, এই আমার প্রার্থনা। ৩) সংসার আমাকে ঘূর্ণি[illegible] করুক, কিন্তু তুমি কেন্দ্র হইয়া থাক; ৪) ঘুরিতে ঘুরিতে যেন আমি তোমাকেই দেখিতে থাকি, এই আমার প্রার্থনা। ৫) আমি নিজে যেখানেই থাকি, এবং যে কার্যেই নিযুক্ত থাকি, ৬) আমার চিত্ত যেন তোমাতেই লগ্ন থাকে, এই আমার প্রার্থনা। ৭) আমি আপনি যেন আর না থাকি, আমার বাসনা সকল যেন আর না থাকে; ৮) যেন আমি আমাকে তোমার মধ্যে ভুলিয়া যাইতে পারি, এই আমার প্রার্থনা।

১১৪০

জিন্‌হ্ প্রেমরস চ্যাখা নহীঁ, অমৃত পিয়া তো ক্যা হুয়া?
জিস্ ই.শ্‌কতে সির্ ন দিয়া, জুগ জুগ জিয়া তো ক্যা হুয়া?
মশহুর পণ্ডোঁমেঁ হুয়া, সাবিৎ ন কিয়া আপ্‌কো,
অ.ালিম অওর ফ.াজিল হোয়্‌কে, দানা হুয়া তো ক্যা হুয়া?
অওরন্ নসীহৎ তু করে, পর খু.দ্ অমল্ করতা নহীঁ,
দিলকা কুফ.র্ টূটা নহীঁ, হাজী হুয়া তো ক্যা হুয়া?

দেখী গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ, মৎলব ন পায়া শেখ্‌কা,
সারী কিতাবাঁ য়াদ্ কর্. হাফি.জ. হুয়া তো ক্যা হুয়া ?
জব ই.শ.ক্‌কে দরিয়ামেঁ য়ে গ.রক্-আব্-দিল্ হোতা নহীঁ,
গঙ্গা জমন্ অওর দ্বারকা, নহাতা ফিরা তো ক্যা হুয়া ?
জব্-লগ্ প্যালা প্রেমকা, কর্ কর্ ছলক্ জাতা নহীঁ,
রাগ তার মণ্ডল বাজ্‌তে জ.াহর্ সুনা তো ক্যা হুয়া ?
জোগী ও জংগম সর্ মুরে, লাল রঙ্গ কে কপ্‌ড়ে পহন্‌তে,
বাকি ফ্‌নহী উস্ হালকে, কপ্‌ড়ে রঙ্গে তো ক্যা হুয়া ?
বলি জো পুকারে হ্যয়্ পিয়া পিয়া, পিয়াই পুকার্‌তে জিয়া দিয়া,
মৎলুব হাসিল ন হুয়া, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া ?।

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ৩২ পরিচ্ছেদ, ও পত্রাবলীর ১০৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য] ১) যে প্রেমরস আস্বাদন করিল না, সে অমৃত পান কবিলে কি ফল হইল ? ২) যে প্রেমের জন্য মস্তক দিতে (মরিতে) পারিল না, সে বহু যুগ বাঁচিয়া থাকিলে কি ফল হইল ? ৩) যে নানা ধর্মমার্গে (ধর্ম তত্ত্বে) প্রসিদ্ধি লাভ করিল, কিন্তু আপনাকে কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত করিল না, ৪) সে বিদ্বান ও পণ্ডিত হইয়া মহাজ্ঞানী হইলে কি ফল হইল ? ৫) তুমি অন্যদের উপদেশ দাও, কিন্তু নিজে তাহা কার্যে পরিণত কর না ; ৬) যদি তোমার অন্তরের অবিশ্বাস দূর না হইল, তবে তীর্থ করিয়া তোমার কি ফল হইল ? ৭) তুমি গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ (নামক উপদেশ-গ্রন্থদ্বয়) পাঠ করিয়াছ, কিন্তু গ্রন্থকারের (শেখ সাদীর) মর্ম কিছুই ধরিতে পার নাই। ৮) এইরূপে সমুদয় ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্মৃতিধর হইলে কি ফল হইল ? ৯) যতক্ষণ কেহ প্রেমনদীতে মগ্ন-চিত্ত না হয়, ১০) ততক্ষণ সে গঙ্গাতে যমুনাতে ও দ্বারকাসমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিলে কি ফল হইল ? ১১) যতক্ষণ কাহারও প্রেম-পাত্র পূর্ণ হইয়া ও প্লাবিত হইয়া না যায়, ১২) ততক্ষণ সে বাহিরের (প্রেমসঙ্গীত) নানা সুরে ও নানা যন্ত্রে শ্রবণ করিলে কি ফল হইল ? ১৩) শ্মশ্রু যোগী ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ইহারা মস্তক মুণ্ডন করে, ও রক্তবর্ণ (গৈরিক) বস্ত্র পরিধান করে ; ১৪) কিন্তু যদি প্রেমভাবের মর্ম কিছু না জানিল, তবে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া কি ফল হইল ? ১৫) কোনো কোনো সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরকে 'হে প্রিয়, হে প্রিয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে ; যদি কেবল সেই চীৎকার করিতে করিতেই তাহাদের জীবন যায়, ১৬) কিন্তু যদি তাহারা বাঞ্ছিতকে লাভ করিতে না পারে, তবে তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গেলেই বা কি ফল হইল ?

১১৪১

"ফ. জর্‌মে জব্ আয়া, য়লচী. পুষাক্ স্নহলী তেরী।
গমক্ ভর জব্ খাস্ লাগায়া, চিত জগায়া মেরী।
ধূপমেঁ হম্‌কো কিয়া উদাসা, ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুবা স্নর মগ্‌রবী, মরণসা রয়ন্ আয়া।
কাগ.জ্ কালা, হরফ্ উজ্জালা, ক্যা ভারী খত পায়া।
ইত্তী রওনক্ ক্যোঁ রে য়লচী. তূ হী য়াদ্ ভুলায়া।"
"ভারী জল্‌সা, আজম্ দাবৎ, তূ হী ইক মেহ্‌মান্।
খ.ল্‌ক খ.ল্‌কমেঁ খ.ত হ্যয়্ ফ.য়লী, মগ্ রুর হম্ ফর মান্॥"

জীবাত্মা অনন্তের দূতকে (বিশ্বচরাচরকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ১) 'হে দূত, প্রভাতে তুমি যখন আসিলে, তখন তোমার পোষাক স্বর্ণবর্ণ ছিল। ২) পুষ্পগন্ধে ভরিয়া তোমার নিঃশ্বাস যখন তুমি ফেলিলে, তখনই আমার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিলে। ৩) মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমাকে তুমি উদাস করিয়া তুলিলে; কি এক ব্যথা যেন দূর (দিগন্ত পর্যন্ত) প্রবেশ করিল। ৪) সূর্যাস্তকালে তুমি যেন গৈরিকের (উদাস ভাবের) সুর গাহিলে; ক্রমে মরণ-সমান অন্ধকার রজনী আসিল। ৫) তখন (তোমার হাত হইতে প্রিয় পরমেশ্বরের) একখানি বৃহৎ পত্র পাইলাম, তার কাগজ কৃষ্ণবর্ণ (আকাশ), অক্ষরগুলি উজ্জ্বল (নক্ষত্র)। ৬) হে দূত, তোমার কেন এত জাঁকজমক? তোমাকে দেখিয়া আমি সখাকে ভুলিয়া যাই যে।" বিশ্বরূপী দূত জীবাত্মাকে উত্তর দিতেছেন, ৭) "অনন্তের এই বিরাট সভায় ও এই বিপুল নিমন্ত্রণে তুমিই যে একমাত্র নিমন্ত্রিত। ৮) (তিনি যে তোমাকে চাহেন, তাহারই) নিমন্ত্রণ-পত্র এই জগতে জগতে বিস্তীর্ণ। (এমন অপূর্ব নিমন্ত্রণের বার্তাবহ আমি), তবে আমি কি গর্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি?"

১১৪২

প্রভু-প্রেম ইক্ শর্‌বতে-দিল্‌কুশা হ্যয়্,
গুনহ.কে মরীজোঁকো নাদির-দবা হ্যয়্।

জ.রা দিল্‌সে ইক্‌বার পী কর্ তো দেখো,
খুদাকে লিয়ে মেরী য়ে ইল্‌তিজা হ্যয়্।
জো প্রেম একবারী ভী তুম্ দিল্‌সে পীও,
গুনহ্‌কে মরজ্‌সে তো হুকুমন্ শফা হ্যয়্।
জো নিক্‌লা নফ্‌স্‌কী গু.লামী সে সাবিহ্,
উসে মর্‌হবা মর্‌হবা মর্‌হবা হ্যয়্।
ফঁসা জো গুনহ্‌মেঁ নিকল্‌তা হ্যয়্ মুস্কিল্,
য়ে জ.ালিম বুরী রূহ্‌কে হক্‌মেঁ ৱবা হ্যয়্।
ফি.দা হুঁ হর্ অন্দাজ.্ পর্ উস্‌কে ম্যঁয়্ ভী,
প্রভুহীকো জীস্‌নে দিল্ অপনা দিয়া হ্যয়্।
গ নী হো গয়া জব্ মিলা জিস্ গদাকো,
প্রভু-প্রেম ক্যা নুস্‌খ া-এ-কীমিয়া হ্যয়্।
ফি.দা তু ভী বিশ্বাসী অব্ হো খু.দা পর,
ন লা কাম গ.ফ্.লৎকো, অব্ দের্ ক্যা হ্যয়্?।

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

১) প্রভু-প্রেম এমন এক শরবৎ, যাহা প্রাণ খুলিয়া দেয। ২) পাপ-রোগগ্রস্তদের পক্ষে ইহা চূড়ান্ত ঔষধ। ৩) একবার একটু হৃদয় দিয়া ইহা পান করিয়া দেখ, ৪) ঈশ্বরের নামে আমার এই অনুরোধ। ৫) একবার যদি হৃদয় দিয়া প্রেমরস পান কর, ৬) তবে পাপ-রোগ হইতে তো নিশ্চিত আরোগ্যলাভ হইবে। ৭) যে জন প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে, ৮) তাহাকে ধন্য ধন্য বলি। ৯) যে একবার পাপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার নির্গত হওয়া অতি কঠিন; ১০) এই ঘোর নিষ্ঠুর রিপু আত্মার পক্ষে মহামারী স্বরূপ। ১১) তাঁহার সকল আচরণে আমি বলিহারি যাই, ১২) যিনি প্রভুকেই আপন হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন। ১৩) যে ভিখারি প্রভু-প্রেম লাভ করিয়াছে, সে-ই ধনী হইয়া গিয়াছে, ১৪) প্রভু-প্রেম যেন কীমিয়ার (স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার শাস্ত্রের) একটি অপূর্ব ব্যবস্থাপত্র। ১৫) হে বিশ্বাসী, তুমিও এখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর; ১৬) আর অবহেলা করিয়ো না; এখনও বিলম্ব করিতেছ কিসের জন্য?

১১৪৩

প্রভু তু মেরা প্যারা হ্যয়্, তু মেরে দিল্‌কো নূর্।
অব্ তু হী এক সহারা হ্যয়্, অ্যয়্ মেরে দিল্-মন্‌জ়ূর্।
জব্ পাপ-পিশাচ্‌কে বস্‌মে থা, অওর্ খুদীসে থা মামুর,
ওহ হালৎ তু ন দেখ্ সকা, অ্যয়্ মেরে দিল্-মনজ়ূর্।
মঁ্যয়্ বেকস্ দুখিয়া থা লাচার্, অওর্ হোতা থা মঁ্যয়্ খ়ার্,
তব্ তু নে মুঝে বচা লিয়া, অ্যয়্ মেরে দিল্-মন্‌জ়ূর্।
পস্ অব্ প্রভু মঁ্যয়্ তেরা হূঁ, মঁ্যয়্ তেরা হূঁ জ়রূর্,
অওর্ রহূঙ্গা তেরী সেবামেঁ, অ্যয়্ মেরে দিল্ মনজ়ূর্॥

[ইমন-বেহাগ, দাদরা। সুর— বন্দি তব দয়াময়

১) প্রভু, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার হৃদয়ের আলো। ২) এখন তুমিই আমার একমাত্র সহায়, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত। ৩) আমি যখন পাপ-পিশাচের বশবর্তী ছিলাম এবং আত্ম-ইচ্ছাতেই মত্ত ছিলাম, ৪) আমার সে অবস্থা দেখিয়া তুমি সহিতে পারিলে না, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত। ৫) আমি মনুষ্যত্বহীন, দুঃখী ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং আমি সর্বনাশের পথে যাইতেছিলাম; ৬) তখন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া লইলে, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত। ৭) তাই এখন, হে প্রভু, আমি তোমারই, আমি নিশ্চয় তোমারই; ৮) এবং তোমারই সেবাতে (আজীবন) থাকিব, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত।

১১৪৪

তুঝ্-বিনা অপ্‌না মেরা পর্‌বর্দিগার্ কওন্ হ্যয়্?
মঁ্যয়্ হূঁ তেরা, তু হ্যয়্ মেরা, অওর্ কিস্‌কা কওন্ হ্যয়্?
তেরা হোকর্ ভী নহীঁ তেরা রহা মঁ্যয়্, য়া অ়লীম্,
পর্ তু সদা য়কসাঁ রহা, রহ্‌মান্ তুঝ্‌সা কওন্ হ্যয়্?
তেরা দিল্ তুঝ্‌কো ন দেকর্ বে-ধড়ক্ গ়য়্‌রোঁ কো দূঁ,
বেসরা বেলাজ্ অ্যয়্‌সা জগ্‌মেঁ বড়্‌কর্ কওন্ হ্যয়্?

বেবফা ম্যঁয়্ ক্যয়্সা হুঁ, তু গ.য়্ব-দাঁ, সব্ জানতা,
সখ্‌ৎ নফ্‌.রৎকী জগ্‌হ, বে-শর্ম মুঝ্‌সা কওন্ হ্যয়্?
ফের দিল্ মেরা অভী মাবূদ্ তু অপ্‌নী তরফ.,
গর্ তু নহীঁ রহ্‌মৎ করে, তো অওর্ মেরা কওন্ হ্যয়?
ম্যঁয়্ পশেমাঁ হুঁ বহুৎ, অওর্ অব্ নহীঁ ম্যঁয়্ ভাগতা,
কর্ লে তু অপ্‌না মুঝে, গ.ফ্‌ফ.ার তুঝ্‌সা কওন্ হ্যয়্?
জানো-দিল্ সব্ কুছ তুঝে ম্যঁয়্ সিদ্‌ক দিল্‌সে দেতা হুঁ,
দিল্‌দার সচ্চা তুঝ-বিনা মেরা খু.দায়া কওন্ হ্যয়্?।

[পিলু-বারেঁায়া, ঝাঁপতাল

১) তোমা বিনা আর আমার,আপনার কে আছে ? আর আমার প্রতিপালক কে আছে ? ২) আমি তোমার, তুমি আমার ; আর কে বা কার ? ৩) হে সর্বজ্ঞ, আমি তো তোমার হইয়াও তোমার রহি নাই ; ৪) কিন্তু তুমি সদা আমার প্রতি এক ভাবেই রহিয়াছ ; তোমার সমান দয়ালু কে আছে ? ৫) আমার এ প্রাণ তোমারই ; কিন্তু তাহা আমি তোমাকে না দিয়া, বিবেচনাশূন্য হইয়া অন্যকে অর্পণ করি ; ৬) আমার মতন এত বড় কলঙ্কী ও লজ্জাহীন এ জগতে কে আছে ? ৭) হে অন্তর্দর্শী, আমি যে কত অবিশ্বস্ত, তাহা তুমি সবই জান। ৮) আমার সমান এমন দারুণ ঘৃণার পাত্র ও নির্লজ্জ আর কে আছে ? ৯) হে দেবতা, আমার এই হৃদয়কে এখনই তোমার দিকে ফিরাইয়া লও ; ১০) তুমি যদি দয়া না কর, তবে আর আমার কে আছে ? ১১) আমি এখন অতিশয় অনুতপ্ত ; এবং আর আমি তোমা হইতে দূরে চলিয়া যাইব না। ১২) তুমি আমাকে তোমার আপনার করিয়া লও ; তোমার ন্যায় ক্ষমাশীল আর কে আছে ? ১৩) আমি সরল চিত্তে আমার প্রাণ হৃদয় ও সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি ; ১৪) হে পরমেশ্বর, তুমি বিনা আমার সত্য প্রাণ-প্রিয় আর কে আছে ?

১১৪৫

অ্যায়্ দিল্-রুবায়া, দিল্‌কা দিল্, দিল্‌দার্ মেরা তূ হী হ্যায়্।
দওলৎ মেরী অওর্ জ়িন্দগী অওর্ জান মেরী তূ হী হ্যায়্।
বাই.স তূ হী, হস্‌তী তূ হী, আউৱল্ তূ হী, আখির্ তূ হী,
লা-ইন্তিহা অওর্ মস্‌দরে-খূবী খু.দায়া তূ হী হ্যায়্।
কু দ্‌রৎ তূহী, অ জ়মৎ তূ হী, রহ্‌মৎ তূ হী, রাহৎ তূ হী,
পাকীজ়্‌গী অওর্ ই.শ্‌কে.-কামিল্, বে-নিয়াজ়া তূ হী হ্যায়্।
লা-ইন্তিহা অ.ালম্‌মেঁ রওশন্ হ্যায়্ তেরা হুস্‌নো জমাল্,
অ.ক্‌.লে-কুল্ অওর্ ই.ল্‌মে-কুল্, মাবূদ সব্‌কা তূ হী হ্যায়্।
জ়াহির্ তূ হী, বাতিন্ তূ হী. হ্যায়্ হুকুম রাঁ সব্ পর্ তূ হী,
রহ্‌মে-কুল্ অওর অ.দ্‌লে-কুল্ অ্যায়্ বাদশাহা তূ হী হ্যায় ।
সব্ অওলিয়া জোগী ভগত্ পয়্‌গ.ম্বরাঁ অওর্ দেবতা,
হোতে রহে হঁয়্ তুঝ্‌পয়্ কু.র্‌বাঁ, জ়াত্ত উন্‌কা তূ হী হ্যায়্।
গ্রন্থ অওর্ ইঞ্জিল্ কুরান্. শাস্ত্র অওর্ কায়েনাৎ,
সব্ গা রহে তেরা হী গুণ, বে-মিস্‌ল অ্যায়্‌সা তূ হী হ্যায়্॥

[কল্যাণ, ঝাঁপতাল

১) হে চিত্তহারী আমার প্রাণের প্রাণ ও প্রাণাধার তুমিই; ২) তুমিই আমার সম্পদ, জীবন, প্রাণ। ৩) তুমিই সকলেব কারণ ও অস্তিত্ব; তুমিই আদি, তুমিই অন্ত; ৪) হে পরমেশ্বর, তুমিই অনন্ত, তুমিই সৌন্দর্যেব উৎস। ৫,৬) শক্তি তুমিই, মহিমা তুমিই, দয়া ও শান্তি তুমিই; শুদ্ধতা তুমিই; পূর্ণ প্রেম তুমিই, তুমিই স্বতন্ত্র। ৭) অনন্ত ভুবনে তোমার রূপ ও শোভা প্রদীপ্ত। ৮) তুমি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময়; সকলের স্রষ্টা তুমিই। ৯) তুমিই ব্যক্ত, তুমিই অব্যক্ত; তুমি সর্বনিয়ন্তা; ১০) হে সম্রাট, তুমি একাধারে করুণাময় ও ন্যায়স্বরূপ। ১১) সকল ধর্মগুরু, সকল যোগী, ভক্ত, পয়গম্বর, এবং সকল দেবগণ, ১২) তোমারই নিকটে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছেন; তুমিই তাঁহাদের সকলের জীবন। ১৩) (শিখ) গ্রন্থ, বাইবেল, কোরাণ, ও (হিন্দু) শাস্ত্র, এবং এই নিখিল বিশ্ব, ১৪) সকলে তোমারি গুণ গান করিতেছে— এমনি তুমি অতুলন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

১১৪৬

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে ওরে জাগ জাগ।
শোন রে চিত-ভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে,
অলস রে ওরে জাগ জাগ॥

[ললিত, আড়াঠেকা। গীতলিপি ৫।

১১৪৭

সত্য জ্ঞানময় শিব শান্ত অনাদি অনন্ত বিশ্বকান্ত।
শুদ্ধ বুদ্ধ পরমসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় জগতনির্ভর,
নিখিল চিত্তে সদা বিরাজ হৃদয়ানন্দ চির প্রশান্ত॥

১১৪৮

তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে।
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, শান্তিসুধা দিয়ো চিত্ত-চকোরে।
কাঁদিছে চিত 'নাথ নাথ' বলি, সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি;
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি, দেখাও পথ অন্ধ তিমিরে।
মন্দ ভালো মম সব তুমি নিয়ো, দুঃখী-জনে হিত সাধিতে দিয়ো;
হে নিরঞ্জন, দীন রূপে আসিয়ো, বাঁধিয়ো সবে মম প্রেম-ডোরে॥

[জৌনপুরী-টোড়ি (ভজন) ত্রিতাল। স্বরলিপি : উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৮

১১৪৯

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে ॥
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে,
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে ॥
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে ॥

১১৫০

প্রেমময়, তুমি আমার প্রিয় হবে কবে।
আমার বাসনা কামনা যত, সবি কেড়ে লবে।
অনেকের সেবা ক'রে, আছি জীবন্তে ম'রে,
(এক) তোমার সেবায় রত রেখে, এবার বাঁচাও মোরে।
শুনেছি যা ঋষি হতে, প্রিয় তুমি পুত্র হতে,
বিত্ত হতে প্রিয় তুমি, আর সকল হতে।
জীবনে তা হউক সত্য, বেঁচে যাই আমি মর্ত্ত্য ;
(কবে) তোমাকেই বেসে ভালো, জীবন সফল হবে ॥

[মিশ্র সাহানা, দাদরা। সুর— হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে

১১৫১

আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী, একেবারে মেতে যাই।
তোমার প্রেমসুধা পান করিয়ে সদানন্দে নাচি গাই।
যে সুধা পান করিলে, বিষয়বুদ্ধি যায় চলে,
হয় মহা ভাবের উদয়, সেই সুধা পান করতে চাই।
যুগে যুগে ভক্তজনে মাতাও যে সুধাদানে,
আমরা সেই সুধাপানে মাতিয়ে সবে মাতাই।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা-পানে,
মাতুক সব নর নারী, দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই ॥*

[খেম্‌টা

১১৫২

আইল আজি প্রাণসখা, দেখো রে নিখিলজন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, থামাইল ধরা দিবসকোলাহল ॥

[কেদারা, আড়াঠেকা

১১৫৩

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, 'প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান ॥
কোরো না সখা, কোরো না চিরনিষ্ফল এই জীবন।
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি, চরণে দাও স্থান ॥'

[সিন্ধু, একতাল

* মূলের পাঠ: সর্বত্র "সুধা" স্থানে "সুরা", এবং শেষ কলিটি এইরূপ— 'তোমার নববিধানে নবপ্রেমসুধাপানে, মাতুক সব জগতবাসী, দেখে পরলোকে যাই।'

১১০৪

চলেছে তরণী প্রসাদপবনে, কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে।
এ ভবসংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'সে হেথা ম্লানমুখ ;
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ।
এ ভবকোলাহল, এ পাপহলাহল, এ দুখশোকানল দূরে যাক।
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে, চলো রে শুনি চলি তাঁর ডাক।
বিষয়ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখদুখ প'ড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধন জন দিয়ে বিসর্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

[মিশ্র মল্লার, রূপক

১১০৫

কে যাবে অমৃতধামে।
মুছিয়া বিষাদ তাপ, ভুলি শোক পরিতাপ,
শুভ্র সুন্দর হয়ে মধুময় প্রাণে।
কবে সে জগতে, ভাই, পড়িয়াছে সাড়া
এ নহে নিত্য নিবাস পথযাত্রী মোরা,
সঙ্গী সহায় যাঁরা, ঐ যে চলেছেন তাঁরা ;
পথে বসে কাটে দিন কিসের সন্ধানে।
দুয়ারে লেগেছে এসে পারের তরী,
প্রেম যাঁর আছে তাঁর লাগে না রে কড়ি,
এস প্রাণে প্রাণে মিলি, প্রেমে হয়ে গলাগলি,
সবে মিলে পারে যাই মাতি ব্রহ্মনামে॥

[সুর— ব্রহ্মনাম গাও রে আনন্দে

১১৫৬

আঁধার এল ব'লে তাই তো ঘরে উঠল আলো জ্বলে ॥
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে—
জেনেছি কার লীলা আমার বক্ষদোলার দোলে ॥
ঘুমহারা মোর বনে বিহঙ্গগান জাগল ক্ষণে ক্ষণে ।
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ,
বসন্তবায় মোরে জাগায় পল্লবকল্লোলে ॥

১১৫৭

সখা, তুমি আছ কোথা—
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা ॥
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি তোমারে কব সে কথা ॥
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে, সখা,
দেখো আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্করেখা ।
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে—
নয়নে ঝরিছে বারি, দেখো, সভয়ে এসেছি পিতা ॥
দেখো দেব, চেয়ে দেখো, হৃদয়েতে নাহি বল—
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল ।
লহো সে হৃদয় তুলে, রাখো তব পদমূলে—
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা ॥

[টোড়ি, একতাল

১১৫৮

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই,
চলো চলো চলো ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে—
চলো চলো চলো ভাই ॥
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কী আনন্দ উথলিল—
চলো চলো চলো ভাই ॥
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান, গাহো সবে একতান—
বল সবে জয় জয় ॥

[কর্ণাটি খাম্বাজ, ফেরতা

১১৫৯

লহো লহো তুলি লও হে, ভুমিতল হতে ধূলিম্লান এ পরান—
রাখো তব কৃপাচোখে, রাখো তব স্নেহকরতলে।
রাখো তারে আলোকে, রাখো তারে অমৃতে,
রাখো তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কৃপাচোখে,
রাখো তারে স্নেহকরতলে ॥

[আড়ানা, ত্রিতাল

১১৬০

কী দিব তোমায়।
নয়নেতে অশ্রুধার, শোকে হিয়া জরজর হে ॥
দিয়ে যাব হে, তোমারি পদতলে আকুল এ হৃদয়ের ভার ॥

[আসোয়ারী, আড়াঠেকা

১১৬১

মা আমি তোমারে চাই, প্রতিদিন চাই, প্রতিক্ষণ চাই।
জগতের জীবনের পরশ যত, সকলের সাথে তোমারে চাই।
দুঃখ সুখের যত বেদন, দেহ মনের যত চেতন,
পূর্ণ করি সব জাগো তুমি, তোমারে চাই, তোমারে চাই।
জাগরণে চাই, সুপ্তিতে চাই, রোগের চৈতন্য-লুপ্তিতে চাই,
সংগ্রাম মাঝে চাই, তৃপ্তিতে চাই, তোমারে চাই, তোমারে চাই।
প্রেমে প্রেমে মোর প্রেম তব, তোমারি বাণী মম কর্মে সব,
আদর শোক দুঃখে নিত্য তব, ধন্য আমি ; তবু তোমারে চাই।
এ জগতে তব যত মাধুরী, করিলাম পান আমি জীবন ভরি,
ডেকে লবে কি তুমি এখন মোরে ? তোমারে চাই, তোমারে চাই।
আমি প্রস্তুত, আমি উৎসুক, হেরিতে সমুখে তব শ্রীমুখ,
ডুবে যেতে শীতল কোলে তব, তোমারে চাই, তোমারে চাই॥

১১৬২

গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ, কর হে আমারে শান্তি দান !
মোচন কর হে পাপ তাপ, ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমারি আশ্রয়ে, তরিব সাগর নির্ভয়ে,
যে যায় যাক, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার, মন-তরীর হর হে ভার,
তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার॥

[কুকব, কাওয়ালি

১১৬৩

একা আমি ফিরব না আর এমন ক'রে—
নিজের মনে কোণে কোণে মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে ছোট ক'রে ঘিরতে গিয়ে,
শুধু এ আপনারেই বাঁধি আপন ডোরে।
যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে,
সেইখানে হৃদয়ে পাব হৃদয়-রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল, তারি 'পরে বিশ্বকমল,
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ দেখাও মোরে॥

১১৬৪

হায়, কে দেবে আর সান্ত্বনা!
সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেয়ো না—
চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে॥
চারি'দিকে চাই, হেরি না কাহারে।
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে—
হেরো হে শূন্য ভবন মম॥

[দেশ, ত্রিতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৬

১১৬৫

দুয়ারে বসে আছি প্রভু, সারা বেলা— নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কী আছে হে, হৃদয় না পূরে—
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হোয়ো না দীনহীনে—
যা কর' হে, রব প'ড়ে॥

[কামোদ, ধামার

১১৬৬

ফিরো না ফিরো না আজি— এসেছ দুয়ারে।
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে॥
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে—
অমৃত ভরিয়া লও মরমমাঝারে॥
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও।
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে—
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে॥

[টোড়ি-ভৈরবী, আড়াঠেকা

১১৬৭

দরশন দাও হে প্রভু, এই মিনতি।
তব-পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।
তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ, তোমা বিনা প্রভু নাহি কোনো গতি॥

[সুরট, তেওট

১১৬৮

অসীম কাল-সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ?।
হেরো আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে, একি শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে
এই মন্দিরে, এই সুধানিকেতন ॥

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল

১১৬৯

দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন—
জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ?।
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই—
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় করধারা—
তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণবরিষন।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল—
বিষয়ের মান-অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা—
তোমারি সে পুরোহিত প্রভু, করিবে তোমার আরাধন—
নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥

[ধন, ত্রিতাল

১১৭০

তুমি যে আমারে চাও, আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও, আমি সে জানি॥
এ আলোকে এ আঁধারে, কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও, আমি সে জানি॥
সারাদিন নানা কাজে, কেন তুমি নানা সাজে,
কত সুরে ডাক দাও, আমি সে জানি।
সারা হলে দেয়া-নেয়া, দিনান্তের শেষ খেয়া,
কোন্ দিক পানে বাও, আমি সে জানি॥

[ভূপালী, ত্রিতাল

১১৭১

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও।
বিপদ-মাঝে বল কারে ডাকি আর— তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চলে যায়, একেলা ফেলি আঁধারে ;
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ করো নাথ— পূরাও এই আশা॥

[রামকেলি, ত্রিতাল। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৭ শক

১১৭২

ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী,
একেলা, হায় রে— তোমার আশা হারায়ে॥
ভোর হল নিশা, জাগে দশ দিশা— আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে,
উদয়পথপানে দুই বাহু বাড়ায়ে॥

[বিভাস, ত্রিতাল। গীতলিপি ৫।৩

১১৭৩

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ॥
আবার এ যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ॥
তব নীরব বাণী হৃদয়তলে ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখো আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন॥

১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯) [টোড়ি, ঝম্পক। গীতলিপি ২।১০

১১৭৪

করযোড়ে মোরা চাহি ভগবান্, শক্তি দাও।
হৃদয়ে ও দেহে শক্তি দাও, অন্তরে চিরভক্তি দাও।
জ্ঞানের আলোকে ঘুচাও আঁধার, প্রেমের আলোকে ছাও চারিধার,
সকল রকম বন্ধন হতে মুক্তি দাও।
নির্মল হব উজ্জ্বল হব, শক্তি দাও।
বিশ্ববাসীরে করব আপন, শক্তি দাও,
বিশ্ব-মাঝারে তোমায় হেরিব, ভক্তি দাও।
ঢালি দিব প্রাণ কল্যাণ-কাজে, ফিরিব বিশ্বে বিজয়ীর সাজে,
অসত্য যাহা, দলিব দু পায়ে, শক্তি দাও।
জীবনে মরণে ও-চরণে অনুরক্তি দাও॥

[ভূপকল্যাণ, দাদরা

১১৭৫

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥
রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী—
করো কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজনজননী ॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে।
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে,
স্নেহকরপরশনে, চিরশান্তি দেহো আনি ॥

[হাম্বীর, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৫

১১৭৬

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ,—
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ, কত শত, কতমতো,
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা ॥
যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ—
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই,
কেন তা দিতে পারি না?
আমার জগতের সব তোমারে দিব, দিয়ে তোমায় নেব— বাসনা ॥

[দেশ-সিন্ধু, একতাল

১১৭৭

চলিয়াছি গৃহ-পানে, খেলাধুলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড়ো শ্রান্ত মন প্রাণ॥
ধুলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস—
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান॥
খেলিতে সংসারের খেলা, কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি বহে যায়।
ধুলাঘর গড়ি যত, ভেঙে ভেঙে পড়ে তত—
চলেছি নিরাশ-মনে, সান্ত্বনা করো গো দান॥

[ললিত, আড়াঠেকা

১১৭৮

আমি দীন, অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে, তব করুণাঋণ॥
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদয়মাঝে ঝরিছে নিশিদিন॥
হৃদয়ে যা আছে দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগতমাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন॥

[রামকেলি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩৬

১১৭৯

আঁধার সকলি দেখি, তোমারে দেখি না যবে।
ছলনা চাতুরী আসে হৃদয়ে বিষাদবাসে—
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে।
এসো এসো প্রেমময়, অমৃতহাসিটি লয়ে।
এসো মোর কাছে ধীরে এই হৃদয়নিলয়ে।
ছাড়িব না তোমায় কভু জনম মরণে আর,
তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার॥

[কানাড়া, আড়াঠেকা

১১৮০

আজি এ ভারত লজ্জিত হে, হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা—
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলি ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বী'পরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে—
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

[ভূপালি, ত্রিতাল

১১৮১

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাত কিরণে,
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে॥
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শতবরনে॥
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে কী ভয় কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে॥

[টোড়ি, ঝাঁপতাল

১১৮২

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য—
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥
সে যে সঙ্গিনী মোর, আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল—
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥

কীর্তনে উপাসনা

[উদ্বোধন]

১১৮৩

ক) অনলেতে যে দেবতা দাহিকা শকতি,
সলিলে শীতলরূপে যাঁহার বসতি,
জল স্থল নভতল বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া করেন যিনি স্থিতি নিরন্তর,
ওষধি ও বনস্পতি জীবিত যাঁহায়,
নমি সেই দেব-দেবে, প্রণমি তাঁহায়।

[বেলোয়ার, মধ্যম একতাল

খ) "আনন্দ" স্বরূপ যাঁর, প্রাণ উৎস প্রাণাধার,
যাঁহে সবে লভয়ে জনম,
জনমিয়া যাঁহে রহে, জীবন যাঁহাতে বহে,
স্থিতি যাঁহে করে জীবগণ,
জীবনের অবসানে চ'লে যায় যাঁর পানে,
তিনি ব্রহ্ম, কর প্রণিধান।
আদি অন্ত মধ্য ধাম, পরিধি ও কেন্দ্রস্থান,
জ্ঞানাতীত অরূপ মহান।
(নিরাধার নিরাকার, মূলাধার সবাকার)
মন সহ ভ্রমি, যাঁয় বাক্য না ধরিতে পায়,
তৃপ্তি-হেতু রসময় সেই ;

তাঁহাতে হইলে স্থিতি, মনোতীতে চিত্ত-বৃত্তি,
ভবার্ণবে ভয় নাহি, ভাই।
(ভয় আর থাকে না ; অভয় পদে স্থিতি হলে,
প্রাণাধারে প্রাণ সঁপিলে)।
এই তো পরম লোক, হেথা জীব বীত শোক,
পরা গতি, লভয়ে সম্পৎ ;
লভি সে পরমানন্দ, ঘুচে যায় সব দ্বন্দ্ব,
পূর্ণানন্দে পূরয়ে জগৎ।
(নিরানন্দ রয় না রে ; সে পরমানন্দে হেরে ; আনন্দময় লোক হেরে)।

[ভাটিয়ারী ; ধামালী

[আরাধনা]

গ) সারাৎসার পরাৎপর ব্রহ্মসনাতন,
স্বজন-পালন হেতু, জীবের জীবন,
প্রাণাধার সবাকার নিত্য সত্য তুমি,
অনিত্য সংসার মাঝে তুমি স্থির ভূমি।

[করুণ সুহই ; মধ্যম একতাল

ঘ) দর্শন শ্রবণ আর পরশ মনন,
ইন্দ্রিয় সবার তুমি কারণ-কারণ।
ভেদ করি জল স্থল, গগন-মণ্ডল,
'আমি-আছি' ধ্বনি তব উঠিছে কেবল।

পর্বত শিখর আর জলধির তল,
গহন অরণ্য যত, মরুময় স্থল,
সকলেরি মাঝে, দেব, আবির্ভাব তব
তোমার প্রকাশ বিনা হয় অসম্ভব।
(আছ হে তুমি ; সবার মাঝে আছ হে তুমি ; তোমার মাঝে
বিশ্ব রাজে, বিশ্বমাঝে আছ হে তুমি ; প্রাণরূপে বিশ্বমাঝে—)।

[ধানসি, ঝপতাল

ঙ) ওহে জ্ঞানময়, ওহে প্রাণময়, বিশ্ব রচিলে জ্ঞানে ;
(করি) জ্ঞানেতে পালন, শাসন, চালন, পূর্ণ করিলে প্রাণে।
তরু লতা তৃণে, জীবের জীবনে, প্রাণের প্রবাহ তব ;
মানব-সমাজে যুগে যুগে রাজে কত বিধি নব নব।
বিবেক-বাণীতে আদেশ শুনিতে ডাকিছ তনয়ে তুমি ;
সে বাণী শুনিয়া, সে পথে চলিয়া, ধরা হয় স্বর্গভূমি।

[শ্রীরাগ, খয়রা

চ) নীলাকাশে ভায় তোমারি প্রভায় রবি, শশী গ্রহ তারা ;
চিদাকাশে তুমি অন্তর্যামী স্বামী, হৃদয়ের ধ্রুবতারা।
হৃদি-অন্তস্তলে তব আঁখি জ্বলে, হেরে লাজে মরে যাই ;
সকলি দেখিছ, সকলি জানিছ, গোপন কিছুই নাই।
(সব দেখিছ তুমি ; অনিমেষ আঁখি দিয়ে)।

[শ্রীরাগ মিশ্র, ঝপতাল

ছ) অনন্ত মহিমা তব, হে অনন্ত স্বামী,
(বর্ণিতে নারে ; বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেল—)
ধরিতে বুঝিতে নাথ, পরাভূত আমি।
অগম্য অপার তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রাখিয়াছ এই বিশ্ব করে আচ্ছাদিত।

[তুড়ী, মধ্যম একতাল

জ) সবারে রাখিয়া তুমি নিজ অধিকারে,
ওত-প্রোত ভাবে আছ সবার মাঝারে।
দেশকালাতীত তুমি, সীমা অন্ত নাই,
সীমা-মাঝে পাতিয়াছ অসীমের ঠাঁই।
বাঁধা আছি তোমা-সনে অনন্তের টানে,
ছুটিয়া চলেছি মোরা অনন্তের পানে।
নদী যথা সিন্ধুপানে চলে ধীরে ধীরে,
ছুটিছে জীবন-নদী ধরিতে তোমারে।

[বিহাগড়া, ঝপতাল

ঝ) (ঐ) মহাসিন্ধু মাঝে জননীর সাজে খুলিয়া আনন্দধাম,
ডাকিছ সবারে সুমধুর স্বরে, জুড়াইতে মন প্রাণ।
(আয় আয় আয় বলে, ডাকিছ সবে ; জুড়াবে বলে—
তাপিত হৃদয়। আর কে বা আছে ? তপ্ত চিতে শান্তি দিতে ;
তোমা বিনে কে বা আছে ?)
শান্তি অনুপম জুড়ায় মরম, শীতল সুধানিলয় ;
আনন্দ-বরণ মুরতি মোহন, প্রাণারাম রসময়।

[শ্রীললিত, ঝপতাল

ঞ) অমৃতসদন, আমার জীবন ভরিয়া রয়েছ তুমি ;
মরণের পারে লোক-লোকান্তরে অমর হইনু আমি।
আনন্দে জনম লভিয়া ভুবন কেবলি আনন্দময়।
আকাশের তারা, হাস্যময়ী ধরা, আনন্দ-বারতা কয়॥
কুসুমিত বনে বিহগ-কূজনে, আনন্দ বহিয়া যায় ;
পূর্ণানন্দ তুমি, হে জীবন-স্বামী, এই জীবন-ধারায়।

[সুহই, জপতাল

ট) প্রেম-সুধা-ধারে তুষিতে সবারে, পাঠাইলে এ সংসারে ;
দিয়ে অন্নজল, জ্ঞান বুদ্ধি-বল, পালিছ কত আদরে।
(বিচার তুমি কর না হে ; সাধু পাপীর ভেদাভেদ)
আমি জনম অবধি কত অপরাধী, বিরোধী তোমার দ্বারে ;
সেই পাপাচার স্মরি, দয়াময় হরি, তুমি তো ছাড় না মোরে।
(কত ভালোবাস ; অধম দীন সন্তানে)
জীবনে মরণে সুখে দুখে মম তব প্রেম-পরিচয় ;
সকলের মূলে সে প্রেম হেরিলে বিশ্ব হয় মধুময়।
(সকলি মধু ; তোমার পরশ পেয়ে ; অনল অনিল জল)
এই সৃজন প্রসঙ্গ লীলারসরঙ্গ প্রেমেরি তরঙ্গ তব ;
শুধু আপনার প্রেম করিতে পূরণ ফুটায়ে তুলিছ সব।
(নিজ প্রেম পুরাইতে, চাহ যে আমারে ; জনম দিলে তাই)।

[মিশ্র খাম্বাজ, দোঠুকি

ঠ) একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিত্যসত্য নিরুপম,
একমাত্র তুমি বন্দনীয় ; (হে নাথ)
তোমার নাহি অংশী, নাহি অংশ চিহ্নিত মানব-বংশ,
সম ভাবে সবে তব প্রিয় । (হে নাথ)
তুমি এক পিতা, এক মাতা, একমাত্র পরিত্রাতা,
সবারে রেখেছ এক কোলে ; (হে নাথ)
(দিয়ে) এক ধর্ম, এক জ্ঞান, এক ভক্তি, এক প্রাণ,
(এক) পরিবারে বাঁধিছ সকলে । (হে নাথ)
তোমার এক কোলে পাশাপাশি ইহপরলোকবাসী,
যুগ-যুগ লোক-লোকান্তর ; (হে নাথ)
লুপ্ত সব ভেদ-চিহ্ন, তোমাতে সবে অভিন্ন,
এক তুমি সত্তার সাগর । (হে নাথ) ।

[ঝিঁঝিট মিশ্র, ঝাঁপতাল

ড) পতিতপাবন তুমি মোক্ষদাতা পুণ্যভূমি,
গতি মুক্তি তুমি সবাকার হে ;
জগতের নরনারী শরণ লহে তোমারি,
ঘুচাইতে পাপের বিকার হে ।
অনুতাপী পাপী তরে করুণা অজস্র ঝরে,
কাঁদাইয়া পাষাণে গলায় হে ;
যুগে যুগে কত ধর্মে জাগায়ে মানব-মর্মে,
উথলিয়া জগতে ভাসায় হে ।

[সুহই, ছোট দশকুশী

চ) ধন্য দেব তুমি পুণ্যাধার।
তুমি পাপীর অবলম্বন, ভক্তজন-প্রাণধন,
যোগী-চিত্তে সুধার নিঝর।
জগতের পরিত্রাতা, চিরসুন্দর দেবতা,
রূপে তব শোভে চরাচর।

[মায়ুর কল্যাণ, তেওট

[ধ্যান]

ণ) জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যময়, চিদানন্দ-ঘন
জাগ্রত জীবন্ত দেব, ব্রহ্মসনাতন।
সকল স্বরূপ এক ঘন আবির্ভাবে,
উজ্জ্বল করুক হিয়া ধ্যানের প্রভাবে।

[বারোঁয় মিশ্র, ঝপতাল

[প্রার্থনা]

ত) (হরি) মোচন কর বন্ধন মোর, ভেঙে দাও যত ফাঁকি,
আমি মুক্ত জীবনে, মুগ্ধ পরানে, চরণে পড়িয়া থাকি। (অভয় চরণে)
বাসনা কামনা হইয়ে প্রবল, অন্ধ করে যে আঁখি;
তখন সুখের লালসে মোহনিদ্রাবশে সে আঁখি খুলে না দেখি।
(আঁখি খুলে দাও— জ্ঞানের আঁখি— ভক্তির অঞ্জন দিয়ে)।

[শ্রীরাগ, ঝপতাল

থ) ঘুচাও দুর্মতি, দাও শুভমতি, দীন দয়াল হরি;
থাক দয়া করে দাসের অন্তরে, চরণে মিনতি করি।
(দয়া কর হে, অধম দুর্বল জনে; দীন হীন কাঙাল জনে;
পতিতপাবন অধমতারণ)
হয়ে আজ্ঞা-বশ, প্রেমেতে সরস, খাটিব জগতে তব;
সফল হইবে মানব জনম, স্বরগ হইবে ভব।
(সেদিন কবে বা হবে হে;
দীনজনের ভাগ্যে সে শুভদিন কবে হবে;
শকতি দাও প্রাণে, ভকতি দাও মনে;
বড় আশা করে এসেছি হে)॥

[সুহই, ঝপতাল

—

বিবিধ তথ্য

[ঈশানচন্দ্র বসু-প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত", মহর্ষির আত্মজীবনী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়-প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" ও প্রসন্নকুমার সেন-সংগৃহীত "বিবিধ ধর্ম সঙ্গীত" হইতে অধিকাংশ তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।]

"ব্রহ্মসঙ্গীত" এই নামটি রাজা রামমোহন রায়-প্রদত্ত। তাঁহার জীবিতকালে তিনি নিজের ও বন্ধুগণের রচিত শতাধিক গান সংবলিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক দুই তিন বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালের ২০ শে আগষ্ট (১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র) বুধবার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই দিনের উপাসনাতে "শাশ্বতমভয়মশোকং" "বিগতবিশেষং" ও "ভাব সেই একে" এই তিনটি সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়বাসকালে (১৮৫৭ সালে) "যোগী জাগে" গানটি গভীর রাত্রিতে গান কবিতেন। তিনি ১৮৪৫ সালে "নমস্তে সতে" স্তোত্রটির নূতন আকার দান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালেব মাঘোৎসবের জন্য "পরিপূর্ণমানন্দম্" গানটি রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেব প্রথম যৌবনে রচিত "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" গানটি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

১৮৬০ সালের শারদীয় অবকাশে তিনজন যুবা (তখন রেলওয়ে কর্মচারী) প্রধানতঃ গানের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারোদ্দেশে বর্ধমান জেলার গুস্করা ও তন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-রচিত "পুরবাসি রে তোরা যাবি যদি" প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীত গান করেন। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঐ গানটির "উত্তর" স্বরূপ "কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু" সঙ্গীতটি রচনা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পর তাহার ভাব লইয়া (আনুমানিক [illegible] সালে) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "এত দিনে পোহাইল" ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "কত আর নিদ্রা যাও" এই গান রচনা করেন। [illegible] সালের [illegible]

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম দুই কীর্ত্তন, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী -রচিত "পাপে মলিন মোরা" ও "পতিতপাবন ভকতজীবন" গীত হয়। ১৮৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন দিনে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগরসংকীর্তন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল -রচিত "তোরা আয় রে ভাই" গীত হয়।

১৮৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে "দয়াময় নাম বল রসনায় অবিশ্রাম" এই নগরসংকীর্তন, ও "চল ভাই সবে মিলে যাই" এই গান গীত হয়। ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট ভারতাশ্রমের ভাব লইয়া "পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন" গানটি রচিত হয়।

১৮৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার-ব্রত গ্রহণ দিনে, "জানিতেছ হৃদয় বাসনা' গানটি এবং ১৮৬৬ সালের ৩০শে নভেম্বর (১৬ই অগ্রহায়ণ) সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের প্রচার ব্রত গ্রহণ দিনে "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে" গানটি ব্যবহৃত হয়। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন উপলক্ষে "তাঁকে রেখো রেখো তব পায়" গানটি রচিত হয়।

১৮৮১ সালের ২২শে জানুয়ারী (১০ মাঘ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "চল চল হে সবে পিতার ভবনে" এই নগরসংকীর্তন গীত হয়। সাধনাশ্রমের (স্থাপিত, ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২) দৈনিক উপাসনায় ব্যবহারের জন্য আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় -কর্তৃক এই সকল সঙ্গীত ও স্তোত্র রচিত হয় : জুলাই ১৮৯২— স্তোত্র "নমো নমস্তে ভগবন্", গান "পাপীগণে আজ" ; ১ আগষ্ট ১৮৯২— "তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি" ও "পাপী তাপী নরে"। ১৮৯২ সালে নগরসংকীর্তনের গান বিশেষ ভাবে সাধনাশ্রমের ভাব লইয়া রচিত হয়।

(একাদশ সংস্করণ হইতে গৃহীত)